শরেহ্ বেকায়া

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।

[পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড।]

মোসলেম-হিতৈষী ও ইসলাম-দর্শনের

সহযোগী-সম্পাদক

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড—গরাণহাটা

"সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী" হইতে

মুন্শী আফাজদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

[মুল্য ২৲ টাকা মাত্র।

১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

ইসলামিয়া আর্ট প্রেসে
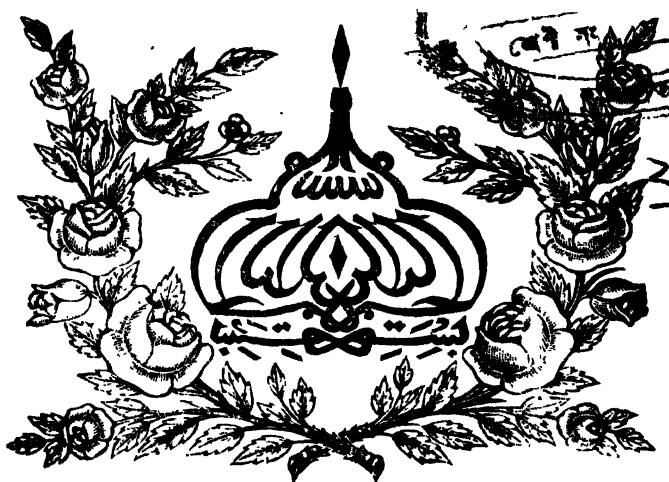
মোহাম্মদ শামসুদ্দিন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শরেহ বেকায়া।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

বায় অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের বিবরণ।

পরস্পর সম্মত ভাবে দ্রব্যাদি পরিবর্ত্তন করার নাম (বায় بيع) বিক্রয়। অতীত কাল-জ্ঞাপক শব্দদ্বারা ইজাব ও কবুল (বিক্রয়ের প্রস্তাব ও ক্রয়ের স্বীকারোক্তি) করিলেই ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে।

জানা উচিত যে, সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালার বাক্যের দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ ও শুদ্ধ হইয়াছে ; যেমন পবিত্র কোর-আন মজীদে উক্ত হইয়াছে ;—

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ○

১৩৮ নং করেয়া রোড, কলিকাতা।
ইসলামীয়া আর্ট প্রেসে
মোহাম্মদ শামসুদ্দিন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শরেহ বেকায়া

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

—০ঃ)*(ঃ০—

বায় অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের বিবরণ।

পরস্পর সম্মত ভাবে দ্রব্যাদি পরিবর্ত্তন করার নাম (বায় بيع) বিক্রয়। অতীত কাল-জ্ঞাপক শব্দদ্বারা ইজাব ও কবুল (বিক্রয়ের প্রস্তাব ও ক্রয়ের স্বীকারোক্তি) করিলেই ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে।

জানা উচিত যে, সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালার বাক্যের দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ ও শুদ্ধ হইয়াছে ; যেমন পবিত্র কোর-আন মজীদে উক্ত হইয়াছে ;—

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ۝

অর্থাৎ—"আল্লাহ্‌তালা ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ (হালাল) এবং সুদ অসিদ্ধ (হারাম) করিয়াছেন।

রেফায়া-এবনে-রাফেয়ে (রহঃ) হইতে এমাম আহমদ মসনদ গ্রন্থে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, বযার (রহঃ) রেফায়া বিন রাফির (রাজিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক সময়ে হজরত রসুলে করিম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—"হে রসুলোল্লাহ ! কোন্ উপার্জ্জন উত্তম ?" তিনি বলিয়াছিলেন,—"প্রত্যেক ব্যক্তি (শরিয়তানুযায়ী) স্বীয় হস্ত দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং ক্রয়-বিক্রয় সকলের চেয়ে ভাল,—যাহা সদুপায়ে (উপার্জ্জিত) হইয়া থাকে।" হাকেম (রহঃ) এই হাদিসকে সহি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবু-দাউদ, তেরমিজি, নেছায়ী ও এবনে-মাজা রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ বলিয়াছিলেন,—"হে বণিক সম্প্রদায় ! ক্রয়-বিক্রয়ে নিশ্চয়ই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিথ্যা কথা বলিতে ও শপথ করিতে হয় ; তোমরা উহাকে ছদকার সহিত মিলাইয়া দাও।"—অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করিতে গেলেই অনেক সময়ে অনাবশ্যক ও মিথ্যা কথা বলিতে ও মিথ্যা শপথ করিতে হয়, সুতরাং উক্ত মিথ্যা কথা ও মিথ্যা শপথের পাপ-মুক্তির জন্য হাদিসে ছদ্কা দেওয়ার বিধান বিবৃত হইয়াছে।

হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) ক্রয়-বিক্রয়ের যুগেই প্রেরিত হইয়াছিলেন,—এতদ্দারা এবং ওলামাগণের মত ও বিবেক দ্বারাও ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হওয়া সমর্থিত হয়। বিশেষতঃ মানবের পক্ষে অবস্থানের জন্য গৃহ-বাটী নির্ম্মাণ এবং আহার ও পরিধানের জন্য বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা একান্ত আবশ্যক ; এই সমস্ত ব্যতিরেকে জীবন যাপন ও জীবিকা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। অথচ এই সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের জন্য ভূমিকর্ষণ, বীজ-বপন, ফসলাদি রক্ষণাবেক্ষণ, শস্য কর্ত্তন, তাহা হইতে শাস বাহির করণ, শাস নিষ্পেষণ, খামীর প্রস্তুত করণ ও তাহা হইতে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য্য সমূহ করা নিতান্ত আবশ্যক এবং এই কার্য্যগুলির সহিত ক্রয়-বিক্রয়ের সম্বন্ধ

অতি ঘনিষ্ঠ; ক্রয় বিক্রয় ব্যতিরেকে ইহা কখনও সম্পন্ন হইতেই পারে না। পক্ষান্তরে বস্ত্রাদির জন্য কার্পাসাদির চাষ-আবাদ, উহা হইতে কার্পাস বাহির করা, সূতা কাটা, বস্ত্র বয়ন এবং ব্যবসা করাও এইরূপ একান্ত আবশ্যকীয়। এই সকল কাজ সকলেই স্বহস্তে করিতে পারেন, স্বীয় উদ্দেশ্য ও অভাবাদি পূরণ জন্য প্রত্যেকেরই কতকটা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া ক্রয় বিক্রয় এবং কতকটা জিনিষ স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হয়। সুতরাং ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত না থাকিলে লোকের পক্ষে চুরি, ডাকাতি ও ভিক্ষা প্রভৃতি করা কিংবা চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন কোনই গত্যন্তর থাকে না।—ফৎহোল-কদির।

উপরোক্ত আবশ্যকতার দিক হইতে মস্‌লা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই যে, যে সব জিনিষ দ্রব্য নয়—যেমন স্বাধীন নর, স্বাধীনা নারী ও অগ্নি প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় করা সিদ্ধ নহে।

বিক্রেতা প্রথম যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহাকে 'ইজাব' অর্থাৎ প্রস্তাব এবং ক্রেতা উহা স্বীকারপূর্ব্বক যাহা বলে, তাহাকে 'কবুল' বা স্বীকৃতি বলে। কিন্তু ক্রেতা যদি প্রথমেই বলে যে, আমি ক্রয় করিলাম এবং পরে বিক্রেতা বলে, আচ্ছা আমিও বিক্রয় করিলাম; এ স্থলে ক্রেতার বাক্য ইজাব এবং বিক্রেতার বাক্য কবুল বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য উভয়ের বাক্য অতীত কাল-বোধক হওয়াও একটা শর্ত্ত। ক্রেতা যদি বলে যে, এই দ্রব্য আমার নিকট বিক্রয় কর, এবং বিক্রেতা বলে বিক্রয় করিলাম, এমতাবস্থায় ক্রেতা যে পর্য্যন্ত 'ক্রয় করিলাম' না বলিবে, সে পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না।—ফৎহোল কদির।

ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহারেও এইরূপ ক্রয় বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে।

ক্রয় বিক্রয়ে "রেজামন্দি" অর্থাৎ সম্মতির শর্ত্ত এই জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, উহাতে কেহ কাহারও প্রতি জোর জবরদস্তি করিতে পারিবে না; কারণ জোর জবরদস্তি করিয়া ক্রয় বিক্রয় করা অনুচিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "কেতাবুল একরাহতে" বর্ণিত হইবে।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কেহ যদি কোন কথা না বলিয়া বিক্রেতা ক্রেতার হাতে মাল তুলিয়া দেয়, এবং ক্রেতা উহার মূল্য দিয়া গ্রহণ করে, তবে উহা সম্মতি বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে "বায়া-ই-তায়াতি" বলে। উহা উৎকৃষ্ট বহু মূল্যের এবং অপকৃষ্ট কম মূল্যের জিনিষেও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু করখী (রহঃ)এর মতে এই কেছেম অর্থাৎ অপকৃষ্ট কম মূল্যের জিনিষে উহা সিদ্ধ হইলেও উৎকৃষ্ট বহু মূল্যের জিনিষে সিদ্ধ নহে। তরি-তরকারী, ঘাস প্রভৃতি দ্রব্য অনুৎকৃষ্ট .কম মূল্যের এবং কাপড়, অশ্ব প্রভৃতি বহুমূল্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইবে।

ক্রয়-বিক্রয়ে তায়াতীর শর্ত্ত এই যে,—উভয় দিক হইতেই আগ্রহ হওয়া আবশ্যক; কাহারও কাহারও মতে এক পক্ষ হইতে আগ্রহ হইলেই উহা সিদ্ধ হইবে। যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে গন্ধম (গম বা গেহুঁ) প্রদান করিল, কিন্তু ক্রেতার নিকট তখন উহা লইবার উপযুক্ত কোন পাত্র না থাকায়, সে উক্ত গম সেই স্থানে রাখিয়া পরে পাত্র লইয়া আসিয়া মূল্য প্রদান পূর্ব্বক লইয়া গেল; ইহা সিদ্ধ হইবে বলিয়া কথিত হইয়াছে। অথচ এ স্থলে কেবল এক পক্ষ হইতেই সম্মতি পাওয়া যাইতেছে।

ক্রেতা যদি জিজ্ঞাসা করে যে, গম কি দরে বিক্রয় করিতেছ? তদুত্তরে বিক্রেতা প্রতি টাকায় কোন নির্দ্দিষ্ট ওজন ব্যক্ত করিলে, ক্রেতা যদি আর কিছু না বলিয়া গম ওজন করিয়া লইয়া যায়,—কিংবা উত্তরে বিক্রেতা যদি বলে যে, প্রতি সের কোন নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় হইতেছে, এ অবস্থায়ও যদি ক্রেতা আর কিছু না বলিয়া গম ওজন করিয়া লইয়া যায়,—ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে এবং ক্রেতাকে বিক্রেতার নির্দ্ধারণ অনুযায়ী মূল্য প্রদান করিতে হইবে। ইহাও তায়াতির মধ্যে গণ্য হইবে। মূল কথা ক্রেতা বা বিক্রেতা কোনও পক্ষ হইতে নারাজী (অনিচ্ছা) প্রকাশ না পায়।

'বায়া-ই-তায়াতী' অর্থাৎ সমর্থিত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে একটী বিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার

মধ্যে কোন প্রকার অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত না হয়। যেমন ক্রেতা কোন দ্রব্য উঠাইয়া লইবার কালে বিক্রেতা বলিল, আমি ইহা এই মূল্যে বিক্রয় করিব না। কিম্বা বিক্রেতা দ্রব্যটী দেওয়ার সময়ে ক্রেতা বলিল, আমি ইহার এত অধিক মূল্য প্রদান করিব না। এরূপ স্থলে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ নহে।—দোর্রে-মোখতার।

বিক্রয়ের স্থলে (মজলেসে-ইজাব) ক্রেতা ক্রয়োক্তি করিলে, বায় সিদ্ধ হইবে। বিক্রয়ের স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ক্রয়োক্তি করিলে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না। বিক্রেতা প্রস্তাব করিয়া ক্রেতার সম্মতির পূর্ব্বেই যদি অপর কাহারও সহিত নিজ আবশ্যকীয় কোন কথা বলে, তবে তাহার প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইবে।—বাহরোর-রায়েক।

তাহতাবী মজলেসের অর্থ বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, ক্রেতা বিক্রেতার কার্য্যকলাপেতে যদি বায়ার কোনরূপ আগ্রহ লক্ষিত না হয়, কিম্বা তাহারা বেচা-কেনা-বিষয়ক কথা-বার্ত্তা ভিন্ন এমন কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়,—যাহা ইজাবকে নষ্ট করিয়া ফেলে; তদ্রূপ অবস্থা না হওয়াই শরিয়তের সভা বা মজলেস।

ক্রেতা ক্রীত দ্রব্যের সম্পূর্ণ দাম চুকাইয়া দিয়া সমুদয় মাল লইয়া যাইতে পারেন, কিম্বা বিক্রেতার প্রতি বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট জমা রাখিতেও পারেন; কিন্তু কিছু রাখিয়া কিছু লইয়া যাইতে পারেন না।

তবে যদি ক্রীত দ্রব্য অনেক কিম্বা বিভিন্ন প্রকারের হয়, এবং বিক্রেতা প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করে, তবে ক্রেতা তাহার কোনটা রাখিয়া কোনটা গ্রহণ করিতে পারিবে। বিক্রেতার প্রস্তাব শুনিয়া ক্রেতা যদি স্বীকার করিতে বিলম্ব করে, এবং সেই অবসরে বিক্রেতা যদি অন্যত্র চলিয়া যায়, কিম্বা যাইতে উদ্যত হয়, তবে প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইবে; কারণ ইহা দ্বারা প্রস্তাবিত দ্রব্য লওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। যখন উভয়ের মধ্যে ইজাব ও কবুল হইয়া যাইবে, তখন বায় অপরিহার্য্য হইবে। তখন কেহই

আর বায় অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না,—অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ইজাব কবুল হইয়া গেলে, ক্রেতা আর বলিতে পারিবে না যে, আমি উহা লইব না, এবং বিক্রেতাও আর বলিতে পারিবে না যে, আমি বিক্রয় করিব না; কিন্তু অদর্শন হেতু মালের কোন দোষ থাকিলে ক্রেতা ক্রয় অস্বীকার করিতে পারিবে। যথাস্থানে ইজাবের বিস্তৃত বর্ণনা লিখিত হইবে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে যতক্ষণ তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন না করিবে, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে লওয়া না লওয়া ও দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছাধীন থাকিবে। এবনে-ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত বোখারী ও মোসলেমের হাদিস, শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের দলিল, উহাতে বিবৃত হইয়াছে, যথা ঃ—হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন—"যতক্ষণ তোমরা দুই ব্যক্তির মধ্যে ক্রয় বিক্রয়ান্তে পৃথক হইয়া না যাইবে, ততক্ষণ উহা লওয়া না লওয়া তোমাদের ইচ্ছাধীন থাকিবে।" এবরাহিম 'নখয়ী' (রহঃ) এই হাদিসকে জুদাই কওলের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের দলিল, যথা ঃ—খোদাতালা বলিয়াছেন ঃ—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ *

অর্থাৎ—"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কার্য্য সম্পাদন কর।" প্রস্তাব, স্বীকার ও কেনা বেচার একটী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং ইজাব ও কবুলের পর আর উহা রদ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ইহার পর খোদাতালা আরও বলিয়াছেন ঃ—

وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ *

অর্থাৎ—"যখন তোমরা বেচা কেনা করিবে, তখন উহার সাক্ষী রাখিবে।"

এই আয়াতে সাক্ষীর দ্বারা বেচা কেনার বিষয় মজবুত করিবার আদেশ হইতেছে। ইজাব ও কবুলের দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া

থাকে ; যদি উহার পরও ক্রয় বিক্রয়কারীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় ও উহা কর্ত্তব্য কার্য্যে পরিণত না হয়, তবে কোর-আনের আয়াত বাতিল হইয়া যায় ।—ফৎহোল-কদির ।

এমাম সাহেব (রহঃ)এর দ্বিতীয় দলিল, যথা—জাবের (রাজিঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত (সাঃ) এক এরাবীকে বায় সম্পদেনের পরেও স্বাধীনতা দিয়াছিলেন ; সুতরাং এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বায় সম্পাদনের পর স্বাধীনতা চিরপ্রথা নহে।

ক্রেতা যদি সম্মুখস্থিত মূল্যের প্রতি বিক্রেতার দৃষ্টি আকৃষ্ট (ইসারা) করে, তবে মুল্যের পরিমাণ ও নাম বলিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু ইঙ্গিত না করিলে পরিমাণ ও নাম বলিয়া দিতে হইবে ; অর্থাৎ জিনিষের সমুদয় মূল্যের পরিমাণ বলিতে হইবে। মূল্য যদি সম্মুখে রক্ষিত থাকে ও তাহার প্রতি ক্রেতা বিক্রেতাকে ইঙ্গিত করিয়া বলে যে, আমি এই জিনিষ এই মূল্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিতেছি, তবে উহার পরিমাণ ও নাম বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইসারা না করিলে পরিমাণ ও নাম—যেমন দশ টাকা এবং উহা কোন রাজ্যের টাকা—ইত্যাদি বর্ণনা করিতে হইবে। নগদ মূল্যে বিক্রয় করাই ভাল। ধারে বেচা কেনা করিতে হইলে আদায়ের শেষ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। যেমন কেহ বলিয়া দিল যে, আমি এক মাসের মধ্যে উহার মূল্য আদায় করিব। কারণ সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে উভয়ের মধ্যে কলহ বিবাদের স্বৃষ্টি হইতে পারে। হয় ত বিক্রেতা মূল্য চাইতে থাকিবে এবং ক্রেতা আদায় কয়িতে বিলম্ব করিতে থাকিবে। ধারে বিক্রয়ের দলিল কোর-আন শরিফের প্রথমোদ্ধৃত আয়াত যথা—"আল্লাহতালা সুদ হারাম এবং বিক্রয় হালাল করিয়াছেন"—এ স্থলে নগদ বা বাকির কোনও প্রসঙ্গ নাই। হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "হজরত (সাঃ) স্বয়ং এক ইহুদির নিকট হইতে মিয়াদ নির্দ্ধারিত করিয়া বাকি মূল্যে শস্য খরিদ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় 'জেরা' তাহার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন।" যদি বায়ের নির্দ্ধারিত মূল্যের সেফত (পরিচয়) বর্ণনা

করা না হয়, যেমন কোন জিনিষের মূল্য দশ টাকা মিসরীয় কি দামেস্কীয়—তাহা বলা না হইলে, যদি উক্ত টাকা অপর সমুদয় টাকার সমান না হয়, তবে যে টাকা ইচ্ছা দিতে পারা যাইবে। কিন্তু উহা কমি বেশী হইলে যাহা ঐ সহরে প্রচলিত, তাহাই দিতে হইবে। যদি অপর মুদ্রাও ঐ শহরের প্রচলিত মুদ্রার সমান হয় এবং মূল্যের মধ্যে কমি বেশী প্রকাশ পায়, তবে বায় ফাসেদ হইয়া যাইবে। কিন্তু কোন এক প্রকার নির্দ্ধারিত করিতেই হইবে। ফাসেদ হওয়ার কারণ এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে; কারণ যে মুদ্রা মূল্যে বেশী, বিক্রেতা তাহাই চাহিবে এবং যাহা মূল্যে কম, ক্রেতা তাহাই দিতে চাহিবে।

আহার্য্য দ্রব্যাদি—যেমন যব, গম ইত্যাদি—মাপিয়া কিম্বা ভাগ করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা সিদ্ধ আছে; কিন্তু এক জাতীয় পদার্থের দ্বারা বেচা কেনা দোরস্ত হইবে না। টাকা পয়সা ও আশরফীর পরিবর্ত্তে শস্য বিক্রয় করা জায়েজ আছে; কিম্বা গমের পরিবর্ত্তে চাউল অথবা যবও আদান প্রদান করা যাইতে পারে; কিন্তু এক জাতীয় পদার্থ—যেমন গমের পরিবর্ত্তে গম—ভাগ দিয়াও বিক্রয় করা যাইতে পারিবে না; কারণ ইহাতেও বেশী হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ইহাতে বেশী লইলে সুদের মধ্যে গণ্য হইবে। একদল লোক এবাদা-এবনে (রাঃ) ছামেত (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন,—"সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ বিক্রয় কর; এ স্থলে হাতে লওয়া না লওয়া উভয়ই সমান।" ইহাতে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ বলার সম্ভাবনা নাই, কেননা এই হাদিস এবাদাহ (রাঃ) তে আছে যে, যেরূপ ইচ্ছা হয় বিক্রয় কর, কিন্তু হাতে হাতে নহে। শুধু একটা পাত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিম্বা নির্দ্দিষ্ট বাট দিয়া মাপিয়াও বিক্রয় করা যাইতে পারে,—যদিও উহার আন্দাজ করা যাইতে না পারা যায়।

যদি কেহ স্তূপিকৃত আনাজের 'সা' প্রতি এক দেরেম নির্দ্ধারিত

করিয়া বিক্রয় করে, তবে কেবল এক সা'রই বায় হইবে, সমুদয়ের হইবে না।

কিন্তু যখন সে আনাজের স্তূপে কত আনাজ আছে, তাহা প্রকাশ করিবে, তখন উহা সমুদয়ই বায়এর মধ্যে পরিগণিত হইবে। যেমন কোন ব্যক্তি বলিল, "আমার এই সমুদয়ের আন্দাজ যাহা দশ 'সা' এবং প্রত্যেক 'সা' এক দেরেমের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিতেছি ; এই বাক্যের দ্বারা ঐ সমুদয় আনাজই বায়এর মধ্যে ধরা যাইবে।

সাহেবায়েন (রহঃ) এর মতে উপরোক্ত দুই প্রকারেই বায় সিদ্ধ হইবে। 'সা' এক প্রকার ওজনের নাম,—যাহা আশী তোলা সেরের প্রায় পৌনে চার সের। ছাগলের দলের প্রত্যেকে ছাগল কিম্বা কাপড়ের থান সমূহের প্রত্যেক গজ যদি এক দেরেম নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিক্রয় করে, তবে উহা সব অসিদ্ধ হইয়া যাইবে, কারণ প্রত্যেক ছাগই সমান হয় না, সুতরাং ক্রেতা একটী মোটা তাজা বাছিয়া লইতে ইচ্ছা করিবে, কিন্তু বিক্রেতা সেরূপ দিতে স্বীকৃত হইবে না ; অথবা একটী দুম্বা ও বৃষ দেখিয়া দিতে কহিবে, আন্দাজে কিন্তু এরূপ হইতে পারিবে না। সাহেবায়েন (রহঃ) ইহাও সিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাপড়ের উপরোক্তরূপ বায় ঐখানে অসিদ্ধ হইবে, যেখানে এক গজ কাপড় কাটিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকে ; তবে এমাম সাহেব (রহঃ) উহা সিদ্ধ বলিয়াছেন। যে সমুদয় দ্রব্য গণিয়া বিক্রয় করা হয়, তাহাও উপরোক্তরূপে বিক্রয় করা দোরস্ত হইবে না ; যেমন, তরবুজ, আনার ইত্যাদি। কোন বিক্রেতা একটী আনাজের স্তূপে এক শত সা আনাজ আছে বলিয়া প্রত্যেক 'সা' এক দেরেম হিসাবে বিক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তাহাতে নিরানব্বই 'সা' আছে ; এরূপ অবস্থায় ক্রেতা ইচ্ছা করিলে নিরানব্বই দেরেম দিয়া লইতে পারেন, ইহাতে বিক্রেতা রাজি না হইলে উহাকে ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি একশত 'সা' হইতে কিছু বেশী পাওয়া যায়, তবে উহা বিক্রেতার ; কারণ সে কেবল একশত সা'ই বিক্রয় করিয়াছে। এইরূপে এক থান কাপড়ে দশ গজ আছে

বলিয়া দশ টাকায় বিক্রয় করাতে এক গজ কম পাওয়া গেল, ক্রেতা উহা লইলেও লইতে পারেন, অথবা ফিরাইয়াও দিতে পারেন; কিন্তু বেশী হইলে আর তাহা বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে না;—যেহেতু উহাতে তাহার আর কোন অধিকার নাই। আর নয় গজ হইলে যে, ক্রেতাকে লইতেই হইবে, তাহারও কোন হেতু নাই। মূল গ্রন্থে ইহার দলিল বর্ণিত হইয়াছে। যদি এক থান কাপড়ের মূল্য এইরূপ বলে যে, এই দশ গজ কাপড়ের প্রত্যেক গজ এক টাকা করিয়া দশ টাকা; ক্রয়ান্তে আয়েব বাহির হইলে ক্রেতার অধিকার আছে যে, সে দেয় মূল্য ফেরত লইতে পারে, কিম্বা কাপড় এক গজ লইতে পারে। যদি বেশী বাহির হয়, অর্থাৎ দশ গজের স্থানে যদি এগার গজ হয়, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে এগার টাকা দিয়া লইতে পারে। আর যদি দশ গজের স্থানে নয় গজ হয়, তবে নয় টাকা দিয়া লইতে পারে। উপরোক্ত দুই প্রকারেই ক্রেতা বায় রদ করিতে পারিবে।

সাড়ে নয় গজ কিম্বা সাড়ে দশ গজ হইলে তাহার হুকুম পরে আসিবে; যদি কেহ একশত গজ একটী গৃহের দশ গজ ভূমি বিক্রয় করে,—যাহার পরিমাণ অজ্ঞাত, সে স্থলে বায় ফাছেদ হইয়া যাইবে। শতাংশের এক অংশ বিক্রয় করিলে জায়েজ হইবে। সাহেবায়েন (রহঃ) এর মতে উভয় প্রকারেই জায়েজ হইবে।—হেদায়া। একটী কাপড়ের গাঁইটে দশ থান আছে বলিয়া বিক্রয়ান্তে কম বেশী বাহির হইলে বায় সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু দাম বলার সময়ে প্রত্যেক গজের দাম পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিলে সিদ্ধ হইবে; এবং ক্রেতা প্রাপ্ত দ্রব্যের মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে; কিম্বা ফিরাইয়া দিতে পারে। দশ থানের বেশী হইলে বায় ফাছেদ হইবে। এক থান কাপড় এই শর্ত্তের (বিক্রয়ে অসিদ্ধ) পর বিক্রিত হইল যে, ইহাতে দশ গজ আছে, প্রত্যেক গজ এক দেরেম হিসাবে; কিন্তু উহা ক্রয়ান্তে সাড়ে দশ গজ পাওয়া গেলে দশ গজ ক্রেতাকে লইতে হইবে। কারণ ইহাতে ক্রেতার কোন ক্ষতি নাই। সাড়ে নয় গজ হইলে ক্রেতা নয় টাকা দিয়া লইতে পারে, কিংবা ফিরাইয়াও দিতে পারে; ইহা এমাম সাহেব

(রহঃ) এর মত। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে প্রথম অবস্থায় এগার টাকা এবং দ্বিতীয় অবস্থায় দশ টাকা দিয়া লইতে পারে। এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে, ক্রেতা ইচ্ছা করিলে প্রথমাবস্থায় সাড়ে দশ টাকা এবং দ্বিতীয় অবস্থায় সাড়ে নয় টাকা দিয়া লইতে পারে। দোর্রে মোখতারে লিখিত হইয়াছে যে, এমাম সাহেবের (রহঃ) কওলের উপরই ফতওয়া; কিন্তু অধিকাংশ আলেম এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের কওল গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কাজী এ স্থলে উভয় কওল অনুযায়ীই ফতোয়া দিতে পারেন। অপরিষ্কৃত গম বিক্রয় করা সিদ্ধ আছে, কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে জায়েজ নাই। আমাদের দলিল এই যে, হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন "গম সাদা এবং অনিষ্ট হইতে নিরাপদ হইলে বিক্রয় কর।"

বোখারী ভিন্ন অপর একদল লোক এই হাদিস রওয়ায়েত করিয়াছেন। এইরূপ তেল, ছেল্‌কা বা খোসার মধ্যে থাকা অবস্থায় এবং আখরোট, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি এইরূপ অবস্থায় বিক্রয় করা দোরস্ত নহে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যে সব দ্রব্যের দুইটী খোসা আছে, তাহার প্রথম খোসা ছাড়াইয়া বিক্রয় করা জায়েজ আছে। বৃক্ষস্থিত ফল,—যাহা কার্য্যোপযোগী ও খাইবার উপযোগী হইবে, বিক্রয় করা দোরস্ত আছে। ক্রেতা ক্রয়ান্তেই উহা বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া লইবে; ইহা ওয়াজেব। ইহার দলিল ফৎহোল কদিরে বর্ণিত আছে। ক্রেতা যদি এই মত করে যে, আমি আমার ক্রীত ফল গাছেই রাখিব, তবে বায় কর্ত্তিত হইবে; এইরূপ বিক্রয়কালীন—বিক্রেতার মত করা যে, আমি এই বৃক্ষের ফল বিক্রয় করিতেছি, কিন্তু দুই সের কি তিন সের ফল বিক্রয় করিব না। হেদায়া ও দোর্রে-মোখতারে বিক্রেতার মত করা জায়েজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই সহি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কেননা জাবের (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত (সালঃ) বায় হইতে কিছু বাহির করিয়া লইতে নিষেধ করিয়াছেন—কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ

পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা দোরস্ত আছে। তেরমুজী এই হাদিস রওয়ায়েত করিয়াছেন। বিক্রীত দ্রব্য ওজন করিবার পর ওজনকারীর ও গণনা-কারীর মজুরী বিক্রেতাকে দিতে হইবে এবং মূল্য হিসাবকারী ও টাকা পরীক্ষার মজুরী ক্রেতাকে দিতে হইবে। আর এক রওয়ায়েতে টাকা পরীক্ষকের মজুরী বিক্রেতা দিবে বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে. কিন্তু প্রথম রওয়ায়েতই সহি। টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে যদি আস্‌বাব খরিদ করা হয়, তবে ক্রেতাকে প্রথমে মূল্য আদায় করিতে হইবে; তৎপর বিক্রেতাকে; কিন্তু আস্‌বাবের পরিবর্ত্তে আস্‌বাব কিম্বা টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে টাকা পয়সা হইলে তুই জনই পরস্পরের প্রাপ্য এক সঙ্গে আদায় করিবে।
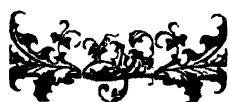
দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

বাবোল-খিয়ার অর্থাৎ জাকড় ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ।

জাকড় ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়ের স্থলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের এখ্‌তেয়ারের কথাই বর্ণিত হইবে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে কিম্বা উহাদের এক জনকে তিন দিন কিংবা উহার কম সময় এখ্‌তে-য়ার দেওয়া যাইতে পারে; ইহার বেশী দেওয়া দোরস্ত নয়। সাহেবা-য়েনের (রহঃ) মতে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় হইলেই হইবে, বেশী কমির কোন কথা নাই। তাঁহাদের মতে তিন দিন, এক মাস, এক বৎসর প্রভৃতি সময় ও এখ্‌তেয়ার দেওয়া যাইতে পারে। এই এখ্‌তেয়ারকে খিয়ারের বিধি বলে। এমাম সাহেব (রহঃ)এর দলিল যথা,—"দার কোতনী (রহঃ) ও বায়হাকি (রহঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হাব্বান এব্‌নে মনকয এব্‌নে ওমরু আনছারী ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে লোকদিগকে ধোকা দিতেছিল, এই হেতু হজরত রসুল আক্‌রাম (সাঃ) উহাদের জন্য বলিয়াছিলেন,—"যখন তুমি কোন জিনিষ ক্রয় করিবে, তখন বল যে, উহা ফেরেব বা ধোকা নয় এবং আমার তিন দিন এখ্‌তেয়ার আছে।" ইহা আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) আবি আইয়্যাশ (রহঃ) হইতে, এবং তিনি আনেস (রাজীঃ) হইতে। ঐ রেওয়ায়েত এই যে এক ব্যক্তি এই শর্ত্তে একটী উট খরিদ করে, এবং উহাতে ৪ দিনের শর্ত্ত লাগান হয়। কিন্তু হজরত রসুল আকরাম (সাঃ) উহার বায় বাতিল করিয়া বলিয়াছিলেন;—"এখ্‌তেয়ারের সময় তিন দিন।" কিন্তু সনদে আবান-এব্‌নে আবি-আইয়্যাশ (রহঃ) জইফ্‌ বলিয়া কথিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। এব্‌নে-ওমর (রাজীঃ) হইতে দার-কোৎনী (রহঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে

"হজরত (সাঃ) তিন দিন এখ্তেয়ার দিয়াছেন।" ইহার এসনাদে আহমদ-এব্নে মাইসারা মোতরুকোল-হাদিস (অর্থাৎ ইহা রদ করা হইয়াছে)। সাহেবায়েনের দলিল হেদায়ায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে যে, এব্নে-ওমর (রহঃ) দুই মাস পর্য্যন্ত এক্তেয়ার জায়েয বলিয়াছিলেন। কিন্তু কোন হাদিস-গ্রন্থ হইতেই এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় না।

অতএব 'বায়'তে যদি তিন দিনের বেশী শর্ত্ত করা হয়, তবে বায় ফাসেদ হইবে। ইহা এমাম সাহেব (রহঃ) ও এমাম জাফর (রহঃ) সাহেবের মত। তিন দিনের মধ্যে পুনঃ উহার যদি কোনরূপ বন্দোবস্ত করে, তবে সকলের মতেই বায় কায়েম থাকিবে। ইহা এমাম সাহেবের (রহঃ) মতেও জায়েয হইবে, কিন্তু এমাম জাফর (রহঃ) সাহেবের মতে জায়েয হইবে না। এস্থলে এমাম (রহঃ) সাহেবের কওল অনুযায়ীই ফত-ওয়া দিতে হইবে। যদি কেহ এই শর্ত্তে ক্রয় করে যে, আমি তিন দিনের মধ্যে ইহার দাম দিব না, তাহা হইলে বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। এইরূপ চারি দিবসের শর্ত্ত করিলেও বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না; ইহা শায়েখায়েনের (রহঃ) মত। এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব মতে জায়েয হইবে। কিন্তু চারি দিনের শর্ত্ত করিয়া যদি তিন দিনের মধ্যে মূল্য আদায় করে, তবে সকলের মতেই বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

বিক্রেতার এক্তেয়ার এই যে, বিক্রিত দ্রব্য তাহার অধিকার হইতে বাহির হইয়া যাইবে না; বরং এক্তেয়ারের সময় পর্য্যন্ত উহা তাহার অধিকারের মধ্যেই গণ্য হইবে। বিক্রেতার এক্তেয়ারের মধ্যে যদি ঐ জিনিষ ক্রেতার নিকট নষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্রেতাকে উহার মূল্য আদায় করিতে হইবে—কিন্তু ছমন নহে। ছমন উহাকে বলে—যাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে স্থির হইবে; আর মূল্য উহাকে বলে—যে দাম বাজার-প্রচলিত। যেমন জায়েদ একখানি কাপড় ওমরের নিকট হইতে চারি টাকায় ক্রয় করিল; উক্ত চারি টাকা ছমন হইবে; কিন্তু বাজারে উহার মূল্য তিন প্রকার হইতে পারে; প্রথম চারি টাকা, দ্বিতীয় চারি টাকার কম, তৃতীয় চারি টাকার বেশী।—প্রথম অবস্থায় কিমত ও ছমন সমান হইতেছে। দ্বিতীয় অবস্থায় ছমন বেশী ও কিমত

কম এবং তৃতীয় অবস্থায় ছমন কম ও কিমত বেশী হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় তিন দিনের মধ্যে ছমন গ্রহণ বা কাপড় ফেরৎ লইব বলিয়া শর্ত্ত নির্দ্ধারিত করা থাকিলে, যদি ক্রেতার নিকট উক্ত নির্দ্ধারিত তিন দিবসের মধ্যে উক্ত বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্রেতাকে উহার ছমন না দিয়া কিমত অর্থাৎ মূল্যই প্রদান করিতে হইবে।

, যদি ক্রেতা ক্রীত দ্রব্যের অধিকার গ্রহণ করে, তবে উক্ত দ্রব্য হইতে বিক্রেতার অধিকার বিচ্যুত হইবে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা ক্রেতার অধিকারেও আসিবে না ; ইহা এমাম সাহেব (রহঃ)এর মত, সাহেবায়েনের মতে ঐরূপ ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার আধিপত্যাধীন হইবে এবং ঐ অবস্থায় যদি উক্ত বস্তু ক্রেতার নিকট দূষিত অথবা বিনষ্ট হয়, তবে তাহাকে 'ছমন' প্রদান করিতে হইবে।

কেহ স্বীয় বিবাহিতা দাসীকে তাহার প্রভুর নিকট হইতে খেয়ারের শর্ত্তে ক্রয় করিলে, এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে খেয়ারের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাহ ভঙ্গ হইবে ; কারণ দাসী বিক্রীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ক্রেতার অধিকারে আসিবে।

খেয়ারের শর্ত্তে দাসীকে কিনিয়া যদি স্বামী নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার সহিত সহবাস করে, এবং দাসী সাইয়েবা (কৌমার্য্যের আবরণ-চ্ছেদযুক্তা) বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা তাহাকে ফেরৎ লইতে পারিবে, কিন্তু কুমারী (যাহার কৌমার্য্যের আবরণ বিদীর্ণ হয় নাই) হইলে ফেরৎ লইতে পারিবে না। ইহা এমাম সাহেব (রহঃ)এর মত ; কিন্তু সাহেবায়েনের মতে কুমারীই হউক, আর সাইয়েবাই হউক, কোন অবস্থাতেই ফেরৎ লইতে পারিবে না।

খেয়ারের শর্ত্তের উপর দাস ক্রয় করিলে সে দাস যদি ক্রেতার আত্মীয় হয়, তবে তাহার বিধানও ঐরূপ—অর্থাৎ এমাম সাহেব (রহঃ) এর মতে সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুক্ত হইবে না ; কিন্তু সাহেবায়েনের মতে মুক্ত হইবে।

কোন বস্তু খেয়ারের শর্ত্তানুযায়ী ক্রয় করিলে এবং বিক্রেতা উহার ছমন মাফ করিয়া দিলে এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে উহার খেয়ার

বাকি থাকিবে এবং সে ইচ্ছা করিলে রাখিতে বা বিক্রেতাকে ফেরৎ দিতে পারিবে। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে খেয়ার বাতিল হইয়া যাইবে।

যদি ক্রেতা অন্যের এখ্তেয়ার (ইচ্ছা) শর্ত্ত করে, তাহা দোরস্ত হইবে। এ অবস্থায় ক্রেতা এবং এখ্তেয়ার-অর্পিত ব্যক্তির পক্ষে বায় সিদ্ধ রাখা বা ভঙ্গ করা দোরস্ত হইবে। যদি উহাদের মধ্যে একজনে উহা জায়েয রাখে এবং অপরে অসিদ্ধ করে, তবে প্রথম ব্যক্তির কথাই বলবৎ হইবে। উভয়ের বাক্য যদি একত্রে কথিত হয়, বায় ভঙ্গ হইবে। দুই বা তিন থান কাপড়ের মধ্যে যে থান ইচ্ছা মনোনীত করিয়া লইব, এই শর্ত্তে তিন দিন সময় লইয়া কাপড় ক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু চারি থান কাপড়ের মধ্যে এক থান লইবার জন্য ঐরূপ শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। ইহার কারণ হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

দুই ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কোন জিনিষ খেয়ারের শর্ত্তের উপর ক্রয় করিলে এবং তাহাদের মধ্যে একজন মাত্রও ক্রয়ে সম্মত হইলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি আর উহা ফেরৎ দিতে পারিবে না। কারণ তাহার এখ্তেয়ারও চলিয়া যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—
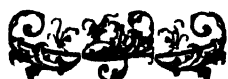
খিয়ার-রুয়েত অর্থাৎ দর্শনাধিকার-বিষয়ক ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ।

ক্রয়কারীর পক্ষে কোন জিনিষ না দেখিয়া ক্রয় করা সিদ্ধ হইবে এবং যখন সে ক্রীত জিনিষ দর্শন করিবে, তখন উহা রাখা কিম্বা ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে ক্রয়কারীর অধিকার থাকিবে;—যদিও সে দেখিবার পূর্ব্বে সম্মত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে রাখা বা ফেরৎ দেওয়ার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। ক্রেতা জীবনের যে কোন সময় উহা ফেরৎ দিতে পারিবে। কিন্তু উক্ত জিনিষ যখন দেখিবে তখন কথা বা কার্য্যের দ্বারা উক্ত জিনিষ ক্রয় করা সম্বন্ধে যদি ক্রেতার সম্মতি প্রকাশ পায়; তবে আর উহা ফেরৎ দিতে পারিবে না। কাহার কাহারও মতে যখন দেখিবে, তখনই রাখা না রাখা সম্বন্ধে ক্রেতার অধিকার; উহার পরে আর ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে ক্রেতার অধিকার থাকিবে না। এস্থলে প্রথমোক্ত কওলই 'সহি' বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতে ঐ প্রকার ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ নহে। আমাদের সিদ্ধান্তের দলিল ঐ হাদিস যাহা দারকুৎনী (রহঃ) আবু হোরায়রা (রাজিঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। হজরত রসুলোল্লা (সাঃ)এর ঐ হাদিস, যথা তিনি বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি এমন জিনিষ খরিদ করে, যাহা সে দেখে নাই; তাহা হইলে সে যখন উহা দেখিবে, তখনই ঐ সম্বন্ধে তাহার অধিকার।" ইহার ছনদে এবরাহিম কোরখী (রহঃ) আছেন। দারকুৎনী এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদিস হজরত এমাম আবু হানিফা (রহঃ) হেছম (রহঃ) হইতে, তিনি মোহাম্মদ বিন সিরিন (রহঃ) হইতে, তিনি আবু হোরেরা (রাজিঃ) হইতে; তদ্ব্যতীত এবনে-আবি-শায়েবা (রহঃ) প্রভৃতির

বর্ণিত হাদিসও বিদ্যমান আছে, যথা ঃ—হজরত রসুলোল্লা (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি না দেখিয়া কোন বস্তু ক্রয় করিবে, তদবস্থায় যখন সে উক্ত বস্তু দেখিবে তখন ইচ্ছা হইলে উহা রাখিবে আর ইচ্ছা না হইলে না রাখিবে।" এমাম আহমদ (রহঃ) ও এমাম মালেক (রহঃ) প্রভৃতির বিধানও আমাদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

ঐ প্রকার অর্থাৎ না দেখিয়া কোন জিনিষ ক্রয় করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই যদি ফেরৎ দেয়, তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু কেহ কোন জিনিষ না দেখিয়া ক্রয় করিলে তৎসম্বন্ধে তাহার কোনই অধিকার থাকিবে না; অর্থাৎ সে আর উহা ক্রেতার নিকট হইতে ফেরৎ লইতে পারিবে না। ইহার অনুকূলে সাহাবা (রাজিঃ)গণের 'ফয়ছালা' (সিদ্ধান্ত) প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।—উর্দ্দু অনুবাদের টীকা।

দর্শনাধিকার-বিষয়কই হউক, কিংবা শর্ত্তমূলকই হউক, যখন বিক্রিত জিনিষ ক্রেতার নিকট আসিয়া দোষযুক্ত কিম্বা অবস্থান্তরিত হইবে, তখন উহার শর্ত্ত বাতিল হইয়া যাইবে। দোষযুক্ত কথার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক; অবস্থান্তরিতের অর্থ এই যে, যেমন দাসের স্বাধীন বা মোদাব্বর হওয়া, কিংবা উক্ত জিনিষ পূর্ব্বের বিক্রীত বলিয়া প্রমাণিত হওয়া, কিংবা উহাতে অন্য কাহারও অধিকার থাকা; কিংবা উহা হেবা বা ভাড়া দেওয়া অবস্থায় থাকা প্রভৃতি। উল্লিখিত অবস্থা সমূহে আলোচ্য ক্রয়-বিক্রয় কর্ত্তিত হইবে; কারণ ঐ সমস্ত অবস্থায় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে শর্ত্তমূলক বা দর্শনাধিকার-মূলক ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত্ত পাওয়া যায় না।

দাসদাসী বা জীবজন্তুর মুখ কিম্বা ভাঁজ করা কাপড়ের উপরাংশ দেখাইয়া লইলে খেয়ার-রুয়েত বাতেল হইবে। কোন বস্ত্র কারুকার্য্য-খচিত হইলে তাহাও দেখান আবশ্যক, নচেৎ খেয়ার বাতিল হইবে। দোর্রে-মোখ্তারে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর বস্ত্রাদিই খুলিয়া উহার সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে।

ক্রয়কারী যদি কোন জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য কাহাকেও উকিল (প্রতিনিধি) মনোনীত করে, তবে সেই উকিল দেখিলেই খেয়ার কর্ত্তিত

হইবে। এস্থলে ক্রয়কারীর স্বয়ং দেখার কোনই আবশ্যকতা নাই। কিন্তু উকিল মনোনীত না করিয়া কেবল ক্রয় সম্বন্ধে কাহারও দ্বারা সংবাদ প্রদান করিলে ক্রয়কারীর অধিকার বাতিল হইবে না। এ সম্বন্ধে এমাম (রহঃ) সাহেবের সহিত সাহেবায়েন (রহঃ)এর কোন মতভেদ নাই। গায়তুল-আওতারে যে মতভেদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তি মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে গৃহ ও উদ্যান আদি ক্রয় করিতে হইলে গৃহের ভিতর এবং বাগানের মধ্যস্থিত বৃক্ষাদি দেখা আবশ্যক। পূর্ব্বে উহা বাহির হইতে দেখিলেই চলিত; কিন্তু সে কালের সহিত বর্ত্তমান কালের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়, সুতরাং এখন প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাই বিশেষ কর্ত্তব্য। এমাম জাফর (রহঃ) মহোদয়েরও এই মত; এবং এই কালের জন্য ইহার উপরেই ফৎওয়া।—দোর্রে-মোখ্‌তার।

অন্ধ ব্যক্তি কোন দ্রব্য বিক্রয় বা ক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে এবং ক্রীত দ্রব্য (লওয়া না লওয়া) সম্বন্ধে তাহার অধিকার থাকিবে; কিন্তু সে স্বাদ, গন্ধ বা স্পর্শ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইলে তাহার অধিকার কর্ত্তিত হইবে। অবশ্য ক্রীত দ্রব্য স্পর্শ করা, গন্ধ লওয়া বা স্বাদ গ্রহণের দ্বারা উহার অবস্থা বুঝিবার উপযুক্ত হওয়া চাই; নচেৎ তাহার অধিকার কর্ত্তিত হইবে না। ইহার উপমা—যথা, বকরী, আতর ও হালুয়া ইত্যাদি। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি ভূমি সম্পত্তি বা গৃহাদি ক্রয় করিলে, যতক্ষণ তাহার নিকট ক্রীত বিষয়ের অবস্থা বর্ণনা না করা হইবে, ততক্ষণ তাহার অধিকার কর্ত্তিত হইবে না। এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ)এর মতে অবস্থা অনুভবযোগ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া খরিদ করিলেই খেয়ার বাতিল হইবে। কেহ কেহ ইহার সহিত সম্মতি-সূচক বাক্য বলা এবং উকিল নিযুক্ত করার শর্ত্তও যোগ করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি এমাম সাহেবের (রহঃ) কওলের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।—হেদায়া।

কেহ দুই থান কাপড়ের এক থান দেখিয়া দুই থানই যদি ক্রয় করে, তাহা হইলে সে দ্বিতীয় থান দেখার পর দুই থানই ফেরৎ

দিতে পারিবে, কিন্তু যে থান শেষে দেখিবে, কেবল সেই থানই ফেরৎ দিতে পারিবে না।

ক্রেতা কোন জিনিষ দেখিয়া ক্রয় করার পরে যদি উহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তবে ক্রেতার অধিকার হইবে, নচেৎ হইবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি বলে যে, ক্রীত জিনিষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অথচ বিক্রেতা বলে যে, অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এস্থলে শপথের সহিত বিক্রেতার বাক্য গ্রাহ্য হইবে। যদি দেখা সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ক্রেতা বলে যে, আমি দেখিয়া কিনি নাই; কিন্তু বিক্রেতা বলে যে, সে দেখিয়াই ক্রয় করিয়াছে; এস্থলে শপথের সহিত বিক্রেতার কথাই গ্রাহ্য।

যদি কোন কাপড়ের থান ক্রয় করিয়া তাহার অংশ বিশেষ কাহার নিকট বিক্রয় করে, কিংবা কাহাকে দান করে, তাহা হইলে দর্শনাধিকার বা শর্ত্ত-মূলক যেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ই হউক না কেন, অধিকার কর্ত্তিত হইবে। তবে অবশিষ্ট কাপড়ের মধ্যে দোষ বাহির হইলে, তাহা অবশ্যই ফেরৎ দিতে পারিবে। শরেহ্-বেকায়ার মূল এবং হেদায়া গ্রন্থে ইহার হেতু বর্ণিত হইয়াছে। কাজিখান, কহুরী প্রভৃতিতেও ইহার অনুকূল মত বিবৃত হইয়াছে।

কেহ কোন জিনিষ না দেখিয়া ক্রয় করিলে ক্রেতার না দেখা পর্য্যন্ত বিক্রেতা ক্রেতার নিকট উহার মূল্য চাহিতে পারিবে না।

যদি অর্থ ব্যতিরেকে অন্যান্য জিনিষের দ্বারা আলোচ্য শর্ত্তের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করা স্থির হয়, যেমন বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে পাত্রাদি কিংবা গৃহ-সজ্জাদির পরিবর্ত্তে জীবজন্তু ইত্যাদি,—তাহা হইলে না দেখা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে অধিকার থাকিবে। কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে এস্থলে প্রত্যেকেই ক্রয়কারী; সুতরাং পরিবর্ত্তে ক্রীত জিনিষ দেখিয়া পছন্দ করা না করা কিম্বা গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই তুল্য অধিকার।—দোর্রে-মোখ্তার ও তাহতাভী দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

—০:)*(:০—

খেয়ার আয়েব অর্থাৎ দোষযুক্ত বস্তু সম্বন্ধে অধিকারের বিবরণ।

ক্রেতা ক্রীত দ্রব্যে যদি এমন দোষ-প্রাপ্ত হয়, যাহাতে উহার মূল্য তাজের (সওদাগর বা ব্যবসায়ী) দিগের নিকট কমিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা হইলে উক্ত দ্রব্য ফেরৎ দেওয়া বা পূর্ণ মূল্যে গ্রহণ করা ক্রেতার অধিকার; অর্থাৎ সে ইচ্ছা করিলে ফিরাইয়া দিতে বা মূল্য দিয়া রাখিতে পারিবে। বোখারী (রহঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিস ইহার দলীল, যথা :— "মুসলমানের সহিত মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়ে দোষযুক্ত হইলে হইবে না এবং কোনরূপ দাগা বা ফেরেব (প্রবঞ্চনা) চলিবে না।" এ সম্বন্ধে আরও রওয়ায়েত আছে যে,—

بيع المسلم بالمسلم ما كان سليماً *

অর্থাৎ—"মুসলমানের সহিত মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয় উহাই,— যাহা দোষ হইতে বিশুদ্ধ।"

ঐ সম্পর্কে সোনন আবু-দাউদে মোস্‌লেম-জননী হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "এক ব্যক্তি এক দাস ক্রয় করিয়াছিল; ঐ গোলাম তাহার নিকট থাকে এবং তাহা হইতে দোষ বাহির হয়; অনন্তর হজরত রসুলোল্লা (সাঃ) উক্ত দাসকে বায়ের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ান।"

ক্রীত দ্রব্যে দোষ বাহির হইলে তজ্জন্য বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্যের অংশবিশেষ আদায় করিয়া উক্ত দ্রব্য নিজের নিকট রাখা সম্বন্ধে ক্রেতার কোন অধিকার নাই।

বুদ্ধিমান দাসদাসীর পক্ষে চুরি করা আয়েব (অপরাধ), কিন্তু নির্ব্বোধের পক্ষে উহা দোষ বলিয়া গণ্য নহে। এইরূপ উহা বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে আয়েব হইবে, কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে নহে।

সন্তানাদি হওয়া দাসীর পক্ষে আয়েব হইবে; কিন্তু দাসের পক্ষে নহে। কাফের হওয়া উভয়ের পক্ষেই আয়েব।

সর্ব্বদা শোণিত স্রাব হওয়া অথবা সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকার পক্ষে ঋতুবতী না হওয়া আয়েব। সপ্তদশ বৎসর শর্ত্ত করার হেতু এই যে, এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে উহাই প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার শেষ সময়। ইহা নারীদের স্বাস্থ্যের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে; এবং স্থিরীকৃত হইবার পর অধিকার করিবার পূর্ব্বেই হউক বা পরে হউক, ফেরৎ দিতে পারিবে।—হেদায়া। সতর বৎসরের কম হইলে ঋতুবতী না হওয়া নারীর পক্ষে আয়েব বলিয়া গণ্য হইবে না; কারণ তখনও তাহার বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার সময় অতীত হয় নাই।

কেহ কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া অবস্থান্তরিত করিবার পর উহাতে কোন দোষ বাহির হইলেও উহা আর ফেরৎ দিতে পারিবে না। কিন্তু দোষের জন্য ক্ষতির অনুযায়ী মূল্য ফিরাইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু হস্তান্তরিত করিলে তাহাও পারিবে না। অবস্থান্তর ও হস্তান্তরের উপমা, যেমন কোন কাপড়ের থান ক্রয় করিয়া আবশ্যক হেতু কাটিলে উহা অবস্থান্তরিত এবং বিক্রয় করিয়া ফেলিলে উহা হস্তান্তরিত বলিয়া গণ্য হইবে। তবে উল্লিখিত যে অবস্থাই হউক না কেন, যদি সম্মত হইয়া ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে কোন কথাই নাই। কাপড়াদি কাটিয়া সেলাই কিম্বা রঞ্জিত করিলেও ঐ বিধান—অর্থাৎ বিক্রেতার সম্মতির উপর নির্ভর,—নচেৎ নহে।

কেহ ছাতু বা ময়দা ক্রয় করিয়া দুগ্ধ বা ঘৃতের সহিত মিলাইবার পরে উহার দোষ জানিতে পারিলে, তজ্জনিত ক্ষতির অনুরূপ মূল্য ফিরাইয়া লইতে পারিবে; কিন্তু উক্ত দ্রব্য অর্থাৎ

ছাতু বা ময়দা কিছুতেই ফেরৎ দিতে পারিবে না,—যদিও বিক্রেতা সম্মত হয়। ইহার কারণ, প্রথমতঃ অন্য জিনিষ যথা ঘৃত বা দুগ্ধের সহিত সংমিশ্রণে ঐ জিনিষের উপর ক্রেতার হকাধিক্য হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিনিষ স্বতন্ত্র করিবার আর কোনই উপায় নাই।

যদি দোষ অবগত হইবার পূর্ব্বে উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলে, তথাপি উহার ক্ষতি অনুযায়ী মূল্য ফিরাইয়া লইতে পারিবে। হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাপড় ক্রয় করতঃ কর্ত্তন করিয়া স্বীয় শিশু বা বালক সন্তানগণের জামা ইত্যাদি সেলাই করিয়া দেওয়ার পর উহার দোষ অবগত হইলেও তজ্জনিত ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না, কিন্তু স্বীয় যুবক বা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদিগকে জামা সেলাই করিয়া দেওয়ার পরেও যদি কাপড়ের দোষ বাহির হয়, ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে।

দাস ক্রয় করিয়া মুক্তি প্রদান করিবার পর, কিংবা মোদাব্বর করিয়া দেওয়ার পর, অথবা দাসী কিনিয়া তাহাকে উম্ম-অলদ করিয়া দেওয়ার পর কিংবা ক্রেতার নিকট দাস বা দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পরেও যদি উহার আয়েব জানিতে পারে, তথাপি বিক্রেতার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে। কিন্তু ধনের পরিবর্ত্তে মুক্তি প্রদান করিলে, অথবা হত্যা করিয়া ফেলিলে তাহার কোন দোষ জানিলেও ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না। এইরূপ খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া উহার সমস্ত বা অংশ বিশেষ ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে, কিংবা কাপড় কিনিয়া পরিতে পরিতে ছিঁড়িয়া ফেলিলে, তৎপর তাহার আয়েব জানিলেও আর ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না।

ডিম্ব, খরমুজ, কাকড়ী, খিরা ও আখরোট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া ঐ সমস্ত জিনিষ ভাঙ্গিবার বা কাটিবার সময়ে যদি এমন খারাপ বাহির হয় যে, উহা আর কোন কাজেই লাগিবে না, তাহা হইলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট উহার পূর্ণ মূল্য আদায় করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু যদি কোন প্রকার কাজে লাগে, তাহা হইলে ক্ষতি অনুযায়ী দাম ফিরাইয়া লইতে পারিবে। অবশ্য ক্রীত দ্রব্যের

মধ্যে সামান্য কিছু বা অল্প অংশ খারাপ বাহির—যেমন একশত ডিম্বের মধ্যে দুইটী বা একটী কিংবা এক হাজার আখরোটের মধ্যে দুই চারিটী খারাপ হইলেও ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।—হেদায়া।

যদি কেহ কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া উহা পুনঃ অন্যের নিকট বিক্রয় করে, এবং দ্বিতীয় ক্রেতা উহাতে দোষ দর্শন করে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতার নিকট উক্ত দ্রব্য দূষিত থাকা প্রমাণিত হইলে তাহাকে উহা ফেরৎ লইতে হইবে; এবং সে বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতেও পারিবে; কিন্তু প্রথম ক্রেতার নিকট দূষিত থাকা প্রমাণিত না হওয়া সত্বেও সে যদি সম্মত হইয়া গ্রহণ করে, তবে প্রথম বিক্রেতাকে উহা আর ফেরৎ দিতে পারিবে না। ইহার দলীল মূল গ্রন্থে বিবৃত আছে।

কেহ কোন দ্রব্য ক্রয় পূর্ব্বক স্বাধিকারে লইয়া উহাতে দোষ থাকা দাবী করিলে ঐ জিনিষ নির্দ্দোষ ছিল বলিয়া বিক্রেতার শপথ না করা পর্য্যন্ত মূল্য আদায়ের জন্য কাজী ক্রেতাকে বাধ্য করিবে না এবং ঐ জিনিষ বিক্রেতার নিকটেই দূষিত ছিল বলিয়া প্রমাণিত না করা পর্য্যন্ত, বিক্রেতাকেও ফেরৎ লইতে বাধ্য করিবে না। যদি বিক্রেতা প্রমাণ অনুপস্থিত বা নিরুদ্দিষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করে, তবে শপথের সহিত ক্রেতার কথাই ঠিক হইবে। এইরূপ ক্রেতা যদি প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারে, তবে শপথের সহিত বিক্রেতার কথাই ঠিক হইবে। শপথ প্রত্যাখ্যান করিলে ইহার বিপরীত—অর্থাৎ শপথ প্রত্যাখ্যানকারীর প্রতিকূলে মীমাংসা হইবে।—কেফায়া।

কেহ দাস ক্রয় করিয়া স্বাধিকারে লওয়ার পর যদি দাবি করে যে, উক্ত গোলাম পলাতক, তাহা হইলে ক্রেতা যে পর্য্যন্ত এইরূপ সাক্ষী উপস্থিত না করে যে, এই গোলাম আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে, সেকাল পর্য্যন্ত বিক্রেতাকে শপথ করান যাইবে না। আর যখন ক্রেতা সাক্ষী উপস্থিত করিবে তখন কাজী খোদার নামের সহিত বিক্রেতাকে এই বলিয়া শপথ করাইবে যে আল্লার কসম ঐ ব্যক্তি ঐ গোলামকেই আমার নিকট বিক্রয়—অর্থাৎ সে শপথ করিয়া বলিবে যে, উক্ত গোলাম

আমার নিকট হইতে কখনও পলায় নাই। কিন্তু "যখন বিক্রয় করিয়াছি, তখন পলায় নাই, কিংবা সেই সময়ে এই দোষ তাহার ছিল না"—এইরূপ শপথে হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত দাসের পলায়ন করা দোষ ছিল কিনা, তাহাই জানা আবশ্যক; ভাষার চাতুরী দ্বারা সে কথা যাহাতে কোন-রূপে চাপা না পড়িতে পারে, তজ্জনই এইরূপ শপথ করার বিধান। এ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার পদ্ধতি ও বিধি-বিধানের মীমাংসা মূলগ্রন্থে ও উর্দ্দু অনুবাদের টীকায় বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

কেহ এক দাসী ক্রয় পূর্ব্বক স্বাধিকারে লওয়ার পর উহাতে দোষ দেখিয়া যদি বিক্রেতার নিকট যাইয়া বলে যে, এই দোষযুক্তা দাসী ফেরৎ লও; এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি বলে যে, এই মূল্যে আমি তোমার নিকট দুইটী দাসী বিক্রয় করিয়াছি, তন্মধ্যে একটী দোষযুক্ত এবং অন্যটী ভাল; এবং এ স্থলে ক্রেতা কেবল একটী মাত্র দাসী ক্রয় করারই দাবী করে; তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে শপথের সহিত ক্রেতার কথাই বলবৎ হইবে। যদি বিক্রয়ের সংখ্যা লইয়া গোলযোগ না হইয়া কেবল অধিকারের সংখ্যা লইয়া মতভেদ হয়; অর্থাৎ বিক্রেতা বলে যে, তুমি দুইটী লইয়া গিয়াছ, কিন্তু ক্রেতা বলে যে, যদিও আমি দুইটী দাসী ক্রয় করিয়াছি, তথাপি আমি কেবল একটীকেই স্বাধিকারে লইয়াছি; এস্থলেও শপথের সহিত ক্রেতার কথাই গ্রাহ্য হইবে।

যদি দুইটী গোলাম এক সঙ্গে ক্রয় করিয়া স্বাধিকারে গ্রহণান্তর উহার একটীর মধ্যে দোষ দেখে; তাহা হইলে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে দুইটীই রাখিতে কিম্বা দুইটীই ফেরৎ দিতে পারিবে; কিন্তু একটী রাখিয়া একটী ফেরৎ দিতে পারিবে না। ইহার হেতু হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

যে সমস্ত দ্রব্য মাপিয়া বা ওজন করিয়া বিক্রয় হয়, যেমন ধান্য, চাউল প্রভৃতি; ঐ সমস্ত দ্রব্যের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় করিয়া লইলে যদি উহার কিছু অংশ খারাপ বাহির হয়, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে সমস্তই রাখিতে বা সমস্তই ফেরৎ দিতে পারিবে, কেবল

ভালগুলি রাখিয়া মন্দগুলি ফেরৎ দিতে পারিবে না; ইহার দ্রষ্টান্ত এই যে, যেমন কেহ এক মণ চাউল ক্রয় করিল; অনন্তর উহার মধ্যে এক সের খারাপ বাহির হইল; এস্থলে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে সমস্তই রাখিতে বা সমস্তই ফেরৎ দিতে পারিবে। কেবল এক সের ফেরৎ দিয়া বক্রি অংশ রাখিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ রূপ দ্রব্য যদি পৃথক পৃথক থাকে,—যেমন দুই মণ দুই ভাগে পৃথক পৃথক বান্ধা থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা যে ভাগে দোষ পাইবে, সেই ভাগই ফেরৎ দিতে পারিবে।

যদি কেহ একটী ঘোড়া ক্রয় করিয়া তাহাতে দোষ প্রাপ্ত হয় এবং ঐ অবস্থায় সে ঘোড়ার দোষ সংশোধনার্থে উহার চিকিৎসা করায়, কিংবা স্বীয় আবশ্যক বশতঃ উক্ত ঘোড়ার উপর আরোহণ করে, তাহা হইলে অধিকার কর্ত্তিত হইবে; অর্থাৎ সে আর উক্ত ঘোড়া ফেরৎ দিতে পারিবে না; কারণ চিকিৎসা বা আরোহণ করার দ্বারা ক্রয় সম্বন্ধে ক্রেতার সম্মতি ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু স্বীয় আবশ্যক ব্যতিরেকে যদি উক্ত ঘোড়ার উপর আরোহণ করে, যেমন ঘোড়াকে পানী খাওয়াইবার জন্য কিংবা চারা খরিদ করার জন্য, তদ্দারা খেয়ার অর্থাৎ ফেরৎ দিবার অধিকার কর্ত্তিত হইবে না; অবশ্য উল্লিখিত স্থানেও চড়িবার আবশ্যকতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু এ কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, যদি বিক্রয়কারী কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবার সময়ে বলিয়া দেয় যে, আমি যাহা বিক্রয় করিতেছি ইহার কোন প্রকার দোষ ক্রুটীর জন্য আমি দায়ী নহি এবং ক্রেতাও সেই কথা মঞ্জুর করিয়া লয়, তাহা হইলে এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত অধিকারই বাতিল হইয়া যাইবে; এবং বিক্রেতার পক্ষে এইরূপ বলিয়া দেওয়া শরিয়ৎ অনুযায়ী সিদ্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ শর্ত্ত নির্দ্ধারিত থাকিবে যে, যদিও বিভিন্ন প্রকারের দোষ ক্রুটী বাহির হয়, তথাপি ক্রেতা ঐ ক্রীত দ্রব্য আর ফেরৎ দিতে পারিবে না। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতে ঐরূপ শর্ত্ত করাই সিদ্ধ নহে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মতই যুক্তি সিদ্ধ ও বিচারসহ;—টীকা।

এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর মতে বিক্রয়ের পরে এবং ক্রেতার অধিকারের পূর্ব্বে ক্রীত দ্রব্যের যে সমস্ত দোষ ত্রুটী প্রকাশিত হইবে, তজ্জন্য বিক্রেতাই দায়ী হইবে; বিক্রয়ের পরে যে সমস্ত দোষ জন্মিবে, এমন কি, উহা ক্রেতার অধিকারের পূর্ব্বে হইলেও তজ্জন্য বিক্রেতা দায়ী হইবে না। এমাম জ্বাফর মহোদয়েরও এই মত। এ স্থলে এমাম আবু ইউসফ মহোদয়ের মতই গ্রহণীয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ও ভঙ্গ হইবার বিবরণ।

সাধারণতঃ দুই প্রকারে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ও ভঙ্গ (باطل , فاسد)—ব্যর্থ ও অসিদ্ধ হইয়া থাকে ; উহার প্রথম শর্ত্তের দোষ---যেমন ইজাব ও কবুল প্রভৃতি নিয়ম মত না হওয়া, কিম্বা ইজাব ও কবুলকারিগণ উন্মত্ত অথবা মত্ত থাকা ; দ্বিতীয় বিক্রয়ের সামান বিশুদ্ধ না হওয়া—যেমন শব, রক্ত, শূকর ও শরাব (মদ) প্রভৃতি। প্রকৃত কথা এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু সমূহ শরিয়ৎ অনুযায়ী বিশুদ্ধ এবং উহার শর্ত্ত ও আরকান (পদ্ধতি) সমূহ ঠিক হইলেই ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে ; নচেৎ সিদ্ধ হইবে না ; বরং বাতেল বা ভঙ্গ হইবে।

ইজাব ও কবুলের সময়ে যদি উহাতে কোনরূপ দোষ স্পর্শে কিংবা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কেহ মত্ত, উন্মত্ত বা অবোধ হয়, তাহা হইলে বায় বাতিল হইবে, কারণ এস্থলে যথাবিধি ইজাব ও কবুল নিষ্পাদিত হইতেছে না।

এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্য মড়া, রক্ত, শূকর বা মদ হয়, কিম্বা এমন শর্ত্ত প্রয়োগ করা হয়, যাহা মূল শরিয়তের বিরোধী, তাহা হইলে বায় ফাসেদ বা ভঙ্গ হইবে। কারণ এখানে মহলেই (মূল বস্তুতেই) খলল (সন্দেহ) আসিতেছে।

মূল শরিয়তের বিরোধী শর্ত্ত,—যেমন মাটী, রক্ত প্রভৃতি বিক্রয় করা। মূল গ্রন্থে এগুলি বস্তুর পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে নাই। বস্তু তাহাকে বলে, যাহা লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় ; এতদ্ভিন্ন স্বাধীন নর, স্বাধীনা নারী ও মৃত জীব,—যাহা আমাদের শরিয়তের বিরুদ্ধ মতে নিহত বা স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা যাহার ক্রয়-বিক্রয়

করা ইস্‌লাম-ধর্ম্মে নিষিদ্ধ,—যেমন মদ, শূকর প্রভৃতি,—এই সমস্ত বিষয়ের ক্রয়-বিক্রয় শর্ত্ত ও 'রোকনের' অন্তর্ভুক্ত হইলেও ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ হইবে। অধিক কি, মদ, শূকর প্রভৃতি অসিদ্ধ দ্রব্য কেবল মাত্র টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিলে তাহাও অসিদ্ধ (باطل) হইবে। আর যদি জিনিষের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করে, তাহা ভঙ্গ (فاسد) হইবে।

বাতেল ও ফাসেদের পার্থক্য এই যে, বাতেলের মূল ও সেফত দুইটাই অসিদ্ধ; কিন্তু ফাসেদের স্থলে কেবল সেফত (গুণাবলী) অসিদ্ধ। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের মতে বাতেল ও ফাসেদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই; উহা উভয়ই এক এবং অসিদ্ধ। কিন্তু হেদায়া গ্রন্থে উপমার সহিত এই উভয়ের পার্থক্য দেখান হইয়াছে।—উর্দ্দু অনুবাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

যে সমস্ত বস্তু মাল নহে, যেমন মৃত দেহ ও রক্ত,—ইহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় একেবারেই বাতিল হইবে। কারণ প্রথমতঃ এ গুলি কোন বস্তুই নহে, দ্বিতীয়তঃ এগুলি হারাম; যেমন আল্লাহতালা বলিয়াছেন ঃ—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۞

অর্থাৎ—"তোমাদের উপর মৃত জীব, রক্ত, শূকর-মাংস, এবং যে জীব আল্লার নাম ভিন্ন অপরের নামে যবেহ করা হইয়াছে, তাহা হারাম।"

অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন—"নিশ্চয়ই আল্লাহতালা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন জিনিষ হারাম করেন, তখন উহার মূল্যও তাহাদের উপর হারাম হইবে।" আবু-দাউদ (রহঃ) এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ বোখারী ও মোসলেম জাবের-এবনে-আবদুল্লা আনছারী হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, মক্কা বিজয়ের বৎসরে মক্কায় অবস্থানকালে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন;—"আল্লাহ ও রসুল মৃত জীব, শূকর,

প্রতিমা ও মদের ব্যবসায় হারাম (কঠোর ভাবে অসিদ্ধ) করিয়াছেন।" এই সময়ে কেহ বলিল,—"হে রসুলোল্লাহ্! লোকের ব্যবহারের জন্য মৃত জীবের চর্ব্বির দ্বারা তৈল প্রস্তুত করা সম্বন্ধে কি আদেশ ?" হজরত বলিলেন,—"উহা নিঃসন্দেহে হারাম! যে ঐরূপ কার্য্য করে, (অর্থাৎ আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা হইতে লাভ গ্রহণ করে,) আল্লাহতালা তাহার উপর লানত (অভিসম্পাত) করেন।"

কেহ স্বাধীন নর-নারী বিক্রয় করিলে উহা বাতিল হইবে। কারণ স্বাধীন নর বা স্বাধীনা নারী মালের মধ্যে গণ্য হইবে না। জগৎপ্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ সহি বোখারীতে আবু-হোরেরা (রাঃ) হইতে হাদিস বিবৃত হইয়াছে, যথা ;—হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "কেয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির পরম শত্রু হইব ; প্রথম যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেরেব (চতুরতা) পূর্ব্বক উহা প্রতিপালন করে নাই ; দ্বিতীয় যে ব্যক্তি স্বাধীন নর-নারী বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য খাইয়াছে এবং তৃতীয় যে ব্যক্তি মজুরের দ্বারা কার্য্য করাইয়া তাহার মজুরী প্রদান করে নাই।"

এই প্রকার ঐ সকল জিনিষের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করাও বাতিল এবং উম্ম-অলদ, মোদাব্বর, মোকাতেব (*) প্রভৃতিরও ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ নহে। শব, শূকর প্রভৃতিরও ক্রয়-বিক্রয় অসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে জাবের (রাঃ) কর্ত্তৃক হাদিস বর্ণিত হইয়াছে ; যথা—"আল্লাহতালা মৃত জীব, শূকর, মদ ও প্রতিমা-পুতুলাদির ক্রয়-বিক্রয় হারাম করিয়াছেন।"

মৃত জীব, ও যাহা আল্লাহ ভিন্ন অপরের নামে যবাহ্ করা হইয়াছে, তাহার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইবে।

দাস ও মোদাব্বর এক সঙ্গে বিক্রয় করিলে দাসের বায় সিদ্ধ এবং মোদাব্বরের বায় অসিদ্ধ হইবে।

মাল-পত্রের পরিবর্ত্তে মদ্যাদির ক্রয়-বিক্রয় করা 'ফাসেদ' (ভঙ্গ) হইবে। এরূপ স্থলে মদ্য-প্রদাতাকে জিনিষের মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

মৎস্য ধরিবার পূর্ব্বে নদী বা পুষ্করিণীতে থাকা অবস্থায় উহার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইবে ; যদিও উহা টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে বিক্রীত

(*) এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্ব খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

হয়। আর মাল-পত্রের পরিবর্ত্তে মৎস্যাদি ক্রয় করা ফাসেদ হইবে; ইহার অনুকূলে এবনে মস্‌সুদ (রাঃ) প্রভৃতির বর্ণিত হাদিস বিদ্যমান আছে, যথা হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"পানীর মধ্যস্থিত মৎস্য ক্রয় করিও না; যেহেতু নিশ্চয়ই উহাতে প্রবঞ্চনা আছে।" হজরত ওমর-এবনে-খাত্তাব (রাঃ) হইতেও পানীর মধ্যে মৎস্য বিক্রয় করার নিষেধাত্মক বর্ণনা বিবৃত হইয়াছে।

অবশ্য মৎস্য ধরিয়া (শিকার করিয়া) যদি এরূপ গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দেয়, যে স্থান হইতে জাল প্রভৃতির বিনা সাহায্যেই উহা ধরা যাইতে পারে, সেইরূপ স্থান হইতে উহার ক্রয়-বিক্রয় করা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যদি ঐ স্থান হইতে জাল প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে ধরা সম্ভবপর না হয়, তবে উহার ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না,—অর্থাৎ ফাসেদ হইবে।

যদি মাছের ঝাঁক নদীর এক দিকের গর্ত্তে আসিয়া জমা হয় এবং উহাদের নদীর মধ্যে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে।

এইরূপ উড্ডীয়মান পাখী বিক্রয় করাও সিদ্ধ নহে; কারণ ধরিবার পূর্ব্বে উহা কোন মোল্‌কের (আধিপত্যের) অন্তর্ভুক্ত নহে। পাখী একবার ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেও ঐ ব্যবস্থা। তবে যে পাখী উড়িতে থাকিবে, কিন্তু ডাকিলেই বিনা চেষ্টায় নিকটে আসিবে, তাহা বিক্রয় করা সিদ্ধ; নচেৎ নহে।—ফৎহোল-কদির।

মাতার গর্ভে অবস্থিত বাচ্চা ক্রয় করা অসিদ্ধ; কারণ হজরতই উহা নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং হজরতের কওল অনুযায়ী পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে অবস্থিত জীব ক্রয় করা একেবারেই বাতেল।

গাভীর বাঁটের মধ্যস্থিত দুগ্ধ বিক্রয় করা অসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের হাদিস বর্ণিত হইয়াছে। মোটের উপর খাইবার অযোগ্য ফল; ছাগের মধ্যস্থিত মাংস বা চর্ব্বি, জীবিত পশুর চর্ম্ম, গেহুর মধ্যস্থ আটা এবং দুগ্ধের মধ্যস্থিত ঘৃত-মাখন প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় অসিদ্ধ।—ফৎহোল-কদির।

শিকারীর একবার মাত্র জাল-প্রয়োগে ধৃত জীব প্রবঞ্চনার জন্য এবং বৃক্ষস্থিত ফল কম বেশী হওয়ার সন্দেহ জন্য উহার ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইবে।

থান কাপড়ের যে থান ইচ্ছা লও, এরূপ বিক্রয় করা ফাসেদ। এইরূপ ভূমিস্থিত ঘাস বিক্রয় করাও অসিদ্ধ।

পলায়িত দাস বিক্রয় করা ফাসেদ হইবে। স্ত্রীলোকের দুগ্ধ যদিও পাত্রে রক্ষিত হয়, তথাপি উহা বিক্রয় করা অসিদ্ধ; কারণ উহা মনুষ্যের অংশবিশেষ, সুতরাং উহা মাল নহে। দাসীর দুগ্ধ বিক্রয় করাও অসিদ্ধ। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম শাফেয়ীর (রহঃ) মতে উহা বিক্রয় করা সিদ্ধ হইবে; কিন্তু এমাম মালেক (রহঃ) এবং এমাম-আহমদ (রহঃ) প্রভৃতির সিদ্ধান্ত আমাদের অনুরূপ;—ফৎহোল-কদির।

স্ত্রীলোকের দুগ্ধ ব্যবহার [illegible] লাগান পবনাহ্ন; কিন্তু [illegible] সিদ্ধ বলিয়াছেন।

শূকরের লোম ক্রয় করা অসিদ্ধ; কারণ উহা অপবিত্র বস্তু। এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মত ভিন্ন অন্যান্য সকলের মতেই শূকরের লোমে পানী অপবিত্র হইবে।—দোররে-মোখ্তার।

মনুষ্যের চুল এবং মৃত পশুর চর্ম্ম তুলিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা অসিদ্ধ। মৃত পশুর চর্ম্ম তুলিয়া লইয়া বিক্রয় বা ইচ্ছা মত ব্যবহার করা সিদ্ধ; এ সম্বন্ধে প্রবল দলীল এই যে, হজরত মায়মুনার (রাঃ) এক দাসী ছদকা-স্বরূপ একটী বকরী প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ বকরী মরিয়া যায়; তদনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) বলিয়াছিলেন,—"কেন তোমরা এই মৃত জীবের চর্ম্ম তুলিয়া লইলে না এবং দাবাগত করিয়া তাহা হইতে লাভ করিলে না?" সাহাবা (রাজিঃ) গণ বলিলেন,—"উহা ত মৃত শব" হজরত বলিলেন,—"মৃত জীব (শব) কেবল ভক্ষণ করাই হারাম।"—বোখারী ও মোসলেম

এতদনুযায়ী মৃত জীবের লোম, হাড়, চর্ব্বি ও সিং প্রভৃতি বিক্রয় করা এবং উহা হইতে লাভ গ্রহণ করা সিদ্ধ। কারণ এ সব জিনিষ পবিত্র।—কেতাবত্তাহারৎ দ্রষ্টব্য।

নীচের গৃহ একজনের থাকা অবস্থায় যদি উপরের বালাখানা অন্য জনের থাকে এবং এরূপ অবস্থায় যদি উভয় গৃহ কিংবা বালাখানা সম্পূর্ণরূপে পতিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বালাখানা বিক্রয় করা বাতেল হইবে; কারণ উপরের গৃহ পতিত হওয়ায় অতঃপর বালাখানা বলিয়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না সুতরাং উহা বিক্রয় করা সম্পূর্ণ বাতিল।—হেদায়া।

ব্যক্তি বিশেষকে দাসী বলিয়া ক্রয় করার পর সে যদি দাস বলিয়া ব্যক্ত হয়; বিক্রয় বাতিল হইবে। কিন্তু ভেড়া খরিদ করিয়া তাহা বকরি হইলে বায় বাতিল হইবে না; তবে ক্রেতা ফেরৎ দিবার অধিকার পাইবে।

কাহারও নিকট কোন বস্তু নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করিয়া পুনরায় তাহার নিকট ঐ বস্তু কম মূল্যে ক্রয় করা অসিদ্ধ।—ফৎহোল-কদির। ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল মতামত ও হাদিসের সিদ্ধান্তসমূহ উর্দ্দু অনুবাদে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত রহিয়াছে; অনাবশ্যক বোধে আমরা পরিত্যাগ করিলাম।

যদি কেহ কোন পাত্রে ভরা তৈল অথবা ঘৃত ক্রয় করে এবং ওজন করিবার সময়ে পাত্র সহ ঘৃত বা তৈল মাপিয়া প্রত্যেক পাত্রের জন্য আনুমানিক পাঁচ সের করিয়া বাদ দেয়; অথচ উক্ত পাত্র পাঁচ সের কিম্বা উহার কম বা বেশী কি না, তৎসম্বন্ধে কোন স্থিরতা না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইবে। কিন্তু যেরূপ পাত্রে তৈল বা ঘৃত ভরা থাকিবে, তদনুরূপ আর একটী শূন্য পাত্র ওজন করিয়া সেই পরিমাণে বাদ দিলে 'বায়' দোরস্ত হইবে; কারণ এরূপ কেয়াস করা সিদ্ধ আছে। যাবতীয় তরল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাই এইরূপ।

এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে মদ বা শূকর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য

মুসলমানের পক্ষে আশ্রিত কাফের (ذمي) দিগকে উকিল (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করা ঠিক হইবে ; কিন্তু সাহেবায়েন (রহঃ) এর মতে উহা সহি নহে। তাহ্‌তাবির বিধান অনুযায়ী ক্রীত শূকর ছাড়িয়া দেওয়া, মদ্যকে সির্‌কা বানান কিংবা ঢালিয়া ফেলান মুসলমানদের পক্ষে ওয়াজেব।

ক্রয়-বিক্রয়ে অনাবশ্যক শর্ত্তও করা যাইতে পারে, যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্রীত জিনিষ অন্যত্র বিক্রয় না করিবার শর্ত্তে সম্মত করিল ; কিন্তু অপরিজ্ঞাত শর্ত্ত—যাহা কেহই অবগত নহে ; যেমন হিন্দুর বড় পার্ব্বণের দিন কিংবা ইহুদীগণের ঈদের দিনে মূল্য শোধ করিব ; অথচ ঐ দিনের বিষয়ে কেহই অবগত নহে, এরূপ শর্ত্ত জায়েজ নহে ; ইহাতে 'বায়' ফাসেদ হইবে। কারণ মূল্যের আদান-প্রদানে এস্থলে গোলযোগ হওয়াই সম্ভব ; অথচ গোলযোগের স্থলে ক্রয়-বিক্রয় অসিদ্ধ।

এইরূপ শীত গত হওয়া পর্য্যন্ত, গরমা জোর হওয়া পর্য্যন্ত, হাজীদিগের ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত, ফল পাকা পর্য্যন্ত প্রভৃতি শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিলেও 'বায়' ফাসেদ হইবে। কারণ ঐ সমস্ত ব্যাপার কখনও শীঘ্র এবং কখনও বা বিলম্বে হইতে পারে ; সুতরাং উহার মধ্যে গোলযোগের সম্ভাবনা থাকিবে। বরং ঐ শর্ত্ত সাকেত করিয়া কিম্বা কাহার উপর আমানত প্রদান করিয়া বায় সম্পাদন করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—০ঃ)❀(ঃ০—

• ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ ও বাতেল হইবার আহ্‌কামের বিবরণ।

ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া গেলে ক্রীত দ্রব্য ক্রেতার নিকট আমানত স্বরূপ গণ্য হইবে। কাহারও কাহারও মতে উক্ত দ্রব্য ক্রেতার উপর আমানত ওয়াজেব হইবে না; আবার কাহারও কাহারও মতে উক্ত দ্রব্যের মূল্য দেওয়া আবশ্যক হইবে। সাধারণতঃ ইহার উপরেই ফতওয়া।—কুনিয়া।

ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইলে যদি ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিতে উক্ত দ্রব্যের উপর অধিকার স্থাপন করে, তবে ক্রেতাই উহার মালেক হইবে; অনন্তর যদি ক্রেতার অধিকারে উহা বিনষ্ট হয়, তবে তাহার উপর উহার 'মেছাল' লাজেম হইবে।

বায় ফাসেদ হওয়ার স্থলে বিক্রীত বস্তুর উপর ক্রেতার অধিকার স্থাপনের পূর্ব্বেই ক্রেতা-বিক্রেতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই কর্ত্তব্য। কোন শর্ত্তের উপর বিবাদ হইলেও এইরূপ বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক।

যখন বায় ফাসেদের স্থলে ফেছ্‌ক করা হইবে, বিক্রেতা তখন ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রীত দ্রব্যজাত ফিরাইয়া দিবে না। যদি ফেছ্‌ক করার পর বিক্রেতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতার দেনা শোধ করিবে, তদনন্তর অন্য বিষয়।

যদি ফাসেদ ক্রয়ে ক্রেতা ক্রীত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভ করে, তবে সে লাভ তাহার পক্ষে হালাল হইবে না। সে উক্ত লাভ ছদ্‌কা করিয়া দিবে। অবশ্য ঐরূপ স্থলে বিক্রেতা বেচিয়া লাভ করিলে তাহা হালাল হইবে। ইহার দলীল মুল-গ্রন্থে বিবৃত আছে।

যদি কেহ কাহারও নিকট কিছু টাকা পয়সা প্রাপ্য বলিয়া দাবী করে, এবং সে উহা দাবীদারকে প্রদান করে; অনন্তর দাবীদার ঐ টাকার দ্বারা কিছু লাভ করিলে তাহা দাবীদারের পক্ষে হালাল হইবে—যদিও দাবীদার স্বীকার করে যে, প্রকৃত পক্ষে দাবীকৃত ব্যক্তির নিকট আমার কিছুই প্রাপ্য ছিল না। অবশ্য মূলধন তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে।

যদিও বিক্রেতা ফাসেদ বিক্রয়ের এক ভূমি বিক্রয় করে, এবং ফাসেদ বিক্রয়-সংশ্লিষ্ট ক্রেতা উক্ত ভূমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে, এরূপ অবস্থায় ক্রেতাকে উহার মূল্য দিতে হইবে এবং ফেছ্‌কের হক বাতিল হইয়া যাইবে; কিন্তু গৃহ ভাড়া স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে এবং ভূমি বিক্রেতাকে ফেরৎ দিতে হইবে। যদি ক্রেতা উক্ত ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করে, তাহা হইলে এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে ভূমির মূল্য লাজেম হইবে এবং বিক্রয় ভঙ্গ করার শর্ত্ত বাতিল হইবে। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে বৃক্ষ উঠাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ প্রদত্ত হইবে। এমাম সাহেব (রহঃ) ও সাহেবায়েনের ফৎওয়ার উপর ওলামাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন এবং প্রত্যেক দল স্বায় কেয়াস অনুযায়ী এক এক জনের ফতওয়াকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

ক্রয়-বিক্রয়ে মক্‌রুহাতের বিবরণ।

ক্রয়-বিক্রয়ের স্থলে ক্রেতাকে প্রবঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে জিনিষের অতিরিক্ত মূল্য বলা মক্‌রুহ। এইরূপ অতিরিক্ত মূল্য নির্দ্দেশ করাকে আরবী ভাষায় 'নাজশ' (نجش) বলে। সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ সহি বোখারী ও মোস্‌লেমে বিবৃত হইয়াছে, যথা ঃ—হজরত রসুলে করিম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন ;—"তোমরা নাজশ করিও না।"

যে দ্রব্য অপরে ক্রয় করিয়াছে, কিংবা যাহার ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে উভয়ের সম্মতি পাওয়া যাইতেছে, সেই দ্রব্য ক্রয় করা মক্‌রুহ। যেমন হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "স্বীয় ভ্রাতার চুক্তির উপর চুক্তি করিবে না ; স্বীয় ভ্রাতার ক্রয়ের পর ক্রয় করিবে না, এবং স্বীয় ভ্রাতার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করিবে না।" এই হাদিস আবু হোরেরা (রাজিঃ) হইতে সেহা-সেত্তা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদিসের ভ্রাতা শব্দ অতিরিক্ত সহানুভূতির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। জিম্মী বা মোস্তামনের সম্বন্ধে এই আদেশ নহে।—দোরে-মোখ্‌তার।

শহরবাসীর আবশ্যকতার স্থলে কোন শহরের ফসলাদি অগ্রবর্ত্তী হইয়া গ্রহণ করা মকরুহ্। কারণ কোন শহরের উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর সেই শহরের অধিবাসিগণের হক্‌ই বেশী। সুতরাং তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া উক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করা মকরূহ্ হইবে। কিন্তু কোন শহরে দুর্ভিক্ষ বা অভাব-অনাটন না থাকিলে, কিংবা জিনিষাদির মূল্য ঠিক অবগত না থাকিলে, কেহ যদি ঐ শহরের দ্রব্যাদি কিংবা ঐ শহরবাসী কেহ

নবাগত সম্প্রদায় বিশেষের দ্রব্যাদি ধোকা দিয়া ক্রয় করে, তাহা মকরুহ্ হইবে না ; কারণ এতদ্দারা কোন পক্ষের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ অনিষ্ট হইতেছে না ।—হেদায়া ।

অগ্রবর্ত্তী হইয়া অন্যায় ভাবে ক্রয় করার নাম তেলকাজলব (تلقی جلب) ; হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) ইহা নিষেধ করিয়াছেন ।—সহি হায়েন ।

হাজের (حاضر— শহরের স্থায়ী অধিবাসী) ব্যক্তির পক্ষে বাদী (بادی— ভিন্ন শহরবাসী) ব্যক্তির নিকট দুর্ভিক্ষের সময়ে দ্রব্যাদি অধিক মূল্যে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ । এব্নে-ওমর (রাজিঃ) হইতে বোখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন "হাজের ব্যক্তির পক্ষে বাদীর নিকট বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ।" এই হাদিসের দুই রকম অর্থ হইতে পারে ; কিন্তু অনাবশ্যক বোধে আমরা উহার বিশ্লেষণ পরিত্যাগ করিলাম ।

জুমার নামাজের আজানের সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা মকরূহ্ (তহরিমা) হইবে । যেহেতু আল্লাহ্তালা আদেশ করিয়াছেন,—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ *

অর্থাৎ—"হে বিশ্বাসিগণ ! যখন জুমার দিবসের নামাজের জন্য আহ্বান করা যাইবে, তখন ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করিয়া খোদা-স্মরণের জন্য ধাবিত হও ।"

(ক্রয়-বিক্রয় স্থলে)—দুই জনের প্রগাঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলে, কিংবা দুইজন অথবা একজন অল্প বয়স্ক হইলে, তাহাদিগকে বিনা কারণে পৃথক্ করা মকরুহ্ হইবে । ইহা তরফায়েনের মত । এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর মতে ঐ অবস্থায় যখন এক অন্যের উপর নির্ভরশীল হইবে, তখনই কেবল একজনকে রাখিয়া অন্যকে বিক্রয়

করা মকরুহ্। কেহ কেহ এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর কওল-স্বরূপ "নির্ভরশীল" কথাটা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই; এমাম জাফর (রহঃ) এবং আয়েম্মায়ে ছালাছারও এই মত। মূল গ্রন্থে এমাম (রহঃ) সাহেবের কওলের দলিল স্বরূপ হাদিস বিবৃত হইয়াছে, যথা:—তেরমুজী আবু আইউব আনছারীর (রাজিঃ) নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন যে, আমি হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি,—"যে ব্যক্তি জননী ও তাহার সন্তানকে পৃথক্ করিবে, আল্লাহ-তালা কেয়ামতে তাহাকে স্বীয় বন্ধুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন।" এই হাদিস হাসান বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুনঃ কেহ ইহাকে সহি এবং কেহ গরীবও বলিয়াছেন। এই হাদিসটী আরও অনেকের দ্বারা অনেক প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। হাকেম (রহঃ) মোস্তাদারেক গ্রন্থে ওমরান-এব্নে-হোসায়েন (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি মাতা ও সন্তানকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবে; সে 'মলউন' হইবে।" ইহার সনদ তিনি সহি বলিয়াছেন। বিশেষতঃ তেরমুজী ও এব্নে মাজা (রহঃ) হজরত আলি (কঃ-অঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—তিনি বলিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে দুইটী দাস হেবা করিয়া দিয়া-ছিলেন। উহারা পরস্পর দুই ভাই ছিল। আমি উহার একজনকে বিক্রয় করি; অনন্তর হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন, "হে আলি! তোমার আর একটী দাস কি হইল?" আমি বলিলাম যে, "আমি উহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি।" তচ্ছ্রবণে হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন,—"ফিরাইয়া লও উহাকে; ফিরাইয়া লও উহাকে।" তেরমুজী বলিয়াছেন "এই হাদিস হাসান গরীব" কিন্তু হাকেম ও দারকুৎনী (রহঃ) উক্ত হাদিস আবদুর রহমান এব্নে লায়লা (রহঃ) হইতে অন্য ধরণে বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি হজরত আলি (রাজিঃ) হইতে বলিয়াছেন যে, একদা হজরতের নিকট বন্দিগণ আনীত হইলে তিনি আমাকে তন্মধ্য হইতে দুই ভ্রাতাকে বিক্রয় করিতে আদেশ করেন।

আমি (হজরত আলি [রাঃ]) উহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বিক্রয় করি এবং রসুলোল্লাহ্‌র নিকট তাহা বলি। তিনি বলিলেন,—"উহাদিগকে ফিরাইয়া লও এবং এক সঙ্গে বিক্রয় কর, আর তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিও না।" বোখারী ও মোস্‌লেমের শর্ত্তানুযায়ী হাকেম (রহঃ) ইহাকে সহি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অন্যান্য ধরণেও এই হাদিস বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, বিনা কারণে প্রগাঢ় সম্বন্ধ ও আত্মীয়তার স্থলে কাহাকেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা উচিত নহে। সুতরাং ক্রয় বিক্রয়ের স্থলে ঐ রূপ বিচ্ছিন্ন করা মকরুহ্, তবে যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে, তবে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করা মকরুহ্ হইবে না।—টীকা।

بيع من يزيد অর্থাৎ কোন জিনিষ নিলামে বিক্রয় করা সিদ্ধ হইবে। ইহাকে হার্রাজ (حراج) বলে। আসহাবে-সোনন চতুষ্টয় আনেস-এব্‌নে-মালেক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "হজরত রসুলোল্লাহ্‌র (সাঃ) নিকট এক আনছারী (মদিনা-বাসী আনসারী) ভিক্ষা (سوال) করিতে আসিয়াছিল। হজরত (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমার ঘরে কি কোন দ্রব্যই নাই?" সে বলিল, "থাকিবে না কেন, একটা কম্বল আছে, যাহার কতকাংশ আমি বিছাই এবং কতকাংশ গায়ে দেই এবং একটী পেয়ালা (গেলাস বা বাটী) আছে, যাহাতে আমি পানী পান করিয়া থাকি।" হজরত বলিলেন, "উহা আমার নিকট আনয়ন কর।" সে উক্ত দুইটী দ্রব্যই লইয়া আসিল। তখন হজরত উহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"কে এই দুইটী দ্রব্য ক্রয় করিবে?" এক ব্যক্তি বলিল, "আমি উহা এক মুদ্রার পরিবর্ত্তে ক্রয় করিতে পারি।" হজরত তিনবার বলিলেন,—" "من يزيد على—কে আছে যে ইহার মূল্য এক মুদ্রা হইতে বেশী প্রদান করিবে।" একজন বলিল,— "আমি দুইটী দ্রব্য দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে লইতে পারি।" তখন হজরত (সাঃ) উক্ত উভয় বস্তুই তাহাকে প্রদান করিলেন এবং মুদ্রা দুইটী উক্ত আনছারীকে দিয়া বলিলেন, "ইহার এক মুদ্রার দ্বারা স্বীয় পরিজন ও সন্তানাদির জন্য আহার্য্য বস্তু কিনিয়া লইয়া যাও এবং দ্বিতীয় মুদ্রার

দ্বারা একখানি কুড়ালি (کلہاڑی) কিনিয়া আমার নিকট লইয়া আইস। অনন্তর সে কুড়ালি কিনিয়া লইয়া আসিলে হজরত স্বীয় পবিত্র হস্তের দ্বারা উহাতে লাকড়ি—কাঠ (আছাড়ী বা বাঁট) লাগাইয়া দিয়া বলিলেন, "যাও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিক্রয় কর, যেন আমি তোমাকে পনর দিন না দেখি।" সে ব্যক্তি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া পনর দিন পরে হজরতের নিকট উপস্থিত হইল। তখন সে দশ দরহম্ (মুদ্রা) প্রাপ্ত হইয়া উহার কিছু মুদ্রার দ্বারা কাপড় ও কিছু মুদ্রার দ্বারা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল; তখন হজরত বলিলেন, "ভিক্ষা করার জন্য কেয়ামতে মুখে কলঙ্ক কালিমা পড়া অপেক্ষা ইহা তোমার পক্ষে অতি উত্তম" (بہتر)—হাদিস।

অষ্টম অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—
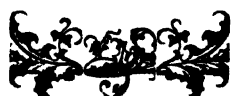
আকালা অর্থাৎ তামাদিযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় রদ করিবার বিবরণ।

তামাদিযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় রদ করা (اقالة) সিদ্ধ আছে। উহার অনুকূল প্রতিপোষক হাদিসটী এই, যথা;—হজরত রসুল্লোলাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"যে মুসলমানের বায় ফিরাইয়া লইবে, আল্লাহ্ তালা কেয়ামতের দিন তাহার পদস্খলন (لغزش) রদ (ক্ষমা) করিবেন।" আবু-হোরেরা (রাজিঃ) নিকট হইতে আবু-দাউদ এব্নে-মাজা (রহঃ) এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম ও এব্নে-হাবান (রহঃ) এই হাদিস সহি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জানা উচিত যে, আকালা অর্থাৎ প্রথম বায় অর্থাৎ বিক্রয় ভঙ্গ খরিদ্দার ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ফেছক বায় অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ বা রদ, কিন্তু ঐ দুইজন ব্যতীত আর সকলের জন্য নূতন বায় বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিক্রয় ভঙ্গ না হইলে আকালা বাতেল হইবে। উহার উদাহরণ পরে আসিতেছে। যখন ইহা জানা যাইবে যে, আকালা অন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার নিকট জদিছ অর্থাৎ নূতন বিক্রয়ের অনুরূপ, তখন উহার ফায়দা, এই যে, আকালার সময় তামাদিযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় বদ করা কেবল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যেই সিদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন উহা বাতেল বলিয়া গণ্য হইবে।

দৃষ্টান্ত যথা :—যায়েদ নিজের একখানি গৃহ ওমরুর নিকট বিক্রয় করিয়াছে আর শফি স্বীয় ইচ্ছানুসারে ঐ সময় হকশফা ছাকত অর্থাৎ কর্ত্তন করিয়া দিল; তৎপর আকালা বিক্রয় হইলে যায়েদ ও ওমরুর পক্ষে এই আকালা অসিদ্ধ বিক্রয় বলিয়া গণ্য হইবে। আর শফির

পক্ষে উহা নূতন বিক্রয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। এক্ষণে আবার তাহাকে শফিয়ার দাবী পঁহুছিতে পারে। দোর্রে-মোখ্তার।

দাসীর বায় সম্পাদনের পর যদি আকালা করা হয়, তবে দাসীর উপর এস্তেবরা ওয়াজেব হইবে। এস্তেবরার বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, এস্তেবরা ব্যতিরেকে প্রথম ক্রেতার পক্ষে দাসীর সহিত সঙ্গম করা সিদ্ধ হইবে না। কারণ এস্তেবরা খোদাতালারই হক।—উর্দ্দু অনুবাদক।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) কিংবা এমাম মোহাম্মদ কেহই একমত হইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বন করিয়াছেন।—মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যে দাসী বিক্রীত হইবার পরে ক্রেতার নিকট আসিয়া প্রসব করিয়াছে, তাহার আকালা বাতেল হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ তাহার বায় আর রদ হইতে পারিবে না।—কেফায়া।

বিক্রীত দ্রব্য বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার আকালা বাতেল হইয়া যাইবে। কিন্তু উহার কোন অংশ বিক্রীত হইয়া কোন অংশ ভাল থাকিলে উক্ত ভাল অংশের আকালা সহি হইবে।—মসায়েলে আল্-হাকিয়া।

আকালা অর্থাৎ তামাদিযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতি থাকা বিশেষ আবশ্যক। এই সম্মতি আকালার প্রধানতম শর্ত্ত। অনন্তর সম্মতি ব্যতিরেকে কিছুতেই আকালা হইতে পারে না।

বিবাহ, তালাক ও এতাকে আকালা সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু অসিদ্ধ ও দোষযুক্ত (مکروہ , فاسد) বিবাহে (عقلہ) আকালা ওয়াজেব হইবে।

ক্রীত সাবান শুষ্ক হইয়া গেলেও আকালা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু ক্রেতা বৎসরাধিক কাল কোন বৃক্ষের ফল খাইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে মিলিয়া উহার আকালা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।—দোর্রে-মোখ্তার।

নবম অধ্যায়।

—০:)*(:০—

মরাবেহা ও তওলিয়াহ্ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট লভ্যের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ।

ক্রয়-বিক্রয় চারি প্রকার হইতে পারে; যথা—মরাবেহা (مرابحه) তওলিয়া (تولیه), মসাওমাহ্ (مساومه) ওফেয়িয়াহ্। মূল মূল্যের (اصل لاگت) উপর নির্দ্দিষ্ট লাভ নির্দ্ধারিত করিয়া বিক্রয় করাকে মরাবেহা বলে; যেমন শওয়া গুণ, দেড় গুণ অথবা দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করা। আর বিনা লাভে আসল মূল্যে বিক্রয় করিলে তাহাকে তওলিয়া বলে। ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রথম মূল্যের সহিত তুলনা না করিয়া ছামনের উপর সম্মত হইয়া বিক্রয় করিলে তাহাকে "মসাওমাহ্"এবং মূল মূল্য হইতে ক্ষতি স্বীকার করিয়া কম মূল্যে বিক্রয় করিলে তাহাকে ওদিয়া বলে। মরাবাহা ও তওলিয়া এই দুই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় "আকেলান ও নকলান" অর্থাৎ যুক্তি ও রেওয়ায়েত উভয় প্রকারেই সিদ্ধ। ইহার অনুকূল হাদিসটী এব্নে এস্হাক (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই যথা,—"হজরত আবুবকর (রাঃ) দুইটী উট ক্রয় করেন এবং উহার মধ্যে যেটী উত্তম ছিল, সেইটী হজরতের নিকট উপস্থিত করিয়া বলেন, "আপনি ইহার উপর আরোহণ করুন, আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক।" হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন, "যে উষ্ট্র আমার সম্পত্তি নহে, আমি তাহার উপর আরোহণ করিব না।" হজরত আবু বকর বলিলেন,—"উহা আপনারই হইল।" হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন,—"না; কিন্তু তুমি যে মূল্যে ক্রয় করিয়াছ, তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে।" অনন্তর হজরত আবু বকর উক্ত ক্রীত মূল্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলে হজরত

রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) উক্ত উটের উপর আরোহণ করিলেন। এব্‌নে-এসহাক এই হাদিস রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আবদুর রয্‌যাক (রহঃ) সয়ীদ এব্‌নে-মছীব (রহঃ) হইতে—মোরছালা (مرسلا) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "তওলিয়া, আকালা ও শেরকাত সবই সমান; উহাতে একটুও পার্থক্য নাই।"—ফৎহোল কদির।

মরাবেহা ও তওলিয়ার শর্ত্ত এই যে, বিক্রেতা প্রথম যে মুল্যে ক্রয় করিয়াছিল, উহাই মেছাল অর্থাৎ মূল মূল্য স্বরূপ গণ্য হইবে।

উক্ত উভয় প্রকার ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবার কারণ এই যে, যে সমস্ত লোক ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অবোধ বা অপরিজ্ঞাত, তাহারা বিক্রেতার ইমানের উপর নির্ভর করিয়া লাভ প্রদান পূর্ব্বক কিংবা আসল মুল্যে ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে এবং ইহা দ্বারা সে নিজেকে তৃপ্তবোধ করিতে পারিবে।

এখন মূল মূল্য সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কথার অবতারণা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ যে দ্রব্য যে মুল্যে ক্রয় করা হইবে, তাহাই উহার মূল মূল্য, ইহাতে কোন কথাই নাই। কিন্তু ক্রীত দ্রব্য যদি বস্ত্রাদি হয়, তবে উহা ধৌত করা, ইস্ত্রি করা, রং দেওয়া, বুটী তোলা প্রভৃতির জন্য যে সমস্ত খরচ করা হইবে, তাহাও আসল মুল্যের সহিত সামেল হইবে। এইরূপ ক্রীত দ্রব্য গৃহ, উদ্যান প্রভৃতি হইলে উহার মেরামত করার খরচ, বাগ বাগিচা হইলে উহা সংস্কার ও উহাতে বৃক্ষাদি রোপণের খরচ, মণি মুক্তা হইলে উহা মার্জ্জিত ও ছিদ্র-যুক্ত করার খরচ প্রভৃতিও আসল মুল্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, যে জিনিষটী বিক্রয় করা হইবে, তাহার ক্রয় মূল্য এবং যাবতীয় আবশ্যকীয় খরচ সমস্তই আসল মুল্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।—দোর্রে-মোখ্‌তার।

অবশ্য ঐরূপ স্থলে বিক্রেতাকে স্পষ্ট বলিতে হইবে যে, ইহাতে আমার সব সুদ্ধ এত খরচ পড়িয়াছে। ক্রয় মুল্যের সহিত খরচ ধরিয়া একযোগে আমি এত মুল্যে ক্রয় করিয়াছি, একথা বলিলে হইবে না, কারণ তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।

কোন গৃহে জিনিষপত্র থাকিলে তাহার ভাড়া এবং দাস দাসীকে শিক্ষা-দানের খরচ মূল মূল্যের সহিত যোগ হইতে বা উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না।—হেদায়া।

দ্বিতীয়,—ক্রেতা যদি জানিতে পারে যে, বিক্রেতা মরাবেহা স্থলে খেয়ানত করিয়াছে, অর্থাৎ সে মূল মূল্য সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কথিত মূল্যে রাখা বা ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে তাহার অধিকার ; অর্থাৎ সে ইচ্ছা করিলে রাখিতে বা ফেরৎ দিতে পারিবে। যদি তওলিয়া বিক্রয়ের স্থলে ঐরূপ জানা যায়, তবে বিক্রেতা যাহা অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট মূল্য প্রদান করিবে। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে উক্ত উভয় প্রকার ক্রয়-বিক্রয় স্থলেই খেয়ানত জানিতে পারিলে অতিরিক্ত মূল্য কাটিয়া লইতে পারিবে। আবার এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে উভয় প্রকারেই ইচ্ছা হয়, বিক্রেতার নির্দ্ধারিত মূল্যে রাখিবে, ইচ্ছা না হয় ফেরৎ দিবে। এ ক্ষেত্রে এমাম সাহেবের (প্রথমোক্ত) মতের উপরেই ফতওয়া।

কেহ কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া মরাবেহা স্বরূপ লাভ লইয়া বিক্রয় করিবার পর যদি উক্ত দ্রব্য পুনঃ কম মূল্যে ক্রয় করে, এবং উহা পুনঃ মরাবেহা করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে প্রথম বার যে লাভ করিয়াছিল, দ্বিতীয় বারের ক্রয় মূল্য হইতে সেই লাভ বাদ দিয়া উহার আসল মূল্য নির্দ্ধারিত করিবে এবং তাহার উপর শর্ত্তানুযায়ী মরাবেহা করিবে। ইহার খোলাসা এই যে, কেহ একটী ঘোড়া একশত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া দেড় শত টাকা মূল্যে বিক্রয় পূর্ব্বক পুনঃ যদি উক্ত ঘোড়া এক-শত টাকা মূল্যে ক্রয় করে এবং পুনঃ উহা মরাবেহা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় বারের ক্রয় মূল্য এক শত টাকা হইতে প্রথম বারের লাভ পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়া বক্রি পঞ্চাশ টাকাকে আসল মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক উহার উপর মরাবেহা করিবে। কিন্তু যদি প্রথম বারে এক শত টাকায় ক্রয়-পূর্ব্বক দুই শত টাকায় মরাবেহা করিয়া পুনঃ উহা এক শত টাকায় ক্রয় করে, তাহা হইলে উক্ত অশ্বকে আর মরাবেহা

করিতে পারিবে না; মসাওমাহ্ বা অন্য প্রকার বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহা এমাম সাহেবের মত। সাহেবায়েনের মতে বাজার দর নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক যে কোন প্রকারে বিক্রয় করা যাইবে। সাহেবায়েনের মত সাধারণের পক্ষে সহজ (آسان) এবং এমাম সাহেবের মত একটু শক্ত (مظبوت) তবে উহার লাগত অর্থাৎ খরিদ মূল্য ১০৲ টাকা বলিয়া জানাইয়া দিবে, ১৫৲ টাকা বলিবে না। ইহার দলিল মূল গ্রন্থ ও হেদায়ার বিবৃত আছে। আর করজদার গোলামের যখন এই অবস্থা তখন যদি সে করজদার না হয়, তবে প্রথমোক্ত নিয়মানুসারে প্রভু ও দাসকে ঐ মূল্য বলিতে হইবে, যে মূল্যে প্রভু বা গোলাম ঐ জিনিষ ক্রয় করিয়াছে—অর্থাৎ ঐ অবস্থায় খরিদ দাম ১০৲ টাকাই বলিতে হইবে। কিন্তু এই উভয় বিধানই সিদ্ধ,—যাহার যেরূপ ইচ্ছা, আমল করিতে পারিবে। উভয় কওলেরই দলীল মূলগ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। যদি উক্ত গোলাম (দাস) যাহাকে মাওলা (প্রভু) তেজারত (বাণিজ্য ব্যবসা) করিবার অনুমতি দিয়াছেন সে যদি করজদার (ঋণগ্রস্থ) হয়, এবং আপনার মূল্যের পরিমাণ মূল্য অর্থাৎ ১০৲ টাকা দ্বারা একখানি বস্ত্র ক্রয় করিল এবং তাহার প্রভু উহার নিকট হইতে ১৫৲ টাকা মূল্যে উহা কিনিয়া লয় এবং তৎপর প্রভু ঐ কাপড় মরাবাহ্ এর নিকট বিক্রয় করে, তবে উহার আসল জমা ১০৲ টাকা বলিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ ইহার বিপরীত—অর্থাৎ প্রভু ১০৲ টাকার কাপড় লইয়া ঐ গোলামের হস্তে ১৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করে, আর গোলাম মরাবাহ্‌কে বিক্রয় করিতে চায়। যদি একখানি কাপড় ক্রয় করা হয়, আর উহা ইন্দুরে কাটিয়া ফেলে কিংবা আগুণে পুড়িয়া যায়, সেই অবস্থায় উহা মরাবাহ্‌এর নিকট বিক্রয় করিলে উহার অবস্থা তাহার নিকট বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই।

কেহ অর্দ্ধ লাভের বন্দোবস্তে কাহার নিকট হইতে দশ টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক উহা দ্বারা এক বস্তু ক্রয় করিয়া উক্ত অর্থপ্রদাতার নিকট ঐ বস্তু পনর টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলে মরাবাহ্ স্থলে উহামূল্য র মূল

সাড়ে বার টাকা ধরিতে হইবে। কারণ ক্রেতা লভ্য স্বরূপ আড়াই পূর্ব্ব ক্রেতার নিকটই লইবে। সুতরাং সে পনর টাকায় ক্রয় করিলেও প্রকৃত পক্ষে উহার মূল্য সাড়ে বার টাকাই পড়িয়াছে।

সুস্থ ও নিখুঁত দাসী ক্রয় করিবার পর সে ক্রেতার নিকট আসিয়া অসুস্থ বা খুঁতযুক্ত—যেমন রোগাক্রান্ত বা কোন বিপদ বশতঃ কাণা বা কালা হইলে, কিংবা ক্রীতা দাসী তাইয়েবা থাকা বশতঃ তাহার সহবাস করিলে তৎপর পুনঃ তাহাকে যদি মরাবাহা স্বরূপ বিক্রয় করে, তবে তাহার আসল (ক্রীত) মূল্যই বলিবে ; তাহার পূর্ব্বাবস্থা কিংবা তাহার সহিত সহবাস করিবার কথা বলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। ইহা এমাম সাহেবের মত ; এমাম আবু-ইউসফ ও এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে পূর্ব্বাবস্থা এবং সহবাসের কথা বলাও আবশ্যক। অন্যান্য আইনজ্ঞগণ সাধারণতঃ এই মতের উপর জোর দিয়াছেন। আবুল লায়েছ (রহঃ) বলিয়াছেন, আমি ইহার দলিল গ্রহণ করিয়াছি, কামালুদ্দীন আলহাকাম (রহঃ) এই মতের উপর জোর দিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয় মতই সিদ্ধ এবং উভয় মতেরই দলীল মূল গ্রন্থে বিবৃত আছে।

কিন্তু উল্লিখিত অবস্থায় ক্রীতা দাসীর চক্ষু কর্ণাদি যদি ক্রেতা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, উহার নিকট হইতে দিয়ত গ্রহণ করে, কিংবা দাসী কুমারী থাকা সত্বেও ক্রেতা যদি তৎসহ সঙ্গমানুরূপ ক্রিয়া করে, তবে তাহা অবশ্য প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে।

ক্রীত বস্ত্রাদির ভাঁজ খুলিতে যদি উহার কোন স্থান ছিন্ন হয়, তাহা দ্বিতীয় ক্রেতাকে অবশ্য বলিতে হইবে।

সহস্র মুদ্রায় কোন দাস ধারে ক্রয় পূর্ব্বক উহা ধারে ক্রয়ের কথা প্রকাশ না করিয়া শত মুদ্রা লাভে বিক্রয় করিলে দ্বিতীয় ক্রেতা যখন উহা জানিতে পারিবে, তখন সে উক্ত দাস রাখিতে বা ফেরৎ দিতে অধিকারী হইবে। কিন্তু যদি রাখিয়া দেয়, তবে ক্রেতাকে মূল্য বাবদ ১১০০৲ টাকা নগদ দিতে হইবে।

যয়েদ যদি ওমরকে বলে যে, এই দ্রব্যাদি আমার যত পড়িয়াছে ;

তুমি এই মূল্য দিয়া লইয়া যাও। এ স্থলে ওমর যদি যয়েদের ঐ জিনিষের খরিদ মূল্য কত পড়িয়াছে, তাহা না জানে, তবে 'বায়' ফাসেদ হইবে। আর যদি ঐ জিনিষের দাম কত পড়িয়াছে, তাহা ঐ মজলিসে অবগত হয়, তবে লওয়া না লওয়া সম্বন্ধে ওমরের অধিকার। ঐ মজলিসে না জানিতে পারিলে বায় বাতেল হইবে।—দোর্রে-মোখ্‌তার।

ক্রেতা ক্রীত দ্রব্য যে পর্য্যন্ত অধিকার না করিবে, সে পর্য্যন্ত বায় জায়েয হইবে না। তবে একার (عقار) হইলে সিদ্ধ হইবে।

জানা আবশ্যক যে, ক্রয়-বিক্রয় দুই প্রকার হইয়া থাকে মন্‌কুল ও গায়ের মন্‌কুল (منقول ; غير منقول)। স্বর্ণ, রৌপ্য, রেকাবি, বরতন, জীব, জন্তু, বসন-ভূষণ প্রভৃতি যাহা স্থানান্তরিত করা যায়, তাহাকে মন্‌কুল বলে। গৃহ, ভূমি প্রভৃতি যাহা স্থানান্তরিত করা যায় না, তাহাকে গায়ের-মনকুল বলে। যাহা স্থানান্তরিত করা যায়, তাহা মনকুলের অন্তর্ভুক্ত। তাহা অধিকার না করিলে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না। আর যাহা স্থানান্তরিত করা যায় না, তাহা অধিকার করা বায়ের আবশ্যকীয় শর্ত্ত নহে। খাদ্য দ্রব্যাদিও মন্‌কুলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। উক্ত অবস্থায় এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে যে প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ই হউক না কেন, অধিকারের পূর্ব্বে উহা সিদ্ধ হইবে না। ইহার দলীল স্বরূপ এই হাদিস বিবৃত হইয়া থাকে, যথা—হাকেম এব্‌নে খরামা (রাজিঃ) হজরত রসুলোল্লাহ্‌ (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে রসুলোল্লাহ্‌! আমি ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য করিয়া থাকি; কোন্‌ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় হালাল (সিদ্ধ) এবং কোন্‌ প্রকারের হারাম, তাহা আমাকে বিজ্ঞাপিত করুন।" হজরত বলিলেন,—"যে বিষয় তুমি অধিকার কর নাই, তাহা বিক্রয় করিবে না।" এই হাদিস অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। অন্য হাদিসে ক্রীত দ্রব্য স্বীয় মঞ্জেল পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

স্বর্ণ, চাঁদি, খাদ্য শস্য প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য গণিয়া বা ওজন করিয়া বিক্রয় করা হয়, তাহা গণা কিংবা ওজন করা ভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সুসিদ্ধ হইবে না, বরং উহা মকরুহ্‌ তাহ্‌রিমা হইবে।—দোর্রে-মোখ্‌-

তরি। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) ঐ সমস্ত দ্রব্য না মাপিয়া, না গণিয়া বা ওজন না করিয়া বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ক্রয়-বিক্রয় স্থলে প্রচলিত মুদ্রা সমূহের মধ্যে একরূপ মুদ্রা নির্দ্দেশ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যরূপ মুদ্রা-গ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে। যেমন টাকার পরিবর্ত্তে পয়সা, পয়সার পরিবর্ত্তে টাকা, কিম্বা টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে মোহর এবং মোহরের পরিবর্ত্তে টাকা পয়সা। ইহার দলিল এই যথা— আবদুল্লা এব্‌নে-ওমর (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন,—"হে রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) আমি দিনারের পরিবর্ত্তে উষ্ট্র বিক্রয় করিয়া দেরহাম গ্রহণ করিয়া থাকি ; এইরূপ দেরহামের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিয়া দিনার গ্রহণ করি।" হজরত বলিলেন,—"ইহাতে কোনই দোষ (حرج) নাই ; ইত্যাদি।" তেরমুজী, নেছায়ী, দারমী প্রভৃতি এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাকেম (রহঃ) ইহাকে সহি বলিয়াছেন। বিক্রয়কারী বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত ছামন কমি বেশী করা দোরস্ত হইবে ; কিন্তু বিদ্যমান না থাকিলে নহে। বিক্রয়ের বস্তু সম্বন্ধেও ঐ বিধান, অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেতার বিদ্যমানতায় উহার কমি বেশী করা সিদ্ধ হইবে।

ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে মরাবেহা প্রভৃতি পদ্ধতি সম্বন্ধে মূলগ্রন্থ ও অনুবাদের ভাষ্যে আরও নানাবিধ বিধান ও উহার বিস্তারিত উপমা-সমূহ বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু অধুনা এ সমস্ত পন্থা সচারাচর প্রচলিত নহে বলিয়া আমরা উহার অনুবাদ করিলাম না।—বঙ্গানুবাদক।

দশম অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

কেতাবর্রেবা অর্থাৎ সুদের বিবরণ।

ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে সুদ গ্রহণ করা নিঃসন্দেহ ও সর্ব্ববাদি-সম্মত হারাম ও মহাপাপ কার্য্য (حرام و گناه کبیره)। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা বলিয়াছেন,—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَاْكُلُوْا الرِّبٰوا *

অর্থাৎ—"হে ইমানওয়ালা (বিশ্বাসিগণ) তোমরা সুদ গ্রহণ করিও না।" এই আয়েতের রেবা (الربوا) অর্থ অতিরিক্ত গ্রহণ করা,—উহা যে কোন প্রকারেই হউক না কেন গ্রহণ করা মুসলমানের পক্ষে হারাম। সাধারণতঃ ক্রয় বিক্রয়ে অতিরিক্ত লওয়া হারাম নহে; কিন্তু কর্জ্জ প্রদান করিয়া সুদ-গ্রহণ করার পদ্ধতিতে দিবসাদি নির্দ্ধারিত করিয়া ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারেও অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে তাহাও সুদের ন্যায় বরং সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে। আল্লাহ্‌তালা সুদ ও ক্রয় বিক্রয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াই পবিত্র কোরান শরিফে বলিয়াছেন,—"আল্লাহ্‌তালা ক্রয় বিক্রয় হালাল এবং সুদ গ্রহণ হারাম করিয়াছেন।" —ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মুসলমানগণের পক্ষে সুদ-গ্রহণ এক প্রধানতম পাপ। এই মহাপাপ কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে হজরত যাবের (রাঃ) হইতে সহি মোস্‌লেম নামক প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"হজরত রসুলোল্লাহ্‌ (সাঃ) সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী এবং উহার লেখকও সাক্ষিদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন,

—"ইহারা সকলেই সমান।" অর্থাৎ সুদ দাতা, গ্রহণকারী—লেখক ও সাক্ষী প্রভৃতি সকলেই তুল্যরূপ অপরাধী।"

হজরত আবু-হোরেরা (রাজিঃ) হইতে এমাম আহমদ, নেছায়ী আবু-দাউদ ও এব্‌নে মাযা (রহঃ) প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে যে, সুদ গ্রহণ করিতে কেহই বাদ থাকিবে না। যদিও সুদ না গ্রহণ করে, তবুও উহার তাপ তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবে।" অন্য এক বর্ণনায় বিবৃত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "এক দেরহাম সুদ খাওয়া ছত্রিশ বার ব্যভিচার হইতে কঠিনতর পাপ।—আহমদ ও দারকুৎনী। এব্‌নে আব্বাছ হইতে এক রেওয়ায়েতে আছে যথা—"হারাম মাল দ্বারা যাহার মাংস বৃদ্ধি হইবে জাহান্নাম তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে।" আবু-হোরেরা (রাজিঃ) হইতে বায়হাকি ও এব্‌নে-মাজা (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,যথা হজরত রসুলোলাহ্ সহি বলিয়াছেন,—"সুদের সত্তর টুক্‌রার সর্ব্বাপেক্ষা কম অপরাধ এই যেমন স্বীয় মাতার সহিত ব্যভিচার করা।"—(নউজ বিলা মেন্‌হা) এবনে ময়যূদ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, "সুদে ধন খুব বর্দ্ধিত হইলেও উহার পরিণাম অনিষ্টকর।"

আবু-হোরেরা (রাজিঃ) হইতে এমাম আহ্‌মদ ও এবনে-মাজ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—হজরত রসুলোল্লহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,"মেয়ারাজ রজনীতে আমি এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। উহাদের পেট ঘোড়ার (পেটের) ন্যায় ছিল, এবং তন্মধ্যে সর্প পরিদৃষ্ট হইতে-ছিল। আমি জিবরিল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—ইহারা কোন সম্প্রদায় ?' জিবরিল (আঃ) বলিলেন, "ইহারা সুদখোর।" হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, "সুদের আয়াতই কোরান-শরিফের শেষ আয়াত : বিশেষতঃ এই সময়ে হজরত রসুলোল্লা (সঃ) পরলোক গমন করায় যথোচিত স্পষ্ট করিয়া সুদের বিষয় বর্ণনা করিয়া যাইতে পারেন নাই ; তথাপি তোমরা সুদ এবং যাহাতে সুদের সন্দেহ আছে, তাহা পরিত্যাগ কর।"

এক শ্রেণীর দুই বস্তুর মধ্যে অতিরিক্ত গ্রহণই রেবা (সুদ) স্বরূপ গণ্য হইবে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এতদনুযায়ী এক সের চাউলের পরিবর্ত্তে দুই সের যব, কিম্বা দুই সের যবের পরিবর্ত্তে এক সের গম পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে, উহা সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে না ; কারণ ঐ সমস্ত জিনিষ সমজাতীয় নহে ; সুতরাং ওজনে পার্থক্য থাকিলেও উহা মূল্যে বা আবশ্যকতায় তুল্য হইতে পারে।

যে জিনিষ মাপিয়া বা ওজন করিয়া বিক্রয় করা হয়,—যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, ধান্য, চাউল প্রভৃতি ;—এই সমস্ত জিনিষের মধ্য হইতে এক জাতীয় দ্রব্যই উভয় পক্ষ হইতে যদি কম বেশী করিয়া আদান-প্রদান করা হয়, তাহা সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে ; কিন্তু যে সমস্ত জিনিষ মাপিয়া বা ওজন করিয়া বিক্রয় করা হয় না, বরং জিনিষ অনুযায়ী কম বা বেশী মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, যেমন আম্র, কাঁটাল প্রভৃতি—এই সমস্ত জিনিষ এক জাতীয় হইলেও যদি পরস্পর উহার আদান-প্রদানে বেশী বা কম করে, অর্থাৎ একটীর পরিবর্ত্তে দুইটী গ্রহণ করে, তাহা সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে না। কারণ উহা মূল্যে বা তুলনায় সমান হইতে পারে। আবার পরিবর্ত্তন স্থলে পরিবর্ত্তনের দ্রব্য যদি এক জাতীয় না হয়, যথা যবের পরিবর্ত্তে চাউল কিম্বা চাউলের পরিবর্ত্তে গম হইলে, উহা বেশী গ্রহণ করিলেও সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে না।

উপরে সমজাতীয় হওয়ার যে পদ্ধতি বর্ণিত হইল, উহা এমাম আজম (রহঃ) সাহেবের মত ; কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মতে সুদের শর্ত্ত ঐরূপ নহে। তাহার মতে ঐ সমস্ত জিনিষ মূল্যে বা খাদ্যের হিসাবে সম-শ্রেণী হইলেই তাহার আদান-প্রদানে অতিরিক্ত গ্রহণে উহা সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে। স্বর্ণ, চাঁদি প্রভৃতি মূল্যের পর্য্যায়ভুক্ত ; এবং যব, গম, চাউল প্রভৃতি মূল্যের পর্য্যাভুক্ত নহে। আবার এমাম মালেক (রহঃ) সাহেবের মতে খাদ্যের কিংম্বা রক্ষণাবেক্ষণ ও পুঞ্জিভূত করার হিসাবে সমজাতীয় হওয়াই সুদের শর্ত্ত। কিন্তু এই মত কখনও যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন হইতে পারে না। কারণ

ঐ হিসাবে এক শ্রেণীর মধ্যে মূল্য ও মর্য্যাদার হিসাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিতে পারে।—টীপ্পনী। যাহা হউক, এই সমস্ত মতের মূলে একটীই মাত্র হাদিস বিবৃত হইয়াছে; যাহা বোখারী ভিন্ন অন্যান্য সেহাগ্রন্থে ও বর্ণিত হইয়াছে। হাদিসটী এই যথা, হজরত রসুলোল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, "বিক্রয় কর স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্ত্তে রৌপ্য, গমের পরিবর্ত্তে গম, যবের পরিবর্ত্তে যব, খর্জ্জুরের পরিবর্ত্তে খর্জ্জুর, লবণের পরিবর্ত্তে লবণ এবং মেসালের পরিবর্ত্তে মেসাল হাতে হাতে তুল্য তুল্য রূপে; কিন্তু যখন ইহার ব্যতিক্রম হইবে, অর্থাৎ একের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষ বিক্রয় করিতে হইবে, তখন যেরূপ ইচ্ছা বিক্রয় কর,—অবশ্য হাতে হাতে।" এই হাদিসে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমজাতীয়তা ও মর্য্যাদাই সুদের শর্ত্ত এবং মহা-বিচক্ষণ এমাম সাহেব (রহঃ) মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ দলীল সমুহ বিস্তৃতরূপে মূলগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

যে সমস্ত দ্রব্য ওজন করিয়া বিক্রয় করা হয়, ঐ সমস্ত দ্রব্য সমজাতীয় দ্রব্যের সহিত পরিবর্ত্তিত করা হইলে উহাতে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম হইবে,—যদিও উহা খাদ্য দ্রব্য না হয়;—যেমন লৌহ প্রভৃতি। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও এমাম মালেক (রহঃ)এর মতে খাদ্য দ্রব্য ভিন্ন ঐ সমস্ত দ্রব্যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম হইবে না।

কিন্তু আমাদের মতে যে পরিমাণ দ্রব্যজাত "শরাই কদরের" অন্তর্ভুক্ত নহে, অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় বা পরিবর্ত্তনের দ্রব্যাদি যদি অর্দ্ধ 'সা'র কম হয়, তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয় বা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম হইবে না। যেমন এক মুষ্টি গমের পরিবর্ত্তে দুই মুষ্টি গম, একটী ডিম্বের পরিবর্ত্তে দুইটী ডিম্ব, একটী খর্জ্জুরের পরিবর্ত্তে দুইটী খর্জ্জুর গ্রহণ করা; ইহা এমাম সাহেবের মতে অবৈধ নহে; কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে ঐরূপ গ্রহণ বা পরিবর্ত্তন করা বৈধ (হালাল) হইবে না; কারণ তাঁহার মতে খাদ্য দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় বা পরিবর্ত্তনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম,—(উহা যতটুকু বা যে পরিমাণই হউক না কেন)।

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের মতে অর্দ্ধ 'সা'র কম পরিমাণ জিনিষ শরিয়তের আদেশের অন্তর্ভুক্ত নহে। অবশ্য সমজাতীয় দ্রব্য অর্দ্ধ 'সা' বা উহার অতিরিক্ত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন স্থলে অতিরিক্ত গ্রহণ —নিঃসন্দেহে হারাম হইবে। যেমন এক সের গমের পরিবর্ত্তে দুই সের গম বিক্রয় করা। কিন্তু পরিবর্ত্তন বা ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্যাদি যদি সমজাতীয় না হয়, তবে অতিরিক্ত গ্রহণ সিদ্ধ হইবে; যেমন একটী আম্রের পরিবর্ত্তে দুইটী খরবুজ; কিংবা একটী তরমুজের পরিবর্ত্তে চারিটী আম্র প্রভৃতি,—বিক্রয় করা হারাম নহে।

যেখানে কেবল মাত্র পরিমাণের কদর কিংবা দ্রব্যের সমজাতীয়তা বিদ্যমান থাকিবে, তথায় স্থান বিশেষে অতিরিক্ত গ্রহণ সিদ্ধ হইবে; কিন্তু ধারে বিক্রয় করা দোরস্ত হইবে না। ইহার স্বরূপ যেমন এক "সা" গমের পরিবর্ত্তে দুই "সা" যব, কিংবা দশ গজ কাপড়ের পরিবর্ত্তে বিশ গজ কাপড়। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নগদ হইলে দোরস্ত হইবে, কিন্তু বাকী হইলে দোরস্ত হইবে না। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে কেবল মাত্র সমজাতীয়তা স্থলে কর্জ্জ অর্থাৎ ধারে বিক্রয় করা হারাম নহে।

উপরে যে দুইটী উপমা প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহার প্রথমটীতে কেবল শারেয়ী কদর এবং দ্বিতীয়টীতে কেবল দ্রব্যের সমজাতীয়তা বিদ্যমান আছে। উহার দলীলসমূহ মূলগ্রন্থে বিবৃত আছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুইটী দ্রব্য ওজনযুক্ত এবং যব, গম, খর্জ্জুর ও লবণ এই চারিটী দ্রব্য পরিমাপযুক্ত স্বরূপ গণ্য হইবে,—যদিও উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। কারণ হজরত রসুলোল্লাই (সাঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন। এই ছয়টী দ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য লোকের আদত অনু-যায়ী পরিমাণ বা ওজনযুক্ত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে, অর্থাৎ লোকে যাহা মাপিয়া বিক্রয় করিবে, তাহা পরিমাপযুক্ত এবং যাহা ওজন করিয়া বিক্রয় করিবে, তাহা ওজনযুক্ত দ্রব্য স্বরূপ গণ্য হইবে।

দ্রব্য-সমূহের কোন্টী ওজনযুক্ত এবং কোন্টী পরিমাপযুক্ত তাহা নির্দ্দেশ করার উদ্দেশ্য এই যে, যে জিনিষ ওজনযুক্ত, তাহা তুল্যরূপ

মাপিয়া পরিবর্ত্তন করিলে কিংম্বা যে দ্রব্য পরিমাপযুক্ত, তাহা তুল্যরূপ ওজন করিয়া বিক্রয় করিলেও ঐ ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না, বরং উহা কম বা বেশী হইয়া সুদ হইয়া যাইতে পারে। ইহার স্বরূপ এই, যেমন গম পরিমাপযুক্ত দ্রব্য, এই গম এক সেরের পরিবর্ত্তে এক সের ওজন করিয়া বিক্রয় করিলে উহা সিদ্ধ হইবে না ; কারণ গম মুলে পরিমাপযুক্ত দ্রব্য, উহা সমান ওজনে ওজন করিলেও তাহাতে ঐ দ্রব্য পরিমাণে কম বা বেশী হইতে পারে এবং পরিমাণে কমি বেশী হইলেই তাহা সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে। এইরূপ স্বর্ণ বা রৌপ্য মাপিয়া বিক্রয় করিলে সিদ্ধ হইবে না ; কারণ ঐ দ্রব্য মুলে ওজন যুক্ত ; সুতরাং তুল্যরূপে মাপিলেও উহা ওজনে কমি বেশী হইতে পারে এবং কমি বেশী হইলেই উহা সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে।

পরিমাপ ও ওজন করার পার্থক্য এই, যাহা কোন পাত্রে ভরিয়া মাপা হয়, তাহাকে পরিমাপ করা বলে এবং যাহা দাঁড়ী পাল্লা কিংম্বা নিক্তিতে ওজন করা হয়, তাহাকে ওজন করা বলে। এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

কোন জিনিষ ঢেড়ি দিয়া রাশিকৃত বা পুঞ্জীভূত করিয়া বিক্রয় করা সিদ্ধ নহে, কারণ ইহাতে অনুমাণের উপর কম বেশী হইতে পারে।

সমজাতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় স্থলে—যেমন গমের পরিবর্ত্তে গম বিক্রয় করা স্থলে বিক্রয়-মজলিসেই ক্রেতা-বিক্রেতা স্ব স্ব দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে ; এতদ্ভিন্ন ঐ সময়েই দ্রব্যাদি অধিকার করিয়া লওয়া আবশ্যক শর্ত্ত নহে ; কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্যোদি ক্রয়-বিক্রয় স্থলে বিক্রয়-মজলিসেই স্ব স্ব ক্রীত জিনিষ অধিকার করা কর্ত্তব্য। এ বিষয় পরে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় স্থলে উভয় দিক্ হইতেই ঐ সময়ে দ্রব্যাদি অধিকার করা আবশ্যক ; পূর্ব্ব বর্ণিত "দস্ত-বদস্ত" অর্থাৎ হাতে হাতে বিক্রয় করার হাদিসই এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের দলীল ; কিন্তু উহার মূল মর্ম্ম ও এমাম সাহেবের মতের বিস্তারিত দলীল হেয়াদা ও ফতহোল কদির গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

এক পয়সার পরিবর্ত্তে দুই পয়সা নির্দ্ধারিত করিয়া বিক্রয় করা জায়েজ বলিয়া বিবৃত আছে; কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে উহা জায়েজ নহে। কারণ পয়সাও প্রচলিত মুদ্রা। আমাদের দলীল মূলগ্রন্থে বিবৃত আছে; কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের বিধানই যুক্তিসিদ্ধ। মাংসের সহিত জীবিত পশুর ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইবে,—যদিও মাংস সেই জাতীয় পশুরই হয়। কারণ এখানে পশুর সহিত মাংস পরিবর্ত্তিত হইতেছে; ইহার অর্থ এই যে, গাভীর মাংস জীবিত গাভী বা বৃষের সহিত বিক্রয় বা পরিবর্ত্তন করা চলিবে। কারণ মাংস ওজনযুক্ত দ্রব্য, কিন্তু জীবিত পশু তাহা নহে; সুতরাং ওজনযুক্ত দ্রব্য অন-ওজনযুক্ত দ্রব্যের সহিত বিক্রয় করা যাইবে; —সে বিক্রয় বা পরিবর্ত্তন যে প্রকারেরই হউক না কেন। অবশ্য ঐরূপ স্থলে ধারে বিক্রয় করা সিদ্ধ হইবে না।—দোরে্-মোখ্‌তার।

কিন্তু ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় স্থলে সমজাতীয় হইলে এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে মাংসাদির পরিমাণে সমতা হওয়া আবশ্যক। আবার শায়েখায়েনের মতে উহা মোতাল্লেকান সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে উহা আদৌ সিদ্ধ নহে। তাঁহার দলীল এমাম মালেক (রহঃ) ও আবু-দাউদ (রহঃ) কর্ত্তৃক বিবৃত হাদিস, যথাঃ—"হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) মাংসের সহিত জন্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন।" এইরূপ নিহতের সহিত জীবিতের পরিবর্ত্তন নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ক এক হাদিসও বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই হাদিস সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রকৃত তথ্য খোদাতালাই জ্ঞাতা।

সমজাতীয় দ্রব্যের সহিত আটার বায় ওজন করিয়া সিদ্ধ হইবে; এবং টাট্‌কা খর্জ্জুরের সহিত টাট্‌কা এবং শুষ্ক খর্জ্জুর বিক্রয় করাও জায়েজ হইবে। ইহা এমাম (রহঃ) সাহেবের মত, কিন্তু সাহেবায়েন ও এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে টাট্‌কা খর্জ্জুরের সহিত শুষ্ক খর্জ্জুরের বায় সিদ্ধ হইবে না; কারণ শুষ্ক খর্জ্জুর শুকাইয়া কম হইয়া যাইবে। তাঁহাদের দলীল স্বরূপ ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের এক নিষেধাত্মক হাদিস বিবৃত হইয়া থাকে এবং এমাম (রহঃ) সাহেবের দলীল স্বরূপ

বোখারী ও মোস্‌লেমোক্ত হাদিস বিবৃত হইয়া থাকে, যথা হজরত এমাম আবু-হানিফা (রহঃ) মহোদয়ের মতে টাট্‌কা খর্জ্জুরও শুষ্ক খর্জ্জুরেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রতিপোষক দলীল হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যথাঃ—খয়বর হইতে হজরত রসুলোল্লাহ্ (রহঃ)এর নিকট টাট্‌কা খর্জ্জুর উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে হজরত (সাঃ) শুষ্ক খর্জ্জুরের নাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "খয়বরের সমস্ত খর্জ্জুরই কি এই রকম?"

শুষ্ক খর্জ্জুরের সহিত শুষ্ক খর্জ্জুরের বায় সিদ্ধ হইবে। এই সম্বন্ধীয় হাদিস সহি বোখারী ও মোসলেমে বর্ণিত হইয়াছে, অবশ্য উহার সহিত টাট্‌কা খর্জ্জুরের কথা নাই; কিন্তু হাকেম, বায়হাকি ও তাহতাভী সায়ীদ (রহঃ) হইতে যে হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শুষ্ক খর্জ্জুরের সহিত টাট্‌কা খর্জ্জুর ধারে বিক্রয় করার নিষেধাত্মক আদেশ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই হাদিসের দ্বারাও কেবল ধারে বিক্রয়ই নিষিদ্ধ বুঝাইতেছে।

রেকায়েত।—এমাম আজম আবু-হানিফা (রহঃ) মহোদয় যখন বাগদাদে উপনীত হন, তখন টাট্‌কা খর্জ্জুরের সহিত শুষ্ক খর্জ্জুরের ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হওয়ার বিধান লইয়া অনেকে এমাম সাহেব (রহঃ) এর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ঐ বিধান প্রকাশ্য হাদিসের খেলাফ ছিল। "হাদিসের অনুসরণকারী" আখ্যাধারী লোকেরা এমাম সাহেব (রহঃ)কে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "টাট্‌কা খর্জ্জুরের সহিত শুষ্ক খর্জ্জুরের ক্রয় বিক্রয় কিরূপে সিদ্ধ হইবে?" এমাম সাহেব (রহঃ) বলিলেন, "উহার দুইটি কারণ আছে।" অনন্তর প্রথমতঃ তিনি টাট্‌কা খর্জ্জুর শুষ্ক খর্জ্জুরের নামের অন্তর্ভুক্ত ও সমজাতীয় হওয়া হাদিস দ্বারা প্রমাণ করিয়া বলিলেন যে,—التمر بالتمر এই হাদিস অনুযায়ী উহার ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ। দ্বিতীয় যদিও এক নামে কথিত না হয়, তবুও,—اذا اختلف النوعان فبيعو كيف شئتم—এই হাদিস অনুসারে উহার ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। "হাদিস অনুসরণকারিগণ" প্রশ্ন করিলেন,—"সাদের বর্ণিত হাদিসের কি ব্যবস্থা হইবে?"

এমাম (রহঃ) সাহেব উক্ত হাদিসের সনদের দোষ প্রদর্শন করিলে তাঁহারা স্তম্ভিত ও নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন ; ফলতঃ তাঁহারা আর কোনওরূপ বাদানুবাদে সমর্থ হইলেন না। ফৎহোল-কদির।

যাহা হউক, এমাম (রহঃ) সাহেবের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টাট্কা আঙ্গুরের সহিত শুষ্ক আঙ্গুরের বায় সিদ্ধ হইবে। এইরূপ ভিজান খর্জ্জুরের সহিত শুষ্ক খর্জ্জুরের এবং ভিজান আঙ্গুরের সহিত শুষ্ক আঙ্গুরের বায়ও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে শুষ্ক খর্জ্জুর বা আঙ্গুরের সহিত ভিজান খর্জ্জুর বা আঙ্গুরের ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ নহে।—দোর্রে-মোখ্তার।

এক জন্তুর মাংসের সহিত অপর জন্তুর মাংসের বায় জায়েজ হইবে, —এমন কি, উহার বেশী কমা করা পর্য্যন্ত সিদ্ধ।

টীকা।—উক্ত বিধানের মর্ম্মানুযায়া প্রত্যেক পশুর মাংসের সহিত প্রত্যেক জন্তুর মাংসেরই ক্রয়-বিক্রয়ে কমি বেশী করা সিদ্ধ বুঝায় ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গো-মহিষ প্রভৃতি জন্তু এক জাতীয় এবং ভেড়া-বকরী প্রভৃতি অন্য জাতীয়। সুতরাং ভিন্ন জাতীয় মাংসে 'বায়' স্থলে কমি বেশী করা সিদ্ধ হইলেও এক জাতীয় মাংস ক্রয়-বিক্রয় স্থলে—অর্থাৎ গরুর সহিত মহিষের এবং বকরীর সহিত ভেড়ার মাংস 'বায়' স্থলে কমি বেশী করা সিদ্ধ হইবে না,—যদিও গরুর সহিত বকরীর কিংবা মহিষের সহিত ভেড়ার মাংস পরিবর্ত্তনে কমি বেশী করা সিদ্ধ।—হেদায়া।

উল্লিখিত বিধানের সূত্রানুযায়া সমজাতীয় জীবের দুগ্ধ ক্রয়-বিক্রয় করার স্থলে কমি বেশী করা সিদ্ধ না হইলেও, যে সমস্ত জীব সমজাতীয় নহে, তাহাদের দুগ্ধ পরস্পর পরিবর্ত্তনে কমি বেশী করা সিদ্ধ হইবে,—যেমন বকরীর দুগ্ধের সহিত গো-দুগ্ধের পরিবর্ত্তন ক্ষেত্রে কমি বা বেশী করা (ইহা সিদ্ধ)—তাহ্তাভী।

ঐ অনুসারে ভিন্ন জাতীয় ফলের সির্কা এবং ভিন্ন জাতীয় জীবের চর্ব্বিও বায়-ক্ষেত্রে কম বেশী করা সিদ্ধ। রুটী পরিবর্ত্তনও এইরূপ।—দোর্রে-মোখ্তার।

সুদের সূত্রানুযায়ী অর্থাৎ কমি বেশী করিয়া ভাল জিনিষের সহিত মন্দ জিনিষের ক্রয়-বিক্রয় কমি বেশী করা সিদ্ধ নহে। অর্থাৎ সমজাতীয় জিনিষে জিনিষের ভাল মন্দ হওয়ার অজুহাতে কম বা বেশী লওয়া সিদ্ধ হইবে না। কারণ হাদিসে উক্ত হইয়াছে,—"এই জিনিষে ভাল মন্দ সবই তুল্য।" জায়লাই (রহঃ) এই হাদিসকে গরীব বলিয়াছেন; কিন্তু অন্য সহি হাদিস দ্বারা এই হাদিসের মর্ম্ম সমর্থিত হয়।

গেঁহুর সহিত আটা বা ছাতু,—ছাতুর সহিত আটা বা গেঁহুর কিংবা আটার সহিত গেঁহু বা ছাতুর কম, বেশী বা তুল্য প্রভৃতি কোনরূপ বায়ই সিদ্ধ নহে। কারণ এই সমস্ত দ্রব্য পরিমাণযুক্ত; সুতরাং মাপার সময়ে কম বা বেশী হইতে পারে।

জয়তুনের তেলের সহিত জয়তুনের কিংবা তিলের সহিত তিল তৈলের বায় কমী বেশী করিলে সিদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ মূল দ্রব্যে যতটুকু তৈল বাহির হইবে, তাহার অতিরিক্ত গ্রহণ করা সিদ্ধ নহে; বরং তৈল বাহির করার পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু কম প্রদান করা যুক্তিযুক্ত।

এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে রুটী গণিয়া কিংবা ওজন করিয়া কোন প্রকারেই কর্জ্জ লওয়া সিদ্ধ নহে। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে গণিয়া লওয়ায় কমি বেশী হওয়ার আশঙ্কা হেতু সিদ্ধ না হইলেও মাপিয়া কর্জ্জ লওয়া সিদ্ধ হইবে; ইহাই ফতওয়া-সিদ্ধ। আবার এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে উভয় প্রকার গ্রহণ করাই সিদ্ধ হইবে।

প্রভু ও দাসের মধ্যে আদান-প্রদানে সাধারণতঃ সুদ না হইলেও কারণ বিশেষে হইতে পারে।—হেদায়া।

দারল-হরবে (বিধর্ম্মী-রাজ্যে) মুসলমানের সহিত হরবির আদান-প্রদানে সুদ হইবে না। যদিও দারল ইস্‌লামে সুদ হইবে। ইহার কারণ এই যে, হরবীর (বিধর্ম্মী রাজ্যের বিধর্ম্মী অধিবাসী) মাল মুসল-মানের পক্ষে মোবাহ (অর্থাৎ উহা গ্রহণে কোন পাপ পুণ্য নাই।) সুতরাং উহা যেরূপেই লইতে পারা যায়, তাহা জায়েজ হইবে। মুসল-

মানগণ যখন অত্যাচারিত হইবে, তখনকার জন্যই এ বিধান প্রযুজ্য; সাধারণতঃ প্রচলিত ও সর্ব্বব্যাপী-সম্মত মসলাই অনুসরণীয়। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের মতে এবং অন্যান্য ওলামাগণের সিদ্ধান্তানুসারে দারল-হরবেও হরবীর নিকট অতিরিক্ত গ্রহণ সিদ্ধ নহে। এমাম (রহঃ) সাহেবের দলীল হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ)এর হাদিস যথা, তিনি বলিয়াছেন,—"দারল-হরবে মুসলমান ও হরবীর মধ্যে সুদ হইবে না।" এই হাদিস দুর্ব্বল; কিন্তু মকহুল-শামী হজরত রসুলোল্লা (সাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা"আহলে হরবে সুদ নাই।"ইত্যাদি এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয় এই হাদিস সাবেত না হইবার এবং দলীল না হইবার মত প্রকাশ করিয়াছেন। বায়হাকি (রহঃ) এই হাদিসকে মোরসাল বলিয়াছেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে আরও মতভেদ আছে। কিন্তু মোরসাল হাদিস অনেক স্থলেই দলীল স্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

এমাম সাহেব (রহঃ)এর সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় দলীল এই যে, যখন সুরা রুম অবতীর্ণ হয়, তখন মক্কা মোয়াজ্জমা দারুল-হরব ছিল। সেই সময়ে হজরত আবু-বকর-সিদ্দিক (রাঃ) মক্কার কাফেরগণের সহিত জয়-পরাজয়ের শর্ত্তের উপর মাল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং রুমীগণের বিজয় লাভের পর তাহাদিগের নিকট হইতেই অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয়,—শান্তি স্থাপনের পরও আহ্লে-হরবগণের মাল মুসলমান-গণের জন্য মোবাহ। সুতরাং এমাম সাহেব (রহঃ)এর বিধানানু-যায়ী যে সমস্ত ওলামা দারুল-হরবে হরবীগণের নিকট অতিরিক্ত গ্রহণের অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মত অযৌক্তিক নহে। আবার সন্দেহযুক্ত পাপের হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য কিংবা বৈধকার্য্যের অজুহত অবৈধ কার্য্য সমাজে প্রচলিত ও বদ্ধমূল না হইতে পারে, তজ্জন্য যাঁহারা সর্ব্বত্রই অতিরিক্ত (সুদ) গ্রহণ হারাম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কোন দোষ দেওয়া যায় না।—টীকা।

ভগবান্মান্ত এমাম সাহেব (রহঃ) বিধান ও সিদ্ধান্তের সূত্রানুযায়ী

দারুল-হরবে অতিরিক্ত গ্রহণ অসিদ্ধ না হইলেও আমরা উহার পক্ষপাতী নহি। কারণ ওলামাগণ ঐ সিদ্ধান্তের সহিত এক মত নহেন। তার পর কোন্ দেশ "দারুল হরব" এবং কোন্ দেশ "দারুল-ইস্‌লাম" তাহা স্থির করারও নিরাপদ নহে। এ সম্বন্ধে সমাজে ঘোর মতভেদ বিদ্যমান। তৎপর এখন প্রায় সমস্ত দেশ ও দেশবাসীর সহিত মুসলমানগণের সন্ধিশান্তি বিরাজ করিতেছে; এ অবস্থায় মুসলমানগণের পক্ষে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মাল গ্রহণ করা মোবাহ হওয়া সর্ব্ববাদীসম্মত নহে; অথচ সুদ গ্রহণ সর্ব্ববাদাসম্মত হারাম কার্য্য। এ ক্ষেত্রে সন্দেহ-মূলে হারাম কার্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনও যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং এই সমস্ত কারণে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা যে কোন অবস্থাই হউক না কেন, সুদ গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং বর্ত্তমান কালের জন্য ইহাই নিরাপদ ব্যবস্থা।—বঙ্গানুবাদক।

একাদশ অধ্যায়।

—০:)*(:০—

ক্রয়-বিক্রয়ে হক্ সমূহের বিবরণ।

ক্রীত দ্রব্যের সহিত সে সব দ্রব্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট অর্থাৎ ঐ ক্রীত দ্রব্য ভোগ-দখল ও উহা হইতে ফল গ্রহণের জন্য যাহার প্রয়োজন হয়, ফেকার ভাষায় তাহাকে "হকুক্" বলে। হকুক্ শব্দটী হক্ শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ ন্যায্য অধিকার। যেমন বাটী ক্রয় করিলে উহার সহিত বসবাস ঘটিত আরও কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, যথা দরওয়াজার কড়া ইত্যাদি,—যদিও উহা স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য নির্ম্মিত হয়, তথাপি বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রেতার অধিকার ভুক্ত হইয়া যাইবে।—গায় তোল-আস্তার। কিন্তু বালাখানা ও পা-খানা ক্রীত দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হইবে না বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপ জাল্লা, অর্থাৎ গেটের ছাদ-যুক্ত ঘর ক্রেতার অধিকার ভুক্ত হইবে না। রাত্রিবাসের উপযোগী গৃহকে 'বয়েত' বলে। যাহা দুই তিন খানি গৃহ সংযোগে প্রস্তুত, এবং দিন রাত্রি উহাতে লোক বাস করে, উহাতে বাবুর্চিখানা এবং পা-খানাও থাকে, কাহারও কাহারও মতে উহার সঙ্গে ডেওরি থাকাও শর্ত্ত, তাহাকে 'মঞ্জেল' বলে। আত্মীয় স্বজন ও পরিজনবর্গসহ যাহাতে বসবাস করা যায়, তাহাকে 'দার্' বলে। বিক্রেতা যদি বিক্রয়কালে বলে যে,—"আমি এই গৃহ হকুকসহ বিক্রয় করিতেছি।" তবে উক্ত গৃহের চুলা, আলো, জিঞ্জির ইত্যাদি সমস্তই ক্রেতার অধিকার-ভুক্ত হইবে। এইরূপ বিক্রীত জমীর বৃক্ষাদিও বিক্রয়ের সামিল হইবে। কিন্তু শস্যাদি উক্ত জমীর মধ্যে ধরা যাইবে না; কারণ উহা জমি হইতে পৃথক করা যাইতে পারে, অথচ বৃক্ষাদি সেরূপে করা যায় না। বিক্রয় কালে বৃক্ষে যদি ফল থাকে, তবে উহা

ক্রীত দ্রব্য বলিয়া গৃহীত হইবে না; অবশ্য শর্ত্ত করিলে হইবে। ইহা প্রকাশ থাকে যে, জমি বিক্রেতা যদি বলে যে, "আমি জমি হকুকসহ বিক্রয় করিতেছি" তথাপিও শস্য এবং বৃক্ষের ফল বিক্রীত দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হইবে না। কিন্তু যদি বলে, "ক্ষুদ্র, বৃহৎ যাহা কিছু ইহাতে আছে, সর্ব্ব সহ বিক্রয় করিতেছি" তবে উহাও ক্রেতার অধিকার ভুক্ত হইবে। বিক্রেতা প্রত্যেক হকসহ বায়েত বিক্রয় করিলে বালাখানা উহার অন্তর্ভুর্ক্ত হইবে না। অবশ্য হকুকসহ মঞ্জেল বিক্রয় করিলে উহার অন্তর্ভুর্ক্ত হইবে। "দার্" বিক্রয় কালে হকের উল্লেখ না হইলেও বালাখানা দারের সঙ্গে বিক্রীত বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ হকুকের শর্ত্ত না লাগাইলে রাস্তা ও মিছিল প্রভৃতি বিক্রয়ের অন্তর্গত হইবে না। কিন্তু ইমারতে শর্ত্ত না করিলেও উহা বিক্রীত দ্রব্যের অন্তর্ভুর্ক্ত হইয়া যাইবে। কারণ এস্থলে দ্রব্যের ফায়েদা গ্রহণের জন্য হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত দ্রব্যাদি না হইলে উহা হইতে কোনই লাভগ্রহণ করা যাইতে পারে না। বিনা শর্ত্তে ক্রয়ের মধ্যে না ধরিবার কারণ এই যে, ক্রয়ের দরুণ ক্রেতা ক্রীত দ্রব্যের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়; অতএব উহা সে বেকারও রাখিতে পারে। চৌকী—যাহা ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত; বাগান—যাহা ঘরের ভিতর এবং কূপ ইত্যাদি ঘর বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া যাইবে। গোছল-খানা বিক্রয়ের সঙ্গে উহার দেগও বিক্রীত হইবে। গাধা, গ্রাম্য লোকের নিকট হইতে ক্রয় করিলে উহার 'পালান'ও ক্রীত বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ক্রয় করিলে নহে। কোন জন্তুর লাগাম, বন্ধনের দড়ী ইত্যাদি শর্ত্ত করিলে ক্রীত বলিয়া গণ্য হইবে। ঘোড়ার লাগাম, উটের নাকাল প্রভৃতি ঘোড়া ও উট ক্রয়ের সঙ্গেই প্রাপ্য। দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিলে উহার দুগ্ধপায়ী বাছুরও ক্রয়ের মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু গর্দ্দভ ক্রয়ে উহার বৎস দুগ্ধপায়ী হইলেও উহা ক্রয়ের অন্তর্ভুর্ক্ত হইবে না।

মূল কথা, ক্রীত দ্রব্যের সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট—অর্থাৎ যাহা না হইলে ক্রীত দ্রব্য হইতে কোন ফায়দাই পাওয়া যাইতে পারে না, তাহাও ক্রয়ের মধ্যে গণ্য হইবে; সুতরাং তাহার জন্য পৃথক্ মূল্য

দিতে হইবে না। ক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করিবার পূর্ব্বে যদি ঐ দ্রব্যের কিছু নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার দরুণ মূল্য কোনরূপ কম হইতে পারিবে না। যেমন কতকগুলি দ্রব্য ক্রীত দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্রব থাকা কারণে ক্রয়ের মধ্যে ধর্ত্তব্য, সেইরূপ কতকগুলি দ্রব্য ক্রীত দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্রব না থাকা বশতঃ ক্রয়ের বহির্ভূত, যথা গ্রাম ক্রয় করিলে উক্ত গ্রামের মস্‌জেদ, কোতবখানা, মোক্তবখানা ইত্যাদি ক্রীত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

বায় এস্তেহকাক অর্থাৎ হক-বিষয়ক অধিকারের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি দাসী ক্রয়ান্তে উহার গর্ভে সন্তান জন্মিবার পর জানিতে পারে যে, উক্ত দাসী যে বিক্রয় করিয়াছে, তাহার নহে; উক্ত দাসী অপর লোকের এবং ক্রেতাও ইহা জানিয়া স্বীকার করে যে, বাস্তবিকই দাসী যে বিক্রয় করিয়াছে, তাহার নহে; এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত দাসীর প্রকৃত মালেক উহাকে ফিরাইয়া লইতে পারিবে, কিন্তু ঐ দাসীর গর্ভে ক্রেতার ঔরসে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাকে লইতে পারিবে না। অবশ্য উহার মালেক যদি সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহ-রূপে ঔরস সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে পারে, তবে উক্ত সন্তানকেও লইতে পারিবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত দাসীর বিক্রেতা, ক্রেতার নিকট পরিচিত থাকিলে, সে তাহার নিকট হইতে মূল্য আদায় করিতে পারিবে। কিন্তু বন্ধকে এরূপ হইবে না; কারণ বন্ধক কেবল লভ্য গ্রহণের জন্যই সাব্যস্ত হইয়া থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি কাহারও গৃহের উপর এক অপরিজ্ঞাত হকের দাবী করার পর, প্রতিবাদী তাহাকে কিছু টাকা দিয়া আপস করিয়া

লয়, এবং তৎপর কিছু দিবসান্তে উক্ত গৃহ একজন অপর লোকের হক বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়, তবে প্রথম দাবীদারের নিকট হইতে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ গৃহীত হইবে না; কারণ উক্ত দাবীদার যে অংশে অপরের হক ছাবেত হইয়াছে,—তাহা বাদ দিয়া অপর অংশে তাহার হক আছে বলিয়া দাবী করিতে পারে। কিন্তু যদি উক্ত গৃহ সমুদয়ই অপরের হক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে দাবীদার গৃহস্বামীর নিকট হইতে যে টাকা লইয়া আপস করিয়াছিল, তাহা ফেরত দিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞাত দ্রব্যের উপর অজ্ঞাত বিষয়ের দাবীতেও আপস করা সিদ্ধ। কিন্তু অপরাপর ফতওয়ায় বর্ণিত হইয়াছে যে, দাবী সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আপস করা সিদ্ধ হইবে না। অতএব উপরোক্ত রূপ দাবী ও মীমাংসা কোনটাই সিদ্ধ নহে, ইহা 'জখিরা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আবার অন্যান্য কেতাবেও বর্ণিত আছে যে, গৃহের অর্দ্ধেকের উপর দাবী প্রমাণিত হইলে অর্দ্ধেক মূল্য ফেরৎ দিতে হইবে; এইরূপ যত অংশের উপর দাবী প্রমাণিত হইবে, তদনুযায়ী গৃহীত টাকা ফেরৎ দিতে হইবে। যদি কাহারও মাল মালেকের বিনানুমতিতে বিক্রয় করে, তবে মালিক উহা অসিদ্ধ করিতে পারেন এবং সিদ্ধও রাখিতে পারেন। যদি উক্ত মাল এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা মৌজুদ থাকে, তবে মালেক উহা অবশ্যই সিদ্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে বিক্রেতার নিকট যে মূল্য আমানত ছিল, মালেক তাহা অধিকার করিবেন। এই প্রকার বায় বিক্রেতারও নাজায়েজ করিবার ক্ষমতা আছে; কারণ সে নিজের অনিষ্ট আশঙ্কায় বিক্রয়ের পরেও বাধা দিতে পারেন।

যদি কেহ কোন গোলামকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বিক্রয় করে এবং ক্রেতা ক্রয়ের পরে উহাকে মুক্তি-প্রদান করে, এমতাবস্থায় উহার প্রকৃত মালেক জানিতে পারিয়া যদি উক্ত বায় ঠিক রাখে, তবে উহার মুক্তি প্রদান সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে উহার মুক্তি সিদ্ধ হইবে না; কারণ হজরত (দঃ) বলিয়াছেন,—"যে দাসী ও গোলামের মালেক মনুষ্য নাই তাহার এৎক নাই।"—

তেরমুজী (রহঃ (ইহা ওমর এবনে সাইয়েবা হইতে রওায়েত করিয়াছেন। জায়লায়ী (রহঃ) ও সাহেবায়েনের দলাল মুলগ্রন্থে বর্ণিত আছে। ক্রেতা যদি ঐ গোলামকে অপর কাহারও নিকট বিক্রয় করে এবং উহার মালেক গাছেবের বায়কে জায়েয রাখে, তবু বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না; কারণ দ্বিতীয় ক্রেতার ক্রয় সিদ্ধ হওয়া মালেকের সম্মতির উপর নির্ভর করিতেছে এবং তাহার সম্মতিতে গোলাম ঐ মালেই মুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে। অতএব দ্বিতীয় বার উহার বিক্রয় অসিদ্ধ বলিয়া ধরা যাইবে। যদি ঐ গোলামের হাত ক্রেতার নিকট থাকা-কালে কেহ কর্ত্তন করে এবং উহার মালেক প্রোক্ত বায় জায়েজ রাখে, তবে ক্রেতা ঐ গোলামের হাত কর্ত্তনকারীর নিকট হইতে যে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবে, তাহা গ্রাহ্য হইবে। কারণ ক্রয় বশতঃ উহাতে তাহার হক ছাবেত হইয়াছে এবং তাহারই উপর উহার হক বর্ত্তিত হইয়াছে। যদি ঐ ক্ষতিপূরণ গোলামের মুল্যের বেশী হয়, তবে তাহা ফকির মিসকিনদিগকে খায়রাত করিয়া দিবে। উপরে যে মসায়েল বর্ণিত হইল, ইহাতে অনেকেই চক্রান্ত করিয়া গোলামকে ফিরাইবার জন্য উহা করিতে পারে, কিন্তু তাহা শরিয়তে অগ্রাহ্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

বায় সালম অর্থাৎ অগ্রিম বিক্রয়ের বিবরণ।

কোন দ্রব্য মৌজুদ হইবার পূর্ব্বে, কয়েকটী শর্ত্তের উপর নির্ভর করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করাকে "বায় ছাল্‌মা" বলে। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় কোরআন ও হাদিস অনুসারে সিদ্ধ; যথা খোদাতালা বলিয়াছেন :—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى

أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآيَة

আবদুল্লা-এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) এই আয়াতকে "বায় ছালমের" সমর্থক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকেম (রহঃ) মোস্তাদারেক গ্রন্থে বোখারী ও মোসলেমের (রাঃ) প্রতি শর্ত্ত লাগাইয়া ইহাকে সহি বলিয়া রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, খোদাতালা "বায় ছালমকে" মুসলমানের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং এই আয়াতে তাহা আদেশ করিয়াছেন।" শাফেয়ী (রহঃ) এব্‌নে আবি সাইয়েবা (রহঃ) ও তেব্‌রানী (রঃ) ইহা মছনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লা এব্‌নে-আব্বাছ (রাঃ) হইতে বোখারী (রাঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন,—"এক দিন এব্‌নে-আব্বাছ (রাজিঃ) যাহারা মদিনায় এক বৎসর ও দুই বৎসর পর্য্যন্ত ফলের 'বায়-ছালম' করিতেছিল, তাহাদের সম্বন্ধে হজরত (সাঃ)এর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।" হজরত (সাঃ) তাঁহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা যখন কোন ফলের 'বায়-ছালাম' করিবে তখন তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়, নির্দ্দিষ্ট ওজন ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করিবে।" ইহা সমর্থনের জন্য অনেক হাদিসও বর্ণিত হইয়াছে।

উপস্থিত সময়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট কতকগুলি শর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া,—যথা আমি আগামী সনে তিন মণ ধান দেওয়ার জন্য অগ্রিম ১০৲ টাকা লইতেছি, এইরূপ মূল্য গ্রহণ করাকে "বায়-ছালম" ও "বায়-ছলফ" বলিয়া থাকে। যে বস্তু ছালম করা যায় তাহাকে "মোছাল্লাম ফিহ্" উহার মূল্যকে "রাছোলমাল" বিক্রেতাকে "মোছালাম এলায়হে" এবং ক্রেতাকে 'রব্বোচ্ছালাম' বলে। যে সব দ্রব্যের অবস্থা, গুণ ও ওজন বর্ণনা করিতে পারা যায়, সেই সমস্ত দ্রব্যেরই বায়-ছালাম সিদ্ধ হইবে—

যে সব দ্রবের অবস্থা ও ওজন জানিবার উপায় নাই, তাহার 'বায়-ছালম' জায়েয হইবে না,—যথা গরু, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদি। যাহা মাপিয়া বিক্রয় করা হয়, তাহার বায়-ছালম সিদ্ধ হইবে,—বথা ধান, চাউল, গম ইত্যাদি। টাকা পয়সা ছাড়া যাহা ওজন করিয়া বিক্রয় করা হয়, তাহার 'ছালম' সিদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন যাহা গজ দ্বারা মাপিয়া বিক্রয় করা হয়, যেমন কাপড় প্রভৃতি এবং যাহা গণিয়া বিক্রয় করা হয়,—যেমন ডিম্ব ও আখ্‌রোট প্রভৃতি (যে সমস্ত দ্রব্য পরিমাণে বিশেষ ছোট বড় হয় না) তাহারও 'বায়-সলম' করা সিদ্ধ হইবে।

নির্দ্দেশিত টুপী, জুতা, জামা প্রভৃতির "সলম" সিদ্ধ হইবে, কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট জিনিষের নহে।

যে জিনিনের পরিমাণ ও গুণাবলী অবগত হওয়া না যাইবে, যেমন পশু প্রভৃতি—উহার "সলম" সিদ্ধ হইবে না; ইহাই আমাদের মত; কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে ঐ সমস্তেরও "সলম" সিদ্ধ হইবে; কারণ রকম, বয়স, পরিমাণ ও গুণাবলীর বর্ণনা দ্বারা উহা জানা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের উত্তর এই যে, পশু প্রভৃতির ঐ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা স্বত্বেও উহার সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা ও অনুভূতি হওয়া সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের এই বিধান প্রকাশ্য হাদিসের বিরোধী যথা:—হজরত বলিয়াছেন,—"পশ্বাদির 'সলম' করিও না।" হাকেম, দার-কুৎনী (রহঃ) প্রভৃতি এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

চর্ম্ম,এবং যে সমস্ত দ্রব্য পরিমাণে অনেক কম বেশী হইয়া থাকে,—যেমন তরমুজ, খুরবুজা, ফুটী, শসা প্রভৃতির 'বায়-সলম' সিদ্ধ হইবে না।

মৎস্য তাজা বা লবণযুক্ত যেরূই হউক না কেন, উহার বায়-সলম সিদ্ধ হইবে। কাষ্ঠাদি বা খড়ির গাড়ী বা বোঝা নির্দ্দেশ করিলে 'সলম' সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু ওজন নির্দ্ধারণ করিলে সিদ্ধ হইবে।

বস্ত্রাদির 'বায়-সলম' করিতে হইলে উহার প্রকার ও দৈর্ঘ-প্রস্থ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

অবশ্য বায়-সলমের সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদি বাজারে পাওয়া না গেলে তাহার 'সলম' সিদ্ধ হইবে না। যে স্থানের লোক সলম করিবে, ঐ দ্রব্য সেই স্থানের বাজারেই পাওয়া আবশ্যক; অন্য স্থানের বাজারে পাইলে তাহা ধর্ত্তব্য নহে!

এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে মাংসের 'বায়-সলম' সিদ্ধ নহে, কিন্তু সাহেবায়েনের মতে যে জীবের মাংস 'সলম' করা হইবে, তাহার নাম, অবস্থা, বয়স ও স্থান প্রভৃতির বিষয় নির্দ্দেশ করিলে 'বায়-সলম' সিদ্ধ হইবে। আইয়ম্মায়ে-সালাসার মতও সাহেবায়েনের সিদ্ধান্তের অনুরূপ সুতরাং উহাই ফতোয়া-সম্মত। তবে এমাম সাহেব (রহঃ)এর বিধান নির্দ্দোষ ও বিঘ্নশূন্য।—দোরে-মোখ্তার।

বায়-সলমে "খেয়ারের শর্ত্ত ও খেয়ার-রুয়েত" অর্থাৎ স্বত্বাধিকার ও দর্শনাধিকার প্রযুজ্য বা গৃহীত হইবে না, উহা সিদ্ধও নহে। অবশ্য খেয়ার-আয়েব অর্থাৎ দোষযুক্ত হইলে তৎসম্বন্ধীয় অধিকার প্রযুজ্য হইতেও পারিবে।

বায়-সলমের নির্দ্দিষ্ট সময় অন্যূন একমাস হওয়া আবশ্যক; অবশ্য তিন দিন এবং অর্দ্ধ দিনের কওলও বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এক মাসের কওলই সহি এবং উহার উপরেই ফতওয়া।—দোরে-মোখ্তার।

বায় সলমের জন্য কতিপয় শর্ত্ত আছে; নিম্নে সংক্ষেপে ঐগুলি বর্ণিত হইল।—

প্রথম।—জিনিষ নির্দ্দেশ করা; অর্থাৎ যে জিনিষের "বায়-সলম" করা হইয়াছে, তাহা ধান, কি চাউল কিংবা গম অথবা ডিম্ব প্রভৃতি কি দ্রব্য, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়।—ঐ জিনিষ কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে এবং কি অবস্থায় উৎপন্ন হইবে।

তৃতীয়।—উহার গুণাবলী, যথা ভাল মন্দ কিম্বা খারাপ তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে।

চতুর্থ।—উহার পরিমাণ; অর্থাৎ কত গজ, কত হাত, কত মণ বা কত সের প্রভৃতি।

পঞ্চম।—সলমের কাল, অর্থাৎ এক মাস, এক বৎসর বা কত দিনের শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইল।

ষষ্ঠ।—বিক্রয় মজলিসেই মূল্যাদি প্রদান করা।

এতদ্ভিন্ন জিনিষাদি পৌঁছানের খরচ, কোথায় পৌঁছাইতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় সমূহ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

এই সমস্ত বিধানের অনুকূলে ও প্রতিকূলে যে সমস্ত হাদিস এবং এমামগণের মতভেদ বিবৃত হইয়াছে, বিস্তৃত ভাবে আমরা তাহার অনুবাদ করিলাম না। মূলগ্রন্থ ও উর্দ্দু অনুবাদের টীকা এবং হেদায়া, দোর্‌রে-মোখ্‌তার ও ফৎহোল-কদিরে ইহার বিস্তৃত বিবৃতি বিদ্যমান আছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মোতাফেরকা অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও ব্যর্থ ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ।

শিশুগণের খেলার জন্য মৃত্তিকা নির্ম্মিত হাতী, ঘোড়া, বৃষ, পাখী প্রভৃতি ক্রয় করা সিদ্ধ (صحيح) নহে এবং উহার কোন মূল্যও নাই।—উহা নষ্ট করিয়া ফেলিলেও কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। জয়ীফ উক্তি দ্বারা বর্ণিত আছে যে, ইহার বায় বা ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ, এবং যে উহা নষ্ট করিবে, সে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে। যোজতবায় আল খয়র গ্রন্থের শেষভাগে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে যে, খেলনার ক্রয়-বিক্রয় এবং ছেলেদের উহা দ্বারা খেলা করা জায়েয।—দোর্‌রে মোখতার।

শিকারী কুকুর, চিতা ও পক্ষী প্রভৃতি শিক্ষিত হউক বা না হউক, উহার ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে; ইহাই আমাদের মজ্‌হাব। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) মহোদয়ের মতে অশিক্ষিত কুকুরের মূল্য

গ্রহণ করা সিদ্ধ নহে। আবার এমাম সাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে কুকুর প্রভৃতি শিক্ষিতই হউক, আর অশিক্ষিতই হউক, উহার ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহোদয়ের বিধানের অনুকূলে একাধিক হাদিস বর্ণিত হইয়াছে ; ঐ সমস্ত হাদিসে অবৈধ ব্যবসা, অবৈধ উপার্জ্জনের মালের সহিত কুকুরাদিও অসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ; এবং উহার মধ্যে হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) কর্ত্তৃক "কুকুর বিড়ালের বায় নিষিদ্ধ" হইবার বিবৃতিও বিদ্যমান আছে। আমাদের মতের অনুকূলেও হজরত রসুলোল্লহ্(সাঃ) কর্ত্তৃক "শিকারী কুকুর বিড়াল বিক্রয় করা সিদ্ধ" হইবার হাদিস বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত হাদিসের সনদ লইয়া ওলামাগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হইয়াছে। কেহ উহার সনদ সহি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ; আবার কেহ বা দৃঢ়তার সহিত উহা জইফ ও ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন ; কিন্তু আমাদের দলীলের অনুকূলে যে সমস্ত হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, সেই হাদিস সমূহ বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলেও তদ্দ্বারা এমাম সাহেব (সাঃ) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত কুকুর বিড়াল বা পক্ষী বিক্রয় করা সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না ; বরং ঐ সমস্ত হাদিসের দ্বারা এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতানুযায়ী কেবল শিকারী কুকুর, বিড়াল ও পক্ষী প্রভৃতি বিক্রয় করাই সিদ্ধ বুঝায়। উহা দ্বারা এমাম সাহেব (রহঃ)এর সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে হইলে, বিশেষ সূক্ষ্ম কেয়াসের অনুসরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। প্রকৃত ব্যবস্থা সর্ব্বজ্ঞ-আল্লাহতালাই জ্ঞাতা।— ফতহোল-কদির, শরেহ-মসনদ, আলে এমাম মূলগ্রন্থ ও উর্দ্দু অনুবাদের টীকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

যিম্মিগণের পক্ষে শূকর ও মদ্য ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধাবৈধ মুসলমানগণেরই অনুরূপ। মদ্য ও শূকর বিক্রয় করা যিম্মির পক্ষে সিদ্ধ হইবে, কিন্তু মুসলমানের পক্ষে সিদ্ধ নহে। কারণ সহি মোস্‌লেমে এব্‌নে-আব্বাস (কাজীর) হইতে বর্ণিত আছে, যথাঃ—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "আল্লাহতালা মদ্য পান করা যেরূপ হারাম করিয়াছেন, উহার ক্রয়-বিক্রয় করাও সেইরূপ হারাম করিয়া-

ছেন।" এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের আসারে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যিম্মীর উপর এই বিধান প্রযুজ্য না হইবার কারণ এই যে, আমাদের নিকট সির্‌কা যেরূপ, উহাদের নিকট মদ্যও সেইরূপ এবং আমাদের নিকট বকরী যেরূপ, উহাদের নিকট শূকরও সেই-রূপ। সুতরাং যিম্মির শূকর বা মদ্যের জন্য যিম্মিকে অবশ্যই দায়ী হইতে হইবে।

কেহ একটী দাসী ক্রয় করিয়া অধিকার করার পূর্ব্বেই যদি অন্য কাহার সহিত উক্ত দাসীর বিবাহ সম্পাদন করে, তবে উক্ত দাসীর সহিত সহবাস করিলেই ক্রেতার অধিকার সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি অধিকারের পূর্ব্বে বায় ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে বিবাহও ভঙ্গ হইবে; ইহা এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মত এবং এই মতই যুক্তি-সিদ্ধ।—দোরে মোখ্‌তার।

দুই ব্যক্তি একত্রে কোন জিনিষ ক্রয় করিবার পর একজন অদৃশ্য হইয়া গেলে, যে উপস্থিত থাকিবে, তাহার পক্ষে উক্ত ক্রীত দ্রব্যের সমু-দয় মূল্য প্রদান করা, ঐ জিনিষ অধিকার করা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিত হইয়া নির্দ্ধারিত মূল্য না দেওয়া পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য ঠেকাইয়া রাখা সিদ্ধ হইবে, ইহা তরফায়েনের মত; কিন্তু এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) এর মতে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইলে হাজের ব্যক্তির পক্ষে ঐ দ্রব্যের সমস্ত অংশ রুখিয়া রাখা জায়েয হইবে না।

কেহ স্বর্ণ ও চাঁদির সহস্র মুদ্রা মূল্যের পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে নির্দ্ধারিত মূল্যের অর্দ্ধেক স্বর্ণ ও অর্দ্ধেক রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে।—কেতাবুয্‌যাকাত দ্রষ্টব্য।

কোন পাখী কাহারও ভূমিতে ডিম্ব বা বাচ্চা প্রদান করিলে, যে উক্ত ডিম্ব বা বাচ্চা প্রাপ্ত হইবে, উহা তাহারই সম্পত্তি হইবে; জমির মালীকের সম্পত্তি হইবে না। এইরূপ হরিণ প্রভৃতি নিজে নিজে পদ ভগ্ন হইয়া কাহারও জমীতে পতিত হইলে, যে উহাকে ধরিবে, উক্ত হরিণ তাহারই সম্পত্তি হইবে; হরিণ পা ভাঙ্গিয়া যাহার জমীতে পতিত হইবে, উহা তাহারই সম্পত্তি হইবে না। ইহার কারণ এই যে, "যে

খৃত করিবে বা প্রাপ্ত হইবে, সাইদের (صيد) মালেক সেই হইবে।" অবশ্য জমীর মালেক যদি ঐ সমস্ত দ্রব্য লাভ করিবার জন্য কোন জমী তৈয়ার করে, তবে সেই জমীর মালেকই ঐ সকল দ্রব্যের মালীক হইবে।

বানর পালা বা খাওয়া দোরস্ত না হইলেও উহা বিক্রয় করা হারাম নহে—বরং মকরুহ্। কুকুর পালা বা খাওয়া হারাম; কিন্তু চোর ডাকাইতের ভয় হেতু উহা পালা যাইতে পারে। মদ্য বিক্রয়কারীর নিকট আঙ্গুর চোয়ান পানী বিক্রয় করা মকরুহ্। অন্যান্য অবৈধ পশু পালনের ব্যবস্থাও কুকুরেরই অনুরূপ। ভেড়া, বকরী ও জমী-জিরাতের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কুকুর পালা দোরস্ত হইবে।

ক্রয়-বিক্রয়ের কম পরিমাণ এক পয়সা। যে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সার কম, তাহার ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ নহে। রুটীর টুক্‌রা, পক্ষীর মাংসের অংশ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা।

কীট, পতঙ্গ, কীড়া প্রভৃতি যাহা লোকের নিকট দ্রব্যের পর্য্যায় ভুক্ত নহে, তাহার ক্রয়-বিক্রয় অসিদ্ধ। অবশ্য ঔষধাদির জন্য ঐ শ্রেণীর কোন দ্রব্য প্রয়োজনীয় হইলে, তাহার 'বায়' সিদ্ধ হইবে। মৎস্য ব্যতীত কচ্ছপ, কাঁকড়া প্রভৃতি অন্য কোন জলচর জীবেরই ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ নহে। অবশ্য ফাতাবি কুনিয়াতে লিখিত আছে যে, যে সমস্ত জীব মূল্যবান নহে, যেমন পানির উষ্ট্র (সম্ভবতঃ কুম্ভীর বিশেষতঃ ইহার সহিত আরও কতিপয় জীবের নাম উল্লিখিত আছে, কিন্তু তাহার বিবরণ আমরা অবগত নহি) প্রভৃতি, এই সমস্ত জীবের 'বায়' সিদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রথমোক্ত বিধানই গ্রহণীয়।

সর্প ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে ফকিহ আবু-লায়েছ বলিয়াছেন যে, যখন উহা ঔষধপত্রের জন্য আবশ্যক হইবে, তখন উহার বায়ও সিদ্ধ হইবে। প্রকৃত কথা এই, বিশেষ অবশ্যকতার স্থলেই কেবল সর্পের বায় সিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ নেহায়া ও তাহজীব গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রোগীর পক্ষে প্রস্রাব, রক্ত ও মৃত শব ভক্ষণ করা সিদ্ধ হইতে পারে,— যদি মুসলমান চিকিৎসক বলে যে, ঐ জিনিষে তোমার রোগ নিশ্চয়

আরোগ্য হইবে। কিন্তু অন্য উপায়ের অভাবেই ইহা মোবাহ হইবে। কিন্তু মুসলমান অভিজ্ঞ চিকিৎসক যদি বলে যে, ইহাতে শীঘ্র তোমার রোগ আরোগ্য হইবে; এতদ্‌স্থলে উহা খাওয়া সিদ্ধ হওয়া এবং না হওয়া এই উভয় প্রকার কওলই বিদ্যমান আছে। প্রকৃত কথা এই যে, সাধ্য পক্ষে হারাম জিনিষ না খাওয়া এবং না ব্যবহার করাই উত্তম ও প্রকৃষ্ট বিধান।

মদ্য সম্বন্ধেও বিধি এইরূপ। অর্থাৎ ঔষধ স্বরূপ শরাব পান করা জায়েয হওয়া এবং না হওয়া উভয় প্রকার মতই বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ অভিজ্ঞ মুসলমান চিকিৎসকের কথা ব্যতীত মদ ইত্যাদি হারাম জিনিষ পান বা ব্যবহার করা যে আদৌ সিদ্ধ নহে, এ কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং এ কথাও খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, হারাম জিনিষ খাইতে বা ব্যবহার করিতে বলিলেই যে উহা নিঃ-সন্দেহে খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয হইবে, তাহা নহে; বরং বিশেষ আবশ্যকতা ও নিরূপায় অবস্থায় মতভেদ ও সন্দেহের সহিত উহা জায়েয বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। আবশ্যকতা এবং নিরূপায় অবস্থায়ও উহা নিঃসন্দেহে সিদ্ধ না হইবার দলীল হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) কর্ত্তৃক বিবৃত হাদিস, যথা—তিনি বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌তালা যে দ্রব্য তোমার উপর হারাম করিয়াছেন, উহা তোমার জন্য আরোগ্যকারক নহে।"

অপবিত্র তৈল ক্রয়-বিক্রয় করা এবং প্রদীপে ব্যবহারার্থে ঐ তৈল জ্বালান সিদ্ধ আছে। কিন্তু মসজেদ-গৃহে উহা জ্বালান সিদ্ধ নহে।

কোন কাফের মুসলমান দাস কিংবা মসজেদ সংলগ্ন সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া ফেলার জন্য ক্রেতা-কাফেরকে বাধ্য করার জন্য জোর জবরদস্তি করিতে হইবে। এইরূপ কাফেরের দাস মুসলমান হইলে উক্ত দাস বিক্রয় করার জন্যও কাফে-রের উপর জবরদস্তি করা আবশ্যক হইবে।

কোন বৃক্ষ শিকড় শুদ্ধ ক্রয় করিয়া যদি, উহার শিকড় তুলিতে কষ্ট হয়, তবে ভূমির উপর পর্য্যন্ত কাটিয়া লওয়া সিদ্ধ হইবে।

যদি উক্ত বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিতে কোন প্রাচীর ভগ্ন বা পতিত হয়, অর্থাৎ উহার জন্য কোন অনিষ্ট হইলে কর্ত্তন কারীকেই তাহার ক্ষতি-পূরণ করিতে হইবে।—দোরে-মোখ্তার ও রদ্দে মহ্তার।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—০:)❋(:০—

বায়-ছরফের বিবরণ।

কোন জিনিষ সমজাতীয় হউক বা না হউক,—যেমন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্ত্তে রৌপ্য কিংবা স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্য বা রৌপ্যের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ—মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর বিক্রয় করাকে "বায়-ছরফ" বলে। ইহার শর্ত্ত এই যে, বিক্রয়-মজলিসেই বিক্রীত দ্রব্যাদি পরস্পর অধিকার করিয়া লইতে হইবে; ক্রেতা ও বিক্রেতা বিরলে বসিয়া অধিকার পরিবর্ত্তন করিলে চলিবে না। ইহার অনুকূল ও প্রতিপোষক হাদিস পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।—দোরে-মোখ্তার। কিন্তু এমাম মালেক (রহঃ) "মোতা" নামক গ্রন্থে হজরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা:—"স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ বিক্রয় করিও না,—কিন্তু তুল্যরূপে এবং স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্য বিক্রয় করিও না— যখন একটী উপস্থিত (حاضر) ও অন্যটী অনুপস্থিত (غائب) থাকে; কিন্তু আমি সন্দেহ করি সুদ সম্বন্ধে।" এই হাদিসের মর্ম্মানুযায়ী হাতে হাতে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ তুল্যরূপে বিক্রয় করা জায়েজ সিদ্ধান্ত হয়; কিন্তু অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ। আর উপস্থিত মত হাতে হাতে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্য বিক্রয় সিদ্ধ হইলেও অনুপস্থিত অবস্থায় নহে। উল্লিখিত অবস্থায় ক্রীত দ্রব্যাদির অধিকারে অগ্র-পশ্চাৎ হইলে সুদ হওয়ার সন্দেহ হেতু হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) উহা নিষেধ করিয়াছেন। ইহা এব্নে ওমর (রাজিঃ) ইহাতে এছহাক

(রহঃ) ও বয়ার (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এককালীন পরিবর্ত্তনাধিকারে সন্দেহ শূন্য অবস্থায় নিষিদ্ধ নহে।

স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের পরিবর্ত্তনে কম বা বেশী করা সিদ্ধ হইবে। কারণ উভয় দ্রব্যের মূলে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিশেষতঃ শরিয়ত অনুযায়ী উক্ত উভয় দ্রব্য সমজাতীয়ও নহে। কিন্তু দ্রব্যাদির আধিপত্য উক্ত মজলিসেই গ্রহণ করিতে হইবে।

সোনার সহিত সোনার এবং রূপার সহিত রূপার পরিবর্ত্তনে কম বা বেশী করা সিদ্ধ নহে,—যদিও তুল্য তুল্য রূপ সিদ্ধ হইবে। এই স্থলে জিনিষের ভাল মন্দ কিংবা মূল্যের তারতম্য অনুসারেও কম বেশী করা দোরস্ত হইবে না; কারণ সুদের বিবরণের মধ্যে স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে যে, "সমজাতীয় দ্রব্যের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয়ই তুল্য।"

বায়-ছরফের স্থলে দ্রব্যাদি অধিকার করার পূর্ব্বে তাহার 'জামন' নির্দ্ধারিত করিয়া বিক্রয় করা দোরস্ত নহে; বরং তদ্রূপ করিলে বায় ফাসেদ হইবে।

কোন দাসীর মূল্য যদি সহস্র মুদ্রা হয়, এবং তাহার কণ্ঠে সহস্র মুদ্রার হার থাকে, তৎস্থলে উক্ত দাসীর মূল্য দুই হাজার টাকা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া এক হাজার টাকা নগদ গ্রহণ করিলে উহা হারেরই মূল্যস্বরূপ গৃহীত হইবে; এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা বলা হউক, বা না হউক; কিন্তু নগদ সহস্র মুদ্রা যদি দাসীর মূল্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে বায় ফাসেদ হইবে।

দুইটী দিনার ও একটী দেরহামের পরিবর্ত্তে একটী দিনার ও দুইটী দেরহামের পরিবর্ত্তন বা বায় সিদ্ধ হইবে।

আমাদের মতে এক অঞ্জলী যব বা গমের পরিবর্ত্তে দুই অঞ্জলী যব বা গমের পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইবে; কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও এমাম জোফর (রহঃ)এর মতে সিদ্ধ হইবে না। ইহার হেতু উক্ত অনুবাদের টীকায় বর্ণিত আছে।

এগার দেরেমের পরিবর্ত্তে দশ দেরেম ও এক দিনার পরিবর্ত্তন

করা সিদ্ধ হইবে। এইরূপ দশ টাকা ও আট পয়সার পরিবর্ত্তে এগার টাকাও সিদ্ধ; ইহার যুক্তি এই যে, প্রথম অবস্থায় দশ দেরেমের পরিবর্ত্তে দশ দেরেম এবং এক দিনারের পরিবর্ত্তে এক দেরেম গৃহীত হইবে; দ্বিতীয় অবস্থায় দশ টাকার সহিত দশ টাকা এবং বক্রি এক টাকার সহিত আট পয়সা পরিবর্ত্তিত হইবে। মুদ্রা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার স্থলে এরূপ পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইবে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক বাহাছ ও মতভেদ বিদ্যমান আছে; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সে গুলি লিখিত হইল না।—মূলগ্রন্থ ও উর্দ্দু অনুবাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

কেহ বাজার-প্রচলিত মুদ্রা কর্জ্জ লইবার পর উক্ত কর্জ্জ পরিশোধের পূর্ব্বেই যদি উহার চলন বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে এমাম আবু-হানিফা (রহঃ)এর মতে কর্জ্জকারীর উপর ঐ মুদ্রাই প্রদান করা আবশ্যক হইবে এবং ঐ মুদ্রা প্রদান করিলেই তাহার কর্জ্জ পরিশোধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে যে দিন সে কর্জ্জ লইয়াছিল, সেই দিন ঐ মুদ্রা যে মূল্য ছিল, কর্জ্জকারীকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। আবার এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে যে দিন উক্ত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইবে, সেই দিন উক্ত মুদ্রার যে মূল্য ছিল, তাহাই প্রদান করা আবশ্যক হইবে। এই বিধানই ফতওয়া-সিদ্ধ।—দোরে-মোখ্‌তার।

কেহ টাকা, আধুলী, সিকি বা দুয়ানির পয়সার পরিবর্ত্তে কোন জিনিষ কিনিলে তাহা সিদ্ধ হইবে এবং ক্রেতাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পয়সা দিতে হইবে। এমাম জোফর (রহঃ) মহোদয়ের মতে এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ নহে; কিন্তু আমাদের দলীলই যুক্তি সিদ্ধ; কারণ পয়সা প্রচলিত মুদ্রারই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ এক মুদ্রা কিংবা দুই মুদ্রার পয়সার পরিবর্ত্তে কোন জিনিষ ক্রয় করিলে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে তাহা সিদ্ধ হইবে। কারণ এক বা দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে যত পয়সা হইবে, তাহা সর্ব্বসাধারণ সকলেই অবগত আছে; সুতরাং ক্রেতা অনায়াসেই সেই এক বা দুই মুদ্রায় পয়সা দিতে পারিবে। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ সাহেব (রহঃ) এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়

অসিদ্ধ বলিয়াছেন ; কারণ এক মুদ্রায় কত পয়সা, তাঁহার মতে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না ; যেহেতু মুদ্রার পরিবর্ত্তে পয়সার সংখ্যা কম বা বেশী হইতে পারে। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে ; বরং আমাদের দেশ-প্রথানুযায়ী এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের বিধানই যুক্তিসম্মত ও ফতওয়া সিদ্ধ।—হেদায়া।

কেহ যদি বিক্রেতাকে একটী টাকা :দিয়া বলে যে, আমাকে একটী আধুলির পয়সা দাও ; এমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি এমন একখণ্ড রৌপ্য প্রদান করে, যাহা আধুলি হইতে এক রতি মাত্র কম, তবুও সুদ হওয়ার জন্য বায় ভঙ্গ হইবে। কিন্তু আধুলির পয়সার পরিবর্ত্তে রৌপ্যের আধুলি প্রদান করিলে নিঃসন্দেহে এবং সকলের মতেই বায় সিদ্ধ হইবে। কিন্তু একটী টাকা দিয়া যদি বলে যে, একখান আধুলি ও আট আনার পয়সা দাও, এস্থলে আধুলি একটু কম হইলেও পয়সার সহিত মিশ্রণ হেতু পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইবে। আবার কাহার কাহার মতে উহা সিদ্ধ নহে। মতান্তরে এইরূপও বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত প্রকার পরিবর্ত্তন স্থলে পয়সা গ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কম হেতু আধুলির বায় সিদ্ধ হইবে না।

মন্তব্য।—এই অধ্যায়ের মর্ম্মানুযায়ী টাকার পরিবর্ত্তে টাকা এবং মোহরের পরিবর্ত্তে মোহর গ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে ;—কিন্তু ওজনে সমান হওয়া চাই। এইরূপ টাকা দিয়া রূপার গহনা কিম্বা মোহর দিয়া সোনার গহনা ক্রয় করিলেও উহা ওজনে সমান হওয়া একান্ত আবশ্যক। ওজনে সমান না হইলে উহার ক্রয়-বিক্রয় বা পরিবর্ত্তন হারাম হইয়া যাইবে। ফলতঃ আমাদের দেশ-প্রথানুযায়ী দশ ভরি ওজনের রূপার গহনা দশ টাকার কম বা বেশী—যেমন আট টাকা বা বার টাকায় ক্রয় করা সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ সোনার গহনার মূল্য স্বরূপ যদি মোহর গ্রহণ করা হয়, তবে উক্ত মোহরের ওজন স্বর্ণালঙ্কারের ওজন হইতে কম বা বেশী হইলে উহার বায় হারাম হইয়া যাইবে। অবশ্য সোনার অলঙ্কার রূপার

টাকার পরিবর্ত্তে কিংবা রূপার অলঙ্কার সোনার মোহরের পরিবর্ত্তে নগদ ও হাতে হাতে যে কোন মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু হাতে হাতে না লইলে প্রচলিত মূল্যের আধিক্য নির্দ্ধারিত হয়; সুতরাং উহা সুদ স্বরূপ গণ্য হইয়া বায় হারাম হইয়া যাইবে।

প্রকৃত কথা এই যে, হাদিস অনুযায়ী সোনার পরিবর্ত্তে সোনা ও রূপার পরিবর্ত্তে রূপা তুল্য ওজনে গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ; কিন্তু বেশী কমী হইলে উহা সুদ স্বরূপ গণ্য হইবে। সোনার সহিত রূপার এবং রূপার সহিত সোনার পরিবর্ত্তনে হাতে হাতে যদৃচ্ছা কম বেশী করা সিদ্ধ; কিন্তু বাকী অবস্থায় সিদ্ধ হইবে না।

ক্রয়-বিক্রয় ও তৎসংশ্লিষ্ট বিবরণ সমূহ সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

—০:)※(:০—

কেফালত অর্থাৎ জামীন হওয়ার বিবরণ।

কেফালতের আভিধানিক অর্থ সম্মিলিত করা; কিন্তু ইহার শারেয়ী অর্থ জমা দেওয়া ও জামীন হওয়া। কেফালত দুই প্রকার, যথা,—"কেফালত বেন্-নফছ্" ও "কেফালত বেল্-মাল" অর্থাৎ ব্যক্তি-বিষয়ক হকের জামানত ও ধনসম্বন্ধীয় জামানত; ইহাই আমাদের মত; কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে ব্যক্তি-বিষয়ক জামানত সিদ্ধ নহে। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে আবু-দাউদ ও তেরমিজি (রহঃ) এর বিবৃত হাদিস বিদ্যমান আছে।—উর্দ্দূ টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি-বিষয়ক হাক্তের "জামানত" এইরূপ বাক্যের দ্বারা সিদ্ধ হইবে, যথা—"আমি এই ব্যক্তির 'নফ্ছের' বিষয়ে জামীন হইলাম।" 'নফস' ব্যতিরেকে অন্যান্য যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা মানব, মানবদেহ বা মানবাত্মা স্পষ্ট বুঝায়, তাহার উল্লেখেও জামানত সিদ্ধ হইবে; যেমন গলদেশ,

আত্মা, মস্তক, দেহ, বা মুখ প্রভৃতি। কিন্তু হস্ত বা পদের জামীন হইলাম বলিলে, জামানত সিদ্ধ হইবে না; কারণ ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখে সমস্ত দেহ বা পূর্ণ মানুষ বুঝায় না। তালাকের বিবরণ দ্রষ্টব্য।—হেদায়া।

যদি জামানত গ্রহণকারী বলে যে, অর্দ্ধাংশ বা তৃতীয়াংশের জামীন হইলাম; কিংবা এরূপ বলে যে, আমি ইহার জামীন হইলাম; কিংবা ঐ ব্যক্তি আমার জেম্মায় রহিল; এই কথায় জামানত সিদ্ধ হইবে।

আমানত ব্যক্তিকে যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত করিয়া দেওয়া জামীন গ্রহণকারীর কর্ত্তব্য; না করিলে কাজী তাহাকে শর্ত্ত মোতাবেক কয়েদ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন।

জামানত গ্রহরণকারী যাহার জামীন হইয়াছিল, তাহাকে উপস্থিত করিয়া দিলেই জামানত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিংবা যাহার জামীন হইয়াছিল, সে যদি মরিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলেও জামানত টুটিয়া যাইবে। এইরূপ যাহার জামীন হইয়াছিল, সে নিজে উপস্থিত হইলেও জামানত ছুটিয়া যাইবে।

জামানতের জন্য ইজাব ও কবুল অর্থাৎ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আবশ্যক। এইরূপ জামীন গ্রহণকারী বুদ্ধিমান ও বয়স্থ হওয়া চাই; যে দান করিতে সমর্থ নহে, কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা উন্মত্ত, তাহার জামানত সিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি দায়ী কিংবা যে বস্তু দেয় নহে, তাহারও জামানত অসিদ্ধ।

যে ব্যক্তি জামীন হইবে, সে জামীনের দ্রব্য প্রদান করার পূর্ব্বে যদি মূল ব্যক্তির (যাহার জন্য জামীন হওয়া গিয়াছে) নিকট জামানত সম্পর্কীয় বিষয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে উক্ত জামানতের দায়িত্ব হইতে জামীন-গ্রহণকারী ব্যক্তি মুক্ত হইয়া যাইবে। দোর্রে-মোখ্‌তার ও উর্দ্দু টীকা।

মূলগ্রন্থ ও উর্দ্দু টীকায় এই অধ্যায় সম্বন্ধে বহু উপমা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা রহিয়াছে, কিন্তু বাহুল্য বোধে তৎসমুদয় এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল না। অনুবাদক।

সপ্তদশ অধ্যায়।

—০:)※(:০—

হাওয়ালা অর্থাৎ ঋণভার সমর্পণের বিবরণ।

হাওয়ালা (حوالہ) সাধারণতঃ নকল (نقل) অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু উহার শারেয়ী অর্থ একের ঋণ ভার অন্যের উপর প্রদান করা; যেমন জায়েদ উমরের নিকট এক শত টাকা ঋণী ছিল; অনন্তর জায়েদ উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য হোসেনকে জামীন স্বরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া দিল; শরিয়তে ইহাকেই "হাওয়ালা" বলে। এইরূপ হাওয়ালা করা হাদিস অনুযায়ী সিদ্ধ; যেমন হজরত রসুলোল্লা (সাঃ) বলিয়াছেন,—" * * * যখন কোন মালদারের উপর 'হাওয়ালা' প্রদান করা হইবে, তখন মানিয়া লইবে তোমরা।"—বোখারী ও মোস্‌লেম প্রভৃতি।

উত্তমর্ণ, অধমর্ণ ও জামীন গ্রহণকারী এই তিনের সম্মতিতেই হাওয়ালা সিদ্ধ হইবে। এই জন্য ইজাব ও কবুলের আবশ্যক।

হাওয়ালাতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেরই বুদ্ধিমান ও বয়স্থ হওয়া আবশ্যক। অপ্রাপ্তবয়স্ক ও উন্মত্তের হাওয়ালা সিদ্ধ নহে। কিন্তু স্থানবিশেষে বুদ্ধিমান অপ্রাপ্ত-বয়স্কের পক্ষেও ওলির এজাজত দ্বারা হাওয়ালা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

হাওয়ালা দুই প্রকার; যথা হাওয়ালা মোতাল্লেকা ও হাওয়ালা মোকায়েদা। প্রত্যেক প্রকারের বিস্তৃত বিবরণ মূলগ্রন্থ ও উর্দ্দু টীকায় বিবৃত আছে।—অন্যান্য বিধান এ দেশে প্রচলিত নহে বলিয়া পরিত্যাগ করা হইল।—বঙ্গানুবাদক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—০:)※(:০—

কেতাবোল কাজাৎ অর্থাৎ কাজীর বিবরণ।

• যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত, সে ব্যক্তি কাজী হইবার উপযুক্ত বলিয়াও বিবেচিত হইবেন। যে ব্যক্তি মুসলমান, বুদ্ধিমান ও বয়স্থ—অথচ অন্ধ, কালা, বোবা ও মিথ্যা-সাক্ষ্যজনিত শাস্তিপ্রাপ্ত নহে, সেই ব্যক্তিই সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত ; সুতরাং ঐরূপ দোষশূন্য ও গুণযুক্ত ব্যক্তিই কাজীর পদ লাভের উপযুক্ত বলিয়া শরিয়তে বিবৃত হইয়াছে।

ফাসেক (দুষ্কার্য্যকারী) সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হইবার পর্য্যায়-ভুক্ত ; সুতরাং উল্লিখিত শর্ত্তানুসারে কাজী হইবারও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কাজী (বিচারক) নিযুক্ত করা হাকেমের (বাদশা বা শাসনকর্ত্তা) উচিত নহে। যদি হাকেম কোন ফাসেককে কাজী নিযুক্ত করেন, তিনি তজ্জন্য পাপী (গোনাহ্-গার) হইবেন। এইরূপ ফাসেকের সাক্ষ্য স্বীকার (قبول) করা সিদ্ধ (صحي) হইলেও, তাহা গ্রহণ না করাই উচিত। কারণ ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে গোনাহ্‌গার হইতে হইবে। ইহার উপরেই ফতোয়া।—দোর্রে-মোখ্‌তার। শামী, ফৎহোল-কদির প্রভৃতি গ্রন্থে এই মসলা একটু মতভেদের সহিত লিখিত আছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ও বিধিতে কোনই পার্থক্য নাই ; বরং মতান্তরে 'ফাসেক' ব্যক্তিকে কাজী নিযুক্ত না করাই হাকেমের পক্ষে ওয়াজেব।

যদি কাজী স্বীয় পদে নিযুক্ত হইবার সময়ে আদেল (সৎকর্ম্মশীল সুবিচারক) থাকিয়া পরে (ঘুষ প্রভৃতি গ্রহণ করা বা অন্য কারণে) ফাসেক হইয়া যায়, তথাপি সে পদচ্যুত হইবে না ; কিন্তু সে পদচ্যুতির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে—অর্থাৎ তাহাকে পদচ্যুত করা হাকেমের

পক্ষে ওয়াজেব হইবে।—ফতহোল-কদির। ইহাই প্রকাশ্য মজহাব এবং হানিফী মশায়েখবৃন্দ এই মতেরই অনুসরণকারী। কিন্তু বোখারী, সমরকন্দী ও অন্যান্য মশায়েখগণের মতে কাজী 'ফাসেক' হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পদচ্যুত না করা সত্বেও পদচ্যুত হইয়া যাইবে।

ফাসেক ব্যক্তি মুফ্‌তীও হইতে পারিবে না ; আবার কাহার কাহারও মতে হইতে পারে। ওলামাগণ উক্ত উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

কাজীর জন্য "মোজ্‌তাহেদ" * হওয়া শর্ত্ত,—কিন্তু অপরিহার্য্য শর্ত্ত নহে ; অর্থাৎ মোজতাহেদ না হইলেই যে কাজী হইতে পারিবে না, এরূপ নহে।

যদি জাহেলকেও (অজ্ঞ) কাজীর পদ প্রদান করা হয়, আমাদের মতানুসারে তাহা সিদ্ধ হইবে ; কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে জাহেল ও ফাসেকের বিচার অনুসরণ করা আদৌ সিদ্ধ নহে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের কওল যুক্তি-যুক্ত বটে, কিন্তু "এল্‌ম ও আদালত" (বিদ্যা ও সুবিচরে) যদি কাজীর জন্য বিশেষ শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা যায়, তবে কাজীর কাজ চলাই দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

কাজী নিযুক্ত করিতে হইলে যিনি উক্ত পদের উপযুক্ত, তাঁহাকেই নিযুক্ত করা উচিত। এ সম্বন্ধে তেবরানী এব্‌নে-আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন,—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানের কার্য্যাদির উপর হাকেম হইবে, তদনন্তর সে এক কার্য্যের জন্য (যদি) এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে, এবং সে জানে যে, (যাহাকে নিযুক্ত করা হইল) তাহার অপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহ্-তালার কেতাব ও রছুলের সুন্নতে অধিক অভিজ্ঞ লোক উহাদের (মুসলমানদের) মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি (উক্ত

(*) মোজ্‌তাহেদ—যিনি অস্পষ্ট ও দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে কোর-আন—হাদিসের সূত্রানুযায়ী অনুমান করিয়া বিধান প্রদান করিতে পারেন, শরিয়তে তাঁহাকেই "মোজতাহেদ" বলে। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে ইহা অতি গৌরবান্বিত শ্রেষ্ঠতর পদ।

হাকেম) আল্লাহ্, রসুল ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনিষ্ট (خيانت) করিল।" হাকেম মোছ্তাদারেক গ্রন্থে এবং আবুলায়লা হোজায়ফা হইতেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন লোকের পক্ষেই কাজীর পদের প্রার্থী হওয়া উচিত নহে; কারণ হজরত রস্থলোল্লা (সাঃ) বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি কাজীর পদপ্রার্থী হয় এবং উহার জন্য আবেদন করে, তাহার আত্মাকে আবৃত করিয়া (سونپ) দেওয়া হয়, অর্থাৎ আল্লার নিকট হইতে তাহার উপর কোনরূপ সাহায্য বা অনুগ্রহ বর্ষিত হয় না; কিন্তু যাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়া কাজী করা হয়, তাঁহার উপর আল্লাহ্তালা একটী ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করেন; ঐ ফেরেশ্তা তাঁহাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিধ সাহায্য করেন।" তেরমিজি, আবু-দাউদ ও এব্নে-মাজা (রহঃ) আনেছ (রাজিঃ) হইতে এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তির নিজের উপর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি সুবিচার ও সৎবিধি প্রদান করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কাজীর পদ গ্রহণ করা সিদ্ধ। কারণ সাহাবা (রাজিঃ)গণ কাজীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমানের ধর্ম্ম ও পার্থিব-বিষয়ক কাজকর্ম্ম সম্পাদনার্থে কাজাই 'ফরজ কেফায়' কারণ ঐ সমস্ত বিষয় কাজী ভিন্ন চলিতেই পারে না। হজরত আলি (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"হজরত রস্থলোল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে কাজী নিযুক্ত করিয়া এয়মন প্রদেশে প্রেরণ করেন; ঐ সময়ে আমি বলিয়াছিলাম, "হে রসুলোল্লাহ্! আপনি আমাকে কাজীর পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেছেন, কিন্তু আমি অল্পবয়স্ক; বিশেষতঃ কাজীর কার্য্যাদি আমি আদৌ জানি না।" হজরত বলিলেন,—"আল্লাহ্ নিকটেই; তিনিই তোমার মনকে হেদায়েত (শিক্ষাদান) করিবেন এবং বাক্যকে সুদৃঢ় করিবেন; যখন দুই ব্যক্তি তোমার নিকট (বিচারার্থে) বিবাদ উপস্থিত করিবে, তখন প্রথম ব্যক্তির বিষয় মীমাংসা করিও না—যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা না শ্রবণ কর। এইরূপ করিলেই স্বীয় আদেশের বিষয় বুঝিতে পারিবে।" হজরত আলি (কঃ) বলিয়াছেন,—"ইহার পরে কোন বিষয় মীমাংসা

করিতে আমি সন্দেহ করি নাই।"—আহমদ্ আবু-দাউদ ও তেরমিজী (রহঃ) এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদিসের অনুকূলে মা'জ-এব্‌নে-জবল (রাজিঃ) হইতে তেরমিজী, দারমী ও আবু-দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—হজরত, মা'জ (রাজীঃ)কে কাজী নিযুক্ত করিয়া এয়মন প্রদেশে প্রেরণের সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"যখন তোমার নিকট কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে, তুমি তখন কিরূপে তাহার মীমাংসা করিবে? তিনি বলিয়াছিলেন,—"কেতাব-আল্লাহ্ হইতে।" হজরত বলিলেন, যদি "কেতাব-আল্লাহ্‌তে (উহার বিধান) না পাও?" তিনি বলিলেন, "সুন্নাতে রসুলোল্লাহ্ হইতে।" হজরত বলিলেন, "যদি সুন্নাতেও (উহার বিধান) না পাও?" তখন তিনি বলিলেন, "আমি এজ্‌তে হাদ্ (অনুমান) করিয়া স্বীয় রায় (মত) অনুযায়ী মীমাংসা করিব; ফলতঃ এ বিষয়ে আমি সাধ্যানুসারে কম করিব না।" হজরত মা'জ (রাজিঃ) বলিয়াছেন যে, এতচ্ছ্রবণে হজরত স্বীয় হস্ত আমার বক্ষের উপর মারিয়া বলিলেন,—"ঐ খোদাতালার শোকর! যিনি রসুলের রসুলকে অর্থাৎ পয়গম্বরের প্রতিনিধিকে তওফিক (শক্তি) প্রদান করেন, যাহাতে আল্লাহ্ ও রসুল সন্তুষ্ট।" এই হাদিস অনুসারে কোর-আনের আয়ত ও হাদিসের অভাবে— কেয়াসের স্পষ্ট দলীল হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং যাহারা কেয়াসকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের অসার দাবী এতদ্বারা কঠোর ভাবে রদ (রহিত) হইয়া যাইতেছে।

যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, মোকদ্দমাদি মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইবে, কিম্বা অত্যাচারের প্রশ্রয় পাইবে, তাহার পক্ষে কাজীর পদ গ্রহণ করা মকরুহ্ (তহরিমা); যথা হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "যাঁহাকে কাজীর পদ প্রদান করা হইবে, সে বিনা ছুরিতেই জবাহ্ হইয়া যাইবে।" এমাম আহ্‌মদ (রহঃ) ও আলেম—চতুষ্টয় * এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন এবং এব্‌নে-খোজায়মা ও এব্‌নে-হোব্বান (রহঃ) এই হাদিস সহি বলিয়াছেন। তেরমিজী (রহঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে, যথা:—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "কাজী

তিন প্রকার, তন্মধ্যে দুই শ্রেণী নরকগামী এবং এক শ্রেণী জেন্নাতবাসী হইবে। যে ব্যক্তি সত্য অবগত হইয়া তদনুরূপ মীমাংসা করিবে, সে স্বর্গবাসী হইবে, যে ব্যক্তি সত্য অবগত হইয়া তদনুরূপ মীমাংসা না করিবে, সে নরকগামী হইবে এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা অবগত হইয়া অজ্ঞতা বশতঃ তদনুযায়ী লোকের মীমাংসা করিবে, সেও জাহান্নাম-নিবাসী হইবে।" আলেম চতুষ্টয় এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাকেম (রহঃ) ইহাকে ছহি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তালা পবিত্র কোরআনশরিফে বলিয়াছেন:—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

اور * ظَالِمُوْنَ * اور * كَافِرُوْنَ

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি, আল্লাহ্‌তালা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী আদেশ না করে, সে ব্যক্তি ফাসেক এবং জালেম এবং কাফের" অর্থাৎ দুষ্কার্য্যকারী, অত্যাচারী ও ধর্ম্মদ্রোহী। এতদ্দারা অন্যায় বিচারের অনিষ্ট ও অবৈধতা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে।—উর্দ্দু অনুবাদের টীকা।

যিনি কাজী হইবেন, তাঁহার পক্ষে ভূতপূর্ব্ব কাজীর দফ্‌তর তলব করিয়া দেখা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বন্দীদিগের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। বন্দিগণের প্রতি কাজীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি বিবৃত হইয়াছে, অধুনা প্রচলিত নহে বলিয়া আমরা ঐ অংশের অনুবাদ করিলাম না। উর্দ্দু টীকা ও মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কাজীর পক্ষে প্রকাশ্য মস্‌জিদে বসিয়া বিচার ও আদেশ প্রদান করা আবশ্যক। ইহার জন্য "জামে-মস্‌জিদই" উত্তম। প্রকাশ্য

(*) এই গ্রন্থের বহুস্থানে "আলেম চতুষ্টয়" লেখা হইয়াছে; আলেম চতুষ্টয় অর্থ—তেরমিজী, নেছায়ী এব্‌নে-মাজা ও আবু-দাউদ (রহঃ)—এই চারি জন হাদিস্‌বিদ্‌ পণ্ডিতকে বুঝিতে হইবে।—উর্দ্দু টীকা।

মস্জিদে বসিয়া বিচার করার উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে সকলেই আসিয়া সহজে স্ব স্ব অভিযোগ ব্যক্ত করিতে পারিবে; ইহা এমাম সাহেবের মত; কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতে কাজীর পক্ষে মসজিদে বসিয়া বিচার করা মকরূহ্। ইহার হেতু এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; যথা :—কাজী মসজিদে বসিলে তথায় অপবিত্র কাফের এবং হায়েজওয়ালি নারীও আসিতে পারে, কিন্তু উহাদের পক্ষে মসজিদ প্রবেশ করা নিষেধ। এ সম্বন্ধে আমাদের উত্তর এই যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)গণ মসজিদে বসিয়া কাজী-স্বরূপ বিচার করিতেন। বিশেষতঃ কাজাই এবাদত স্বরূপ গণ্য। তারপর কাফেরের অপবিত্রতা বিশ্বাসে, বহিরাবরণে নহে; এবং হায়েজ-ওয়ালির বিচার মসজিদের দ্বার হইতেই সম্পন্ন করা যাইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের দলিল এই, যথা—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"মসজেদ এবাদত ও আদেশের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে।" বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের মসজিদে বিচার করার আরও প্রমাণ বিবৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, তখন সুবিচারের জন্য মসজিদে বসিয়া বিচার করাই মোনাছেব ছিল, কিন্তু এখন আর লোকে মসজেদকে সেরূপ সম্মান করে না; সুতরাং এখন এই সমস্ত হক্-নাহক-জড়িত পার্থিব বিষয় মসজিদে মীমাংসা করার কোনই আবশ্যকতা নাই।—উর্দ্দু টীকা দ্রষ্টব্য।

কাজী বিচারের জন্য স্বীয় গৃহে বসিয়া এজ্‌নে-আম অর্থাৎ সাধারণের যদৃচ্ছা প্রবেশের অনুমতি দিলে তাহাও সিদ্ধ হইবে।

কাজীর পক্ষে কাহারও নিকট হইতে উপহার বা ভেট (هديه) গ্রহণ করা উচিত নহে। অবশ্য আত্মীয়-স্বজন এবং যাহারা কাজী হইবার পূর্ব্ব হইতে উপহারাদি প্রদান করিত, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহারা কাজী হইবার পূর্ব্বে যে পরিমাণ উপহার প্রেরণ করিত, তাহার অতিরিক্ত গ্রহণ করা অনুচিত। আবার আত্মীয়-স্বজন কিম্বা যাহারা পূর্ব্ব হইতে উপহার প্রেরণ করিত,

তাহাদেরও যদি কোন মোকদ্দমা কাজীর নিকট উপস্থিত হয়, তবে কাজী তাহাদের উপহারও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সোলতান কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি কোন উপহার দিলে কাজী তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। আলমগিরিতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বতন দোস্ত বা কারবার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে কাজী কর্জ্জও লইতে পারিবেন না।—তাহ্‌তাভী।

কাজীর পক্ষে কাহারও নিমন্ত্রণ স্বীকার করা উচিত নহে; তবে সাধারণ নিমন্ত্রণ হইলে অবশ্য অন্যের ন্যায় কাজীও গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণ নিমন্ত্রণ অর্থ,—যে নিমন্ত্রণ কাজীর জন্য স্থগিত থাকিবে না। কিন্তু কাহারও মোকদ্দমা যদি কাজীর নিকট পেশ হইয়া থাকে, তবে তাহার সাধারণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও কাজীর পক্ষে অনুচিত। এমাম মোহাম্মদ (রহঃ)এর মতে কাজী বিশেষ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন, যদি নিমন্ত্রণকারী আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ হন।

কাজী জানাজার নামাজে যোগদান করিতে এবং রোগীর সেবা সুশ্রুষা করিতে পারিবেন,—অবশ্য যদি উক্ত রোগীর কোন মোকদ্দমা তাঁহার নিকট পেশ করা না থাকে, কারণ হজরত আবু-হোরেরা (রাজিঃ) হইতে সহি মোস্‌লেমে বর্ণিত হইয়াছে,—যথা ঃ—পাঁচ বিষয় মোসলমানের উপর মোসলমানের হক আছে; উহা এই,—(১) সালামের জওয়াব দেওয়া; (২) চীৎকারকারীর উত্তর দেওয়া, (৩) নিমন্ত্রণ স্বীকার করা, (৪) রোগীর সেবা করা (৫) এবং মৃতের জানাজার সহিত গমন করা; এতদ্ভিন্ন কেহ যদি উপদেশ প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে উপদেশ প্রদান করাও কর্ত্তব্য। মোস্‌লেমের এই বিবৃতি অনুযায়ী হেদায়ায় বর্ণিত—"মোসলমানের প্রতি মোসলমানের ছয় হক্"—কথাটী স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে।

যখন অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি (ফরিয়াদী ও আসামী مدعی و مدعی علیه) উপস্থিত হইবে, তখন কাজী উভয়কে নিজের সম্মুখে তুল্য ভাবে বসাইবে। একজনকে ডাহিনে এবং একজনকে বামে বসাইবে না, কারণ ডাহিন দিক উত্তম। এই বসান ব্যাপারে রাজা

ও প্রজা, শরিফ ও রজিল, পিতা ও পুত্র এবং মুসলমান ও জিম্মীকে তুল্য আসন প্রদান করিতে হইবে এবং উভয়কে সম দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। কিন্তু বাদশা যদি অভিযুক্ত হয়, তবে কাজীর পক্ষে আবশ্যক (لائق) যে, তিনি উঠিয়া স্বীয় আসনে বাদশা ও তৎপ্রতি অভিযোগ-কারীকে বসাইবেন এবং স্বয়ং সম্মুখে বসিয়া বিচার করিবেন। এসহাক এব্‌নে-বাহোভিয়া (রহঃ) স্বীয় মসনদে উম্মে-সালেমা (রাজিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "যিনি মুসলমানের কাজী হইবেন, তিনি বসানে (উপবেশন করাইবার) লক্ষ্য ও দৃষ্টিতে সমতুল্য করিবেন।"

কাজী কাহারও সহিত হাস্য, বিদ্রূপ কিংবা উপহাস করিবেন না; কিংবা কাহাকেও দলিল-পত্র প্রদর্শন, অথবা কাহাকেও কোনরূপ সঙ্কেত করিতে পারিবেন না। কাজীর পক্ষে সাক্ষীকে তালিম ও জেরা করা মকরুহ্; কিন্তু এমাম আবু-ইউসুফ (রহঃ) ও এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে আবশ্যকানুযায়ী সতর্ক ও জেরা করা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু দুরভিসন্ধি বা প্রবঞ্চনার বশীভূত হইয়া তালিম বা জেরা করা কিছুতেই সিদ্ধ নহে।—ফৎহোল-কদির।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

—০:)*(:০—

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করার বিবরণ।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির একরার অনুযায়ী অভিযোগকারীর হক্, অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর সাবেত হয়, তবে প্রকার-বিশেষে কাজী ঐ হক্ আদায়ের জন্য আদেশ করিবেন। যদি অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করার জন্য আবেদন করে, তবে কাজী যত দিন আবশ্যক বুঝিবেন, তত দিনের জন্য তাহাকে বন্দী করিবেন। কিন্তু যদি সাক্ষি-

গণের সাক্ষ্যতায় হক্ সাবেত হয়, তবে উহা পরিশোধ করার আদেশ দেওয়ার পূর্ব্বেই অভিযোগকারীর দরখাস্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করিবে। ইহার হেতু এই যে, প্রদান না করা ও এন্‌কার করার জন্যই বন্দী করার ব্যবস্থা। এই জন্যই একরার স্থলে প্রথমে হক্ পরিশোধের আদেশ দেওয়ার বিধান; যদি পরিশোধ না করে, তবে আদেশের পরে বন্দী করিতে হইবে; কিন্তু হক্ সাবেতের জন্য যখন সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক হইবে, তখন ত পূর্ব্ব হইতেই না দেওয়ার ইচ্ছা এবং এন্‌কার সাবেত হইতেছে; এই হেতু সাক্ষীর সাক্ষের দ্বারা হক্ সাবেত হইলে প্রথমেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করা দোরস্ত হইবে। অবশ্য কত দিনের জন্য বন্দী করিতে হইবে, তাহা কাজীর রায়ের উপর সমর্পিত,—অর্থাৎ কত দিনের জন্য বন্দী করা আবশ্যক, তাহা কাজী স্বীয় কেয়াস-অনুযায়ী স্থির করিয়া লইবেন।

এই বন্দীত্বের সময় লইয়া ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কম সময় এবং কেহ বা বেশী সময় বন্দী করার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতভেদের ফলে এক মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত বন্দী রাখার সময় বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে কাজীর রায়ের উপর নির্ভয় করাই সমীচীন ও বিহিত বিধান।—হেদায়া।

বন্দী করা ঐরূপ হকুমের জন্য সিদ্ধ—যেমন 'মোহর মা'জ্জল' (مہر موجل); কিন্তু মোহর মোয়াজ্জলের (مہر معجل) অনুরূপ দায়িত্বের জন্য বন্দী করা সিদ্ধ হইবে না।—দোরে-মোখ্‌তার। এইরূপ জামানত ও বদল মালের স্থলে জিম্মীর নিকট হইতে কর্জ্জ গ্রহণে, খোলার প্রাপ্যে ও অংশীর অংশিত্বের ব্যাপার প্রভৃতিতেও বন্দী করা সিদ্ধ হইবে না।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীয় অসমর্থতা জ্ঞাপন করে, তবে তাহাকে বন্দী করা সিদ্ধ হইবে না। অবশ্য সাক্ষ্য দ্বারা যদি সে ধনবান ও সমর্থ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না,— অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীয় অসমর্থতা জ্ঞাপন করা সত্বেও যদি তাহার সমর্থতা সাক্ষিগণের দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে বন্দী করিতে হইবে।

সে সমস্ত বিষয়ে বন্দী করা সিদ্ধ নহে, তাহাতেও বন্দী করা যাইতে পারে, যদি অভিযোগকারী 'মোহ্তাজ'—অর্থাৎ অভাব গ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় মোহতাজীর দাবী 'তছদিক' হইবে না—দোরে-মোখ্তার।

বিংশতি অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

এক কাজীর নিকট অন্য কাজীর পত্র প্রেরণ।

যদি সাক্ষী কাজীর সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে কাজী সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গেই আদেশনামা (রায়) লিখিয়া দিবেন; যথাঃ—"আমি ইহা আদেশ করিলাম"; কিংবা "আমার নিকট ইহা সাবেত হইল"। কিন্তু যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, অর্থাৎ অদৃশ্য বা নিরুদ্দিস্ট থাকে, তবে কাজী ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিবেন না। বরং তিনি সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন এবং বিচারক কাজী তদনুযায়ী বিচার ও আদেশ প্রদান করিবেন। ইহাকেই "কেতাবুল হোক্মা, কেতাবুল কাজী ও অলিউল্ কাজী বলে।" প্রকৃত পক্ষে ইহা এক কাজীর কথা অন্য কাজীর নিকট নকল করিয়া পাঠান মাত্র, এবং ইহা সব মোকদ্দমাতেই স্বীকৃত ও গ্রাহ্য হইবে; অবশ্য যে সমস্ত বিষয় সন্দেহ হেতু বর্জ্জিত হয়, তাহাতে নহে,—যেমন হদ ও কেছাছ প্রভৃতি। ইহার হেতু এই যে, পত্রে স্বভাবতঃই সন্দেহ * থাকে এবং সন্দেহমূলে হদ ও কেছাছ নিবারিত হইয়া থাকে। ফলতঃ পত্রকে দৃঢ় প্রমাণরূপে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যথেন্ট মতভেদ আছে। যাহা হউক, যে

* পত্র দলিলস্বরূপ গ্রহণ করা সম্বন্ধে ফোকাহগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হইয়াছে; অনেকে "পত্র আদৌ দলিল হইতে পারে না" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।—উর্দ্দ্ টীকা।

সমস্ত বিষয়ে "কেতাবোল হোক্‌মা" গ্রাহ্য হইবে, সেই সমস্ত স্থলে আপত্তি এবং অস্বীকৃতি হইলে উহার আবশ্যকতা বুঝিতে হইবে; কারণ আপত্তি বা অস্বীকৃতি না হইলে কাজীর পত্রের কোনই আবশ্যকতা হইতে পারে না। ইহাই এমাম আবু-হানিফা (রহঃ) মহোদয়ের মত; এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতও এইরূপ; বরং তাঁহার মতে গোলাম এবং মফরেদ সম্বন্ধেও "কেতাবুল কাজা" দোরস্ত হইবে, উহার স্বরূপ এই প্রকার যথাঃ—

"বোখারার কাজী সমরকন্দের কাজীর নিকট লিখিবেন যে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে যে, অমুক ব্যক্তির এইরূপ চেহারাযুক্ত মোবারক নামক দাস এস্থান হইতে পলাইয়া সমরকন্দে গিয়াছে এবং সে এখন অমুকের অধীনে আছে; ইত্যাদি। কাজী এইরূপ পত্র লিখিয়া শেষ করতঃ মোহর করিয়া সমরকন্দের কাজীর নিকট প্রেরণ করিবেন। পত্র পৌঁছিবার পর যখন উক্ত দাসকে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করা হইবে, তখন যথাবিধি পত্র উন্মুক্ত করিয়া পত্র-লিখিত চেহারা মিলাইতে হইবে। যদি লিখিত চেহারার সহিত দাসের চেহারা না মিলে, তবে উহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি চেহারা মিলিয়া যায়, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি বোখারা গমন করিলে সর্ব্বোত্তম; অন্যথা অভিযোগকারীর নিকট হইতে উক্ত দাসের পরিবর্ত্তে এক দাস হাজের জমীন রাখিয়া অভিযুক্ত দাসকে তাহার নিকট সমর্পণ করিবে এবং সমর্পণ কালে উক্ত দাসের গলদেশে কোন জিনিষ লটকাইয়া তাহাতে মোহর করিয়া দিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বিচারস্থলে গিয়া অভিযোগকারী উক্ত দাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে না পারে। বিশেষতঃ এই সঙ্গে বোখারার কাজীর নিকট সমরকন্দের কাজী এক পত্র লিখিবেন যে, ইহাকে বিচারার্থে প্রেরণ করা হইল। অনন্তর যখন অভিযোগকারী দাসসহ বোখারার কাজীর নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তিনি পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইবেন; যাহারা পূর্ব্বে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, সেই সাক্ষিগণ উপস্থিত হইয়া উক্ত গোলামকে সেনাক্ত করিয়া সে যে

অভিযুক্ত ব্যক্তিরই দাস, তৎসম্বন্ধে দাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিলে, বোখারার কাজী স্বয়ং আদেশ না দিয়া (কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত নাই), সমরকন্দের কাজীর নিকট লিখিবেন যে, অভিযোগকারীর দাবী সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় সমরকন্দের কাজী ঐ পত্র পাইবার পর ঐ সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া আদেশ ও রায় প্রকাশ করিবেন, এবং জামানত উহার অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবেন। এই প্রথানুসারে—প্রত্যেক দায়েনই হউক আঁর আয়েনই হউক—মোকদ্দমাতেই কাজীর পত্র দলীল স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে এবং পরবর্ত্তী ওলামাগণের অনেকেই এতদ্প্রতি সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, হদ ও কেছাছে কাজীর পত্র গ্রহণীয় দলীল হইতে পারে না। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আর কাজী যখন পত্র লিখিবেন, তখন পত্রের মজমুন পড়িয়া সাক্ষীদিগকে শুনাইয়া দিবেন। ইহা কাজীর পক্ষে ওয়াজেব। বিশেষতঃ স্বীয় সম্মুখে ঐ পত্রে মোহর করিয়া সাক্ষীদিগের নিকট প্রদান করিবেন। এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) মহোদয় এই সমস্ত কথা শর্ত্ত রাখেন নাই। অপীচ এমাম সরখছী (রহঃ) ঐগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে কেবল সাক্ষীদিগকে এইটুকু শুনাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট যে, ইহা আমার পত্র ও আমার মোহরযুক্ত। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, মোহরও কোন শর্ত্ত নহে। আমাদের মতে যখন পত্র সাক্ষীগণের নিকট সমর্পণ করা যাইবে, তখন এই ব্যবস্থাই সমীচীন ; অর্থাৎ তখন মোহর করার কোনই আবশ্যকতা নাই ; ইহাই ফতোয়া-সিদ্ধ ; কিন্তু যখন ঐ পত্র অভিযোগকারীর নিকট প্রদত্ত হইবে, তখন উহাকে মোহর করাই শর্ত্ত।

উক্ত নিয়মানুযায়ী লিখিত পত্র যখন পত্রের শিরোনামযুক্ত কাজীর নিকট পৌঁছিবে, তখন তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং দুই জন পুরুষ কিম্বা একজন পুরুষ ও দুই জন রমণীর সাক্ষ্য ব্যতীত উক্ত পত্র গ্রহণ

করিবেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে যথাবিধি সাক্ষ্য প্রদত্ত হইলে তিনি ঐ পত্র খুলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনাইয়া দিবেন এবং তদনুযায়ী আদেশ প্রদান করিবেন।

যে কাজীর নামে পত্র লিখিত হইবে, বা যে কাজী পত্র লিখিবেন, পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যদি তাঁহাদের কেহ মৃত্যু-মুখে পতিত হন, কিংবা পদচ্যুত হন, তবে উক্ত পত্র বাতিল হইবে। কিন্তু যদি কাজীর ব্যক্তিগত নামে পত্র না লিখিয়া "অমুক স্থানের কাজীর সমীপে"—এইরূপ পত্র লেখেন, তবে লিখিত সময়ের কাজী পদচ্যুত বা মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেও পত্র বাতিল হইবে না। বরং পত্র পৌঁছিবার সময়ে যিনি কাজী থাকিবেন, তিনিই পত্র গ্রহণ করিয়া বিচার করিবেন। এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে কোন কাজীর নির্দ্দিষ্ট নামে পত্র লেখা নিরর্থক ; ইহাতে কোনই ফল নাই ; বরং "অমুক স্থানের মুসলমানগণের কাজীর নিকট হইতে অমুক স্থানের মুসলমানগণের কাজীর সমীপে" এইরূপ লেখাই সঙ্গত ও সমীচীন।

যদি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী লিখিত পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে তাহার উত্তরাধিকারিগণের উপর ঐ পত্র জারী করিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে হদ্ ও কেছাছ ভিন্ন অন্য মোকদ্দমার কাজী হওয়া সিদ্ধ হইবে। হদ্ ও কেছাছে স্ত্রীলোকের বিচার সিদ্ধ না হওয়ার কারণ, উহার বিচার বড়ই সূক্ষ্ম ; ঐ সম্পর্কে স্ত্রীলোকের মত ও সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে।

অবশ্য যদিও হদ্ ও কেছাছ ভিন্ন অন্যান্য মোকদ্দমায় স্ত্রীলোকের বিচার সিদ্ধ হইবে, তথাপি যাহারা স্ত্রীলোককে কাজী নিযুক্ত করিবে, তাহারা পাপী হইবে। কারণ সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ সহি বোখারীতে লিখিত আছে, যথাঃ—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "যাহারা স্বীয় স্ত্রীলোকের উপর কার্য্য সমর্পণ করিবে, তাহারা সুফল বা পুণ্য (فلاح) প্রাপ্ত হইবে না।"—দোর্রে-মোখ্তার।

কোন কাজী স্বীয় নায়েব নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু

বাদশাহ যাহাকে নায়েব নিযুক্ত করিবার অধিকার দিয়াছেন, তিনি স্বীয় নায়েব নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং এ ক্ষেত্রে কাজী মৃত্যু-মুখে পতিত কিম্বা পদচ্যুত হইলেও তাঁহার নিয়োজিত নায়েব পদচ্যুত হইবে না।

এইরূপ কোন উকিলও অন্য কাহাকেও স্বীয় উকিল নিযুক্ত করিতে পারে না কিন্তু মওয়াক্কেল আদেশ দিলে করিতে পারে; এবং এ স্থলেও প্রথম উকিল মৃত্যু-মুখে পতিত বা বরখাস্ত হইলেও তাহার নিয়োজিত উকিল মাজুল অর্থাৎ বরখাস্ত হইবে না। ইহার কারণ এই যে, দ্বিতীয় উকিল প্রকৃত পক্ষে মওয়াক্কেলেরই উকিল; সে উকিলের উকিল নহে।

যে কাজীর নায়েব নিযুক্ত করিবার অধিকার না থাকে, তিনিও যদি নায়েব নিযুক্ত করেন, এবং উক্ত নায়েব স্বীয় মনুয়ের (ইহার অপভ্রংশ মনিব) সম্মুখে বসিয়া বিচার মীমাংসা করেন, কিংবা মীমাংসার পর কাজীকে [illegible] হন, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ হইবে, কারণ উক্ত প্রকারে প্রকৃতপক্ষে বিবাদটা মূল কাজীর দ্বারাই মীমাংসিত হইবে।

এইরূপ যে উকিলের পক্ষে উকিল নিযুক্ত করিবার আদেশ নাই, সে উকিলও যদি স্বীয় কার্য্যের জন্য উকিল নিযুক্ত করে এবং উক্ত নিয়োজিত উকিল প্রথম উকিলের সম্মুখে কার্য্য করে, কিংবা প্রথম উকিলের কার্য্যের অংশ গ্রহণ করে, তাহাও সিদ্ধ হইবে। ইহার হেতু এই যে, এতদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রথম উকিলের দ্বারাই কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। বিশেষতঃ মওয়াক্কেল উকিল নিযুক্ত করিবার সময়ে যদি বলে যে, তোমার নিজ রায় অনুযায়ী কাজ করিবে, তাহা হইলে উকিলের পক্ষে উকিল নিযুক্ত করার অধিকার সর্ব্বতোভাবে প্রদত্ত হইবে এবং সে যদৃচ্ছা উকিল নিযুক্ত করিতে পারিবে।

একবিংশতি অধ্যায়।

—০:)*(:০—

মোরাফায়া অর্থাৎ আপিলের বিবরণ।

যদি এক কাজীর আদেশের বিরুদ্ধে অন্য কাজীর নিকট আপিল করা হয়, তবে দ্বিতীয় কাজীর উহাতে মতভেদ হইলে প্রথম কাজীর আদেশই বাহাল রাখিবে কিংবা জারী করিবে। এই বিধানের স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, যে সমস্ত বিষয়ে সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবাতাবেয়ীগণের মতভেদ ছিল, সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে কাজী উল্লিখিত সম্প্রদায়ত্রয়ের মধ্যে কাহারও মত বা কওল অবলম্বন করিলে পরে যদি ঐ বিচারের বিরুদ্ধে অন্য কাজীর নিকট আপিল হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় কাজী প্রথম কাজীর আদেশ রহিত বা বাতিল করিতে পারিবেন না।

এস্থলে জানা আবশ্যক যে, কেবল 'মোজতাহেদ' কাজীই স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতভেদস্থলে যে কোন মত অবলম্বন করিবার অধিকারী; কিন্তু 'মোকাল্লেদ' কাজী কিছুতেই স্বীয় মজহাবের নির্দ্ধারিত মত ব্যতিরেকে অন্য মতাবলম্বন করিতে পারিবেন না।—কুনিয়া।

যদি প্রথম কাজীর বিচার কেতাব-আল্লাহ্ অর্থাৎ কোর-আন শরীফের বিরোধী হয়, তবে দ্বিতীয় কাজী উহা রদ ও বাতিল করিয়া দিবেন;—যদিও পূর্ব্বোক্ত বিধান মোজতাহেদের কওলও হয়। যেমন কোন কাজী এইরূপ জবহ করা জীবের মাংস ভক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন,—যাহা জবহ করার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক "বিস্মিল্লাহ্" তরক করা হইয়াছে। এইরূপ আদেশ রদ করিয়া দিতে হইবে। কারণ এইরূপ আদেশ কোর-আন শরীফের আয়তের বিরোধী।—যেমন কোর-আন-শরীফে উক্ত হইয়াছে:—

* وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ *

অর্থাৎ—"যে জীবের উপর খোদাতালার নাম উচ্চারিত হয় নাই, সে জীব তোমরা ভক্ষণ করিও না।" অবশ্য এস্থলে জানা আবশ্যক যে, কোন মুসলমান জবহ করার সময়ে ভ্রমবশতঃ "বিস্‌মিল্লাহ্" তরক করিলে সে জীবের মাংস হারাম নহে, বরং উহা হালাল—ইহাই আমাদের ও শাফেয়ী মজহাবের মত; অতএব ঐরূপ জীবের মাংস বিক্রয় করাও সিদ্ধ হইবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিস্‌মিল্লাহ্ ত্যাগ করিলে উহার মাংস ভক্ষণ করা যেরূপ হারাম, বিক্রয় করাও সেইরূপ হারাম হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিস্‌মিল্লাহ্ তরক করিলেও উহার মাংস ভক্ষণ বা বিক্রয় করা হালাল হইবে; কিন্তু এই বিধান কোরান শরীফের উক্ত আয়তের বিরোধী। সুতরাং কোন কাজী ঐরূপ আদেশ করিয়া থাকিলেও দ্বিতীয় কাজী উহা রদ করিয়া দিবেন।

এইরূপ প্রথম কাজীর কোন আদেশ মশ্‌হুর হাদিসের বিরোধী (১) হইলে, কিম্বা মুসলমানগণের এজমার খেলাফ্ (২) হইলেও দ্বিতীয় কাজী ঐ আদেশ রদ করিয়া দিবেন। ফলতঃ এই সব বিষয়ে মোজতাহেদগণের মতভেদ কাজীর অবগত থাকা আবশ্যক। নচেৎ তাঁহার কাজাই সিদ্ধ হইবে না। কোন মতভেদের বিষয় প্রথম ও দ্বিতীয় কাজী যে আদেশ জারী করিবেন, তৃতীয় কাজী আর তাহা রদ করিতে পারিবেন না। এই মতভেদ ও এজমা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে।—মূলগ্রন্থ ও উর্দ্দু অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

কোন বিষয় মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা হালাল হারাম সাব্যস্ত হইলে সাহেবায়েনের মতে ঐ সম্বন্ধীয় আদেশ প্রকাশ্যই (ظاهر) জারী হইবে, আভ্যন্তরিক (باطن) হইবে না। কিন্তু এমাম আজম (রহঃ) সাহেবের মতে কোন বিষয়ের আধিপত্য যদি মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্বারা

---

(১) যেমন তিন তালাক প্রদত্তা রমণীকে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত বিনা সঙ্গমে কেবল বিবাহ প্রদানান্তর পুনঃগ্রহণ করা।—তালাকের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) যেমন মোতায়া—অর্থাৎ সাময়িক চুক্তিবদ্ধ বিবাহের আদেশ দেওয়া।—'মোতা'র বিধান দ্রষ্টব্য।

সাব্যস্ত হয়, এবং কাজী সাক্ষীকে মিথ্যা বলিয়া না জানে, তবে ঐ সম্বন্ধীয় বিচার (আদেশ) প্রকাশ্য এবং আভ্যন্তরিক উভয় ভাবেই জারি হইবে। প্রকাশ্য জারী হওয়ার অর্থ এই, যেমন রমণীকে স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া দাবী করে, কিন্তু রমণী সে কথা অস্বীকার করে, এবং পুরুষ স্বীয় বিবাহ সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষী পেশ করে। অনন্তর কাজী উক্ত রমণীকে স্বীয় সম্ভ্রমের উপর উক্ত পুরুষকে আধিপত্য প্রদানের আদেশ করে এবং রমণীর ভরণ-পোষণের ভার উক্ত পুরুষের উপর অর্পণ করে। ইহাই প্রকাশ্য জারী হওয়া। আভ্যন্তরিক জারী করার অর্থ রমণীকে স্বামীর আয়ত্তাধীন এবং পুরুষকে সঙ্গমের আধিপত্য প্রদান, (ইহার হালালত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্ ই জ্ঞাত)। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাহেবায়েনের মতে কাজীর আদেশ প্রাকাশ্যতঃ জারি হইবে; আভ্যন্তরিক ভাবে নহে। ইহার অর্থ এই যে, মিথ্যা সাক্ষের দ্বারা স্ত্রীর উপর আধিপত্য পাইলেও পরস্পরের সহবাস সিদ্ধ হইবে না (আল্লাহ্ জ্ঞাতা) এমাম জোফার (রহঃ) এবং আয়েমায়ে ছালাছার এই মত। দোরে-মোখ্তারে লিখিত আছে যে, ইহার উপরেই ফওয়া। কিন্তু বাহারোর্ায়েক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এমাম সাহেবের মতই বলবৎ। সাহেবায়েনের দলীল সকলেই জানেন। কিন্তু এমাম সাহেবের বিধানের দলীল সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বিচারালয়ে স্ত্রীর উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হইলেও প্রকৃত পক্ষে উক্ত স্ত্রীলোক ত দাবিদার পুরুষের পক্ষে হারাম! এ অবস্থায় হারাম কিরূপে হালাল হইবে? ইহার উত্তর এই যে, বিচারালয়ে কাজীর সম্মুখে সাক্ষ্যের দ্বারা উক্ত পুরুষ ও রমণীর স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ প্রমাণিত ও স্থিরীকৃত হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্থলেই বিবাহ সম্পাদিত হইতেছে। এইরূপ বিবাহ যে হারাম হইবে, তাহার কোন প্রকাশ্য প্রমাণ নাই; বরং কাজী সাক্ষীর মিথ্যাবাদিতা না জানায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকার ওয়াজেবই হইয়া পড়ে।

এমাম সাহেব (রহঃ) এর বিধানের দলীল সাহাবা (রাজিঃ) গণের

সিদ্ধান্তের সূত্রানুযায়ীও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—মোহাম্মদ মবছুত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আমি হজরত আলি (কঃ অঃ) হইতে অবগত হইয়াছি যে, এক ব্যক্তি কোন রমণীর উপর বিবাহের দাবী করিয়া হজরত আলির নিকট যথাবিধি সাক্ষ্য প্রদান করেন; কিন্তু রমণী উক্ত বিবাহের কথা অস্বীকার করেন। তখন হজরত আলি (রাঃ) উক্ত রমণীকে আদেশ করেন যে, "তুমি ঐ পুরুষের নিকট যাও" তৎশ্রবণে রমণী বলিল,—"এই ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করে নাই; তথাপি আপনি যখন এইরূপ আদেশ দিতেছেন, তখন আমাদের বিবাহ পড়াইয়া দিন।" রমণীর কথা শুনিয়া হজরত আলি (কঃ অঃ) বলিলেন,—"আমি তোমার বিবাহ নূতন করিয়া ঝালাইতে (تجدید) পারি না। সাক্ষীদ্বয়ই তোমার বিবাহ দিয়া দিয়াছে।" এই সম্বন্ধে আরও বিবৃতি আছে, কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে—অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষীর বলে কোন স্ত্রীলোক কাহারও বিবাহিতা স্ত্রী বা ক্রীত দাসী বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাহাদের পরস্পর সহবাস করা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক ব্যাপার সিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে আলেমগণ সন্দেহশূন্য ভাবে এক মত হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ উক্ত রমণীর পরস্ত্রী হওয়া, ধর্ম্মদ্রোহিণী হওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে কাজাই জারী ও সিদ্ধ না হইবার বিধানই বলবৎ এবং উক্ত রমণী শোণিত সম্পর্ক কিংবা দুগ্ধ পানের সম্বন্ধে দাবিদারের পক্ষে মহরেম হইলেও উহাই বিধান—অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে কাজীর আদেশ গ্রহণ বা জারী হইবে না। আর কাজী যদি সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিতে পারে, তবে তাহার উক্তরূপ বিচার বা রায় আদৌ জারি হইবে না।—তাহ্তাভী।

যদি মোজ্তাহেদগণের মতভেদ স্থলে কাজী ভ্রমবশতঃ কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মছলায় স্বীয় মজহাবের বিপরীত আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে সাহেবায়েনের মতে ঐ আদেশ গ্রহণীয় বা জারী হইবে না; ইহার উপরেই ফতওয়া। কিন্তু এমাম সাহেবের মতে ভ্রমবশতঃ ঐরূপ আদেশ করিলেও তাহা জারী হইবে; আর যদি বুঝিয়া শুঝিয়া জ্ঞাতসারে ঐরূপ আদেশ প্রদান করেন, তবে ইহার

দুই রকম রেওয়ায়েত আছে। প্রথমতঃ কাজী মোজতাহেদ হইলে উক্ত আদেশ জারী হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু মোকাল্লেদ কাজী স্বীয় মজহাবের বিপরীত আদেশ করিলে উহা ভুলিয়াই করুক বা জানিয়া শুনিয়াই করুক, ঐ আদেশ জারী হইবে না।

স্বীয় মজহাবের বিপরীত আদেশ করার অর্থ হানিফী মজহাবালম্বীর পক্ষে শাফেয়ী বা মালেকী মজহাবের অনুরূপ আদেশ করা; কিন্তু হানিফী কাজী যদি হানিফী মজহাবের এমাম, এমাম আবু-হানিফা (রহঃ) মহোদয়ের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া সাহেবায়েন অর্থাৎ এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) প্রভৃতি মহোদয়গণের সিদ্ধান্তানুযায়ী আদেশ প্রদান করেন, তাহা স্ব-মজহাবের বিপরীত আদেশ বলিয়া পরিগণিত বা জারী হইতে বাধাযুক্ত হইবে না, এবং দ্বিতীয় কাজীও ঐরূপ আদেশ বাতিল করিতে পারিবেন না। ইহাই ফতওয়া সিদ্ধ। কিন্তু গ্রন্থান্তরে ইহারও বিপরীত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে;—তাহ্‌তাভী প্রভৃতি।

গায়েব (غائب) অদৃশ্য, অনুপস্থিত ও পলায়িত ব্যক্তির উপর আদেশ করা কাজীর পক্ষে সিদ্ধ নহে। কিন্তু এমাম শাফিয়ী, মালেক ও আহ্‌মদ (রহঃ) প্রভৃতির মতে অদৃশ্য ব্যক্তির উপরও আদেশ করা সিদ্ধ। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ একটী হাদিস বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু উহার মর্ম্ম অস্পষ্ট; অথচ আমাদের সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ স্পষ্ট ও বলবৎ হাদিস পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—ফতহোল-কাদির দ্রষ্টব্য।

কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে উহার সংস্পৃষ্ট কেহ গায়েব থাকিলেও কাজী উহার সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। যেমন কোন অদৃশ্য ব্যক্তির সহিত কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্রীত দাসীর নেকাহ্‌ হওয়ার অপবাদ দিয়া উক্ত দাসীকে ফেরৎ দিতে চাহিলে, নেকহ্‌কারী ব্যক্তির অদৃশ্য থাকা বশতঃ কাজী ফেরৎ দিবার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আদেশ দিতে পারিবেন। নেকাহ্‌কারী ব্যক্তি উপস্থিত নাই বলিয়া উক্ত দাবীর পোষকতা করা চলিবে না। এইরূপ কেহ কোন অদৃশ্য ব্যক্তির

ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকিলে যদি অপরে তাহার প্রতিবাদী হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ক্রয়কারী স্বীয় ক্রয়ের প্রমাণ দিলে বিক্রেতা অদৃশ্য আছে বলিয়া বিচার চলিবে না; বরং ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রমাণের বলে কাজীকে বিক্রয় বলবৎ করিয়াই আদেশ দিতে হইবে, এবং কাজীর আদেশ দেওয়ার পর বিক্রয়কারী উপস্থিত হইয়া বিক্রয় অস্বীকার করিলেও উহা স্বীকৃত হইবে না।

এতিমের মাল কর্জ্জ দেওয়া এবং তাহা যখন ইচ্ছা ফিরাইয়া লওয়ার জন্য তমস্সুক লিখিয়া লওয়া সম্বন্ধে কাজীর অধিকার আছে। কাজীর পক্ষে এতিমের মাল লাভজনক ব্যবসা বা কার্য্যে নিয়োজিত করাও সিদ্ধ। কিন্তু যদি উক্ত এতিমের ওছি বিদ্যমান থাকে, তবে কাজীর পক্ষে তাহার মাল কর্জ্জ দেওয়া নিষিদ্ধ।—কুনিয়া।

ওছির পক্ষে এতিমের মাল কর্জ্জ দেওয়া সিদ্ধ নহে। এইরূপ সহি কওল অনুযায়ী পিতার পক্ষে পুত্রের মাল কর্জ্জ দেওয়াও সিদ্ধ নহে। যদি পিতা বা ওছি অপব্যায়ী হয়, তাহা হইলে শিশুর মাল তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া কোন সাধু বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট আমানত রাখা কর্ত্তব্য।—দোরে-মোখ্‌তার ও মসায়েলে আল হাকিয়া।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি (যাহার উপর কোন বিষয়ের দাবী করা হইয়াছে। পলাইয়া থাকে এবং কোনরূপেই বিচারালয়ে উপস্থিত না হয়, তবে কাজী অভিযোগকারীর (যে দাবী উপস্থিত করিয়াছে) নিকট উহার কারণ অবগত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে এক উকিল নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তৎসম্মুখে আদেশ প্রদান করিবেন।—দোরে-মোখ্‌তার। কিন্তু শামী ইহার স্বরূপ এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"এক ব্যক্তি কাজীর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল যে, অমুকের উপর আমার হক্ আছে এবং সে স্বীয় গৃহে পলাইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কাজী শহরের ওলিকে লিখিবেন যে, তুমি পলায়িত ব্যক্তিকে সংবাদ দাও। তদনন্তর শহরের ওলিও যদি উহাকে প্রাপ্ত না হয় এবং অভিযোগকারী উহার বাটীতে মোহর করার জন্য দরখাস্ত করিয়া দুইটী সাক্ষী উপস্থিত করে যে, তাহারা

তিন দিনের মধ্যে তাহাকে বাটীতে দেখিয়াছে; তাহা হইলে কাজী উক্ত বাটীর উপর মোহর করিবে। সাক্ষীরা তিন দিনের মধ্যে না দেখিয়া উহার পূর্ব্বে দেখিয়া থাকিলে কাজী মোহর করিবেন না। কিন্তু এই সময় বিচারকের রায় অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হওয়াই বিধি সঙ্গত। যাহা হউক, মোহর করার পর যখন অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে উকিল নির্ব্বাচনার্থে দরখাস্ত করিবেন, তখন কাজী স্বীয় প্রতিনিধির সহিত দুইজন সাক্ষী অভিযুক্ত ব্যক্তির বাটীতে পাঠাইয়া দিবে। উক্ত প্রতিনিধি আসামীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তিনবার উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিবে যে, "হে অমুকের পুত্র অমুক! কাজী বলিয়া দিয়াছেন যে, তুমি তোমার বিপক্ষের সহিত আদালতে উপস্থিত হও। যদি না হও, তবে তোমার পক্ষ হইতে উকিল নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমার বিচার করা যাইবে।" এইরূপ তিন দিন করা স্বত্বেও যদি আসামী আদালতে উপস্থিত না হয়, তবে কাজী তাহার পক্ষ হইতে উকিল নিযুক্ত করিয়া ফরিয়াদির সাক্ষীর সাক্ষ্য শ্রবণ করিবেন, উক্ত উকিলের সম্মুখে মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন; অনন্তর ইত্যাদি।

যদি কোন দাবীদার কোন বিষয়ের জন্য শারেয়ী বিনা ওজরে পনর বৎসর পর্য্যন্ত দাবী না করে, তবে তাহার দাবী বাতিল হইয়া যাইবে এবং ঐ বিষয় আদালত শ্রবণ করিবেন না। কিন্তু ওয়াক্‌ফ ও মিরাস্ এই শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে। অবশ্য যদি তেত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া যায়, তবে ঐ বিষয়ের দাবীও শ্রবণীয় নহে (অগ্রাহ্য!)। কোন কোন ফকিহ্‌এর মতে উত্তরাধিকারিত্বের দাবিও অন্যান্য দাবীর ন্যায় পনর বৎসর পরে গ্রাহ্য হইবে না।

কাজীর পক্ষে শরিয়ত অনুযায়ী বিচারে বিলম্ব করা দোরস্ত নহে। কিন্তু তিন বিষয়ের জন্য বিলম্ব করিতে পারেন। প্রথম কোন বিষয়ের সন্দেহ হইলে, দ্বিতীয় (আসামীর ফরিয়াদীর মধ্যে) নিষ্পত্তির সম্ভবনা থাকিলে এবং তৃতীয় পক্ষদের মধ্যে কেহ অবকাশ প্রার্থনা করিলে। তাহ্‌তাভী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চতুর্থ আর একটী কারণেও বিলম্ব

করিলে কাজী অপরাধী হইবেন না। উক্ত কারণটী এই,—"যদি স্থানীয় ফতওয়ার উপর কাজীর প্রতীতি না জন্মে, তবে কাজীর পক্ষে অপর স্থানের ওলামাগণের নিকট ফতওয়া তহকিক করা সিদ্ধ হইবে।

কাজীর পক্ষে স্বীয় আদেশ পরিবর্ত্তন করাও সিদ্ধ নহে। অবশ্য তিন কারণে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। প্রথমতঃ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী আদেশ দিয়া উহার ভ্রম বুঝিতে পারিলে; দ্বিতীয় আদেশের কোনরূপ দোষ প্রকাশিত হইলে। তৃতীয় স্বীয় মজহাবের বিপরীত আদেশ দিয়া থাকিলে।—দোরে-মোখ্তার।

মুসলমান বাদশার পক্ষে বিচারাদিতে শরিয়তের অনুসরণ করা ওয়াজেব। যদি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে কাজীর পক্ষে বুঝাইয়া বাদশাহ্কে নিরস্ত করা উচিত।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

—০:)※(:০—

পঞ্চায়তের বিবরণ।

পঞ্চায়ত কাজাইয়ের অঙ্গীভূত। তবে কাজীর তুলনায় পঞ্চায়তের পদমর্য্যাদা কম। উভয়ের মধ্যে আরও পার্থক্য এই যে, কাজী সাধারণতঃ সমস্ত বিষয়েরই বিচার করিতে পারেন, কিন্তু পঞ্চায়ত খাস যে বিষয়ের জন্য নিয়োজিত হইবে, কেবল মাত্র সেই বিষয়েরই বিচার করিবার অধিকারী। এই পঞ্চায়ত নিযুক্ত করাকে আরবী ভাষায় তহকিম (تحكيم) বলে। পঞ্চায়ত নিযুক্ত করা হাদিস শরিফ হইতেই সাবেত আছে। হজরত আবু-সরিহ্ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যথা তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ)কে বলিয়াছিলাম, হে রসুলোল্লাহ্ যখন আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিষয় মতভেদ হয়, তখন সকলে আমার নিকট আসে

এবং আমি ঐ বিষয়ে আদেশ করিয়া থাকি।” হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন,—“ইহা উত্তম।” নেছায়ী এই হাদিস রওয়ায়েত করিয়াছেন।—ফৎহোল কদির। অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ব্যক্তিকে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করা উচিত—যিনি কাজাইয়ের বুদ্ধি ও যোগ্যতা রাখেন। ইহার অর্থ এই যে, (ঐ ব্যক্তির অর্থাৎ পঞ্চায়তের) মুসলমান, বুদ্ধিমান, বয়স্ক ও সুবিচারক হওয়া চাই; অন্ধ, বোবা কিংবা মিথ্যাচরণের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পঞ্চায়ত হওয়া সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু ফাছেক ব্যক্তিকে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিলে কাজ চলিতে পারে।—দোরের্-মোখ্তার।

পঞ্চায়তের মুসলমান হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, মুসলমানের উপর জিম্মীর আদেশ সিদ্ধ নহে। অবশ্য জিম্মিগণের মধ্যে কোন জিম্মীকে পঞ্চায়ত বানাইলে তাহা সিদ্ধ হইবে।—উর্দ্দু টীকা। যখন দুই পক্ষ সম্মত হইয়া কাহাকেও পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবে, তখন নিয়োজিত পঞ্চায়ত নিয়মিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া, কিংবা একরার অনুযায়ী যে আদেশ করিবেন, তাহা উভয় পক্ষকেই মানিতে হইবে। এমন কি, পক্ষদ্বয় পঞ্চায়তকে (মাজুল) পদচ্যুত করিয়া দিলেও উক্ত আদেশ বাতেল বা রহিত হইবে না।—দোরের্-মোখ্তার। অবশ্য পঞ্চায়তের আদেশ প্রদানের পূর্ব্বে তাহার মাজুলীর সংবাদ পৌঁছিলে, কিম্বা সাক্ষ্য প্রমাণের সত্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট সন্দেহ প্রকাশ পাইলে, পঞ্চায়েতের আদেশ এবং বিচারক্ষমতা বর্জ্জিত বা লুপ্ত হইতে পারে।—উর্দ্দু টীকা।

কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, পঞ্চায়তের আদেশ প্রদানের পূর্ব্বে নিয়োজক-পক্ষদ্বয়ের যে কোন পক্ষ পঞ্চায়তী হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে পারে এবং আদেশ প্রদানের পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে সে পক্ষ পঞ্চায়তের বিচার বা আদেশ মানিতে বাধ্য হইবে না।

কাজীই হউক, কিম্বা পঞ্চায়তই হউক, স্বীয় পিতামাতা, পুত্রকন্যা বা স্ত্রীর উপর আদেশ করা তাহাদের পক্ষে দোরস্ত হইবে না—যেমন তাহাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদান; অর্থাৎ পিতামাতা, পুত্রকন্যা বা স্ত্রীর জন্য

সাক্ষ্য প্রদান কাহারও পক্ষে সিদ্ধ নহে। ইহার স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, তাহাদের লভ্যের স্থলে উহা দোরস্ত নহে, কিন্তু যেখানে লভ্যের ব্যাপার নাই, তথায় আদেশ করা বা সাক্ষ্য প্রদান করা অসিদ্ধ হইবে না।—উর্দ্দু টীকা।

এতদ্ভিন্ন চাচা, ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতির বিচারাদি করা কাজীর পক্ষে সর্ব্বত্রই সিদ্ধ হইবে। হদ ও কেছাছে পঞ্চায়ত দোরস্ত হইবে না; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই দোরস্ত হইবে। কিন্তু হদ ও কেছাছ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই যে পঞ্চায়তের মীমাংসা সিদ্ধ হইবে, এরূপ ফতওয়া দেওয়া যাইবে না; কারণ ইহাতে বিচার বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের শিথিলতা এবং আইন কানুন ও কাজী আদালতের প্রভাব ও সম্পদ খর্ব্ব হইবার আশঙ্কা আছে। যেহেতু সর্ব্বসাধারণে যদি জানিতে পারে যে, সমস্ত মোকদ্দমাতেই পঞ্চায়তীর দ্বারা মীমাংসা করিয়া লওয়া সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেক বিষয়েই পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং তাহার ফলে কাজী ও আইন আদালত ব্যর্থ ও অব্যবহার্য্য পড়িয়া থাকিবে।

হদ ও কেছাছ ভিন্ন অন্যান্য প্রায় সমস্ত মোকদ্দমায় পঞ্চায়তী সিদ্ধ হইলেও এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার আদেশ করা পঞ্চায়তের পক্ষে সিদ্ধ নহে। যদি ঐ সমস্ত বিষয়ে পঞ্চায়ত কোন মীমাংসা করেন, তবে কাজী তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ উর্দ্দু টীকায় লিখিত আছে।

যদি পঞ্চায়তের আদেশের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট আপিল হয়, তবে কাজী উক্ত আদেশ স্বীয় মজহাবের অনুকূল বুঝিলে কায়েম রাখিয়া জারি করিয়া দিবেন; এবং মজহাবের বিরোধী হইলে অগ্রাহ্য ও বাতিল করিয়া দিবেন। ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

—০ঃ)✽(ঃ০—

কাজাই সম্বন্ধীয় বিক্ষিপ্ত মসলাসমূহের বিবরণ।

কোন দ্বিতল গৃহের নিম্ন তল ও উপর তলের মালেক যদি বিভিন্ন ব্যক্তি হয়, তবে নিম্ন তলের মালেক উপর তলের মালেকের সম্মতি ব্যতিরেকে পেরেক মারিতে কিংবা সংস্কারাদি করিতে পারিবে না। এইরূপ উপর তলার মালেকও নিম্নতলার মালেকের সম্মতি ব্যতিরেকে স্বীয় গৃহে অন্য কিছু প্রস্তুত করিতে, কড়াদি রাখিতে বা পায়খানাদি প্রস্তুত করিতে পারিবে না।—আইনী। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে প্রত্যেকেই এরূপ কার্য্য করিতে পারিবে,—যাহা অপরের পক্ষে আবশ্যকীয় নহে। এমাম (রহঃ) সাহেবের মত কেয়াস-সঙ্গত।—

বাহারোর্‌রায়েক।

এক প্রচলিত লম্বা গলির মধ্য হইতে যদি অন্য অপ্রচলিত কুচা গলি নির্গত হয়, তবে প্রথম গলির অধিবাসী উক্ত অপ্রচলিত কুচা গলি দিয়া চলিবার নিমিত্ত দ্বার বাহির করিতে পারিবে না। কিন্তু গোলাকার গলিতে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। আর এমতাবস্থায় আইনীর মতে গমনাগমনের জন্য দ্বার খোলা সিদ্ধ না হইলেও, আলোক বাতাসের চলাচলের জন্য খিড়কী ইত্যাদি কাটা জায়েজ হইবে। কিন্তু হেদায়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেখানে গমনাগমনের জন্য দ্বার বাহির করা সিদ্ধ নহে, তথায় আলোক ও বাতাসের জন্য খিড়্‌কী কাটাও সিদ্ধ হইবে না। কারণ গমনাগমনের জন্য দ্বার বাহির করিলে যে আপত্তি হইতে পারে, খিড়্‌কী কাটিলেও সেই আপত্তি হওয়া সম্ভব। কোন একখানি গৃহ জায়েদের দখলে আছে, অথচ সেই গৃহখানি সম্বন্ধে হাসন দাবি করিয়া প্রমাণ করিল যে, এই গৃহখানি আমার ও আমার নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতা হোসেনের পৈত্রিক উত্তরাধিকারের সম্পত্তি। এ অবস্থায় কাজী উক্ত

গৃহের অৰ্দ্ধাংশ হোসেন না আসা পর্য্যন্ত জায়েদের দখলেই রাখিয়া দিবেন। এ ক্ষেত্রে জায়েদ উক্ত ঘর হাসন ও হোসেনের বলিয়া স্বীকার করুক বা না করুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না এবং তাহার নিকট যে অৰ্দ্ধাংশ রাখা হইবে, তজ্জন্য কোন জামিনও গ্রহণ করিতে হইবে না। ইহার যুক্তি এই যে, মৃত ব্যক্তি যখন জায়েদকে আধিপত্য দিয়া গিয়াছে, তখন সে উপস্থিত না হইলে তাহার দখল রহিত করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে যদি জায়েদ হাসনের দাবী স্বীকার করে, তবে উপরোক্ত বিধানই ঠিক ; কিন্তু অস্বীকার করিলে তাহার আধিপত্য রহিত করিয়া এক আমেন ব্যক্তির নিকট উক্ত অংশ হোসেনের না আসা পর্য্যন্ত গচ্ছিত রাখিবে। সাহেবায়েনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অস্বীকৃতি স্থলে জায়েদের দখল রদ করিবার হেতু এই যে, অস্বীকৃতা দ্বারা তাহার আমানত খেয়ানত করার ইচ্ছাই প্রকাশ পাইতেছে।

কেহ যদি ওছিয়ত করিয়া যায় যে, আমার ধন-সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অমুককে প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রকার মালেরই তৃতীয়াংশ প্রদান করিতে হইবে। কাজী কিম্বা কাজীর নিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোন দাসকে তাহার কৰ্জ্জদারগণের জন্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে 'ছামন' গ্রহণ পূর্ব্বক উহার দ্বারা কর্জ্জ আদায় করে, এবং পরে উক্ত গোলাম অপরের বলিয়া প্রকাশ পায়, তথাপি কাজী কিম্বা তাঁহার আমেন উক্ত মূল্যের জন্য জামান হইবে না ; বরং ক্রেতা কর্জ্জদারগণের নিকট হইতে উক্ত 'ছামন' আদায় করিয়া লইবে।

কিন্তু যদি মাইয়েতের (মৃত ব্যক্তির) ওছি তাহার (উক্ত মাইয়েতের) কর্জ্জদারগণের জন্য কাজীর আদেশ লইয়া দাস বিক্রয় করে, এবং উক্ত দাস অপর কাহার বলিয়া প্রকাশ পায়, কিম্বা ক্রেতার অধিকার করার পূর্ব্বেই উক্ত দাস মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথচ দাসের মূল্য যথাবিধি আদায় হইয়া কর্জ্জ পরিশোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা ওছির নিকট হইতে এবং কর্জ্জদারগণের নিকট

হইতে উহার মূল্য অর্থাৎ প্রদত্ত টাকা ফিরাইয়া লইবে। এ পন্থা বেশ যুক্তিসঙ্গত।—মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বিচার-ক্ষেত্রে কাজী কিরূপ ? তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। কি রূপের অর্থ এই যে, কাজী (১) আলেম-আদেল কিম্বা (২) জাহেল-আদেল (৩) কিম্বা আলেম গায়ের-আদেল অথবা (৪) জাহেল গায়ের-আদেল। 'আলেম আদেল' অর্থ অভিজ্ঞ সুবিচারক, 'জাহেল আদেল' অর্থ অনভিজ্ঞ সুবিচারক। 'আলেম' গায়ের আদেল অর্থ অবিচারক বিদ্বান এবং 'জাহেল গায়ের আদেল' অর্থ মূর্খ অবিচারক। অতএব কাজী যদি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ অভিজ্ঞ সুবিচারক হন, তবে তিনি কাহাকেও নিহত করিতে, বিচূর্ণ করিতে কিংবা কাহারও হস্ত কর্ত্তনের আদেশ দিলে কেবল সেই আদেশের বলেই নিহত করা, চূর্ণ করা কিংবা হস্ত কাটা সিদ্ধ হইবে। কাজী যদি দ্বিতীয় শ্রেণার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ অনভিজ্ঞ সুবিচারক হন, তবে তিনি ঐ প্রকার আদেশ প্রদান করিলে প্রদত্ত শাস্তির কারণ 'তহকিক' (দারিয়াফ্‌ত বা অনুসন্ধান) করিতে হইবে। যদি কাজী উহার হেতু উত্তমরূপে বলিতে পারেন, যথা—আমি জেনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া (ছাঙ্গছার) চূর্ণ করিবার আদেশ দিয়াছি; কিংবা চুরি করা অপরাধ সম্বন্ধে যথাবিধি সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া কিংবা একরারের দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়া হস্ত কর্ত্তনের আদেশ দিয়াছি, কিংবা সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা হত্যা করা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া কেছাছ স্বরূপ হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছি,—তাহা হইলে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করা জায়েজ হইবে; কিন্তু যদি তিনি আদেশের কারণাদি রীতিমত বলিতে না পারেন, তবে তাঁহার আদেশনুযায়ী কার্য্য করা সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের অর্থাৎ অভিজ্ঞ অবিচারক এবং মূর্খ অবিচারক কাজীর ঐ শ্রেণীর গুরুতর আদেশ কিছুতেই পালন করিবে না। অবশ্য সে যদি বিচারের বিষয় নিজে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখে এবং বুঝিতে পারে যে, বাস্তবিক সঙ্গত আদেশই প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ পালন করিতে পারে।—হেদায়া।

কিন্তু মহাত্মা এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে কোন প্রকার কাজীর আদেশেই ঐরূপ কার্য্য করিবে না; সাময়িক আলেমগণ এই আদেশ করিয়াছেন। অনেকে ইহার উপরেই ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন।—দোরে-মোখ্‌তার। পক্ষান্তরে বাহারোরায়েক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবও স্বীয় কেয়াসী মত পরিত্যাগ করিয়া শেখায়েনের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন; এ সম্বন্ধে এক রেওয়ায়েতও বর্ণিত হইয়াছে।

যদি পদচ্যুত কাজী জায়েদকে বলে যে, আমি যে তোমার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, তাহা আমরুর টাকা সিদ্ধান্ত করিয়াই লইয়াছিলাম এবং উহা আমরুকেই সমর্পণ করিয়াছিলাম—কিংবা বলে, আমি যে তোমার হস্ত কর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলাম, তাহা অমুক কারণের জন্য দিয়াছিলাম, কিন্তু জায়েদ উহা অস্বীকার করিয়া বলে যে, আপনি যে হাজার টাকা আমার নিকট হইতে লইয়াছিলেন, তাহা অন্যায়ভাবে অত্যাচার করিয়াই লইয়াছিলেন, কিম্বা আমার হাত নাহক অন্যায়ভাবে কাটিয়াছিলেন; এস্থলে জায়েদ যদি স্বীকার করে যে, কাজী স্বীয় পদে নিযুক্ত থাকা কালীন ঐ কার্য্য করিয়াছে, তাহা হইলে বিনা শপথে কাজীর কথাই স্বীকার্য্য হইবে। কিন্তু জায়েদ যদি বলে যে, উক্ত কাজী স্বীয় পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে কিম্বা পদচ্যুত হইবার পরে ঐ কার্য্য করিয়াছে, তাহা হইলে জায়েদের নিকট তাহার উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী তলব করিতে হইবে। যদি জায়েদ স্বীয় কথার যথার্থতা সম্বন্ধে সাক্ষী দেওয়াইতে পারে, তবে কাজী উহার জন্য দায়ী হইবে, অর্থাৎ কাজীকে উক্ত সহস্র টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, কিংবা হস্ত কর্ত্তনের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। আর যদি জায়েদ স্বীয় কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী দিতে না পারে, তবে কাজীর কথাই বলবৎ ও গ্রহণীয় হইবে।—মাছায়েলুল হাকিয়া।

কেহ যদি কাহাকেও হত্যা করিয়া বলে যে, ইহাকে হত্যা করা আমার হক্ ছিল, কিংবা হত্যা করিতে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার জন্মিয়াছিল, যথা নিহত ব্যক্তি আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল,

সেই জন্য আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি, কিংবা সে ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছি, হত্যাকারীর এই কথা বিশ্বাস করা যাইবে না; কারণ ইহাতে হত্যাকার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব শত্রুকে হত্যা করিয়া ঐরূপ উক্তি করিবে।

কাজীর পর যে সমস্ত বিষয় ওয়াজেব, তাহার জন্য অর্থাদি গ্রহণ সিদ্ধ নহে। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিবাহ, মুফ্‌তীর উপর ফতওয়া বর্ণনা করা প্রভৃতি। তবে অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচের জন্য কাজী অর্থাদি গ্রহণ করিতে পারেন।

কাজীকে যে খরচ প্রদান করিতে হইবে, তাহা 'বায়তুল মাল' হইতেই দিতে হইবে।

কিন্তু কাজীকে যে অর্থ প্রদান করিতে হইবে, তাহা কাজাইয়ের পরিবর্ত্তে নহে, বরং কাজী স্বীয় আবশ্যকীয় যে সমস্ত কাজ কাম পরিত্যাগ করিয়া কাজাইয়ে নিযুক্ত থাকিবেন, তাহারই পরিবর্ত্তে ঐ অর্থ প্রদান করিতে হইবে। ইহার হেতু এই যে, কাজাই এক প্রকার বিশেষ এবাদত (উপাসনা বা আরাধনা); এবং এবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ সিদ্ধ নহে।

কাজী ইচ্ছা করিলে সাক্ষিগণের সাক্ষ্য পৃথক্ পৃথক্ লইতে পারিবেন;—যাহাতে এক সাক্ষীর কথা অন্য সাক্ষী শুনিতে না পারে। কিন্তু স্ত্রীলোক সাক্ষী হইলে তাহাদের সাক্ষ্য একত্রে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ উহারা এক পুরুষেরই 'কায়েমে মোকাম' স্বরূপ।—দোর্‌রে-মোখ্‌তার প্রভৃতি।

কাজাইয়ের বিবরণ সমাপ্ত।

শরেহ বেকায়া।

ষষ্ঠ খণ্ড।

—০ঃ)*(ঃ০—

প্রথম অধ্যায়।

কেতাবুশ্-শাহাদত অর্থাৎ সাক্ষ্য-প্রদানের বিবরণ।

একের উপর অন্যের হক্ সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করা বা বলাকে শাহাদত (شهادت) বা সাক্ষ্য দেওয়া বলে। আখবর (اخبار) অর্থাৎ খবর বা সংবাদ দেওয়া তিন প্রকার; প্রথমতঃ একজনের উপর অন্যের হক্ আছে, এরূপ সংবাদ দেওয়াকে সাক্ষ্য দেওয়া বলে; দ্বিতীয়তঃ অন্যের উপর নিজের হক্ থাকার সংবাদ দেওয়াকে দাবী (دعوا) করা বলে. এবং তৃতীয়তঃ নিজের উপর অন্যের হক্ থাকা সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়াকে একরার করা বলে।—মূলগ্রন্থ। যখন দাবীদার তলব করে, তখন সাক্ষ্য প্রদান করা ফরজ; যেমন আল্লাহ্-তালা বলিয়াছেন :—

ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا

অর্থাৎ—"যখন আহ্বান করা হইবে সাক্ষ্য সম্বন্ধে, প্রত্যাখ্যান করিবে না।" এ সম্বন্ধে আরও বর্ণিত আছে, যথা—"সাক্ষ্যকে লুকায়িত করিবে না। যে ইহাকে লুকাইবে, তাহার হৃদয় পাপের অভিমুখ হইয়া থাকিবে।"—ইত্যাদি।

বাহারোরায়েক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজেব হইবার জন্য সাতটী শর্ত্ত্ আছে। উহার ১। যে কাজীরনিকট সাক্ষ্য দিতে হইবে, তাঁহার সুবিচারক হওয়া, ২। সাক্ষ্যপ্রদানের স্থান এরূপ নিকটবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক, যেখান হইতে সাক্ষ্য দিয়া ঐ দিনের মধ্যেই গৃহে উপস্থিত হইতে পারে, ৩। সাক্ষ্য স্বীকৃতির অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ সাক্ষী স্বীয় জ্ঞান-বিশ্বাস মতে বুঝিবে যে, কাজী আমার সাক্ষ্য স্বীকার করিবেন, ৪। সাক্ষীর জন্য দাবীদারের প্রার্থী হওয়া, ৫। সাক্ষ্য সম্বন্ধে উক্ত সাক্ষীর উপরই বিশেষরূপ নির্ভরশীল হওয়া, ইহার অর্থ এই যে, কোন বিষয় সম্বন্ধে যদি আরও সাক্ষী বিদ্যমান থাকে এবং তাহাদের সাক্ষ্য কাজী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য সে গোণাহ্গার হইবে না; কিন্তু যদি অন্য সাক্ষী না থাকে, তবে মানিত সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজেব হইবে এবং না দিলে তজ্জন্য গোনাহ্গার হইবে, ৬। সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে দুই জন আদেল কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত না হওয়া; ইহার স্পষ্ট মর্ম্ম এই; দুইজন বিশ্বাসী (عادل) লোকে যদি বলে যে, দাবীদার স্বীয় দাবী বুঝিয়া লইয়াছে, কিংবা স্বামী তিনবার তালাক প্রদান করিয়াছে, অথবা হত ব্যক্তির ওলি হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দাবী কিংবা বিবাহ, কিংবা হত্যা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু যদি সংবাদ প্রদানকারী বিশ্বাসী না হয়, তাহা হইলে সাক্ষীর পরে সাক্ষ্য দেওয়া ও সংবাদদাতার কথা কাজীর নিকট বর্ণনা করা এবং সাক্ষ্য না দেওয়া সম্বন্ধে সংবাদদাতারই অধিকার।

সে ইচ্ছা হয় দিবে, না হয় না দিবে। কিন্তু সংবাদদাতাদ্বয়ের এক-জন যদি মাত্র বিশ্বাসী হয়, তবে সাক্ষী সাক্ষ্য তরক করার অধিকার পাইবে না এবং ৭। একরারকারী ভয়েতে স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষী যেন একথা অবগত না থাকে; কিন্তু সাক্ষী যদি জানে যে, একরার-কারী ভয়েতে স্বীকার করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত একরারে সাক্ষ্য দিবে না।—তাহ্তাভী প্রভৃতি। হদ সম্বন্ধীয় সাক্ষ্য গোপন করা উত্তম,—যেমন ব্যভিচার প্রভৃতির সাক্ষ্য। এ সম্বন্ধে সহি বোখারী ও মোস্লেম হইতে আবু-হোরেরা (রাজিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "যাহারা পৃথিবীতে মোসলমানের পর্দ্দাপুসী (দোষ গোপন) করিবে, আল্লাহ্তালা পর-কালে তাহাদের পর্দ্দাপুসী (দোষ গোপন) করিবেন।" কিন্তু চুরি সম্বন্ধীয় সাক্ষ্য প্রদান কালে "অমুক অমুকের মাল গ্রহণ করিয়াছে" বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজেব; ইহাতে তাহার হক্ মারা যাইবে না, এবং স্পষ্ট "চুরি করিয়াছে" না বলার জন্য হদও ওয়াজেব হইবে না।

ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য চারি জন পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক, ইহাতে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য জায়েজ ও গ্রাহ্য হইবে না। অন্যান্য গুরুতর মোকদ্দমাতে মাত্র দুইজন পুরুষ সাক্ষীর আবশ্যক; কিন্তু ব্যভিচার সম্বন্ধে চারিজন পুরুষ সাক্ষী আবশ্যকতার এক মাত্র হেতু এই যে, ঐ বিষয় গোপন করাই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্তালার ইচ্ছা (منظور) যে হেতু আল্লাহ্তালা মোমেনদিগের মধ্যে অশ্লীলতার (فحش) প্রচারকারীর সহিত বন্ধুত্ব রাখেন না। ব্যভিচারের সাক্ষ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্তালা পবিত্র কোর-আন শরিফে বলিয়াছেনঃ—

"তোমাদের মধ্যে যে রমণী ব্যভিচার করে, তাহার জন্য তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী বাহির কর।"—কোর-আন।

কেসাস ও অন্যান্য শাস্তির জন্য দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যেমন আল্লাহ্তালা বলিয়াছেনঃ—"তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী নির্দ্ধারণ কর।"—কোর-আন।

স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য হদ, কেসাস, জেনা প্রভৃতিতে গ্রাহ্য হইবে না। ইহার দলিল হেদায়ায় বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—হজরত রছু-লোল্লাহ (সালঃ) ও তাহার পরবর্ত্তী দুইজন মহামান্য খলিফার সময়ে হদ ও কেসাস সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইত না;—জালাই (রহঃ)এর বর্ণনা। এব্নে আবি-শায়েবা (রহঃ) মোছান্নেফেও ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে স্পষ্ট 'কেছাছ' শব্দ নাই। আমরা বলি উহাতে 'ওয়াকায়া' শব্দ বিদ্যমান আছে এবং উহার অর্থ কেছাছ হইতে পারে।

কিন্তু স্ত্রীলোকের কুমারীত্ব, প্রসব ও যে সমস্ত বিষয়ে পুরুষের পক্ষে তাহ্কিক করা সম্ভবপর নহে, সেই সমস্ত বিষয়ে একজন রমণীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কিন্তু নামাজের জন্য শিশুর ক্রন্দন এবং আরেসের (عرس) ছবুতের প্রমাণের জন্য দুইজন স্ত্রীলোক আবশ্যক। অবশ্য ইহা এমাম সাহেবায়েন ও এমাম আহ্মদ (রহঃ) মহোদয়ের বিধান। ফতহোল-কদিরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। হেদায়া গ্রন্থে ইহার দলিল এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা :—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "যে সমস্ত বিষয়ে পুরুষেরা দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, ঐ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে।—ফৎহোল-কদিরে এই সম্বন্ধে এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) হইতে যে হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মানুসারে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য; অবশ্য একাধিকের সাক্ষ্য উত্তম। ফলতঃ স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষ্যই গ্রহণীয়; ঐ সমস্ত ব্যাপারে যদি কোন পুরুষ সাক্ষ্য-প্রদান করে, তাহা গ্রহণ না করাই উত্তম। কিন্তু স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যে কেছাছ ওয়াজেব হইবে না, একথা স্মরণ রাখা আবশ্যব।—দোরের্-মোখ্তার।

কিন্তু স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ব্যাপার পুরুষে দর্শন করিতে পারে, ঐ সমস্ত ব্যাপারে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য জায়েজ হইবে না। কারণ সেই সমস্ত স্থলে ঐরূপ করার কোনই আবশ্যকতা নাই। এতভিন্ন অন্যান্য মোকদ্দমায় (অন্ততঃ) দুইজন পুরুষ কিংবা

একজন পুরুষ ও দুই জন রমণীর সাক্ষ্য আবশ্যক হইবে। যেমন আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন,—"তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষকে সাক্ষ্য কর; যদি না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন রমণীকে; ঐ সাক্ষীগণের মধ্যে যেমন তোমরা সম্মত হও (ইচ্ছা কর)";—কোর-আন এস্থলে মোকদ্দমা 'মালীই' (ধন-সম্পর্কীয়) হউক, কিম্বা 'গায়ের-মালী' (ধনের সংশ্রবশূন্য), তাহাতে কিছুই আসে যায় না। মালী মোকদ্দমা,—যেমন ক্রয়, বিক্রয়, কর্জ্জ, এজারা প্রভৃতি-বিষয়ক এবং গায়ের মালী মোকদ্দমা যেমন বিবাহ, তালাক, রেজায়াত ওকালত ও ওছিয়ত প্রভৃতি। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে গায়ের-মালী মোকদ্দমায় স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

কিন্তু মোকদ্দমা যত রূপ এবং যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্বস্থলেই সাক্ষীর আদেল হওয়া শর্ত্ত। আদেলের অর্থ সচ্চরিত্র ও বিশ্বাসী এবং যাহার উপর কোনরূপ দোষারোপ করা হয় নাই। আদেলের বিপরীত শব্দ ফাছেক; ফাছেক অর্থ—দুষ্কার্য্যকারী। ফাছেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা কাজীর পক্ষে ওয়াজেব নহে। কিন্তু কাজী যদি ফাছেকের সাক্ষ্য স্বীকার ও গ্রাহ্য করিয়া আদেশ প্রদান করেন, তাহা সিদ্ধ হইবে; কিন্তু কাজী তজ্জন্য গোনাহ-গার হইবেন!—ফৎহোল-কদির। মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না; কারণ মিথ্যাবাদীর কথা বিশ্বাস করা অসিদ্ধ।

ফাছেক যদি সম্মানী ও প্রধান ব্যক্তি হয়, তবে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ও স্বীকার করা যাইবে; ইহা এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) মহোদয়ের কওল;—বহর। কিন্তু কামালুদ্দিন এবনল-হোমাম (রহঃ) ফৎহোল-কদিরে এই কওল জয়ীফ ও বাতেল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার যুক্তি এই,—যেমন আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন,—"তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন আদেল ব্যক্তিকে সাক্ষী কর।"—কোর-আন। উক্ত আয়াত অনুসারে কেবল আদেলকেই সাক্ষী নির্ব্বাচন করা বুঝায়। কিন্তু উর্দ্দু অনুবাদক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালে ফাছেকের সাক্ষ্য গৃহীত ও স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক; কারণ জগতে অতি কম

লোকই (মুসলমান) আছেন, যাঁহারা ফাছেকি হইতে মুক্ত। সুতরাং ফাছেকদিগকে মামেলা-মোকদ্দমার সংশ্রব হইতে বাদ দিলে মামেলা মোকদ্দমা হওয়াই দুষ্কর হইবে। এই জন্য পূর্ববর্ত্তী ওলামাগণও ফাছেকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হওয়া সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন তাতার-খানিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ফাছেকের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে। কারণ ফাছেকী 'তারি' বিষয় এবং প্রকৃত পক্ষে উহারা 'সাইদ'। হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—کل مومن ذو سعادت অর্থাৎ প্রত্যেক মোমিনই 'সাহেব সাদত' এবং ইহার উপরেই নির্ভর।

অবশ্য বিশ্বাসভাজন ও সম্মানী ফাছেক ব্যক্তির সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হইবে; অবিশ্বাসী, হীনচরিত্র, সম্মানহীন, মিথ্যাচারী ও দুষ্কার্য্যকারী ফাছেকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। তফসীর-মোজহারীতে কাজী সানাউল্লা (রহঃ) সাহেব লিখিয়াছেন যে,—বর্ত্তমানকালে ফাছেক ব্যক্তি যদি সম্মানী ও বিশ্বাসভাজন হয়, এবং সে সাক্ষ্য দিতে মিথ্যা বলিবে না বলিয়া কাজীর প্রতীতি জন্মে, তবে তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য ও স্বীকৃত হইবে। জামেউল ফাতাবীতে লিখিত আছে,—"ফাছেক ব্যক্তির সাক্ষ্য যদি কাজীর বিশ্বাসমতে সত্য বলিয়া ধারণা হয়, তবে তাহা স্বীকৃত হইবে; কিন্তু সত্য বলিয়া বিশ্বাস না হইলে স্বীকৃত হইবে না" এবং শামী লিখিয়াছেন,—"কাজীর ধারণা অনুযায়ী সত্য বলিয়া অনুমিত হইলে ফাছেকের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।" শেখ এব্‌নে-হোমাম (রহঃ) ইহার মীমাংসা এইরূপ করিয়াছেন যথা,—"মানুষের মধ্যে দুইজন আদেলকে সাক্ষী নির্দ্ধারণ করাই শরিয়তের আদেশ, কিন্তু ফাছেকের সাক্ষ্য যে গৃহীত হইবে না, এরূপ কোন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নাই। এমতাবস্থায় আমাদের মজহাবের সিদ্ধান্ত অনুসারে আবশ্যকানুযায়ী ফাছেকের সাক্ষ্য স্বীকার করায় কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা যাইতেছে না সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান কালে 'সাক্ষ্য' শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে হইবে; অর্থাৎ সে যে 'সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে' তাহা ছাফ কথায় বলিতে হইবে; কারণ কোর-আন ও হাদিসে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তাহাকে সাক্ষ্য 'শব্দ' স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে।—

উর্দ্দু তর্জ্জমা দ্রষ্টব্য। কিন্তু সাক্ষী যদি সাক্ষ্য শব্দ না বলিয়া 'আলম' অর্থাৎ জানি, অবগত আছি, বিশ্বাস করি, প্রভৃতি শব্দ বলে, তবে ত তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না।

'আদেল' শব্দের অর্থ ও বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে শরিয়তে একটু মতভেদ আছে; এমাম আজম (রহঃ) সাহেবের মতে সাক্ষীকে প্রকাশ্য আদালতে এ সম্বন্ধে কোন জেরা করা অনাবশ্যক। কারণ হজরত রসুলর (সাঃ)এর কওল হইতে বর্ণিত আছে যে, "মুসলমান পরস্পর পরস্পরের উপর আদেল বলিয়াই গণ্য হইবে"—অবশ্য মিথ্যাচরণ জন্য শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে। বিশেষতঃ হজরত ওমর (রাঃ) হজরত আবু-মুসর (রাজিঃ)এর নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন, ঐ পত্রে লিখিত ছিল যে, "যাহারা দৃঢ় প্রমাণে হদ ও তাজিরের শাস্তি ভোগ করিয়াছে, * * * এইরূপ ব্যক্তিগণ ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর পরস্পরের নিকট আদেল।"—দার কুৎনীতে এই বর্ণনা এক তরিকা অনুযায়ী জয়াফ্ এবং অন্য তরিকা অনুযায়ী হাসান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং বায়হাকী উক্ত হাদিসকে এতদুভয় ভিন্ন অন্য এক তরিকায় বর্ণনা করিয়াছেন।—দারকুৎনী।

মতান্তরে হদ ও কেছাছের জেরা ব্যতীত উহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধেও আদালতের অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাহেবায়েনের মতে প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে হইবে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং এমাম আহ্-মদ হাম্বল (রহঃ) সাহেবের মতও এইরূপ এবং বর্ত্তমান কালে ইহার উপরেই ফতোয়া প্রদত্ত হইবে।

ফকিহ্‌গণ লিখিয়াছেন যে, উপরোক্ত মতভেদ দলিলের মত-ভেদ নহে; উহা মাত্র কালের মতভেদ। কারণ, এমাম সাহেব (রহঃ) এর সময় বিশ্বস্ততা ও সদাচার, বিবাদ-বিসম্বাদ ও অবিশ্বস্তার উপর বলবৎ ছিল; পক্ষান্তরে সাহেবায়েনের সময় ইহার বিপরীত অর্থাৎ অবিশ্বাস ও অনাচারই প্রবল হইয়াছিল। ইহার হেতু এই যে, এমাম সাহেব (রহঃ) তাবেয়ীনের অর্থাৎ হজরত রসুলোল্লার

(সাঃ) শিষ্যগণের শিষ্যের সময়ের লোক ছিলেন; যে সময় সম্বন্ধে হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—

"আমার সময় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; তৎপর আমার নিকটবর্ত্তী লোকের সময়; তৎপর তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী লোকের সময়; তৎপর তাহাদের নিকটবর্ত্তী লোকের সময়; অনন্তর এমন লোকের সময় আসিবে, যাহাদের সাক্ষ্য হইতে শপথ অগ্রগামী এবং শপথ হইতে সাক্ষ্য অগ্রগামী হইবে।" হাদিস।

এমাম আজম (রহঃ) সাহেব তাবেয়ীন ছিলেন; তিনি চারিজন সাহাবাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। খতিব বোগদাদী স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সাহাবাদের নিকট হইতেও হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য হানিফী ওমালাগণ এমাম সাহেব (রহঃ)এর কওলকেই বলবৎ মনে করেন, এবং বহুসংখ্যক সাহাবার রীতি, নীতি ও মতামত হইতে এমাম সাহেব (রহঃ)এর মত ও বর্ণনা প্রমাণিত করেন। পক্ষান্তরে আহ্‌লে হাদিসগণ পরবর্ত্তী হাদিস সংগ্রাহকগণের অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত বর্ণনা সমূহকেই আপনাদের একমাত্র অবলম্বন করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় হানিফী সম্প্রদায় যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আহ্‌লে হাদিসগণ অপেক্ষা নিঃসন্দেহ ও দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এমাম সাহেব (রহঃ)এর গৌরব ও তাবেয়ী হইবার সম্বন্ধে বিস্তৃত ছহি উর্দ্দু অনুবাদের ৪৪০ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

সাক্ষীকে গোপনে দরিয়াফ্‌ৎ অর্থাৎ সাক্ষীর সম্বন্ধে গোপন অনুসন্ধানই যুক্তি-সঙ্গত; কারণ প্রকাশ্য অনুসন্ধান দ্বারা অনুসন্ধানকারী যদি প্রকাশ্য ভাবে সাক্ষীর দোষ, ক্রুটী বর্ণনা করে, তবে সাক্ষী ও অনুসন্ধানকারীর মধ্যে মনোমালিন্যের স্বষ্টি হইতে পারে। যাহা হউক, অনুসন্ধানকারী সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া কেবল মাত্র সে "আদেল" বা "বিশ্বাসী" কথাটী বলিলেই তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং মতান্তরে ইহাই উত্তম।

সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারীর এবং সাক্ষীর জবান-

বন্দীলেখক ও কাজীর আদেশজ্ঞাপকের আদেল হওয়া আবশ্যক; ইহারা কেহ ফাছেক হইলে চলিবে না।

ক্রয়-বিক্রয়, ধার-কর্জ্জ, একরার, হত্যা, অত্যাচার প্রভৃতির বিষয় স্পষ্ট দর্শন করিলেই সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক হইবে। সমস্ত বিষয়ে পক্ষদ্বয়ের একরার নিঃসন্দেহে শুনিলেও সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই 'সাক্ষ্য' দিতেছি বলিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে।—বিস্তৃত বিবরণ উর্দ্দু টীকায় দ্রষ্টব্য।

সাক্ষীর পক্ষে কাহারও সাক্ষী শুনিয়া সাক্ষ্য দেওয়া উচিত নহে,—যে পর্য্যন্ত তাহাকে সাক্ষ্য না করা যায়।

সাক্ষ্যের বিষয় স্মরণ নাই, এমতাবস্থায় স্বীয় লিখিত কাগজাদি দেখিয়া সাক্ষ্য দেওয়া এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে সিদ্ধ নহে। কারণ এমাম আজম (রহঃ) সাহেবের মতে স্মরণ থাকাই সাক্ষ্যের শর্ত্ত; সুতরাং সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য-সম্বন্ধীয় বিষয়ের আকার, প্রকার প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ এবং ঘটনার দিন, তারিখ, ও সময় প্রভৃতি স্মরণ থাকা একান্ত আবশ্যক; যদি ইহার মধ্যে কোন বিষয় তাহার স্মরণ না থাকে, অথচ সে লেখা দেখিয়া স্বীয় হস্তাক্ষর বা মোহর বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সেই বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া তাহার পক্ষে উচিত নহে। অবশ্য কেহ ঐরূপ সাক্ষ্য দিলে তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে।—উর্দ্দু টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু সাহেবায়েন-এর মতে সাক্ষী যদি লেখা দেখিয়া স্বীয় লেখা বলিয়া (নিঃসন্দেহে) বুঝিতে পারে, তবে সাক্ষ্য দেওয়া সিদ্ধ হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, ঐরূপ সাক্ষ্য সকলের মতেই অসিদ্ধ; উহাতে কোন মতভেদ নাই। প্রকৃত কথা এই যে, কাজী স্বীয় দফ্তরে যদি কোন বিষয় লিখিত প্রাপ্ত হন, এবং ঐ সম্বন্ধীয় ঘটনা তাঁহার স্মরণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি ঐ লেখার উপর নির্ভর করিয়াই উক্ত বিষয় নিষ্পত্তি ও আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন,—ইহাই সাহেবায়েনের মত। ইহার যুক্তি এই যে, কাজীর অধিকৃত দফ্তরে কোন বিষয় পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে কাজী স্বীয়

দফ্তরে লিখিত প্রাপ্ত হইলেও যে পর্য্যন্ত লিখিত বিষয়ের ঘটনা তাহার স্মরণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তিনি কোন মীমাংসা বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন না,—অবশ্য 'তমস্সুক' (কর্জ্জখত) ব্যতিরেকে। ইহার অর্থ এই যে, তমস্সুকে কেহ লিখিয়া সাক্ষী হইবার পর উক্ত ঘটনা যদি মনে নাও থাকে, তথাপি স্বীয় লেখা বলিয়া চিনিলেই উক্ত তমস্সুক হস্তান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহার সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত হইবে; এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে একিন হইলে প্রত্যেক অবস্থায়ই সাক্ষ্য দেওয়া সিদ্ধ হইবে।—বাহারোর্রায়েক।

যে বিষয় দর্শনযোগ্য, তাহা চক্ষে না দেখিলে এবং যে বিষয় শ্রবণ-যোগ্য তাহা কর্ণে না শুনিলে, তাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু 'নছব' মৃত্যু, বিবাহ ও দখুল এই শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে। 'নছব' সম্পর্কে যেমন স্বামী-স্ত্রীর সহবাস; অর্থাৎ সন্তান সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে হইলে তাহার পিতা-মাতার সহবাস দর্শন করা শর্ত্ত হইতে পারে না; কারণ ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। কাজী নিযুক্তিও এই শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ কেহ যদি শুনিতে পায় যে, অমুক ব্যক্তি অমুক শহরের কাজী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে সে বাদশাহ্ কর্ত্তৃক কাজীর নিযুক্ত হওয়া যদি নাও দেখিয়া থাকে, তথাপি কাজীর নিযুক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত হইবে।

এইরূপ ওয়াক্ফের মূল বিষয় এবং মোহরও উপরোক্ত শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই সমস্ত বিষয় অধিকাংশ স্থলে শ্রবণের উপরেই নির্ভর করে।

শ্রবণের শর্ত্ত এই যে, দুইজন আদেল পুরুষ কিংবা একজন আদেল পুরুষ ও দুইজন আদেলা রমণীর নিকট শ্রবণ করা। কিন্তু হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মৃত্যুর বিষয় একজন আদেল পুরুষ কিংবা একজন আদেলা রমণীর নিকট শ্রবণ করিলেই হইবে। কিন্তু সাক্ষী সাক্ষ্যদান কালে এই সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলে তাহার সাক্ষ্য বাতেল হইয়া যাইবে। ইহার স্বরূপ এই যে, সাক্ষী যেমন বলিল, "আমি লোকের নিকট শুনিয়াছি"। কিন্তু সাক্ষী যদি বলে যে, ইহা

আমার নিকট "মশ্হুর" আছে; অর্থাৎ আমি অবগত আছি; তাহা হইলে সকল অবস্থাতে উক্ত সাক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। এই অবস্থায় সাক্ষীকে সংক্ষিপ্ত ভাবে আভাসে সাক্ষ্য দেওয়াই উত্তম; কিন্তু যদি কাজী বা উকিল কর্ত্তৃক জেরা হইতে থাকে যে, তুমি কিরূপে সাক্ষী দিতেছ, তাহা হইলে 'মশহুর', 'বাক্ত' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা উত্তর দিতে হইবে; "শুনিয়া বলিতেছি" একথা কদাচ বলিবে না, কারণ তাহা হইলে সাক্ষী বাতেল হইয়া যাইবে।---উর্দ্দু টীকা। কিন্তু বর্ত্তমান কালের প্রচলিত জেরায় এই সাক্ষী টিকিবার আশা কম; বরং অধিকাংশ স্থলেই না টেকা সম্ভব।—অনুবাদক।

কেহ যদি দেখে যে, জায়েদ বিচারালয়ে বসিয়া আছেন এবং বাদী-বিবাদী প্রভৃতি তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিতেছে, তাহা হইলে জায়েদের কাজী হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া ঐ ব্যক্তির পক্ষে দোরস্ত হইবে।

কেহ যদি এক ঘরের মধ্যে একটী পুরুষ ও একটী রমণীকে এরূপ অবস্থায় দেখে, অর্থাৎ তাহারা অঙ্গাদি এরূপ ভাবে অনাবৃত রাখে যে, যে অবস্থায় দেখিলে তাহাদিগকে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয়, তাহা হইলে উক্ত পুরুষ ও রমণীর পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া দর্শনকারী ব্যক্তির পক্ষে দোরস্ত হইবে।

দাস-দাসী ব্যতিরেকে কোন বস্তুকে কোন ব্যক্তির নিকট কেহ যদি এরূপ অবস্থায় দেখিতে পায়, যাহাতে উক্ত বস্তু যেন ঐ ব্যক্তিরই সম্পত্তি, দর্শনকারীর এরূপ স্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহা হইলে ঐ বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও উহা যে তাহারই সম্পত্তি, এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া দর্শনকারীর পক্ষে সিদ্ধ হইবে। কিন্তু কোন মূল্যবান্ জিনিষ যদি এরূপ দরিদ্র ব্যক্তির নিকট দর্শন করে, যাহা ঐ ব্যক্তির হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া দর্শনকারীর পক্ষে কদাচ সিদ্ধ হইবে না।—তাহ্তাভী। উপরে দাস সম্বন্ধে যে শর্ত্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা কেবল বুদ্ধিমান্ বা প্রাপ্ত-বয়স্ক দাস-দাসী সম্বন্ধে; অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু বা স্বীয় মনের কথা বলিতে অসমর্থ,

এরূপ দাস-দাসী সম্বন্ধে আধিপত্য দেখিয়া সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত হইবে।

কেহ যদি কাহার দফনে বা জানাজার নামাজে উপস্থিত থাকে, অথচ মৃত্যু হওয়া দর্শন না করে, তথাপি মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে।—মছায়েলে-হাকিয়া।

পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া কাহারও কথা শুনিয়া সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত নহে। কিন্তু যদি নিশ্চয় জানিতে পারে যে, অমুক ব্যতীত আর কেহ নাই, তাহা হইলে অন্তরাল হইতে তাহার কথা শুনিয়া সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত হইবে। কিন্তু কাজীর নিকট ইহা প্রচার করিলে সাক্ষ্য বাতেল হইয়া যাইবে।

কোন রমণীর মুখাকৃতি দর্শনান্তর দুই জন সাক্ষীর দ্বারা তাহার পরিচয় অবগত হইয়া উক্ত রমণীর একরার (স্বীকৃতি) সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া সিদ্ধ হইবে; কিন্তু চেহারা দর্শন ব্যতিরেকে কেবল সাক্ষীর দ্বারা পরিচয় গ্রহণান্তে তাহার একরার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত হইবে না। ইহার স্বরূপ উর্দ্দু অনুবাদের টীকায় বিবৃত আছে।

কোন মহাজন যদি এক লিখিত খত কাজীর নিকট পেশ করিয়া বলে যে, এই খত অমুকের লিখিত; সে আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া এই খত লিখিয়া দিয়াছে, এবং ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ খাতক অস্বীকার করিয়া বলে যে, ইহা আমার লেখা নহে।—এমতাবস্থায় কাজী তাহার দ্বারা লেখাইবে; যদি উভয় লেখা মিলিয়া যায় এবং এক জনের লেখা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে কাজী হেদায়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাজনকে খাতকের উপর ডিক্রি দিবে। অবশ্য দোর্রে-মোখ্তার ও কাজীখান প্রভৃতি কেতাবে ইহার বিরুদ্ধ মত লিখিত হইয়াছে, এবং বহুসংখ্যক ওলামার দ্বারা ঐ মত সমর্থিত হইয়াছে। কেবল লেখার সামঞ্জস্য ব্যতীত যদি টাকার আদান-প্রদান সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হয়, তবে এ বিষয় যথাবিধি সাক্ষ্য গ্রহণ দ্বারা মীমাংসা করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০:)*(:০—

যাহাদের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে এবং যাহাদের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না, তাহাদের বিবরণ।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ যাহাদের সাক্ষ্য স্বীকৃত (مقبول) হইবে এবং যাহাদের স্বীকৃত (مقبول) হইবে না, তাহাদেরই বিবরণ লিখিত হইবে; কাহার সাক্ষ্য সিদ্ধ (صحيح) এবং কাহার সিদ্ধ নহে, তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হইবে না।

ফাছেকের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না; কিন্তু কাজী যদি তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিয়া আদেশ প্রদান করেন, তাহা সিদ্ধ হইবে। অবশ্য দাস, বালক, স্ত্রী, সন্তান ও জনক জননী প্রভৃতির সাক্ষ্য অনুসারে আদেশ করিলে তাহা স্বীকার্য্য হইবে না; গ্রন্থান্তরে এ সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।—শামী দ্রষ্টব্য।

খাতাবিয়া (خطابيه) ব্যতিরেকে আহ্‌লে হাওয়া (اهل هوا)গণের সাক্ষ্যও স্বীকার করা যাইবে। জানা আবশ্যক যে, আহ্‌লে-হাওয়াগণ আহলে-কেবলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি আহ্‌লে-সুন্নত-অল্‌-জামাতের ধর্ম্মবিশ্বাস আদির বিপরীত। মূলে উহারা ছয় ফেরকায় বিভক্ত, যথা—১। জবরিয়া, ২। কাদ্‌রিয়া, ৩। রাওয়া-ফেজ (শিয়া), ৪। খাওয়ারেজ (খারেজী), ৫। মোশবাহা ও ৬। মা'তলা। ইহাদের প্রত্যেক ফের্‌কা (সম্প্রদায়) আবার বার সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অতএব আহ্‌লে-হাওয়াগণ মোট বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত। এ সম্বন্ধে হাদিস এই, যথা—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"আমার উম্মতগণ (অনুগামীবৃন্দ) দলে দলে বিভক্ত হইয়া তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইবে এবং উহাদের মধ্যে এক ফেরকা ব্যতিরেকে বাকী বাহাত্তর ফেরকার সকলেই নরকগামী

হইবে।" তখন সাহাবাগণ (সহচরবৃন্দ) জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে রসুলোল্লাহ্! (সাঃ) উহারা কোন্ সম্প্রদায়?" (যাহারা নরকগামী হইবে না।) হজরত বলিলেন,—"যে সম্প্রদায়ের উপর আমি এবং আমার সহচরগণ আছি।" তেরমিজি (রহঃ) এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। আহ্মদ ও আবু-দাউদের (রহঃ) বর্ণনায় এইরূপ আছে যথা—"বাহাত্তর ফেরকা নরকগামী হইবে এবং এক ফেরকা জান্নাতে গমন করিবে;—উহারা সুন্নত জামাত।"

উপরে যে ছয় সম্প্রদায়ের কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম জব্রিয়া—উহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষের কোনই ক্ষমতা বা অধিকার নাই; উহারা বৃক্ষ ও পাথরের তুল্য। দ্বিতীয় কাদ্রিয়া—উহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ নিজের কৃতকার্য্যতার উপর নিজেই অধিকারী; কোন কার্য্য করা না করা সম্বন্ধে তাহাদেরই সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও অধিকার; নিয়তি ও ভাগ্য কিছুই নহে। তৃতীয় রাফেজী—ইহারা আক্সের সাহাবা, আহ্লে-বায়েত ও শেখাইয়েনের মধ্যে পার্থক্য স্থাপনকারী এবং হজরত আলি (রাজিঃ) ও হাসনায়েন—এমাম (রাজিঃ) ভ্রাতৃদ্বয়ের সীমাতিরিক্ত-গুণগরিমা ব্যক্তকারী। চতুর্থ খারেজী।—ইহারা হজরত আলি (রাজিঃ) ও হজরত ওসমান (রাজিঃ) মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করে, আহ্লে-বায়েতকে শত্রু মনে করে এবং হজরত জোবায়ের, তাল্হা ও মাবিয়া (রাজিঃ)এর মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করে। পঞ্চম মোশাব্বাহা।—ইহারা আল্লাহ্তালার সহিত সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও উপমা ব্যক্ত করে এবং স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সাদৃশ্য প্রমাণ করে। কেহ কেহ মোশাব্বহার স্থলে মর্জিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। মর্জিয়া উহাদিগকে বলে,—যাহারা বলে যে, ইমানের সহিত নিশ্চয় কোন কোন পাপ করা হয় না এবং ষষ্ঠ মা-য়াতলা; উহাদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্তালা চিন্ময় চৈতন্যস্বরূপ নহেন এবং তথাকথিত গুণ-গরিমার সহিতও তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ কেহ আহ্লে-হাওয়ার অর্থ—তাহাদের এতেকাদ কোফর পর্য্যন্ত পৌঁছানের বিষয় ব্যক্ত করেন। তাঁহারা ইহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্বন্ধেও একমত হইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে

এমাম শাফিয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে ও ফাছেক ব্যতিরেকে কোন আহ্‌লে-হাওয়ার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। আমরা বলি, তাহারা যখন স্ব স্ব বিশ্বাস মতে ঐ সমস্ত আকিদা পোষণ করে, তখন তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে দোষ কি? কারণ সাক্ষ্য গ্রহণ না করার প্রকৃত আপত্তি মিথ্যাচার ও অসত্যবাদিতা। অথচ তাহা উল্লিখিত সমস্ত সম্প্রদায়ের মতেই হারাম।

কিন্তু শিয়াগণের মধ্যে যাহারা ঘোর মোশরেক, অর্থাৎ যাহারা হজরত আলি (রাঃ)কে খোদা এবং হজরত জাফর (রাঃ)কে ছোট খোদা (নাউজবিল্লাহ্ মেন্‌হা) বলিয়া জানে, তাহাদের সাক্ষ্য কোন মতেই স্বীকৃত হইবে না। ঐরূপ বিশ্বাসকারীদের নেতাকে সাময়িক মুসলমানগণ শূলিতে চড়াইয়া বধ করিয়াছিলেন।

জিম্মীর উপর জিম্মীর ও মোস্তামেনের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে; যদিও সম্প্রদায়দ্বয় পরস্পর বিরোধী। মোস্তামেনগণ যদি এক প্রদেশ-বাসী হয়, তবে তাহাদের একের উপর অন্যের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে।

জিম্মীর উপর জিম্মীর সাক্ষ্য স্বীকৃত হওয়া আমাদের মতে সিদ্ধ বটে, কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও এমাম মালেক (রহঃ)এর মতে উহাদের সাক্ষ্য স্বীকৃত (مقبول) হইবে না। কারণ উহারা ফাছেক। আল্লাহ্ তালা বলিয়াছেন,—"الا ان هم الفاسقون"; অবশ্য আমাদের মতে এই জন্য মোসলমানের উপর জিম্মীর সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না।

মোরতেদ (ইস্‌লামধর্ম্মত্যাগী)গণের সাক্ষ্য মোসলমান কিম্বা মোরতেদ কাহার উপরেই স্বীকৃত হইবে না।

জিম্মী ও মোস্তামেনগণের সাক্ষ্য পরস্পরের উপর স্বীকৃত হওয়ার হেতু এই যে, মিথ্যা বলা তাহাদের নিকটেও হারাম।

যাহাদের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ক শত্রুতা আছে, তাহাদের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে; কিন্তু পার্থিব-বিষয়ক শত্রুতা থাকিলে তাহাদের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না। ইহার মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্ম-বিষয়ক শত্রুতার স্থলে মিথ্যা-চরণের কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য এই ধর্ম্ম-বিষয়ক শত্রুতার স্থলে মুসলমানদের মধ্যেই পরস্পর শত্রুতা বুঝিতে হইবে।

যে মুসলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপে লিপ্ত হইলেও বৃহৎ পাপে লিপ্ত নহে, এবং যাহার পাপকার্য্য হইতে পুণ্য কার্য্যের পরিমাণ অধিক, তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বৃহৎ পাপ সম্বন্ধে ওলামাগণের মতভেদ রহিয়াছে। অনেকের মতে বৃহৎ পাপ সাতটী; উহার ১। আল্লাহ্‌তালার সহিত শেরেক অর্থাৎ অংশী নির্দ্ধারণ করা; ইহার স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ্‌তালার প্রতি প্রযুজ্য গুণ-গরিমা অপরের প্রতি প্রয়োগ করা, কিংবা অন্য কাহাকে আল্লাহ্‌তালার ন্যায় ক্ষমতাশালী জানা, কিম্বা একাধিক আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্ব স্বীকার ও বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ্‌তালার পিতা, পুত্র, স্ত্রী—পরিবার প্রভৃতি কল্পনা করা ইত্যাদি; ২। ধর্ম্মযুদ্ধে কাফেরদিগের সম্মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া বা পলায়ন করা; ৩। অনর্থক পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচরণ করা; ৪। অকারণে হত্যা করা; ৫। মুসলমানদিগকে বিপদাপন্ন করা; ৬। ব্যভিচার করা এবং ৭। মদ্য পান করা। কিন্তু কাহার কাহারও মতে পিতৃ-মাতৃহীন (এতিম) বালকের ধন-সম্পত্তি অকারণে গ্রহণ করা এবং সুদ খাওয়াও বৃহৎ পাপের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য হাদিস শরীফেও উক্ত হইয়াছে, যে,—"অবশ্য বিরত হও তোমরা সাতটী মহা পাপ হইতে, (কারণ উহা) বিনষ্টকারী। উহা এই,—১। আল্লাহ্‌তালার অংশী নির্দ্ধারণ করা, ২। ছেহর (জাদু—سحر) করা, ৩। আল্লাহ্‌তালা যে সমস্ত জীব হারাম করিয়াছেন, তাহা অকারণে বধ করা, ৪। সুদ গ্রহণ করা, ৫। পিতৃ-মাতৃহীনের ধন নাহক গ্রহণ করা, ৬। ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিরত হওয়া এবং ৭। মুসলমান সতী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ প্রদান করা।" হজরত আবু-হোরেরা (রাজিঃ) হইতে মহাত্মা বোখারী (রহঃ) ও মোসলেম (রহঃ) এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহৎ পাপ সম্বন্ধে এইরূপ হাদিসও বর্ণিত আছে, যথা,—"আল্লাহ্‌তালার সহিত শেরেক করা, পিতা মাতার আদেশ পালন না করা, নাহক হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা বৃহৎ পাপ।" আবদুল্লা এব্‌নে ওমর (রাজিঃ) এবনল-আস (রাজিঃ) হইতে বোখারী (রহঃ) এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

মতান্তরে যে সমস্ত পাপ অশ্লীল ও গুরুতর,—যেমন বিমাতাকে নেকাহ্ করা, মিথ্যা বলা, জেনা করা, হত্যা করা প্রভৃতি শ্রেণীর সমস্ত গুরুতর অন্যায় ও অশ্লীল কার্য্যই বৃহৎ পাপের অন্তর্ভুক্ত। এই মত কথঞ্চিৎ ব্যাপক হইলেও বেশ যুক্তিসিদ্ধ। নচেৎ কতকগুলি অপরাধকে বৃহৎ পাপ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলে ঐ শ্রেণীর বরং উহা অপেক্ষাও গুরুতর পাপগুলির সম্বন্ধে সুবিচার ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পড়ে—অনুবাদক। কিন্তু মতান্তরে বৃহৎ পাপের ইহা অপেক্ষাও ব্যাপক ও বিস্তৃত বিবৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে।—উর্দ্দু কায়দা দ্রষ্টব্য।

ক্ষুদ্র পাপ অগ্রাহ্য করিলে কিংবা ঐ পাপে পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হইলে উহাও বৃহৎ পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে।—

বে-আদব, বে-লেহাজ, নির্লজ্জ ব্যক্তির সাক্ষ্যও স্বীকৃত হইতে পারে;—কিন্তু না হওয়াই উত্তম। যাহার খাৎনা হয় নাই, তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে; কিন্তু যে অকার্য্য মনে করিয়া এন্‌কার পূর্ব্বক (খাৎনা) সম্পাদন করে নাই, তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।—দোর্রে-মোখ্‌তার।

এইরূপ খাসী ব্যক্তির (যাহার অণ্ডকোষ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে,) সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে। ইহার হেতু এই যে, ঐ ব্যাপারে তাহার কোন অপরাধ নাই। উহা বলপূর্ব্বক হস্ত কর্ত্তনের তুল্য। বিশেষতঃ হজরত ওমর (রাঃ) আলকুমা নামক খাসীর (অণ্ডকোষ চ্ছেদিত ব্যক্তির) সাক্ষ্য স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনাও বিবৃত হইয়াছে।—হেদায়া ও মোছাম্মেফ্।

জারজ সন্তানের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে। ইহার কারণ এই যে, ঐ ব্যাপারে তাহার পিতা-মাতাই অপরাধী এবং প্রকৃত পক্ষে তাহার কোনই দোষ নাই। কিন্তু এমাম মালেক (রহঃ) সাহেবের মতে অন্যান্য বিষয়ে জারজের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইলেও ব্যভিচার সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না। কারণ সে ইচ্ছা করিবে যে, অপরেও আমার ন্যায় ব্যভিচারজাত বলিয়া পরিগণিত হউক।

আমালে সুলতান অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারিগণ ফাসেক হইলেও যদি বহুভাষী, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী বা এইরূপ অন্য দোষে দোষী না হয়, তবে তাহাদের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে। অবশ্য এখানে রাজকর্ম্মচারী অর্থ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী বুঝাইবে না।

ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার সাক্ষ্য; চাচা ভ্রাতুষ্পুত্রের পরস্পর সাক্ষ্য, কিংবা দুগ্ধপানের সম্বন্ধযুক্ত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতির জন্য সাক্ষ্য, কিংবা জামাতার জন্য শ্বশুরের সাক্ষ্য প্রভৃতি সমস্তই সিদ্ধ ও গ্রাহ্য হইবে।

অন্ধের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না। অবশ্য এমাম (রহঃ) সাহেবের এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, বিষয়-বিশেষে অন্ধের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। এমাম জোফার (রহঃ) সাহেবের কওলও এইরূপ। কিন্তু এই রওয়ায়েতের উপর ফতওয়া প্রদান করা সিদ্ধ নহে। কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ধের সাক্ষ্য সিদ্ধ নহে, ইহাই ফতওয়া-সম্মত।—

দোর্রে-মোখ্‌তার।

কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের মতে সাক্ষী সাক্ষ্য-সম্বন্ধীয় ঘটনার সময়ে চক্ষুষ্মাণ থাকিয়া যদি পরে অন্ধ হইয়া গিয়া থাকে, তবে ঐ সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে। ইহার হেতু এই যে, প্রকৃত পক্ষে সাক্ষ্যের দুইটী কাল আছে, প্রারম্ভ ও শেষ। যে সময়ে সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয় সংঘটিত হয়, সেই সময়কে সাক্ষ্যের প্রারম্ভ কাল বলে, আর যে সময়ে সাক্ষী কাজীর নিকট সাক্ষ্য বর্ণনা করে, সেই সময়কে সাক্ষ্যের অন্তিম কাল বলে। অতএব সাক্ষ্যের প্রারম্ভ কালে কেহ চক্ষুষ্মাণ থাকিয়া উহার অন্তিম কালে অন্ধাবস্থায় পরিণত হইলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে। অবশ্য কাজীকে সাক্ষীর অবস্থা অর্থাৎ সাক্ষ্য-সম্বন্ধীয় বিষয় সংঘটিত হইবার কালে ভাল থাকা, এবং পরে অন্ধ হওয়া সম্বন্ধেও সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ কাজাই তরফায়েনের মতে সিদ্ধ নহে; কিন্তু এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) এর মতে এরূপ কাজাই সিদ্ধ এবং ইহাই প্রকাশ্য বিধান। আবার শামী বলেন যে,

অন্যান্য গ্রন্থানুসারে এই মসলা প্রকাশ্য বিধি-সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত নহে; সুতরাং উহা ফতোয়া-সিদ্ধ হইবে না।

দাস এবং মিথ্যা বাক্য-জনিত শাস্তিভোগকারীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না—যদিও সে তওবা করিয়া থাকে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে তওবা করিবার পরে মিথ্যাচারীর সাক্ষ্য স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিধানের দলীলস্বরূপ আল্লাহ্‌তালার কওলই প্রশস্ত; যথা:—

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا *

অর্থাৎ—"যাহারা কখনও ব্যভিচার সম্বন্ধে মিথ্যাপবাদ প্রদান করিয়া শাস্তিভোগ করিয়াছে, তাহাদের সাক্ষ্য স্বীকার করিবে না। "অবশ্য কেহ কাফের থাকাকালীন যদি মিথ্যাচার হেতু শাস্তি ভোগ করিয়া পরে মুসলমান হইয়া থাকে, তবে তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার শত্রু হইবে, তাহার সাক্ষ্য (শত্রুর উপরেই হউক, বা অপরের উপরেই হউক) স্বীকৃত হইবে না। কারণ পার্থিব শত্রুতা রাখা 'ফেছক' (فسق) বিশেষ এবং ফাছেকের সাক্ষ্য কাহার উপরই গ্রহণীয় নহে;—মহিত, ওয়াকেয়াত, হেদায়া প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থোক্ত বাক্যের এইরূপ মর্ম্মই অনুমিত হয়; কিন্তু পরবর্ত্তী বিচক্ষণ ফেকাবিদ্‌গণের মতে পার্থিব শত্রুতার মর্ম্ম ইহা নহে, যেমন কাহারও সহিত অন্য কাহার ঝগড়া বিবাদ হেতু পরস্পর শত্রু হওয়া, বরং উহার মর্ম্ম এইরূপ যথা—হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর পক্ষে হত্যাকারীর উপর সাক্ষ্য দেওয়া প্রভৃতি।—বহর *।

অবশ্য জাহেদী লিখিয়াছেন যে, পার্থিব শত্রুতার স্থলে সাক্ষীর আদেল হওয়া বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিলে তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে। ইহাই প্রকৃত মত এবং ইহার উপরেই বিশ্বাস করা প্রশস্ত।—চলপী।

---

* এই উক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তসমূহের বিরোধী।

মোটের উপর ঐ বিষয় সম্বন্ধে সকলে একমত হন নাই। কেহ বহরের মতানুসরণ করা প্রশস্ত বলিয়াছেন, কেহ চল্‌পীর সিদ্ধান্ত উত্তম মনে করিয়াছেন। উর্দ্দু অনুবাদক বহরের মতের পক্ষপাতীত্ব করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে চল্‌পীর মতই প্রশস্ত বলিয়া অনুমিত হয়।—বঙ্গানুবাদক।

কোন পুরুষের সাক্ষ্য তাহার মূল, শাখা ও স্ত্রীগণের জন্য স্বীকৃত হইবে না; কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে। মূল অর্থে পিতা, মাতা, দাদা দাদী ও নানা নানী এবং শাখা অর্থে পুত্র, কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রী প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

শত্রুর জন্য শত্রুর সাক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রীর জন্য যেমন স্বামীর সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না, সেইরূপ স্বামীর জন্যও স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এই সমস্ত বিধানের মূল নেহায়া প্রণেতার বর্ণিত হাদিস, যথাঃ—

"পিতার জন্য পুত্রের কিংবা পুত্রের জন্য পিতার, স্বামীর জন্য স্বীয় স্ত্রীর কিংবা স্ত্রীর জন্য স্বায় স্বামীর, প্রভুর জন্য স্বায় দাসের অথবা দাসের জন্য স্বায় প্রভুর এবং শরিকের জন্য স্বীয় শরিকের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না।"—এই হাদিস সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। মূলগ্রন্থ ও উর্দ্দু অনুবাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শরিকের জন্য শরিকের অর্থাৎ অংশীর জন্য অংশীর সাক্ষ্য সেই সমস্ত বিষয়ে গ্রাহ্য হইবে না,—যে সমস্ত বিষয়ে তাহারা পরস্পর অংশী ' কিন্তু. যে সমস্ত বিষয়ে তাহারা অংশী নহে, সে সমস্ত বিষয়ে পরস্পরের সাক্ষ্য দেওয়া সিদ্ধ এবং উহা গ্রাহ্যও হইবে। যে সমস্ত নপুংসক বা পুরুষত্ব হীন (مخنث এবং যাহাকে খাসী করা হইয়াছে) ব্যক্তি অস্বাভাবিক ঘৃণিত কার্য্য করে, তাহাদের সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না। অস্বাভাবিক কার্য্য যেমন স্ত্রীলোকের বেশ পরিধান করা এবং লুতের কওমের ন্যায় ব্যভিচার করা প্রভৃতি। সনন আবু-দাউদে হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যথাঃ—হজরত রসুলোল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"আল্লাহ্‌তালা পুরুষগণের মধ্যে মোখান্নেছদিগের

উপর এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পুরুষের বেশধারিণী স্ত্রীলোকদিগের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।”

(নৃত্য) গীত বাদ্যকারিণী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এইরূপ মাতম ও নওহা অর্থাৎ শোর গোল ও শোকে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন-কারিণী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য ; কারণ স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর উচ্চ করা হারাম। অতএব স্ত্রীলোকেরা যদি ভয় দূর করিবার জন্যও গান করে, তাহাও হারাম।—দোর্রে-মোখ্তার।

বিশেষতঃ হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) দুইটী বিকৃত শব্দ করা নিষেধ করিয়াছেন ; উহা গান করা ও উচ্চ ক্রন্দন করা।—তেরমিজী।

শোর গোল ও ক্রন্দনকারিণী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য না হওয়ার স্থলে ঐ সমস্ত স্ত্রীলোক বুঝিতে হইবে, যাহারা কেহ মরিলে সেখানে গিয়া অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক কান্দাকাটি করে ; কিন্তু স্বীয় আত্মীয়-স্বজন মরিলে যদি কোন শোকার্ত্তা স্ত্রীলোক ক্রন্দন ও হাহাকার করে, তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে।—দোর্রে-মোখ্তার।

ক্রীড়াকারীর ন্যায় নেশাখোরের সাক্ষ্যও গ্রাহ্য হইবে না। মুলগ্রন্থে নেশার দ্রব্য খাওয়ার সহিত মত্ততা সংযুক্ত আছে ; কিন্তু দোর্রে-মোখ্-তারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন নেশাকর দ্রব্য বিন্দু মাত্র পান করিলেও সে সাক্ষী হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কারণ নেশা খাওয়ার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে মত্ততার কোন শর্ত্ত নাই। নেশা ভিন্ন অন্যান্য উত্তেজক দ্রব্যাদি খাইয়া উন্মত্ততা প্রকাশ করিলে তাহাও নেশা খাওয়ার সাদৃশ্যাত্মক বিষয়ের সমপর্য্যায়ে পরিগণিত হইবে। কিন্তু কেহ সংগোপনে নেশা পান বা ভক্ষণ করিলে তাহার সাক্ষ্য আদালতে অগ্রাহ্য হইবে না।

যে সমস্ত লোক পাখী—যেমন কবুতর, বাজ, মোরগ প্রভৃতি লইয়া ক্রীড়া করে, তাহাদের সাক্ষ্য আদালতে অগ্রাহ্য। ভীতি হইতে পরিত্রাণ জন্য কবুতরাদি পালন করা অসিদ্ধ নহে ; কিন্তু তদ্দ্বারা পরের পক্ষী ইত্যাদি ধরিয়া লওয়া বা খাওয়া স্পষ্ট হারামখোরী ব্যতীত ‘মোবাহ্’ হইতে পারে না।—দোর্রে-মোখ্তার।

তাম্বুরার সহিত ক্রীড়াকারীর সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য। ইহা ঢোল, সারিন্দা, ছেতার, বেহালা প্রভৃতি বাদ্য ও আমোদ-প্রমোদের ন্যায় তুল্যরূপে হারাম। সুতরাং ঐ সমস্ত কার্য্যকারীর সাক্ষ্যও স্বীকৃত হইবে না।

যাহারা লোক জমা করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জনার্থে গান করে, তাহাদের সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য। কিন্তু ভয় দূর করিবার জন্য নিজে নিজে গান গাইলে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার লুপ্ত বা কর্ত্তিত হইবে না।

কিন্তু লোক একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে ওয়াজ—নছিহত ও উপদেশাদি সঙ্গীততুল্য সুরে শুনাইলে তাহা সিদ্ধ হইবে।—দোর্রে-মোখ্তার।

কেহ কোন সুদ-উপযোগী গুরুতর দুষ্কার্য্য অবলম্বন বা পছন্দ করিলে তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না। গুরুতর দুষ্কার্য্য যেমন—ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি।

যে ব্যক্তি উলঙ্গ (নেংটা) অবস্থায় গোসলখানায় (স্নানাগারে) প্রবেশ করে, তাহার সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না ; কারণ আবরণীয় অঙ্গ উন্মুক্ত করা হারাম।—হেদায়া।

সুদখোরগণের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে। এ স্থলে 'সুদখোর' অর্থে প্রকাশ্য ও সর্ব্বজনপরিচিত সুদখোর বুঝিতে হইবে। প্রকারান্তরে সুদগ্রহণকারীগণ এই শর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে ; কারণ তাহা হইতে অতি কম লোকই মুক্ত।

শর্ত্ত করিয়া বা বাজী ধরিয়া যাহারা সতরঞ্জ, দাবা ও পাশা খেলা করে,তাহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য ; কিন্তু দোর্রে-মোখ্তারের সিদ্ধান্তানুযায়ী পাশা বিনা শর্ত্তে এবং বিনা বাজিতে খেলিলেও তাহার কথা আদালতে অগ্রাহ্য। তবে দাবা সম্বন্ধে মতভেদ এই যে, নামাজ তরক হওয়া ; মত্ততা, শপথ, শোর গোল প্রভৃতি ছয়টী শর্ত্তের * একটীও যদি উহাতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আদালতে সাক্ষ্যাধিকার থাকিবে না।

---

* ۱ فوت صلوات ۲ کثرت طف ۳ لعب ۴ در راست بشتم
۵ صدا رحمت ۶ شرط -

যাহা হউক, সতরঞ্চ বা দাবা খেলিতে যদি নামাজ কাজা হইয়া যায়, তবে ক্রীড়াকারীদের সাক্ষ্য আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। হেদায়ায় লিখিত আছে যে, উক্ত ক্রীড়কদ্বয় বাজী রাখিয়া খেলিলে আদালতে সাক্ষ্যদানাধিকার কর্ত্তিত হইবে, কিন্তু বিনা বাজী ও বিনা শর্ত্তে খেলিলে তদ্দ্বারা উক্ত অধিকার কর্ত্তিত হইবে না। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত ক্রীড়াদ্বয়ে বাজী না করিলে সাক্ষ্যদানাধিকার লুপ্ত হইবে না। কিন্তু জখিরার বর্ণনা অনুযায়ী উহা খেলিলেই সাক্ষ্যদানাধিকার রহিত হইবে।

লজ্জাশীলতা ও শিষ্টতার হানিজনক কার্য্য—যেমন পথে ঘাটে খাওয়া; ভদ্রতা ও সভ্যতার বিরোধী কার্য্য—যেমন কেবল মাত্র পায়জামা পরিয়া পথে চলা, লোকের দিকে পা ছড়িয়া বসা, স্থানবিশেষে মস্তক মুক্ত করা, এক গ্রাস মাত্র অপহরণ করা, সীমালঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও দম্ভ প্রকাশ করা, নীচ ও দুরাচার ব্যক্তিদিগের সহিত সংসর্গ ও উপবেশন করা এবং বাজারে অনর্থক চীৎকার ও হাঙ্গামা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারাও আদালতে সাক্ষ্যদানাধিকার রহিত হইয়া যায়।—ফতহ্ ও তাহ্তাভী।

পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমান মহাত্মাদিগকে গালি প্রদানকারার সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণ অর্থে সাহাবা, তাবেয়ীন ও এমাম-মোজতাহেদদিগকে বুঝিতে হইবে। ইহাদিগকে গালি দেওয়া নিঃসন্দেহে ফাসেকী (পাপ কার্য্য); যেমন হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন,—"মোসলমানকে গালি দেওয়া পাপ এবং বধ করা কোফরী।" আবদুল্লা এবনে-মাস্য়ুদ (রাজিঃ) হইতে বোখারী ও মোস্লেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।—মসায়েলে-হাকিয়া।

যে বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে এরূপ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব যে, তাহারা একের ধন-সম্পদ অন্যে নিরাপত্যে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে পরস্পরের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া সিদ্ধ নহে এবং উহা স্বীকৃত হইবে না। আসামী ও ফরিয়াদির মধ্যে পরস্পর তীব্র ঝগড়া বিবাদ থাকিলে তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রদত্ত সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না।

'জালছাজ' উকীল, কবালা লেখক, দলিল লেখক, দাল্লাল ও মহুরী প্রভৃতির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। প্রজা ও অধীন ব্যক্তিগণের জন্য জমিদারের, বোবার, ক্রীড়াসক্ত বালকের, বহুভাষীর, অতিরিক্ত শপথকারীর, জাকাত ও হজ্জ তরককারীর জোমা ও জামাত তরক-কারীর, ক্ষুধা হইতে অতিরিক্ত ভোজনকারীর, তামাশা প্রদর্শনকারীর, নৃত্যকারীর এবং কাফন বিক্রয়কারীর সাক্ষ্যও অস্বীকার্য্য।—দোর্রে-মোখ্তার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—অবশ্য কেবল মাত্র ফাছেকীর জন্য দোষ-যুক্ত সাক্ষীকে কাজী স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে স্থান বিশেষে গ্রহণ করিতে পারেন।—ফায়দা।

অনন্তর সাক্ষ্য স্বীকৃত হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে বহুসংখ্যক বিস্তৃত উপমা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।—অনুবাদক

তৃতীয় অধ্যায়।

—০:)*(:০—

সাক্ষীগণের মধ্যে মতভেদ হইবার বিবরণ।

এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে দাবীর সহিত সাক্ষ্যের সামঞ্জস্য থাকা যেরূপ আবশ্যক, সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যও সেইরূপ শব্দ ও মর্ম্মের সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। শব্দের সামঞ্জস্যের অর্থ উভয়ের বর্ণিত শব্দ একার্থবোধক হওয়া বুঝিতে হইবে কিন্তু সাহেবায়েনের মতে কেবল মর্ম্ম এক হইলেই হইল। শব্দ বা উহার অর্থ সামঞ্জস্যের কোনই আবশ্যক নাই।

যদি এক সাক্ষী হেবার সাক্ষ্য দেয় এবং অন্য সাক্ষী দান বলিয়া উহা ব্যক্ত করে, তাহা স্বীকার্য্য হইবে। কিন্তু এক সাক্ষী যদি এক হাজার এবং অন্য সাক্ষী দুই হাজার কিংবা এক সাক্ষী একশত এবং

সাক্ষী দুইশত অথবা প্রথম সাক্ষী এক তালাক এবং দ্বিতীয় সাক্ষী দুই তালাক বায়েন বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে এই সমস্ত সাক্ষ্য এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে একেবারেই 'মরদুদ' ও অগ্রাহ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে; উহাদের কাহারও সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে প্রথমোক্ত সাক্ষ্য অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় এক হাজার, দ্বিতীয় অবস্থায় একশত এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে এক তালাকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আদেশ প্রদান করা যাইবে। অবশ্য যাহার সাক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক আদেশ প্রদত্ত হইবে, তাহার সাক্ষের সহিত দাবীদারের দাবীর সামঞ্জস্য থাকা চাই; যদি দাবীদারের দাবীর সহিত সাক্ষীর সাক্ষ্যের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে উক্ত সাক্ষ্য নিঃসন্দেহরূপে 'মরদুদ' বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে।

এক সাক্ষী সহস্র মুদ্রা এবং দ্বিতীয় সাক্ষী এক সহস্র একশত মুদ্রার সাক্ষ্য প্রদান করিলে সহস্র মুদ্রার সাক্ষ্যই গৃহীত হইবে,—যদিও দাবীদার একসহস্র একশতের দাবী করে; অবশ্য স্থানবিশেষে সামঞ্জস্য হেতু অতিরিক্ত সাক্ষ্যও গৃহীত হইতে পারে।

দোর্‌রে-মোখ্‌তার লিখিত আছে যে, সাক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ হইলে উহা গ্রহণের যে বিধি আছে, তাহা দাইন বিষয়ক স্থলে; আইন বিষয়ক হইলে নহে। কারণ প্রকৃত পক্ষে মতভেদের স্থলে সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ,—উহা যেরূপ অবস্থায়ই হউক না কেন?

পূর্ব্বোক্ত বিধান। অনুযায়ী এক সাক্ষী যদি এক তালাক এবং দ্বিতীয় সাক্ষী দেড় তালাক কিংবা এক সাক্ষী শত মুদ্রা এবং অন্য সাক্ষী শতাধিক দশ মুদ্রার সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্যানুযায়ী এক তালাক এবং শত মুদ্রাই স্বীকৃত হইবে।

যদি দুইজন সাক্ষী কাজীর নিকট সাক্ষ্য দেয় যে, জায়েদ দশই জেলহজ্জ তারিখ অর্থাৎ ঈদের দিন অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক মক্কাশরিফে নিহত হইয়াছে এবং অন্য দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে ঐ দিবসে ঠিক ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কুফা নগরে হত হইয়াছে। এই দুই প্রকারের সাক্ষ্য যদি আদেশ প্রদানের পূর্ব্বে কাজীর নিকট প্রদত্ত হয়, তবে উক্ত

উভয় সাক্ষ্যই মরদুদ ও অগ্রাহ্য হইবে। কারণ উহাদের মধ্যে একদল নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। সুতরাং নিশ্চয়তার অভাবে উহাদের কাহারও সাক্ষ্যই গৃহীত হইবে না। কিন্তু কাজী যদি উক্তরূপ ক্ষেত্রে প্রথম দলের সাক্ষ্য অনুযায়ী আদেশ প্রদানের পর দ্বিতীয় দলের সাক্ষ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। কারণ কাজীর কাজাইয়ের সহিত প্রাথমিক সাক্ষ্য বলবৎ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং দ্বিতীয় সাক্ষ্য উহা খণ্ডিত হইতে পারিবে না।

যদি দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, জায়েদ অমুকের গরু চুরি করিয়াছে; এ ক্ষেত্রে গরুর রং সম্বন্ধে যদি উভয়ের মধ্যে মতভেদও হয়, তথাপি সাক্ষ্য গৃহীত হইয়া জায়েদের হস্ত কর্ত্তিত হইবে। কিন্তু গরুর জাতি সম্বন্ধে যদি মতভেদ হয়, অর্থাৎ একজন উহাকে ষাঁড় এবং অন্য জন উহাকে গাভী বলিয়া প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। ইহা এমাম আজম (রহঃ) সাহেবের মত; কিন্তু সাহেবায়েনের মতে উক্ত উভয় প্রকারের মতভেদেই হস্তকর্ত্তনের বিধি রহিত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, রং সম্বন্ধে মতভেদ হইলে এমাম সাহেব (রহঃ) যে স্থলে হস্তকর্ত্তনের মত প্রকাশ করিয়াছেন, তথায় বর্ণিত রঙের সাদৃশ্যাত্মক হওয়া বুঝিতে হইবে; যেমন মেটে, ধূসর প্রভৃতি। স্পষ্ট পার্থক্য-জ্ঞাপক রংসমূহের স্থলে নহে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সব রং সম্বন্ধেই এক কথা।—ইহাই উত্তম।

এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতের দলিল এই যে, চুরি সাধারণতঃ রাত্রিকালেই হইয়া থাকে এবং সাক্ষীরা সাধারণতঃ দূর হইতে উহা দর্শন করিয়া থাকে, এমতাবস্থায় রং সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক; সুতরাং উহার জন্য সাক্ষ্য বাতেল হওয়া সঙ্গত নহে। অধিকন্তু সচরাচর জানওয়ার আদির একপার্শ্ব কাল এবং অন্য পার্শ্ব শাদাও দৃষ্ট হইয়া থাকে; এমতাবস্থায় সাক্ষীদ্বয়ের পক্ষে বিভিন্ন দিক দেখার জন্য রং সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য দেওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।—হেদায়া।

বিচারক্ষেত্রে সাধারণতঃ সাহেবায়েনের মতই অবলম্বিত হইয়া

থাকে। জানা আবশ্যক যে, উপরোক্ত মতভেদ যখন দাবীদারের বর্ণিত রঙের বিরুদ্ধে বিবৃত হইবে, তখন উহা নিঃসন্দেহে পরিত্যক্ত হইবে।—চল্‌পী।

যদি বিবাহের সাক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ হয়, অর্থাৎ এক সাক্ষী বলে যে, সহস্র মুদ্রার উপর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় বলে যে, পনরশত মুদ্রার উপর বিবাহ হইয়াছে ; এস্থলে প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপরই বিবাহ সম্পাদিত ও সিদ্ধ হইবে। ইহা এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে উত্তম—এস্থলে দাবীদার স্বামী হউক, কিংবা স্ত্রী ; দাবী প্রথমোক্তের হউক, কিংবা দ্বিতীয়ার। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে উক্ত স্থলে কেহ কেহ স্ত্রীর দাবীর স্থলে ঐরূপ বিধান সিদ্ধ বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা জয়ীফ। অবশ্য স্বামীর দাবীর স্থলে কোনরূপ মতভেদই নাই।

সাক্ষ্যের মতভেদ সম্বন্ধে আরও নানা উপমা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিলাম।—অনুবাদক।

চতুর্থ অধ্যায়।

—০:)*(:০—

শাহাদত-আলা শ্বাহাদত অর্থাৎ প্রতিনিধি সাক্ষ্যের বিবরণ।

সাক্ষীর পরিবর্ত্তে সাক্ষ্য গ্রহণ কিংবা সাক্ষীর প্রতিনিধি স্বরূপ অপর সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করাকে 'শাহাদত আলা শ্বাহাদত' (شهادة على الشهادة) বলে ; এই সাক্ষীর সাক্ষ্য হদ্ কেসাস ও সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা ব্যতীত অন্য সমস্ত মোকর্দ্দমাতেই স্বীকৃত হইবে। কিন্তু উক্ত সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবার সম্বন্ধে শর্ত্ত এই যে, মূল সাক্ষীর মৃত হওয়া, পীড়িত থাকা, অথবা ছফরের দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করার জন্য উপস্থিতির অসমর্থতার স্থলেই পরিবর্ত্তন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।

ছফরের দুরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করার শর্ত্ত এই যে, বিচারালয় হইতে সাক্ষী এরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হইবে, যে স্থান হইতে বিচারালয়ে আসিতে তিন দিন তিন রাত সময় আবশ্যক ; ইহার বিস্তৃত বিবরণ নামাজের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে দূরত্বহেতু মুল সাক্ষীর অনুপস্থিত হওয়ার জন্য প্রভাতে রওয়ানা হইয়া রাত্রে বাসস্থানে পৌঁছিতে না পারাই যথেষ্ট। উহার জন্য ছফরের শর্ত্তের কোনই আবশ্যকতা নাই। দোরে-মোখ্‌-তারে লিখিত আছে যে, ইহার উপরেই ফতওয়া প্রদান করিতে হইবে। বিশেষতঃ অধিকাংশ ওলামাই এই মত পছন্দ করিয়াছেন। অনেকে মূল সাক্ষী পর্দ্দানশীনা স্ত্রীলোক হইলেও, এই বিধান খাটিবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিবর্ত্তন সাক্ষীর ইহাও এক শর্ত্ত যে, মূল সাক্ষীদ্বয়ের প্রত্যেক সাক্ষীর জন্য দুই জন করিয়া পরিবর্ত্তন সাক্ষীর আবশ্যক হইবে ; কিন্তু প্রত্যেক সাক্ষীর জন্য স্বতন্ত্র দুই দুই জন সাক্ষীর আবশ্যক হইবে না। ইহার স্বরূপ যেমন জায়েদ ও ওমর—মূল সাক্ষী ; কাসেম ও হাফেজ পরিবর্ত্তন সাক্ষী। এরূপ ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্ত্তানুসারে কাসেম ও হাফেজ, জায়েদ ও ওমর প্রত্যেক মূল সাক্ষীর প্রতিনিধি রূপেই সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। মতান্তরে প্রত্যেক মুল সাক্ষীর জন্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইজন প্রতিনিধি সাক্ষীর আবশ্যক ; যেমন জায়েদের পরিবর্ত্তে কাসেম ও হাফেজ এবং ওমরের পরিবর্ত্তে জাফর ও হোসেন প্রতিনিধি সাক্ষ্যস্বরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতও এইরূপ। কিন্তু এই মত ভ্রমাত্মক।

প্রতিনিধি সাক্ষী করার নিয়ম এই যে, মুল সাক্ষী প্রতিনিধি সাক্ষীকে বলিবে, "তুমি সাক্ষী থাক যে, আমি অমুক বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি।" অনন্তর প্রতিনিধি যখন সাক্ষ্য আদায় করিবে, তখন বলিবে, "অমুক স্বীয় সাক্ষ্য সম্বন্ধে আমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং আমি সেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি।" এমাম সরখছি (রহঃ) সাহেবও এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু বিশেষ কোন পার্থক্য নাই বলিয়া উহা স্বতন্ত্র ভাবে বিবৃত হইল না।

প্রতিনিধি সাক্ষী মূল সাক্ষীর সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রতিনিধি সাক্ষী যদি মূল সাক্ষীর সত্যবাদিতা বর্ণনা না করে, তবে কাজী তাহার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সত্যবাদিতা প্রমাণিত হইলে পরে তাহার প্রতিনিধির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। যদি কাজীর অনুসন্ধানে মূল সাক্ষীর অসত্যবাদিতা প্রমাণিত না হয়, তবে প্রতিনিধির সাক্ষ্য স্বীকৃত হইবে না। ইহা এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মত। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, মূল সাক্ষীর সহিত প্রতিনিধি সাক্ষ্যদ্বয়ের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতে হইবে, এস্থলে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতই সত্য।

যদি মূল সাক্ষী প্রত্যাখ্যান করে, তবে প্রতিনিধি সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতেল অর্থাৎ রহিত হইয়া যাইবে। প্রত্যাখ্যান এইরূপ যথা—মূল সাক্ষী যদি বলে যে, আমি এই মোকদ্দমার সাক্ষী নহি, কিংবা আমি প্রতিনিধি মনোনীত করি নাই ; অথবা বলে যে, আমি সাক্ষী মনোনীত করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমি ভুল বলিয়াছিলাম। মূল সাক্ষী উন্মত্ত, বোবা, কালা অথবা অন্ধ প্রমাণিত হইলেও প্রতিনিধির সাক্ষ্য রহিত হইবে। কিংবা প্রতিনিধিকে মূল সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করিয়া দিলেও সাক্ষী বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রতিনিধির সাক্ষ্য সম্বন্ধে মূল সাক্ষীর নিকট কথা উত্থাপন বা 'এস্তেফ্সার' করিলে যদি অস্বীকার বা স্বীকার না করিয়া নীরব থাকে, তবে প্রতিনিধির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইয়া যাইবে।—দোর্রে-মোখ্তার। কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাকে 'তাজির' অর্থাৎ মিথ্যা বলার শাস্তি প্রদান করিতে হইবে না, কিন্তু তাহার মিথ্যাবাদিতা লোক সমাজে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। কথিত আছে যে, হজরত ওমর-এব্নে-খাত্তাব (রাঃ) মিথ্যাবাদী সাক্ষীকে শাস্তি না দিয়া তাহাকে রাষ্ট্র করিয়া দিতেন। মোহাম্মদ এবনল হাসান (রহঃ) সাহেব কেতাবল আছারে

একথা বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ যদি ঐ সাক্ষী শহরবাসী হইত, তবে তাহাকে শহরের দিকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত, আর যদি গ্রামবাসী হইত, তবে যখন গ্রামবাসী লোকেরা একত্রিত হইত, তখন তাহাদিগের মধ্যে বলিয়া দেওয়া হইত যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী; ইহা হইতে সকলে সতর্ক থাকিবে এবং পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিবে।

• কিন্তু সাহেবায়েনের মতে মিথ্যাবাদী সাক্ষীকে মিথ্যাচরণ জনিত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে এবং উহার শাস্তির সম্বন্ধে কাজীর উপর নির্ভর।—হেদায়া। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবও শাস্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার দলিল স্বরূপও হজরত ওমর (রাঃ) এর কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"হজরত ওমর (রাঃ) মিথ্যাবাদীকে চল্লিশবার চাবুক প্রহার করিতেন এবং তাহার মুখ কালা করিয়া দিতেন। এব্নে আবি শায়েবা (রহঃ) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং এব্নল হোমাম (রহঃ) ইহাকে সত্য বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। ফলতঃ এসম্বন্ধে ওলামাগণ এক মত হইতে পারেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

—০ঃ)❋(ঃ০—

সাক্ষ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার বিবরণ।

যদি কাজীর সম্মুখে দুই জন সাক্ষীই স্বীয় সাক্ষ্য হইতে ফিরিয়া যায়, তাহা স্বীকার্য্য হইবে। যদি সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য শুনিয়া কাজীর আদেশ প্রদানের পূর্ব্বেই সাক্ষীদ্বয় ফিরিয়া যায়, তবে প্রদত্ত সাক্ষ্য কর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং উহা কোন কাজেই আসিবে না। কিন্তু যদি কাজীর আদেশ প্রদানের পর সাক্ষীদ্বয় প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তদ্দারা কাজীর আদেশও রহিত হইবে না; বরং সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে যে বিষয় নিষ্পন্ন হইয়াছে, সাক্ষীদ্বয়কে তাহা ক্ষতিপূরণ করিতে

হইবে। কিন্তু যদি আদিষ্ট বিষয় সম্পন্ন না হইয়া থাকে, তবে সাক্ষীকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না ; অবশ্য আদিষ্ট বিষয় মওকুফ (স্থগিত) রাখিতে হইবে।

এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে সাক্ষীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না। আমাদের ও এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের দলীল মূলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিধানই ঠিক ও যুক্তিযুক্ত, কারণ কাজীর আদেশের পর সাক্ষীগণ প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেও যখন কাজীর আদেশ রহিত হইবে না ; তখন যাহার উপর দাবী করা হইয়াছে, তাহাকে দাবীদারের দাবী পূরণ করিতেই হইবে ; এমতাবস্থায় সে সাক্ষীর প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন ? বরং এজন্য সাক্ষীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ লওয়াই সঙ্গত, যদি সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে উভয়ের উপরেই অর্দ্ধ মালের দায়িত্ব পড়িবে, তবে তিনজনের স্থলে একজন প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রত্যাবর্ত্তনকারী দায়ী হইবে না—যদি একজন পুরুষ ও দুই জন রমণী সাক্ষ্য প্রদান করে, অনন্তর যদি উহাদের মধ্য হইতে একজন রমণী প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এক চতুর্থাংশের দায়ী হইতে হইবে ; কারণ একজন পুরুষ ও একজন রমণীর সাক্ষ্যের বলে তিন চতুর্থাংশ হক্ বাকী থাকিবে। দুই জন রমণীই যদি ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অর্দ্ধাংশের দায়িত্ব দিতে হইবে, যদি একজন পুরুষ ও দশ জন রমণী সাক্ষ্য প্রদান করিয়া পরে আট জন রমণীও ফিরিয়া যায়, তবুও দায়িত্ব পড়িবে না, কারণ নেছাব অনুযায়ী সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু যদি উহাদের মধ্যে নয় জন স্ত্রীলোক প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে নয়জনেরই উপরে এক চতুর্থাংশের দায়িত্ব পড়িবে। কারণ একজন পুরুষ এবং একজন রমণীর সাক্ষ্যের দ্বারা তিন চতুর্থাংশ হক্ বাকী থাকিবে। আর যদি সকলেই প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ একজন পুরুষ এবং দশ জন রমণী সকলেই ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে এমাম আবু-হানিফা (রহঃ)এর মতে পুরুষের উপর এক ষষ্ঠাংশ ও রমণীদিগের উপর অবশিষ্টের দায়িত্ব পড়িবে, কিন্তু সাহেবায়েনের মতে পুরুষের

উপর অর্দ্ধাংশ এবং রমণীদিগের উপর অর্দ্ধাংশের দায়িত্ব পড়িবে। সাহেবায়েনের কওলের দলীল এই যে, একজন পুরুষ সাক্ষীর অর্দ্ধাংশ এবং রমণীগণ অর্দ্ধাংশ; কারণ স্ত্রীলোকেরা সংখ্যায় যতই হউক, উহারা এক পুরুষেরই 'কায়েমে মোকাম' স্বরূপ। কিন্তু এমাম (রহঃ) সাহেব বলেম যে, প্রত্যেক দুই জন রমণী একজন পুরুষের 'কায়েমে মোকাম' স্বরূপ; অতএব দশজন স্ত্রীলোক মিলিয়া পাঁচ জন পুরুষের 'কায়েমে মোকাম' স্বরূপ পরিগণিত হইয়া আলোচ্য ক্ষেত্রে ছয় জন পুরুষ ধরা যাইবে এবং এই অনুসারে সকলের প্রত্যাবর্ত্তনে ছয় জন পুরুষের প্রত্যাবর্ত্তন ধরিয়া পুরুষের উপর এক ষষ্ঠাংশ এবং স্ত্রীলোক দশ জনের উপর পাঁচ ষষ্ঠাংশ দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে।—মূল গ্রন্থ ও হেদায়া।

আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি দশ জন স্ত্রীলোকই সাক্ষ্য হইতে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের উপর অর্দ্ধাংশের দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে। কারণ এমাম সাহেব (রহঃ), সাহেবায়েন প্রভৃতি সকলের মতেই এক জন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা অর্দ্ধেক হক্ বাকী থাকিবে। দুই জন পুরুষ ও একজন রমণী সাক্ষ্য দিবার পর যদি দুই জন পুরুষই সাক্ষ্য হইতে ফিরিয়া যায়, কিন্তু রমণী না ফিরে, তবুও দুই জন পুরুষকেই সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। কারণ বাকী এক জন রমণীর দ্বারা কোনই নেসাব সাবেত হইবে না। কারণ একজন স্ত্রীলোক পূরা সাক্ষী হইতে পারে না; সে এক সাক্ষীর অংশ বিশেষ মাত্র। অতএব সাক্ষীর অংশ বিশেষ গ্রহণীয় নহে।—হেদায়া।

যদি দুই জন সাক্ষী কোন রমণীর বিবাহ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার পর প্রত্যাবর্ত্তিত হয়,—এবং ঐ সাক্ষ্যে যে মোহর বিবৃত হয়, তাহা যদি উক্ত রমণীর মোহর মেছেল হইতে কম কিংবা তুল্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যাবর্ত্তিত সাক্ষীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না—এ ক্ষেত্রে দাবীদার স্বামী বা স্ত্রী যে হউক না কেন। কিন্তু যদি সাক্ষীগণের বাক্যে মোহর মেছেল হইতে অতিরিক্ত মোহর বিবৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীর দাবীর স্থলে সাক্ষী প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে তাহাদিগকে

দায়ী হইতে হইবে। অবশ্য এই দায়িত্ব যাহা মোহর মেছেল হইতে অতিরিক্ত বিবৃত হইবে, তাহারই জন্য। ইহার অন্যান্য স্বরূপও বিবৃত হইয়াছে। ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয় সাক্ষ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার বিধিও এইরূপ।

যদি সাক্ষী দানমুক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উক্ত দানের মূল্যের জন্য দায়ী হইতে হইবে।

হত্যাসম্বন্ধীয় সাক্ষ্য কেসাস আদায় হইবার পর যদি সাক্ষী প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে তাহাকে দিয়াত দিতে হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতে এইরূপ স্থলে মিথ্যাবাদী সাক্ষীকে হত্যা করিতে হইবে। আমাদের এবং এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের দলিল হেদায়ায় বর্ণিত হইয়াছে।

প্রতিনিধি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য হইতে কাজী আদেশ দিবার পর যদি প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে আদিষ্ট বিষয়ের জন্য তাহারা দায়ী হইবে। আর যদি মূল সাক্ষী প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে মূল সাক্ষীই দায়ী হইবে ইহা সাহেবায়েনের মত; কিন্তু এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে মূল সাক্ষীর উপর দায়িত্ব অর্পিত হইবে না।

যদি মূল সাক্ষী এবং প্রতিনিধি সাক্ষী সকলেই প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তবে ক্ষতিপূরণ প্রতিনিধির সাক্ষীর উপর হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। মতান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা আদায় করিয়া লইবে। এ সম্বন্ধে আরও নানারূপ মত বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—০:)*(:০—

ওকালতের বিবরণ।

উকীল নিযুক্ত করা সিদ্ধ। ওকালত সিদ্ধ হওয়া পবিত্র কোর-আন ও হাদিস হইতেই সাবেত হইয়াছে। কোর-আন শরিফে আল্লাহ্‌তালা "আসহাব উল্‌-কাহাফের" বিবরণ মধ্যে এ বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"তোমাদের মধ্য হইতে একজনকে কিংবা কতিপয় ব্যক্তিকে

প্রেরণ কর"—ইত্যাদি। ওকালত সম্বন্ধে হাদিসে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—তেরমিজি হাকিম এবনে হেজাম (রাজিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) তাঁহাকে একটী কোরবানীর পশু কিনিবার জন্য একটী দিনার প্রদান করেন। হাকিম উক্ত দিনার দ্বারা একটী ভেড়ী ক্রয়পূর্ব্বক দুই দিনার লইয়া বিক্রয় করেন; অনন্তর উহার মধ্য হইতে এক দিনার দিয়া একটী কোরবানীর পশু ক্রয় করিয়া উক্ত কোরবানীর পশু ও একটী দিনার হজরতের নিকট আনিয়া উপস্থিত করেন। তদ্দর্শনে হজরত তাঁহার তেজারতে বরকত হইবার জন্য দোওয়া করেন।" এমাম বোখারীও (রহঃ) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ আবুদাউদ (রহঃ) জাবের (রাজিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—তিনি খয়বার প্রদেশে যাইতে মনস্থ করিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সালাম করিয়া বলেন যে, আমি খয়বর রওয়ানা হইতে ইচ্ছা করি। হজরত বলেন, "তুমি যখন আমার উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তখন তাহার নিকট হইতে ১৫ ওছ্ক খেজুর গ্রহণ করিবে। যদি সে কোন নিদর্শন দেখিতে চাহে, তবে তুমি স্বীয় হস্ত গলার উপর রাখিবে।" মোসলেমের এক বর্ণনায় বিবৃত হইয়াছে যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) ৬৩টী জানওয়ার কোরবানী করিয়া বাকী হজরত আলি মরতোজা (রাঃ)কে জবাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ বিবাহে উকীল নির্ব্বাচন করার এক হাদিস নেছায়ী কর্ত্তৃক ছোননে বর্ণিত হইয়াছে।

ওকালতের অর্থ স্বীয় ক্ষমতা অন্যকে অর্পন করা। অবশ্য অর্পনকারীর বয়স্থ, বুদ্ধিমান্ ও আযাদ (স্বাধীন) হওয়া আবশ্যক। এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতিতে মোসলমান জিম্মীকেও উকীল করিতে পারে; কিন্তু সাহেবায়েনের মতে ইহা সিদ্ধ নহে মূলগ্রন্থ।

স্বাধীন, বয়স্থ ও বুদ্ধিমান এবং আদিষ্ট দাস ও বালকের পক্ষে স্বাধীন, বয়স্থ, বুদ্ধিমান্ এবং আদিষ্ট দাস ও আদিষ্ট বালককে উকীল

করা সিদ্ধ হইবে। যদি স্বাধীন, বয়স্থ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কিংবা আদিষ্ট দাস ও আদিষ্ট বালক কোন অনাদিষ্ট বুদ্ধিমান্ বালক অথবা অনাদিষ্ট দাসকে উকীল নিযুক্ত করে, তাহা সিদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু উহার দায়িত্ব সম্বন্ধে মওয়াক্কেলের উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং ইহাদিগকে উকীল না করাই সমীচীন।

উন্মাদ কিংবা অবোধ বালকের আধিপত্য আদান প্রদান আদৌ সিদ্ধ নহে। যদি অনাদিষ্ট বুদ্ধিমান্ বালক আধিপত্যের আদান প্রদান করে, তাহা ছদ্‌কা, ইজারা প্রভৃতি ব্যাপারে সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তালাক, এতাক প্রভৃতিতে গ্রাহ্য হইবে না।

মোরতেদ প্রভৃতির আধিপত্যের আদান প্রদান ইস্‌লাম গ্রহণের উপর মৌকুফ হইবে। যদি ইস্‌লামে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে স্বীকৃত হইবে। আর যদি তাহাকে নিহত করা হয়, কিংবা সে দারুল-হরবে গিয়া মিলিত হয়, তবে উহা বাতিল হইবে।

মওয়াক্কেল নিজে যে সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করাও সিদ্ধ।

অধিকন্তু মোকদ্দমার ছওয়াল ও জওয়াবের জন্য হাকিমের নিকট উপস্থিত করণার্থে উকীল নিযুক্ত করাও সিদ্ধ। এ অবস্থায় যাহাকে ইচ্ছা উকীল নিযুক্ত করিয়া হাকিমের নিকট উপস্থিত করিতে পারে। এইরূপ উকীল নিযুক্ত করার অধিকার অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি—উভয়েরই পক্ষে সিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন যে, এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে উকীল নিযুক্ত করা সিদ্ধ নহে—কিন্তু সাহেবায়েনের মতে সিদ্ধ। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মতভেদ মূল ওকালত সম্বন্ধে নহে—ওকালতের বিষয় সম্বন্ধেই এই মতভেদ। প্রকৃত ওকালত উভয় পক্ষের জন্য উভয়ের মতেই সিদ্ধ।

উকীল নিযুক্তির মতভেদের অন্যতম হেতু এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—দ্বিতীয় পক্ষের যদি উকীল নিযুক্ত করিতে হয়, তবে প্রথম পক্ষের সম্মতি আবশ্যক; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ মত অযৌক্তিক। কারণ স্ব স্ব সুবিধার জন্য প্রত্যেকেই নিজের পছন্দ মত ব্যক্তিকে

উকীল নিযুক্ত করিতে: পারে। ইহাতে অপরের সম্মতি লইবার কি আবশ্যকতা আছে? দোরে-মোখ্‌তার গ্রন্থে এই মতভেদকে কাজীর দিকে রুজু করা হইয়াছে। কিন্তু অনেকে তাহারও যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নাই। বরং স্বীয় রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী যাহাকে ইচ্ছা উকীল নিযুক্ত করার মতই অধিকাংশ ফকিহ কর্ত্তৃক সাহেবায়েনের মতস্বরূপ সমর্থিত হওয়া ফতওয়া সম্মতরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। দোরে মোখ্‌তারে ইহার সমর্থনে বর্ণিত হইয়াছে যথা—"বায়হকি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আলী (কঃ-অঃ) মোকদ্দমা সমূহে আকিসকে স্বীয় উকীল নিযুক্ত করিতেন। অনন্তর তিনি যখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তখন আবদুল্লা এব্‌নে জাফর তৈয়ার (রাজিঃ) কে উকীল নিযুক্ত করিতেন।

অবশ্য মওয়াক্কেল যদি এরূপ রোগগ্রস্ত হয় যে, সে বিচারালয় পর্য্যন্ত আসিতে অসমর্থ, কিংবা সে ছফরের (প্রবাসের) দূরত্বে অবস্থান করে, অথবা ছফরে গমনার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিংবা পর্দ্দানিশিন্ রমণীর পক্ষে স্বামীর বিনানুমতিতেও সর্ব্ববাদীসম্মত মতে আধিপত্য দান লাজেম হইবে।

সমস্ত হকের আদান প্রদান সম্বন্ধেই উকীল নিযুক্ত করা সিদ্ধ। কিন্তু হদ ও কেছাছে যখন মওয়াক্কেল অনুপস্থিত থাকিবে, তখন উকীল নিযুক্ত করা সিদ্ধ হইবে না। কারণ উহা উকীলের উপর কায়েম হইতে পারে না। সুতরাং অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত থাকা আবশ্যক। উহার অন্যতম হেতু এই যে, উপস্থিত থাকা অবস্থায় কাহাকে নিহত হইতে দেখিলে তাহার উপর দয়া ও সহানুভূতি হওয়া সম্ভবপর। বিশেষতঃ অনুপস্থিত থাকায় মিথ্যা সাক্ষ্যাদির প্রভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ জারী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তহকিক, তদ্‌বীর ও সাক্ষ্যাদির জেরায় তাহার উপর হদ বা কেসাস্ জারী নাও হইতে পারে, কিংবা ইহাও সম্ভব যে, হয় ত অভিযোগকারী হস্তাদি কর্ত্তন প্রভৃতির পরিবর্ত্তে মাল প্রার্থনা করিবে; (কারণ ইহা সিদ্ধ—তাহতাভী।) সুতরাং এই সমস্ত গুরুতর

মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজের উপস্থিত থাকাই আবশ্যক। উপস্থিত না থাকিলে উপরের বর্ণিত কারণ সমূহের জন্য ওকালত সিদ্ধ হইতে পারে না।

ওকালতের স্থলেও দায়িত্ব দুই প্রকার। কোন কোন বিষয় আদান প্রদান ও অধিকারাদিতে প্রত্যক্ষ ভাবে উকীলই দায়ী হইবে। আর পক্ষান্তরে কোন কোন বিষয়ে উকীলের কৃতকার্য্যতার জন্য সমস্ত হকে মওয়াক্কেলই দায়ী হইবে। প্রথমের স্থলে সাধারণ ক্রয় বিক্রয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সমস্ত স্থলে উকীল মওয়াক্কেলকে উহ্য রাখিয়া স্বয়ংই মওয়াক্কেল রূপে কার্য্য করে; দ্বিতীয়ের স্থলে যেমন বিশিষ্ট দান বিক্রয়ে বা আদান প্রদানে উকীল মওয়াক্কেলের পক্ষ হইতে কার্য্য সম্পাদন করেন। ইত্যাদি।

কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে,উকীলের কৃতকার্য্যতায় মওয়াক্কেলকে সর্ব্বাতোভাবে বাধ্য থাকিতে হইবে। তবে উকীলের ওকালত ও তৎপ্রতি প্রদত্ত আধিপত্য সম্বন্ধে যদি মতভেদ হয়, সে কথা স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে একাধিক উপমা বিবৃত আছে; কিন্তু বাহুল্যভয়ে উহা পরিত্যক্ত হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—কর্জ্জ করিবার জন্য উকীল নিযুক্ত করা দোরস্ত নহে। অবশ্য কর্জ্জ চাহিয়া উহা গ্রহণের জন্য কাহাকেও উকাল নিযুক্ত করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

—০:*:০—

ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করিবার বিবরণ।

যদি কেহ কাহাকে তাম (খাদ্য) কিনিয়া আনিতে আদেশ করিয়া তাহার হাতে প্রচুর মুদ্রা—অর্থাৎ দশ দেরহামের বেশী প্রদান করে, তবে উহার দ্বারা গেঁহু (গম) বুঝিতে হইবে। যদি কম মুদ্রা অর্থাৎ তিন দেরহামের কম প্রদান করিয়া তাম (খাদ্য) কিনিতে আদেশ

করে, তবে রুটী বুঝিতে হইবে; আর যদি না কম না বেশী মুদ্রা অর্থাৎ তিন ও দশের মধ্যবর্ত্তী যেমন পাঁচ, ছয় বা সাত মুদ্রা প্রদান করে, তাহা হইলে আটা (গমচুর্ণ) ক্রয় করার আদেশ বুঝিতে হইবে। উপরোক্ত মস্‌লা আরবদেশের ধারণা অনুযায়ী বর্ণিত হইল। আমাদের দেশে ঐরূপ স্থলে গম, ময়দা ও রুটীর ন্যায় ধান, চাউল ও ভাত কিংবা স্থলবিশেষে মিষ্টান্ন আদিও বুঝা যাইতে পারে। তবে এদেশে ঐরূপ স্থলে ব্যবহারের এরূপ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে যে, তাহাতে ঐরূপ বোধ-বিভ্রাট্ বা গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা খুব কম।—অনুবাদক।

যাহা হউক, অধিক মুদ্রা দিয়া তাম কিনিতে বলিলে সেই স্থলে গেঁহু বুঝিবার হেতু এই যে, ঐরূপ স্থলে এরূপ তাম বুঝিতে হইবে, যাহা অনেক দিন গৃহে রাখা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় অল্প মুদ্রা দিয়া তাম কিনিতে বলিলে রুটী বুঝিবার হেতু এই যে, ঐরূপ স্থলে এমন দ্রব্য বুঝিতে হইবে, যাহা তখনই ব্যবহার করা যাইতে পারে। আর মধ্যম পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলে আটা বুঝিবার হেতু এই যে, গৃহে রাখা ও তখনি ব্যবহার করার মধ্যবর্ত্তী জিনিষ হইতেছে আটা।

কোন মওয়াক্কেল ওলিমার জন্য দাওত করিতে বলিলে উক্ত নিমন্ত্রণের উপাদান প্রত্যেক অবস্থায়ই রুটী বুঝিতে হইবে। কারণ সাধারণতঃ ঐরূপ নিমন্ত্রণে রুটী প্রভৃতিই ভোজনার্থে প্রদান করা হইয়া থাকে।

যে সমস্ত শব্দে গুরুতর মতভেদ ও পার্থক্য হইতে পারে, তাহা ক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করা দোরস্ত নহে; যেমন মানুষ, পশু, কাপড় প্রভৃতি ক্রয়েরই জন্য। উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেও ওকালত সিদ্ধ হইবে না; কারণ উহাতে উকীলের অনুভূতি ও কৃতকার্য্যতার সহিত মওয়াক্কেলের মতের গুরুতর পার্থক্য হইতে পারে। যেমন মানুষ ক্রয় করিতে বলিলে উহাদ্বারা দাস ও দাসী উভয়ই বুঝাইবে। কিন্তু দাসক্রয়ের উদ্দেশ্য—তাহার দ্বারা সেবা গ্রহণ ও

বহিঃ-সংসারের কার্য্যাদি করান এবং দাসী ক্রয়ের উদ্দেশ্য তাহার সহিত সহবাস ও অন্তঃপুরের কার্য্যাদি করান। এইরূপ, কাপড় বলিলে পরিধেয় ও অঙ্গে ব্যবহার্য্য কিংবা অন্য কার্য্যে ব্যবহার্য্য সমস্ত কাপড়ই বুঝাইবে এবং জানওয়ার বলিলে নর, মাদা কিংবা বিভিন্ন কার্য্যও উদ্দেশের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত প্রকার ও সমস্ত জাতি জানওয়ারই বুঝাইবে। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় ক্রয়ার্থে বিশেষরূপ নির্দ্দেশ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত ওকালত সিদ্ধ হইবে না।—মূলগ্রন্থ।

অবশ্য মওয়াক্কেল গরু, ঘোড়া কিংবা গাধা প্রভৃতি কোন নির্দ্দিষ্ট জানওয়ার নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তজ্জন্য ওকালত সিদ্ধ হইবে; এরূপ স্থলে মওয়াক্কেল যদি মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, সে অতি উত্তম; যদি মূল্য নির্দ্দেশ না করিয়াও দেয়, তথাপি উকীল মওয়াক্কেলের আদেশ অনুযায়ী যে মূল্যের এবং যে প্রকারের ঘোড়া বা গাধা ক্রয় করিয়া আনুক না কেন, মওয়াক্কেলকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

ওকালত প্রদানের সময় গরু বা বকরী কোন্ শ্রেণীর জানওয়ার খরিদ করিতে হইবে, তাহা জানা থাকিলে উহার সেফত অর্থাৎ মোটা কি পাতলা, তাহা জানা না থাকিলেও ওকালত সিদ্ধ হইবে। এইরূপ অন্যান্য বস্তুর এক প্রকারের বিবরণ যথা—মূল্য জানা থাকিলে ক্রয়ের দাস হিন্দী কিংবা তুর্কী, তাহা যদি জানা নাও থাকে, অথচ মূল্যের দ্বারা উহা প্রকারান্তরে অবগত হওয়া যায়, তবে ওকালত সিদ্ধ হইবে।

কোন ব্যক্তির নিকট যদি কাহারও সহস্র মুদ্রা পাওনা থাকে এবং তাহার পরিবর্ত্তে সে কোন নির্দ্দিষ্ট দাস ক্রয় করিতে বলে, তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দাস ক্রয় করিতে না বলিলে তাহার আধিপত্যাদি লইয়া এমাম সাহেবের সহিত সাহেবায়েনের মতভেদ হইয়াছে। উভয়েরই দলিল মূলগ্রন্থ ও হেদায়ায় বর্ণিত হইয়াছে।

যদি কেহ কোন দাসকে বলে যে, তুমি তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমাকে আমার জন্য ক্রয় করিয়া লও, এবং দাস তাহার প্রভুকে বলে যে, আপনি আমাকে আমার হাতে অমুকের নিকট বিক্রয় করুন। এ অবস্থায় প্রভু দাসকে বিক্রয় করিলে উক্ত দাস ক্রয়ের

আদেশ-প্রদাতা ব্যক্তিরই হইয়া যাইবে। কারণ অপরের জন্য দাস নিজকে ক্রয় করার জন্য উকীল হইতে পারে।

কিন্তু যদি কোন দাস তাহার প্রভুকে বলে যে, আপনি আমাকে আমার হাতে বিক্রয় করুন, "অথচ কাহারও জন্য" কথা না বলে, তাহা হইলে দাস স্বাধীন হইয়া যাইবে এবং তাহার মূল্য ঐ দাসের উপরেই লাজেম হইবে।

যদি কোন দাস কাহারও নিকট হাজার টাকা দিয়া বলে যে, তুমি আমাকে এতদ্দারা আমার প্রভুর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লও; এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি যদি দাসের প্রভুর নিকট বলে যে, আমি ঐ দাসকে তাহারই জন্য ক্রয় করিতেছি, তাহা হইলে মালেক যদি বিক্রয় করে, তবে উক্ত দাস স্বাধীন হইয়া যাইবে, কিন্তু ক্রয়কালে "দাসকে দাসেরই জন্য ক্রয় করিতেছি" কথাটী যদি না বলে, তবে উক্ত দাস ক্রয়কারীরই দাস হইয়া যাইবে; দাসের মূল্য ক্রয়কারীর উপরেই প্রাপ্য হইবে এবং দাস যে সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল, তাহা দাসের পূর্ব্ব প্রভু প্রাপ্ত হইবে; কারণ উহা সে তাহারই দাস থাকাকালীন উপার্জ্জন করিয়াছিল। অতএব ক্রেতাকে নিজের নিকট হইতে দাসের মূল্য-স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে।—শরেহ্ বেকায়ার ফায়দা।

জায়েদ যদি ওমরকে বলে যে, তুমি আমার জন্য একটী দাস ক্রয় করিবে। অনন্তর ওমর যদি বলে যে, আমি তোমার জন্য দাস কিনিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার নিকট আসিয়া মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু জায়েদ বলে যে, ঐ দাস তুমি নিজের জন্য কিনিয়াছিলে; এমতাবস্থায় জায়েদ যদি ওমরকে উক্ত দাসের মূল্য দিয়া থাকে, তাহা হইলে শপথের সহিত ওমরের কথাই গ্রাহ্য হইবে; জায়েদের কথা গ্রাহ্য হইবে না।

উকীল যখন মওয়াক্কেলের জন্য কোন জিনিস ক্রয় করিবে, বিক্রেতাকে মূল্য না দিয়া থাকিলে তখন মওয়াক্কেলের নিকট হইতে মূল্য আদায়ের জন্য উকীল উক্ত জিনিস নিজ অধিকারে রাখিতে পারিবে এবং এই অবস্থায় বিক্রেতাকে মূল্য প্রদানের পূর্ব্বে উক্ত জিনিস উকী-

লের নিকট হইতে বিনষ্ট হইলে উহার মূল্যের জন্য মওয়াক্কেলই দায়ী হইবে। কিন্তু উকীল নিজ হইতে ক্রয় করিয়া মওয়াক্কেলের নিকট হইতে মূল্য আদায়ের জন্য ঐ জিনিস রাখিলে উহা যদি তাহার নিকট হইতে বিনষ্ট হয়, তবে উকীলকেই উহার জন্য দায়ী হইতে হইবে, মওয়াক্কেল দায়ী হইবে না। কিন্তু দায়িত্ব সম্বন্ধে এমাম আজম (রহঃ) এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) ও এমাম জোফার (রহঃ) মহোদয়গণ প্রত্যেকেই বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। উর্দ্দু অনুবাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

কেহ কাহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে বলিলে আদিষ্ট উকীল যদি মওয়াক্কেলের কওল অনুযায়ী ক্রয় করে, তবে সে দ্রব্য মওয়াক্কেলেরই হইয়া যাইবে; আর যদি মওয়াক্কেলের কথার খেলাফ্ করিয়া ক্রয় করে, তবে তাহা উকীলেরই হইবে। ইহার স্বরূপ এই—যেমন জায়েদ ওমরকে কোন দ্রব্য টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে ক্রয় করিতে বলিল, কিন্তু ওমর উক্ত দ্রব্য অন্য জিনিসের পরিবর্ত্তে ক্রয় করিল। কিংবা সাদ আসাদকে কোন দ্রব্য দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিনিতে বলিল, কিন্তু আসাদ উহা তদপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য দিয়া কিনিল।

কিন্তু কোন অনির্দ্দিষ্ট জিনিস ক্রয়ের আদেশে উকীল ঐ জিনিস কিনিয়া যে পর্য্যন্ত মওয়াক্কেলের বলিয়া প্রকাশ না করিবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত জিনিস উকীলেরই থাকিবে।

যদি কেহ কাহাকে বলে যে, অমুক দুইটী নির্দ্দিষ্ট দাসকে আমার জন্য ক্রয় করিবে, অথচ কোনরূপ মূল্যের কথা না বলিয়া দেয়। এ অবস্থায় দুইটী দাসের একটীও যদি উকীল ক্রয় করে, তাহা সিদ্ধ হইবে। কিংবা সহস্র মুদ্রায় নির্দ্দিষ্ট তুল্য মূল্যের দুইটী দাস ক্রয় করিতে বলিলে উকীল যদি উহার একটী পাঁচ শত কিংবা কিছু কম মুদ্রায় ক্রয় করে, তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যদি পাঁচ শত মুদ্রার বেশী দিয়া ক্রয় করে, তাহা সিদ্ধ হইবে না এবং উহার জন্য উকীলই দায়ী হইবে। অবশ্য দাসের একটী পাঁচশত টাকার বেশী দিয়া ক্রয় করিয়া সহস্র মুদ্রার যাহা বাকী থাকে, তাহা দিয়া যদি দ্বিতীয় দাসটীকেও

ক্রয় করিয়া লয় এবং মওয়াক্কেল কলহ করিবার পূর্ব্বেই ইহা সম্পাদিত হয়, তাহা সিদ্ধ হইবে। কারণ মওয়াক্কেলের পক্ষে সহস্র মুদ্রার দুইটী দাস পাওয়া আবশ্যক এবং আলোচ্য ক্ষেত্রে তাহাই পাওয়া যাইতেছে। এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) মহোদয় কিঞ্চিৎ মতভেদের সহিত এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

মওয়াক্কেল যদি উকীলকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলে যে, তুমি এতদ্দারা আমার জন্য একটী দাসী কিনিয়া আনিবে; অনন্তর মওয়াক্কেল একটী দাসী কিনিয়া বলে যে, আমি সহস্র মুদ্রায় এই দাসী কিনিয়াছি। কিন্তু মওয়াক্কেল বলে যে, তুমি উক্ত দাসী পাঁচশত মুদ্রা দিয়া কিনিয়াছ; এরূপ ক্ষেত্রে দাসীর বাজার মূল্য সহস্র মুদ্রা হইলে উকীলের কথাই গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু যদি দাসীর বাজার মুল্য সহস্র মুদ্রা হইতে কম হয়, তবে মওয়াক্কেলের কথাই গ্রাহ্য হইবে এবং উক্ত দাসী উকীলকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু উকীলকে যদি সহস্র মুদ্রা না দিয়া থাকে, এবং দাসীর বাজার দর সহস্র মুদ্রার কম হয়, তবে মওয়াক্কেলের কথাই গ্রাহ্য হইবে; আর যদি দাসীর বাজার দর সহস্র মুদ্রা হয়, তবে উভয়কে শপথ করিতে হইবে। শপথান্তে 'বায়া' কর্ত্তিত হইয়া উক্ত দাসী উকীল-কেই গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থানে শপথের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু মতান্তরে অন্যত্রও শপথের আবশ্যকতা বিবৃত হইয়াছে।—শামী।

শপথ উভয় পক্ষ হইতেই আবশ্যক কি না, এ সম্বন্ধেও ফকিহ-গণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ কেবলমাত্র উকীলের শপথ গ্রহণই যথেষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ উভয় পক্ষ হইতেই শপথের আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কাজী কেবল মাত্র উকীলের শপথের উপর নির্ভর করিলে, তাহাও দোরস্ত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

যাহাদিগকে ক্রয়-বিক্রয়ে উকীল করা সমীচীন নহে, তাঁহাদের বিবরণ।

এমাম সাহেবের মতে যাহাদিগের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত নহে, উকীলের পক্ষে তাহাদিগের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করা সহি হইবে না। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে বাজার দরে ক্রয়-বিক্রয় করা সিদ্ধ হইবে। তবে উকীল স্বীয় দাস বা মোকাতেবগণের নিকট ক্রয় বিক্রয় করিলে তাহা কাহারও মতে দোরস্ত নহে।

কিন্তু উকীলের পক্ষে কম বা বেশী মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করা, আসবাবের পরিবর্ত্তে ক্রয়-বিক্রয় করা, ধারে ক্রয়-বিক্রয় করা ও সমস্ত জিনিষের মধ্যে অর্দ্ধাংশ ক্রয়-বিক্রয় করা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এই সমস্ত মসলায় সাহেবায়েনের মতভেদ রহিয়াছে।

যদি উকীল কোন দ্রব্য কিনিতে নিযুক্ত হইয়া উহার অর্দ্ধাংশ ক্রয় করে, তবে বাকী অর্দ্ধাংশ ক্রয় না করা পর্য্যন্ত উক্ত ক্রয় মওকুফ (বন্ধ) থাকিবে, কিন্তু বাকী অর্দ্ধাংশ ক্রয়ের পর উক্ত ক্রয় মওয়াক্কেলের উপর নির্দ্ধারিত হইবে।

যদি দুই জন একই বিষয়ের উকীল নিযুক্ত হয়, তবে তাহাদের উচিত যে, উভয়ে মিলিয়া সেই বিষয় সম্পন্ন করে। কিন্তু মোকদ্দমা সম্বন্ধে, আমানত প্রত্যর্পণ করা সম্বন্ধে, কর্জ্জ পরিশোধ করা সম্বন্ধে, বিনা পরিবর্ত্তনে তালাক দেওয়া সম্বন্ধে, কিংবা মুক্ত করা সম্বন্ধে একাধিক ব্যক্তি উকীল নিযুক্ত হইলে একের অনুপস্থিতিতেও অপরে কার্য্য সম্পাদন করিবে। যদি দাস স্বীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সন্ততির কিংবা আশ্রিত কাফের স্বীয় মোসলমান প্রতিবেশী অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর মাল বিক্রয় বা ব্যয় করে, তাহা সিদ্ধ হইবে না; কারণ দাস-দাসীগণের

পক্ষে স্বীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের এবং কাফের প্রতিবেশীর পক্ষে স্বীয় প্রতিবেশী মোসলেম-শিশুর মালের উপর কোনই বেলায়েত নাই।

উকীল যে বিষয়ে উকীল নিযুক্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ে সে কাহাকেও উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবে না। তবে মওয়াক্কেল যদি বলিয়া থাকে যে, তুমি স্বীয় রায় (মত) অনুযায়ী কার্য্য করিবে, কিংবা তাহাকে উকীল নিযুক্ত করিবার আদেশ দিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই করিতে পারিবে।

যাহাদের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া দোরস্ত নহে, তাহাদের বিবরণ শরেহ বেকায়ায় হাশিয়ায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যেমন—বাপ, দাদা, পুত্র, পৌত্র, নাতি, স্বামী, স্ত্রী প্রভৃতি।

ইহাদের নিকট উকীলের ক্রয়-বিক্রয় করার যে মতভেদ বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাহেবায়েনের মতই সমীচীন। অর্থাৎ উচিৎ মূল্যে ইহাদের নিকট ক্রয়-বিক্রয়ে কোনই আপত্তি হইতে পারে না। তবে এমাম সাহেব (রহঃ) পক্ষপাতিতার হাত হইতে মুক্ত থাকার জন্যই হয় ত উপরে বর্ণিত রায় প্রকাশ করিয়াছেন।—অনুবাদক।

নবম অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

উকীল-বেল-খছুমাত ও উকীল-বেল-কব্‌জের বিবরণ।

উকীল-বেল-খছুমাতও দাবীদারের নিকট হইতে মাল আদায় পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইতে পারে। ইহাই আমাদের এমামত্রয় অর্থাৎ এমাম আজম (রহঃ) এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) মহোদয়ের মত। কিন্তু এমাম জোফার (রহঃ) এর মতে উকীল-বেল-কব্‌জ ব্যতীত মাল অধিকার করিয়া লইতে পারিবে না। প্রকাশ্য বিধি এই যে, বর্ত্তমান কালে কোন প্রকারের উকীলই মাল অধিকার করিয়া লইতে পারিবে না,—অবশ্য জামীন হইলে পারিবে।

যে উকীলের কর্জ্জ করিবার অধিকার আছে, তাহার খছুমাতেরও অধিকার আছে। ইহাই এমাম সাহেব (রহঃ) এর মত ; সাহেবায়েনের মত ইহার বিপরীত। এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতই ফতোয়া-সিদ্ধ।

কেহ নির্দ্দিষ্ট এক বিষয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত হইলে সে অন্য বিষয়ের জন্য আধিপত্য প্রাপ্ত হইবে না। যেমন কেহ জায়েদের নিকট হইতে সাদ নামক দাসকে গ্রহণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলে, সে তৎপরিবর্ত্তে অন্য দাস গ্রহণ করিতে পারিবে না। আবার জায়েদ যদি বলে যে, তোমার মওয়াক্কেল সাদকে আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছে, তাহা হইলে মওয়াক্কেল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত মোকদ্দমা মলতুবী থাকিবে।

যদি জায়েদ তাহার স্ত্রী বা দাসকে লইবার জন্য উকীল নিযুক্ত করে, এবং উকীলের সম্মুখে স্ত্রী স্বীয় তালাকের অথবা দাস স্বীয় মুক্তির প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে উক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্ত্রীকে তালাক এবং দাসকে মুক্তি না দিয়া মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিতে হইবে এবং জায়েদ স্বয়ং উপস্থিত হইলে, তাহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার সাক্ষী গ্রহণ করিয়া তবে আদেশ দিতে হইবে।

উকীল বেল-খছুমাত যদি কাজীর নিকট স্বীয় মওয়াক্কেলের পক্ষ হইতে কোন বিষয় একরার করে, তবে সে একরার মওয়াক্কেলের বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু কাজী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট একরার করিলে, তাহা এমাম আজম (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে দলীল হইবে না। এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে উহা দলীল হইবে।

যদি কেহ আসিয়া বলে যে, আমি অনুপস্থিত জায়েদের উকীল ; তাহার কর্জ্জ আদায় করিবার জন্য উকীল নিযুক্ত হইয়াছি। এমতাবস্থায় কর্জ্জদার যদি তাহাকে তস্‌দিক করে, তবে সে কর্জ্জ আদায়ের জন্য এবং কর্জ্জদার মাল হাওয়ালা করিবার জন্য আদিষ্ট হইবে। কিন্তু পরে জায়েদ আসিয়া যদি বলে যে, উক্ত উকীল মিথ্যা কথা বলিয়া মাল আদায় করিয়াছে, তাহা হইলে কর্জ্জদারকে পুনঃ জায়েদের

নিকট কর্জ্জ আদায় করিতে হইবে। এমতাবস্থায় কর্জ্জদারের মাল যদি উকীলের উপর প্রাপ্য না হয়, তবে সে তাহা আদায় করিয়া লইবে, আর যদি প্রাপ্য হয়, তবে কিছুই পাইবে না। ইহার স্বরূপ এই যে, উকীল যদি জামীন হইয়া মাল গ্রহণ করিয়া বলিয়া থাকে যে, যদি জায়েদ আসিয়া আমার ওকালত অস্বীকার করে, তবে আমি উহার জন্য দায়ী হইব। এইরূপ ক্ষেত্রেই উকীল দায়ী হইবে।

আর পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় কর্জ্জদার যদি দাবীদার উকীলকে তস্‌দিক না করে, তবে সে মাল আদায়ের অধিকারী হইবে না। কিন্তু আমানত স্থলে উকীলের দাবীতে যাহার নিকট আমানত থাকিবে, সে উকীলকে তস্‌দিক করিলেও উহা গ্রহণের বা প্রদানের জন্য আদিষ্ট হইবে না,—যতক্ষণ আমানতকারী উপস্থিত হইয়া স্বয়ং না বলিবে। অথচ কেহ আসিয়া যদি বলে যে, আমানতকারীর মৃত্যু হইয়াছে; এবং আমিই তাঁহার উত্তরাধিকারি-স্বরূপ উক্ত আমানতের অধিকারী, তাহা হইলে যাহার নিকট আমানত আছে, সে যদি তস্‌দিক করে যে, ইহার কথা সত্য; তাহা হইলে উক্ত আমানত সমর্পণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইবে। কিন্তু আমানত ক্রয়ের দাবী উপস্থিত করিলে উহা তস্‌দিক হইলেও প্রত্যর্পণের জন্য আদেশ করা যাইবে না।

জায়েদ যদি সামরুকে উকীল নিযুক্ত করিয়া বলে যে, তুমি বাকেরের নিকট হইতে আমার দেনাটা আদায় করিয়া লইবে। এ অবস্থায় আমরু বাকেরের নিকট উহা তলব করিলে সে যদি বলে যে, জায়েদই উক্ত দেনা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সে ইহার কোন প্রমাণ দিতে না পারিলে, উক্ত দেনা সে আমরুর নিকট আদায় করিতেই আদিষ্ট হইবে। অনন্তর যখন জায়েদ উপস্থিত হইয়া বাকেরের কথা অস্বীকার করিবে, তখন তাহাকে শপথ করাইতে হইবে; ইত্যাদি।

দশম অধ্যায়।

—•ঃ)*(ঃ•—

উকীলকে মাজুল অর্থাৎ পদচ্যুত করিবার বিবরণ।

মওয়াক্কেল যখন ইচ্ছা উকীলকে পদচ্যুত করিতে পারে; কিন্তু শর্ত্ত এই যে, উকীলকে তাহা জানাইতে হইবে। উকীল যতক্ষণ স্বীয় পদচ্যুতির বিষয় না জানিবে—অর্থাৎ কোন সৎ ও সত্যবাদী লোক তাহাকে তাহার পদচ্যুতি সম্বন্ধে সংবাদ না দিবে, সে পর্য্যন্ত—অর্থাৎ সংবাদ পাওয়ার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত সে যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিবে, তাহা মওয়াক্কেলের উপর লাজেম হইবে।—হেদায়া।

উকীল কিংবা মওয়াক্কেল এই উভয়ের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে ওকালত বাতেল হইয়া যাইবে এবং উভয়ের মধ্যে কেহ এক বৎসর পর্য্যন্ত উন্মাদ থাকিলেও ওকালত বাতেল হইয়া যাইবে। কিন্তু এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, উভয়ের মধ্যে কেহ এক মাস মাত্র উন্মাদ থাকিলেও ওকালত বাতেল হইয়া যাইবে। মতান্তরে এক রাত ও এক দিনের কথাও বর্ণিত হইয়াছে। দোরোল মোখ্‌তারে লিখিত আছে যে, উক্ত মতভেদের স্থলে এক মাসই গ্রহণ করিতে হইবে। কোহস্তানী ও বাকেল্লানী এই মতই সত্য বলিয়াছেন। কেহ মোরতেদ অর্থাৎ ধর্ম্মত্যাগী হইয়া দারল-হরবে চলিয়া গেলেও ওকালত কর্ত্তিত হইবে। এইরূপ মোকাতেব স্বীয় কেতাবতের অর্থ আদায় করিতে অসমর্থ হইলে, একত্রিত শরিকদ্বয় উকীল নিযুক্ত করিয়া পরে পৃথক্ হইয়া গেলে, কিংবা আদিষ্ট ব্যক্তির নিযুক্তিকে আদেশদাতা কর্ত্তন করিয়া দিলে—এই সমস্ত অবস্থায়ও ওকালত কর্ত্তিত হইয়া যাইবে,—যদিও উকীলকে পদচ্যুতির বিষয় বিজ্ঞাপিত করা না হইয়া থাকে।

মওয়াক্কেল কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য উকীল নিযুক্ত করিলে ঐ কাজ যখন সম্পাদিত হইয়া যাইবে, তখন ওকালতও খণ্ডিত হইয়া

যাইবে;—তাহার কাজ সে নিজেই করুক বা যেরূপেই সম্পাদিত হউক না কেন। যেমন কেহ স্বীয় দাসকে মুক্ত করিবার জন্য কাহাকেও উকীল নিযুক্ত করিয়া অতঃপর সে নিজেই উক্ত দাসকে মুক্ত করিয়া দিল, এমতাবস্থায় উক্ত ওকালত কর্তিত হইয়া যাইবে। ফলতঃ কোন কাজের জন্য কাহাকেও উকীল নিযুক্ত করিয়া মওয়াক্কেল স্বয়ং যদি ঐ কার্য্য সম্পাদন করে, তবে ওকালত কর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার জন্য কাহাকে উকীল নিযুক্ত করিল এবং উকীলের ঐ কাজ সম্পন্ন করার পূর্ব্বে সে নিজেই ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া ফেলিল, এমতাবস্থায় ঐ রমণীকে তালাক প্রদান করিলেও আর বিবাহ প্রদানার্থে উকীলের ওকালত থাকিবে না। কারণ ওকালতের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে মওয়াক্কেলের কামনা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য উকীল উহাকে বিবাহ করিয়া তালাক প্রদানান্তর মওয়াক্কেলের সহিত বিবাহ দিয়া দিতে পারে।—হেদায়া।

একাদশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

কেতাবুদ্দাওয়া অর্থাৎ দাবীর বিবরণ।

অপরের উপর নিজের কোন হক্ সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়াকে দাওয়া বলে। দাবীর এই শর্ত্ত্ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। দোর্রে মোখ্তার-প্রণেতার মতে—কাজীর নিকট কোন বিষয়ের হক্ (স্বত্ব স্বামিত্ব) তলব করার নাম দাওয়া। এই কওলের স্বরূপ এরূপও হইতে পারে, যেমন কেহ কাজীর নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ করিল, যে, অমুক নাহক আমা হইতে এই কার্য্য করিতেছে। এমতাবস্থায় যাহার উপর দাবী করা গিয়াছে, তাহার নিকট হইতে কোন স্পষ্ট

দলীল না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ কার্য্য হইতে রোধ করিতে হইবে। কিন্তু কেহ কাজীর নিকট আসিয়া যদি বলে যে, আপনি অমুককে সংবাদ প্রদান করুন যে, আমার নিকট যদি কেহ কিছু পায়, সে তাহার দাবী উপস্থিত করুক। এমতাবস্থায় কাজীর পক্ষে নির্দ্ধারিত ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার কোনই আবশ্যক নাই ; কারণ দাবী দাবীদারের পক্ষ হইতেই হওয়া আবশ্যক—তাহ্‌তাভী। ফলতঃ দাবীদার উহা-কেই বলে, যে নিজের হক্ সম্বন্ধে অপরের উপর সংবাদ প্রদান করে।

দাবীর শর্ত্ত এই যে, কোন বিষয়ে নিজের হক্ সাবেত করা ; বুদ্ধিমান্ বয়স্থ ব্যক্তিই দাবী করিবার যোগ্যপাত্র। বুদ্ধিমান্ আদিষ্ট শিশুর দাবীও অসিদ্ধ হইবে না। দাবীর অন্যতম শর্ত্ত এই যে, উহা বিচারালয়ে হইবে এবং যাহার উপর দাবী করা হইয়াছে, সে উপস্থিত থাকিবে, কারণ নিরুদ্দিষ্টের উপর বিচার অচল। দাবীকৃত ব্যক্তির উপস্থিতি তখন আবশ্যক, যখন দাবীরদার দাওয়া করে। ইহার স্বরূপ এই যে, দাবীকৃত ব্যক্তি শহরে কিংবা যাতায়াতে দিবসান্ত পথ ব্যবধানে থাকিলে তাহাকে তলব করিতে হইবে। যদি ইহার অতিরিক্ত দূরে থাকে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাবীদারের নিকট হইতে ছবুত না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ দাবীকৃত ব্যক্তিকে তলব করা যাইবে না। কেহ কেহ বলেন যে, দাওয়া সম্বন্ধে দাবীদারের হক্ সাবেত হইবার পর দাবীকৃত ব্যক্তিকে তলব করিতে হইবে। মতান্তরে বর্ণিত আছে যে, দাবী-দারকে দিয়া শপথ করাইয়া পরে তলব করাইবে ; অথবা তাহাকে স্বীয় মজলেস্ হইতে বিতাড়িত করিবে। তাহ্‌তাভী। শিবলী বলেন যে, আমাদের সময়ে কেহ কাজীর নিকট আসিয়া কোন দাওয়া করিলে কাজী যাহার নিকট হইতে দাবী করা হইয়াছে, তাহাকে তলব করিয়া এস্তেফসার করাইয়া দাবীর কৈফিয়ত আদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। কিন্তু ইহা আলস্য বা অজ্ঞতা ; ইত্যাদি।

যে জিনিষের দাবী করা যাইবে, তাহার জেন্স ও কদর অর্থাৎ জাতি ও মূল্য বর্ণনা করিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, দাবীকৃত জিনিষ টাকা-পয়সা, বস্ত্র কিংবা ধান-চাউল বা অন্য কিছু তাহা বলিতে

হইবে, এবং উহার মুল্য শত দুইশত বা তাহার কম বেশী মুদ্রা, (যত টাকা হউক) তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কদর অর্থে—জিনিষের পরিমাণও বুঝাইবে ;—যথা দশ বিশ বা পঞ্চাশ মণ প্রভৃতি জেন্নস ও কদর ব্যতীত উক্ত দ্রব্যের যদি নানা রকম এবং নির্দ্ধারিত মুল্যের মুদ্রা যদি বিভিন্ন প্রকার চলিত থাকে, তবে উহার ছেফত ও বর্ণনা করিতে হইবে। আর যদি কোন নির্দ্দিষ্ট জিনিষের উপর দাবী করা হয়, তবে উক্ত জিনিষ সম্মুখে থাকিলে উহার উপর মাত্র এশারা (সঙ্কেত) করিতে হইবে যে, ইহা আমার দ্রব্য ; কিন্তু যদি উহা অনুপস্থিত থাকে, তবে উহার ছেফত ও মুল্য বর্ণনা করা আবশ্যক হইবে। আর নির্দ্দিষ্ট জিনিষের দাবীর স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত জিনিষ অমুকের দখলে আছে ; স্থান বিশেষ ইহার সহিত 'নাহক' শব্দও বিবৃত করিতে হইবে। (উর্দ্দু টীকা দ্রষ্টব্য।)

বাড়ী, ঘর, বাগ-বাগিচা ইত্যাদির দাবীর স্থলে যাহার উপর দাবী করা হইয়াছে, তাহার আধিপত্য তাহারা পরস্পর স্বাকৃত হইলেও কাজীর অভিজ্ঞতা ও সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত সাবেত হইবে না। কারণ এমনও হইতে পারে যে, তৃতীয় ব্যক্তির সম্পত্তি তাহারা পরস্পর বাহানা করিয়া বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। দোরে-মোখ্‌তারে লিখিত আছে যে, ঐ সমস্ত বিষয় যাহার আধিপত্যে আছে বলিয়া দাবীকার বিবৃত করিবে, তাহার অধিকার সাবেত করিবার জন্য সাক্ষী কায়েম করার কোনই আবশ্যকতা নাই। কারণ উহা যে দাবীকৃত ব্যক্তির অধিকারেই আছে, তাহা মেল্‌কে মোৎলক দাওয়া ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েরই তুল্য।

দাবীদার দাবীকৃত ব্যক্তির নিকট যে বিষয়ের দাবী করিবে, তাহা যদি দাবীকৃত ব্যক্তির নিকট মওজুদ (বিদ্যমান) থাকে, তবে তাহা বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ করিতে হইবে। উহা উপস্থিত করার উদ্দেশ্য এই যে, দাবীদার শপথ করিবার কালে এবং সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিবার সময়ে ঐ দ্রব্যের দিকে ইঙ্গিত করিবে। যদি বিনষ্ট হওয়া বা অদৃশ্য হওয়া বশতঃ উক্ত দ্রব্য

উপস্থিত করিতে না পারে, তবে দাবীদার উহার মূল্য বর্ণনা করিয়া দিবে।

যখন দাবীদারের দাবী সহি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে, অর্থাৎ দাবীর সমস্ত শর্ত্ত পাওয়া যাইবে, তখন তাহার দরখাস্ত অনুযায়ী কাজী দাবীকৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, অমুক ব্যক্তি তোমার নিকট এই বিষয়ের দাবী করিতেছে, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে? কিন্তু দাবী যদি সহি বলিয়া সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে দাবীকৃত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার কোনই দরকার নাই; কাজী নিজ হইতেই উহা খারিজ করিয়া দিবে।—দোর্রে-মোখ্তার। কিন্তু দাবীকৃত ব্যক্তি দাবীদারের দাবী স্বীকার বা অস্বীকার করিলে কাজী দাবীদারের নিকট উহার হেতু জিজ্ঞাসা করিবে এবং দাবীদার হেতু বর্ণনা করিতে পারিলে কাজী দাবীকৃত ব্যক্তির উপর আদেশ করিয়া দিবে।

যদি দাবীকৃত ব্যক্তি বলে যে, আমি সময় পাইলে দাবীদারের দাবী মিটাইয়া দিতে পারি; তাহা হইলে কাজী তাহাকে সময় দিবেন। এই সময়ের পরিমাণ এক দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। যদি উহার মধ্যে দাবীকৃত ব্যক্তি দাবীদারের দাবী মিটাইয়া দিতে পারে ত উত্তম, নচেৎ কাজী তাহার উপর আদেশ জারী করিয়া দিবেন;—দোর্রে মোখ্তার ও তাহ্তাভী।

যদি দাবী সম্বন্ধে দাবীদারের নিকট কোন ছবুত (প্রমাণ) না থাকে, তবে কাজী দাবীদারের দরখাস্ত অনুযায়ী দাবীকৃত ব্যক্তিকে শপথ করাইবেন। ইহার দলীল হজরত রসুলোল্লাহ্‌র (সাঃ) হাদিস। এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বোখারী ও মোসলেমে বর্ণিত হইয়াছে যথা—"শপথ দাবীকৃত ব্যক্তির উপর।" উহার সঙ্গে আরও বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—"সাক্ষ্য দাবীদারের উপর এবং শপথ অস্বীকারকারীর উপর।" বোখারী ও মোসলেমে এ সম্বন্ধে এক বিস্তৃত হাদিস বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদিসের সার এই যে, হজরত (সাঃ) এক দাবীদারের সাক্ষ্য না থাকায় তাহার আপত্তি স্বত্ত্বেও দাবীকৃত ব্যক্তিকে শপথ

করাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "মিথ্যা শপথ করিলে আল্লাহ্ তোমার উপর হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবেন।" এই মর্ম্মে একাধিক হাদিস অতি তাম্বির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সহি মোসলেমের এক বর্ণনায় আছে, যথা,—হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দ্বারা মোসলমানের হক্ কর্ত্তন করিবে, আল্লাহ্তালা নিশ্চয় তাহার উপর জাহান্নাম ওয়াজেব করিবে এবং জেন্নাত হারাম করিবে।" এক জন বলিয়াছিলেন, হে রসুলোল্লাহ্ যদি সামান্য বস্তু হয়? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "সামান্য কাষ্ঠ খণ্ড হইলেও।"

ফায়েদা।—যাহার উপর দাবী করা হইবে, সে যদি বলে যে, আমি স্বীকারও করিতেছি না অস্বীকারও করিতেছি না, তাহা হইলে তাহাকে শপথ করাইতে হইবে না; বরং তাহাকে স্বীকার কিংবা অস্বীকার করাইবার জন্য বন্দী করিতে হইবে। যদি অকারণে দাবীকৃত ব্যক্তি চুপ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ঐ ব্যবস্থা।—দোর্রে-মোখ্তার।

যদি কেহ মৃত ব্যক্তির উপর দাবী করে, তাহাকে নিম্ন লিখিত রূপ শপথ করাইতে হইবে। যথা—দাবীদার বলিবে,—"খোদার শপথ, আমি স্বীয় হক্ মৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হই নাই, কিংবা তাহার পক্ষ হইতে কেহ আমাকে উহা প্রদান করে নাই, এবং আমার পক্ষ হইতে আমার আদেশে কেহ তাহার নিকট হইতে আদায় করে নাই, কিংবা আমি তাহাকে মাফ করি নাই, অথবা তাহার পক্ষ হইতে আমি কাহার নিকট বরাতও গ্রহণ করি নাই এবং তাহার কোন জিনিষও আমার নিকট নাই।" ইত্যাদি।—বহর।

যদি দাবীকৃত ব্যক্তি একবার মাত্রও শপথ করিতে অস্বীকার করে, তবে কাজী তাহার উপর শপথ অস্বীকারের আদেশ প্রদান করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সে যদি বোবা বা কালা হয়, তবে এই বিধান খাটিবে না। বিশেষতঃ শপথের জন্য তিনবার বলাই সমীচীন। তিনবারেও যদি শপথ করিতে অস্বীকার করে, তবে তাহার উপর শপথ অস্বীকারের আদেশ দেওয়া সম্বন্ধে কোনই দ্বিধা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কাজী দাবীর মাল দাবীদারের উপর লাজেম করিয়া

দিবেন। এজন্য দাবীদারের নিকট হইতে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের মতে কেবল দাবীকৃত ব্যক্তির অস্বীকারে তাহার উপর মাল লাজেম করা যাইবে না। বরং ঐরূপ স্থলে দাবীদারের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে শপথ লইয়া তবে মাল লাজেম করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মতে ইহা স্পষ্ট বেদাত। হজরত মাবিয়াই (রাজিঃ) সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা মশ্‌হুর হাদিসের বিরোধী কার্য্য।

ফলতঃ আমাদের পক্ষীয় মশ্‌হুর বরং মোতয়াতের হাদিসের বিধান অনুসারে একমাত্র দাবীকৃত ব্যক্তির উপরেই শপথ। বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে দাবীদারের শপথ সম্বন্ধে বহু হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোন হাদিসই উপরোক্ত হাদিসের তুলনায় বলবৎ বা দলীল স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। উর্দ্দু অনুবাদের বিস্তৃত টীকা দ্রবষ্ট্য।

এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে বিবাহ এবং এদ্দতের মধ্যে রেজায়াত সম্বন্ধে অস্বীকারকারীর শপথ গ্রহণ করা যাইবে না। ইলাক্ষেত্রে রুজু করা সম্বন্ধেও ঐ বিধান। উম্মে-অলাদ, দাসত্ব এবং নসব সম্বন্ধেও এমাম (রহঃ) সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐরূপ বিধানই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত বিধান সাহেবায়েনের মতের বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে উক্ত মস্‌লার স্বরূপ মূল গ্রন্থে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে; যথা—"এক ব্যক্তি কোন রমণীকে বিবাহ করার দাবী করিল এবং রমণী উহা অস্বীকার করিল; কিংবা উহার বিপরীত ভাবে রমণী বিবাহের দাবী করিল, কিন্তু পুরুষ অস্বীকার করিল। অথবা তালাকের এদ্দত গত হইবার পর পুরুষ দাবী করিল যে, আমি এদ্দতের মধ্যে রেজাত করিয়াছিলাম, কিন্তু রমণী উহা অস্বীকার করিল; কিংবা ইহার বিপরীত অর্থাৎ রমণীর দাবীতে পুরুষ অস্বীকার করিল; অথবা কেহ দাস বা পুত্রত্বের দাবী করিল, কিন্তু অন্য পক্ষ হইতে অস্বীকৃতি হইল কিংবা ইহার বিপরীত; অথবা দাসী তাহার প্রভুর উপর স্বসন্তানের জনকত্বের দাবী করিল—অবশ্য এস্থলে বিপরীত হইতে পারে না;—ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে না,

কিন্তু সাহেবায়েনের মতে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। উভয়ের দলীল মূল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত স্থলে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। দোরেঁ-মোখ্‌তার কাজী-খান প্রভৃতি গ্রন্থের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাহেবায়েনের মতই ফতোয়া সম্মত।—মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হদ ও লান সম্বন্ধে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে না। ইহার স্বরূপ এই যথা—এক ব্যক্তি কাহারও উপর দাবী করিল যে তুমি আমার উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রদান করিয়াছ, অতএব তোমার উপর হদ লাজেম আসিবে, কিন্তু সে অস্বীকার করিল, কিংবা কোন রমণী তাহার স্বামীর উপর দাবী করিল যে, তুমি আমার উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রদান করিয়াছ, অতএব তোমার উপর লান ওয়াজেব হইবে, কিন্তু স্বামী অস্বীকার করিল। এস্থলে সর্ব্ববাদিসম্মত মতে কাহারও নিকটেই শপথ গ্রহণ করিতে হইবে না।—মূলগ্রন্থ।

চোর চুরি সম্বন্ধে অস্বীকার করিলে মালের জন্য তাহার দ্বারা শপথ করাইতে হইবে; কিন্তু শপথ করিতে অস্বীকার করিলে মালের জামীন লইতে হইবে, কিন্তু তাহার হস্ত কর্ত্তিত হইবে না। কারণ শপথ অস্বীকৃতি এমন এক ব্যাপার যে, উহার মধ্যে নিশ্চয় সন্দেহ আছে। সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে মাল লাজেম হইবে, কিন্তু হস্ত কর্ত্তিত হইবে না। এইরূপ পুরুষকে শপথ করাইতে হইবে, যদি স্ত্রী তালাকের দাবী করে কিন্তু পুরুষ যদি শপথ করিতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রীর মোহরের অর্দ্ধপরিমাণ জামীন দিতে হইতে।

স্ত্রী যদি বিবাহের খোরপোষ কিংবা মোহরের দাবী করে এবং স্বামী তাহা অস্বীকার করে, তবে স্বামীকে শপথ করাইতে হইবে। যদি স্বামী শপথ করিতে অস্বীকার করে, তবে মাল তাঁহার উপর লাজেম হইবে, কিন্তু স্ত্রী তাহার পক্ষে হালাল হইবে না। কারণ এরূপ অবস্থায় এমাম (রহঃ) সাহাবের মতে শপথ অস্বীকার করিলে স্ত্রী হালাল হইবে না।

নসবের স্থলে শপথ করিতে অস্বীকার করিলে এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে নসব সিদ্ধান্ত হইবে। এইরূপ কেসাসের স্থলে

শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কেসাসের নিহত'করা স্থলে প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে দাবীকৃত ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে,—যে পর্য্যন্ত শপথ বা একরার না করে। কিন্তু হস্তপদ কর্ত্তনের স্থলে যদি শপথ করিতে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে এমাম (রহঃ) সাহেবের মতে উক্ত শাস্তিই প্রদান করিতে হইবে। সাহেবায়েন (রহঃ) ইহাতে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এমাম (রহঃ) সাহেবের মতই ফতওয়া সিদ্ধ।

যদি দাবীকৃত ব্যক্তি বলে যে, আমার সাক্ষী উপস্থিত নাই কিংবা সে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা দাবীকৃত ব্যক্তির শপথ গ্রহণ করিতে হইবে—জামানত গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি পুনঃ শপথ প্রার্থনা করা হয়, শপথ গ্রহণ করিতে হইবে না; বরং তিন দিনের জন্য তাঁহার নিকট হইতে হাজের জামানত গ্রহণ করিতে হইবে। যদি দাবীকৃত ব্যক্তি জামানত প্রদান না করে, তবে নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত স্বয়ং দাবীদার কিংবা আমিন তাহার সঙ্গে রহিবে, যাহাতে সে পলাইতে না পারে। এই ব্যবস্থা মকীমের জন্য; মোছাফের হইলে কাছারী ভঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত জামীন গ্রহণ করিতে হইবে।—মছায়েলুলহাকিয়া দ্রষ্টব্য।

যদি দাবীদার ও দাবীকৃত ব্যক্তি পরস্পর স্থির করিয়া লয় যে, দাবীকৃত ব্যক্তি অন্যত্র শপথ করিবে; তাহা গ্রাহ্য হইবে না। কারণ শপথ ও একরার দাবীদারের দাবী অনুযায়ী কাজীর সম্মুখেই গৃহীত হইবে, কাজীর সম্মুখে ভিন্ন অন্যত্র উহা গ্রাহ্য হইবে না।

যদি দাবীকৃত ব্যক্তি দরখাস্ত করে যে, দাবীদারের দাবী ও তাহার সাক্ষীর সত্যতার সম্বন্ধে দাবীদারের নিকট হইতে শপথ গ্রহণ করা হউক, কাজী সে দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন না। কারণ কাজাইয়ের রীত্যানুযায়ী সাক্ষ্য এবং দাবীকৃত ব্যক্তির একরার বা শপথের দ্বারাই বিচার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। যদি দাবীকৃত ব্যক্তি একরার বা শপথ না করে, তবে শপথ-অস্বীকৃতির জন্য তাহার উপর মাল লাজেম হইবে।

যদি কাজী দাবীকৃত ব্যক্তির উপর শপথ-অস্বীকৃতি হেতু আদেশ প্রদানের পর দাবীকৃত ব্যক্তি শপথ করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু উক্ত শপথের বা শপথ-অস্বীকৃতির পরে দাবীদার প্রথমে স্বীয় সাক্ষী নাই বলিয়া থাকিলেও, যদি কাজীর আদেশ প্রদানের পর সাক্ষী কায়েম করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা গ্রাহ্য হইবে।

উকীল, মতওল্লি ও শিশুর পিতা নায়েব স্বরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু নায়েব স্বরূপ শপথ করিতে পারিবে না।

সাক্ষীদ্বয়ের একজন দাবীকৃত ব্যক্তির উপর সহস্র মুদ্রার সাক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দাবীকৃত ব্যক্তির সাক্ষ্য স্বীকারের উপর সাক্ষ্য দিলে সে সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

অন্যান্য কতিপয় উপমা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—০ঃ)✽(ঃ০—

শপথের কৈফিয়তের বিবরণ।

সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্‌তালার নামেই শপথ করিতে হইবে; আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও নামে শপথ করিতে হইবে না। যদি কেহ কোর-আন, পয়গম্বর, মা-বাপ, ওলি-রোজর্গ ও শহিদ কিংবা কাবা ও বয়তুল-মোকাদ্দেসের নামে শপথ করে, তবে তাহার দ্বারা শপথের রীতি ও আদেশ প্রতিপালিত হইবে না। বিশেষতঃ কেহ যদি কোন বস্তু বা কাহাকে আল্লার তুল্য মনে করিয়া তাহার নামে শপথ করে, তবে শপথকারী মোশ্‌রেক হইয়া যাইবে। অবশ্য কেহ আল্লার নামে কিংবা তাঁহার মহত্ব ও গরিমা সংবলিত গুণবাচক অন্যান্য প্রধানতম নাম-সমূহের নামে—যেমন রহমান, রহিম, কাদের, জোল্‌জালাল, কিংবা আল্লাহতালার গুণপ্রকাশক এরূপ সমস্ত শব্দে—যাহাতে আল্লাহতালার

মহত্ব, গরিমা, প্রাধান্য, ক্ষমতা ও বিরাটত্ব প্রকাশ পায়—শপথ করিলে তাহা গ্রহণীয় হইবে।—শামী।

সুপ্রসিদ্ধ সহি বোখারী ও মোস্‌লেমে এব্‌নে-ওমর (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যথা,—হজরত রসুলোল্লা (সালঃ) বলিয়াছেন,—"নিশ্চয় আল্লাহ্ নিষেধ করেন তোমাদিগকে স্বীয় পিতার নামে শপথ করিতে ; অবশ্য তোমাদের মধ্যে যাহারা শপথ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আল্লার নামে শপথ কর, অথবা নীরব থাক।" অন্য বর্ণনায় বর্ণিত আছে,"যদি কেহ লাত-মনাত প্রভৃতির নামে শপথ করে, তবে "লায়লাহা ইল্লাল্লাহ্" পড়া আবশ্যক।" কেতাবান্তরে এইরূপ লিখিত আছে যে, যদি কেহ 'গায়ের আল্লার' নামে শপথ করে, তবে সে কাফের না হইলেও তাহার অবিলম্বে তওবা করা উচিত ; কারণ উহা কোফরীরই তুল্য কার্য্য। অবশ্য ঐরূপ শপথের স্থলে যদি শপথের বস্তুকে আল্লাহ্‌তালার তুল্য জানে, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের হইয়া যাইবে। প্রসিদ্ধ আবু-দাউদে এ সম্বন্ধে আর এক হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, যথা, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) বলিয়াছেন,—"তোমরা স্বীয় বাপ, দাদা, মা কিংবা দেবতা-সমূহের নামে শপথ করিও না এবং আল্লার নামে শপথ করিও না,—কিন্তু যদি সত্য হয় (তবে করিতে পার)।" তের-মিজীর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, "খোদা ভিন্ন অন্যের নামে শপথ করা হইলে উহা শেরেক করা হইবে।

তালাক ও এতাকের নামে শপথ সিদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ কেহ যদি বলে যে, যদি এই কাজ করা হইয়া থাকে কিংবা যদি অমুকের কথা সত্য হয়, তবে আমার স্ত্রী পরিত্যক্ত হইবে কিংবা দাস মুক্ত হইবে ; এমতাবস্থায় তাহার উপর কিছুই হইবে না ; কারণ তালাক ও এতাকের পরিবর্ত্তে শপথ করা হারাম।

তালাক ও এতাকের শপথ লইয়া ফকিহ্‌গণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ, কাজী ঐরূপ শপথ গ্রহণ করিতে পারেন, বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ উহাকে সম্পূর্ণ জাহেলিয়াত ও মরদুদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উর্দ্দু অনুবাদের ফায়দা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত কথা এই যে, তালাক ও এতাকের শপথ গ্রহণের বিষয় জগন্মান্য মোজতাহেদ চতুষ্টয় ও পূর্ব্ববর্ত্তী ফেকাবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক বিবৃত হয় নাই। উহা পরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত মাত্র। কিন্তু পরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের মতানুসরণ করা তদ্রূপ আবশ্যকীয় নহে। সুতরাং ঐ মত পরিত্যাগ করাই প্রশস্ত।

কাজী খোদাতালার নামের সহিত তাঁহার গুণগরিমা ও ক্ষমতা-মহত্ত্ব সংযোগ করাইয়া শপথ মজবুৎ করিয়া লইতে পারেন। যেমন সেই আল্লার নামে শপথ করিতেছি—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং আদি-অন্ত, কল্যাণ-অকল্যাণ ও পাপ-পুণ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতা-শীল। এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বর্ণনাও বিবৃত হইয়াছে।—হেদায়া।

মোসলমানের উপর শপথের জন্য—স্থানকাল পাত্র নির্দ্দিষ্ট করার জন্য তাকিদ অনাবশ্যক। অর্থাৎ রমজান মাসে বা জোমার দিনে কিংবা কারাগৃহে বা মসজেদে শপথ করিতে হইবে, এরূপ নির্দ্দেশ করার কোনই আবশ্যকতা নাই। অবশ্য যদি এরূপ করা হয়, তাহাতে কোন দোষ বা গুণ হইবে না। কিন্তু শামী সুপ্রসিদ্ধ মহিত গ্রন্থ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐরূপ করা হারাম। এ সম্বন্ধে অন্যান্য-রূপ বর্ণনাও আছে।—ফায়দা।

ইহার পর কোন্ কোন্ স্থলে কি অবস্থায় শপথ গ্রহণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি উদাহরণ বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ জ্ঞাতব্য কোন বিষয় না থাকার জন্য উহা পরিত্যক্ত হইল। —অনুবাদক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

—০ঃ৵ঃ০—

দুই ব্যক্তির পরস্পার বিরোধী শপথ করিবার বিবরণ

যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রীত বা ক্রীত জিনিসের মূল্য ও পরিমাণ সম্বন্ধে পরস্পর ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করে, তবে যে স্বায় দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে, তাহার দাবীই গ্রাহ্য হইবে। যদি উভয়েই নিজ নিজ দাবীর পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ করে, তবে যাহার দাবী বেশী, তাহার অনুকূলেই মীমাংসা করিতে হইবে। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এক পক্ষ হইতে জিনিষের পরিমাণ এবং অপর পক্ষ হইতে জিনিসের নির্দ্ধারিত মূল্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত হওয়ার দাবী করা হয়, তবে পক্ষদ্বয়কে পরস্পরের অতিরিক্ত দাবী স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেতার বর্ণিত মূল্য এবং বিক্রেতা ক্রেতার বর্ণিত পরিমাণ মানিয়া লইবে। এই বিধান প্রশস্ত বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে উভয়ের দাবীর তারতম্যও লক্ষ্য করার বিষয়।—অনুবাদক।

কিন্তু এরূপ স্থলে যদি পরস্পর পরস্পরের দাবী স্বীকার করিয়া না লয়, তবে উভয়ের নিকট হইতেই শপথ গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রথমে ক্রেতার নিকট হইতেই শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। মূল্যের মতভেদ স্থলে ইহাই প্রশস্ত বিধান। আর যদি জিনিষের পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ হয়, তবে কাজী যাহার নিকট ইচ্ছা প্রথমে শপথ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শপথ গ্রহণ করিবার রীতি এই যে, বিক্রেতা বলিবে, "আল্লাহ সাক্ষী আমি এত—যেমন হাজার মুদ্রায় বিক্রয় করি নাই এবং ক্রেতা বলিবে,—"আল্লাহ জ্ঞাত, আমি এত—যেমন দুই হাজার মুদ্রায় ক্রয় করি নাই।" কারণ শপথের সহিত বিক্রেতার পক্ষে—"আমি হাজার য় ক্রয় করিয়াছি" বলিবার কোন আবশ্যক নাই।—হেদায়া।

উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে যদি কেহ শপথ করিতে অস্বীকার করে, তবে অপরের দাবী তাহার উপর লাজেম করিয়া দিতে হইবে। আর যখন উভয়েই রীতিমত শপথ করিবে,তখন কাজী উক্ত বায় কর্ত্তন করিয়া দিবেন।

শপথ কখন এক পক্ষকে এবং কখন বা উভয় পক্ষকে করিতে হইবে। বিস্তৃত বিবরণ অনুবাদের ফায়দায় বিবৃত হইয়াছে।

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জিনিষপত্র লইয়া মতভেদ হয়, এবং তাঁহারা কেহই স্বীয় দাবীর অনুকূলে প্রমাণ দিতে না পারে তবে যে সমস্ত জিনিষ স্ত্রীর ব্যবহারোপযোগী—যেমন শাড়ী, সেমিজ, কোর্‌তা, অলঙ্কার, ফুল, ফিতা প্রভৃতি স্ত্রীকে প্রদান করিতে হইবে এবং টুপী, পাগড়ী, আচকান, চোগা, ছাতা প্রভৃতি যাহা পুরুষের ব্যবহারোপযোগী, তাহা স্বামীকে প্রদান করিতে হইবে,—কিন্তু প্রদান করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক-কেই শপথ করাইতে হইবে।

উপরের বিধানের সময়—যখন কাহারও নিকটে সাক্ষ্য না থাকে। কিন্তু যদি উভয়েই সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে, তবে স্ত্রীর সাক্ষ্যই গ্রহণীয় হইবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয়, তবে জীবিত ব্যক্তির সাক্ষ্যই স্বীকৃত হইবে। অবশ্য ঐরূপ স্থানে শপথের সহিত হক্ স্বীকৃত হইবে। উপরোক্ত অবস্থায় এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে স্ত্রীকে তাহার সাজসজ্জা ও আবশ্যকীয় জিনিষাদি প্রদানপূর্ব্বক বাকী সমস্ত জিনিষপত্র শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বামীকে প্রদান করিতে হইবে। উহাতে জীবিত ও মৃত উভয়ই তুল্য। আবার এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব জীবিতাবস্থায় এমাম সাহেবের মত সমর্থন করিয়া মৃতাবস্থায় ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।—উর্দ্দু টীকা।

অবশ্য স্বামি-স্ত্রীর এইরূপ মতভেদ যদি মোহর সম্বন্ধে হয়, তবে তাহার বিধান ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—মোহরের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য বিষয় অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। যাহার ইচ্ছা হয়, মূল গ্রন্থ কিংবা বিস্তৃত উর্দ্দু অনুবাদ দেখিয়া লইবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—০:*:০—

দাবী রহিত হইবার বিবরণ।

যাহার উপর দাবী করা হইবে, সে যদি প্রতি-উত্তরে বলে যে, তোমার দাবীকৃত যে জিনিষ আমার অধিকারে আছে, তাহা জায়েদের আমানত কিংবা আমি ইহা জায়েদের নিকট হইতে আরিয়াৎ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি কিংবা আমি ইহা ভাড়া লইয়াছি; অথবা বলে যে, আমি ইহা জায়েদের নিকট হইতে অন্যবিধ শর্ত্তে গ্রহণ করিয়াছি। এমতাবস্থায় সে উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিলে দাবীদারের দাবী কর্ত্তিত হইয়া যাইবে। কারণ দাবীকৃত ব্যক্তির প্রমাণ অনুসারে উক্ত দ্রব্য দাবীদারের পরিবর্ত্তে জায়েদের বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) মহোদয়ের মতে ঐরূপ স্থলে দাবীকৃত ব্যক্তি যদি অসৎপ্রকৃতির লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয় এবং তাহার দ্বারা লোকের দ্রব্য গ্রহণান্তর ঐরূপ ওজর বাহানা করার কথা যদি লোকে অবগত থাকে তবে তাহার ঐরূপ প্রমাণাদি সত্ত্বেও দাবীদারের দাবী রহিত হইবে না। দোরে-মোখতারে এই মতই প্রশস্ত বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে দাবীকৃত ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি ইহা অবশ্য জায়েদের কাছে কিনিয়াছি এবং দাবীদার দাবীকৃত ব্যক্তির কথার উত্তরে যদি বলে যে, এই বস্তু নিশ্চয়ই আমার; তুমি মিথ্যা বলিতেছ, কিংবা তুমি চুরি করিয়াছ, অথবা ইহা আমার নিকট হইতে চুরি গিয়াছে; এমতাবস্থায় দাবীকৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা গ্রাহ্য হইবে না;—যদিও দাবীকৃত ব্যক্তি উক্ত জিনিস তাহার নিকট আমানত হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য পেশ করে। কারণ তাহার ক্রয় করার কথায় তাহার পরবর্ত্তী কথা গ্রাহ্য হইবে না।

যদি দাবীদার এইরূপ দাবী করে যে, যে বস্তু দাবীকৃত ব্যক্তির অধীনে আছে, আমি তাহা জায়েদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং দাবীকৃত ব্যক্তি বলে যে, ইহা জায়েদ আমার নিকট আমানত রাখিয়াছে। এরূপ অবস্থায় দাবীকৃত ব্যক্তি স্বীয় বাক্যের প্রমাণ দিতে পারিলে দাবীদারের অধিকার বা দাবী কর্ত্তিত হইবে। কিন্তু দাবীদার যদি প্রমাণ করিয়া দেয় যে, জায়েদ আমাকে উক্ত জিনিস অধিকারের জন্য উকীল নিযুক্ত করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার অধিকার কর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু এমাম আজম (রহঃ) সাহেবের মতে যাহার উপর দাবী করা হইবে, সে যখন দাবীর প্রতিকূলে নিজ-বাক্য প্রমাণ করিয়া দিবে, তখন দাওয়া কর্ত্তিত হইয়া যাইবে।—মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

এক বিষয়ের উপর দুই ব্যক্তির দাবীর বিবরণ।

যখন কোন বিষয়ের উপর দুই ব্যক্তি দাবী করিবে, এবং ঐ অবস্থায় উক্ত জিনিস দাবীদারদ্বয়ের মাত্র একজনের অধিকারে থাকিবে, এরূপ ক্ষেত্রে জিনিস যাহার অধিকারে নাই, তাহার সাক্ষ্যই প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে;—যদিও একের সাক্ষী সময় বর্ণনা করে এবং অপরের সাক্ষী সময় বর্ণনা না করে। জানা আবশ্যক যে, আমাদের মতে জিনিস যাহার অধিকারে নাই, তাহার সাক্ষ্যই প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে জিনিস যাহার অধিকারে আছে, তাহার সাক্ষ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি একজনের সাক্ষী সময় বর্ণনা করে, তবুও এমাম আজম (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে যাহার অধিকারে জিনিস নাই, তাহার

সাক্ষ্যই গ্রহণীয় হইবে; কিন্তু এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে যাহার সাক্ষী সময় বর্ণনা করিবে, তাহার সাক্ষ্যই স্বীকৃত হইবে।—মুল গ্রন্থ।

যদি দাবীর জিনিসের উপর দাবীদারদ্বয়ের কাহারও অধিকার না থাকে, এবং উভয়েই উক্ত জিনিসের আধিপত্য সম্বন্ধে সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে আমাদের মজহাবের ব্যবস্থা অনুযায়ী উক্ত জিনিস দাবীদারদ্বয়ের মধ্যে আধা-আধি ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে ঐরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের দাবীই 'মরতুদ' হইয়া যাইবে এবং সূর্ত্তিক্রীড়ার নিয়মানুযায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দাবীকৃত জিনিসের আধিপত্য প্রদান করিতে হইবে। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর দলীল এই যে, হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট এইরূপ ব্যাপার উপস্থিত হইলে, তিনি ঐরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বলিতেন, "হে আল্লাহ্! তুমিই উভয়ের মধ্যে মীমাংসাকারী।" তেব্‌রাণী এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের পক্ষের হাদিস এব্‌নে-আবি-শায়েবা (রহঃ) মোছান্নেফ গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"দুই ব্যক্তি হজরত রসুলোল্লার (সাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া এক উটের উপর দাবী করত উভয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিলে, হজরত উক্ত উট উভয়ের মধ্যে আধা-আধি করিয়া বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।" এই হাদিসের সনদ বিশ্বাস্য ও গ্রহণীয়; এই মর্ম্মে আরও হাদিস বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু যদি দুই ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোকের উপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবাহের দাবী করিয়া প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে সেরূপ ক্ষেত্রে আমাদের বা এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের পূর্ব্বোক্ত মসলার কোন মসলাই খাটিবে না। ঐরূপ স্থলে উভয়ের সাক্ষ্যই কর্ত্তিত ও অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে এবং দাবীকৃত স্ত্রীলোক যাহাকে স্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, উক্ত রমণীকে তাহার হস্তেই সমর্পণ করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ণিত মস্‌লা না খাটিবার কারণ এই যে, দ্রব্যাদির অংশের ন্যায় স্ত্রীর অংশিত্ব সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। বিশেষতঃ স্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুসারে স্বামী

নির্ব্বাচন করার বিধানও তখন খাটিবে,—যখন দাবীদারদ্বয়ের প্রদত্ত সাক্ষীসমূহের কোন পক্ষের সাক্ষীই সময় বর্ণনা না করিবে। কারণ সাক্ষিগণ সময় বর্ণনা করিলে, যে দাবীদারের সাক্ষী বিবাহের সময় পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিবে, স্ত্রী সেই দাবীদারই প্রাপ্ত হইবে;—এরূপ স্থলে স্ত্রীর দ্বারা নির্দ্দেশ করান অনাবশ্যক।

অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, দাবীদারদ্বয়ের প্রমাণ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে স্ত্রী যদি কাহাকেও স্বামী বলিয়া 'তস্‌দিক' করে, তবে রমণী তাহার নিকটেই অর্পিতা হইবে এবং ইহার পরে অন্য দাবীদার যদি স্বীয় বিবাহের প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে প্রথম দাবীদারের নিকট হইতে স্ত্রীকে কাড়িয়া দ্বিতীয় দাবীদারকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

কেহ যদি এক রমণীকে নিজের স্ত্রী বলিয়া দাবী করত প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে কাজী উক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত রমণীকে তাহার স্ত্রী বলিয়া প্রত্যর্পণ করিবার পর অন্য ব্যক্তি যদি ঐ রমণীকে নিজের স্ত্রী বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করে, তাহা হইলেও কাজীর প্রথম আদেশ খণ্ডিত হইবে না। কিন্তু যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির বিবাহের তারিখ প্রমাণের দ্বারা প্রথম ব্যক্তির বিবাহের বর্ণিত তারিখ হইতে পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতে পারে, তবে প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে স্ত্রীকে কাড়িয়া লইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

যদি এক স্ত্রী বিবাহিতা অবস্থায় কাহার নিকট থাকে এবং অন্য ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থিত করে যে, ঐ রমণী আমার বিহাহিতা স্ত্রী; এরূপ অবস্থায় স্ত্রী যাহার নিকট আছে, তাহারই থাকিবে। তবে অপর ব্যক্তির বিবাহের তারিখ যদি পূর্ব্বে প্রমাণিত হয়, তবে সেই স্ত্রী প্রাপ্ত হইবে।

জায়লাই (রহঃ) উহার দলীল এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ "যখন দুই ব্যক্তি কোন রমণীর উপর বিবাহের দাবী করিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিবে, তখন যাহার বিবাহের তারিখ পূর্ব্বে প্রমাণিত হইবে,

সেই স্ত্রীর অধিকারী হইবে; যদি কাহারও সাক্ষ্যে তারিখ বিবৃত না হয়, কিংবা একই তারিখ বর্ণিত হয়, তবে স্ত্রী যাহার অধিকারে আছে, সেই স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইবে। এই সমস্তের অভাবে অর্থাৎ যখন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকিবে, তখন স্ত্রীর মত গ্রহণপূর্ব্বক তাহার স্বামী স্থির করিতে হইবে।"

কিন্তু অন্য কোন বস্তু অপরের অধিকারে থাকা অবস্থায় দুই ব্যক্তি যদি উহা ক্রয়ের দাবী উত্থাপন করিয়া প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে তাহারা প্রত্যেকেই নির্দ্ধারিত মূল্যের অর্দ্ধাংশের পরিবর্ত্তে উক্ত জিনিসের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে। এমতাবস্থায় কাজীর অর্দ্ধাংশ গ্রহণের আদেশ প্রমাণের পর একজন যদি স্বীয় অংশ পরিত্যাগ করে, তবুও অপরে উক্ত জিনিস সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিবে না; কারণ তাহার অর্দ্ধাংশের 'বায়' কর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।—হেদায়া। কিন্তু উভয়ের প্রমাণের দ্বারা একজনের ক্রয়ের তারিখ যদি পূর্ব্বে বর্ণিত হয়, তবে সেই প্রাপ্ত হইবে। আর এক জনের সাক্ষী যদিও তারিখ বর্ণনা করে এবং অপরের সাক্ষী তারিখ বর্ণনা না করে, কিংবা কেহই তারিখ বর্ণনা না করে, তাহা হইলেও উক্ত জিনিস যাহার অধিকারে আছে, সেই প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু উক্ত জিনিস দাবীদারদ্বয়ের মধ্যে যদি কাহারও অধিকারে না থাকে, তবে যে তারিখ বর্ণনা করিবে, সেই প্রাপ্ত হইবে।

সাধারণ বিধি এই যে, কোন বস্তুর উপর দুইজনের দাবীর স্থলে যাহার আধিপত্যপ্রাপ্তির সময় পূর্ব্বে বর্ণিত হইবে, উক্ত জিনিস সেই প্রাপ্ত হইবে। যদি উভয়ের সাক্ষী তুল্যরূপ সময় ও অবস্থা বর্ণনা করে, তবে উক্ত জিনিস যাহার অধিকারে আছে, সেই প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে।—মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যদি দুই ব্যক্তি এক বস্তু সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্রয় করিয়াছি বলিয়া দাবী করিয়া প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে উভয়ের প্রমাণই রহিত হইয়া জিনিস পূর্ব্বে যাহার নিকট ছিল, তাহার নিকটেই থাকিবে।

এক জমি সম্বন্ধে উভয়ে দাবী করিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিলে যে উক্ত জমিতে এমারৎ-গৃহাদি নির্ম্মাণ ও কূপ পুষ্করিণী খননাদি করিয়াছে, জমি তাহাকেই প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু যদি কেহই এ সমস্ত কিছু না করিয়া থাকে এবং উভয়ের প্রমাণ তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে কাজী উক্ত জমি উভয়কে অর্দ্ধাংশে বিভাগ করিয়া দিবেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

---:০:---

নসবের দাবীর বিবরণ।

জায়েদ আমরুর নিকট এক দাসী বিক্রয় করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি উক্ত দাসী প্রসব করে এবং সন্তানের দাবী করে যে, উক্ত সন্তান আমার ঔরসজাত, তাহা হইলে উক্ত সন্তান তাহারই ঔরসজাত বলিয়া গণ্য হইবে; দাসীর বিক্রয় খণ্ডিত হইবে এবং বিক্রীত মূল্য প্রত্যর্পণপূর্ব্বক উক্ত দাসীকে উম্ম-অলদ স্বরূপ জায়েদই প্রাপ্ত হইবে,—যদিও আমরু উক্ত সন্তানের দাবী করে। ইহাই আমাদের মত। মতান্তরে জায়েদের দাবী বাতিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত অবস্থায় দাসী মরিয়া গিয়া সন্তান জীবিত থাকিলেও জায়েদের দাবী গ্রাহ্য হইবে; কিন্তু সন্তান মরিয়া দাসী জীবিত থাকিলে গ্রাহ্য হইবে না। আর আমরু যদি দাসী কিনিয়া আজাদ করিয়াও দিয়া থাকে, তবুও জায়েদের দাবী গ্রাহ্য হইবে।

কাহার নিকট একটী শিশু থাকিলে সে যদি উক্ত শিশুকে প্রথমে জায়েদের সন্তান বলিয়া প্রকাশপূর্ব্বক পরে নিজের সন্তান বলিয়া প্রকাশ করে, তবে জায়েদ উক্ত শিশুকে স্বীয় ঔরসজাত বলিয়া অস্বীকার করিলেও শিশু জায়েদেরই সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে।

ইহা এমাম সাহেব (রহঃ) এর মত ; কিন্তু সাহেবায়েনের মতে জায়েদ অস্বীকার করিলে উক্ত শিশু তাহার অধিকারীর সন্তান বলিয়াই গণ্য হইবে।

পিতা যদি কাহাকেও পুত্র বলিয়া অস্বীকার করে এবং পুত্র পিতার স্বীকৃতির প্রমাণ উপস্থিত করে, তবে পুত্র উক্ত পিতারই সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মোসলমান ও কাফেরের সহিত কোন শিশু সন্তান থাকিলে মোসলমান তাহাকে দাস এবং কাফের পুত্র বলিয়া দাবী করিলে শিশু কাফেরের পুত্রস্বরূপ মুক্তি হইবে। কারণ মুক্তি অতীব পুণ্য ও প্রার্থনীয় কার্য্য।

নিজের অবস্থা বলিতে অসমর্থ—এইরূপ কোন শিশু কোন স্বামি-স্ত্রীর নিকট থাকা অবস্থায় স্বামী তাহাকে অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত এবং স্ত্রী তাহাকে অন্য স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বলিয়া দাবী করিলে শিশু উভয়েরই সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে ; কিন্তু শিশু নিজের অবস্থা বলিতে পারিলে তাহার কথামতই নসব সিদ্ধান্ত হইবে।

এই অধ্যায়ের অন্যান্য উদাহরণগুলি অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

একরার অর্থাৎ স্বীকৃতির বিবরণ।

পবিত্র কোর-আন ও হাদিস হইতেই একরার (স্বীকৃতি) দলিল হওয়া সাবেত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন,—"যাহার উপর হক্ আছে, তাহার একরার করা আবশ্যক।"—কোর-আন। হজরত রসুলোল্লাহ্ বলিয়াছেন,—"যদি অপ্রিয়ও হয়, তবু সত্য কথা বলিবে।"—হাদিস। অতঃপর মোসলেম জগতের সর্ব্ববাদি-সম্মত

মতেও একরার দলিল হওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে ; এমন কি, একমাত্র একরারের উপর নির্ভর করিয়া হদ ও কেসাস পর্য্যন্ত জারী করা সুসিদ্ধ বিধান বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

নিজের উপর অপরের হক্ সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়াকেই একরার বা স্বীকৃতি বলে। কেহ যদি বলে যে, মোসলমানদের বা অমুকের অমুক জিনিষ আমার নিকট আছে, তাহা সিদ্ধ হইবে। ইহাই একরার। একরারে কোনরূপ সন্দেহ-মূলক কথা থাকিতে পারিবে না, কারণ সেরূপ একরার অসিদ্ধ।

তালাক ও এতাকে জবরদস্তি-মূলক একরার গ্রাহ্য ও সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু জবরদস্তির দ্বারা বাধ্য হইয়া তালাক দিলে বা দাসমুক্ত করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে। তালাক ও এতাকের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীত্বের একরার স্ত্রীর পক্ষ হইতে বিনা সাক্ষীতেই সিদ্ধ হইবে।

স্বাধীন, বুদ্ধিমান্ ও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির একরারই গ্রহণীয়। স্থান-বিশেষে প্রতিনিধি, আদিষ্ট দাস ও আদিষ্ট বালকের একরারও গ্রাহ্য হইতে পারে।

একরারের বিষয়ে একরার কালে স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ ভাবে বিবৃত হওয়া আবশ্যক।

যে ব্যক্তি একরার করিবে, তাহাকে মকর বলে ; যাহার হক্ সম্বন্ধে একরার করা যাইবে, তাহাকে মক্‌রে-লাহু বলে, এবং যে বিষয়ের উপর একরার করা যাইবে, উহাকে মকরবা বলে।

ব্যভিচার ইত্যাদি সম্বন্ধে একরারের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ক একরারও যথাযথ স্থানে বিবৃত হইয়াছে।

একরার স্থলে একরারের অনুযায়ী আদেশই প্রদান করিতে হইবে। পুত্রত্বের একরার স্থলে নসব সিদ্ধান্ত হইবে ; তাহার জননীর স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যাইবে না ; এইরূপ মোহরের একরার স্থলেও বিবাহ স্থিরীকৃত হইবে না।—দোর্রোল-মোখ্‌তার, তাহ্‌তাভী ও কুনিয়া প্রভৃতি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

এস্‌তেস্‌নার বিবরণ।

এস্‌তেস্‌না অর্থ একরার হইতে কিছু বাহির করিয়া লওয়া। যে বিষয় একরার করা যাইবে, তাহা হইতে কিছু বাহির করিয়া লওয়া সিদ্ধ হইবে; যেমন কেহ বলিল যে, আমার কাছে জায়েদের দশ টাকা পাওনা আছে—কিন্তু দুই টাকা কম; অথবা দুই টাকা কমের সহিত বলিলেও সে এস্‌তেসনা সিদ্ধ হইবে। এস্‌তেস্‌নার পরে যাহা বাকী থাকিবে, তাহা 'মকরের' উপর লাজেম হইবে, অর্থাৎ জায়েদকে আট টাকা প্রদান করিতে হইবে।

কিন্তু সমস্ত হইতে সমস্ত এস্‌তেস্‌না করিলে তাহা বাতেল হইবে। যেমন বলিল যে, আমার নিকট অমুকের সহস্র কম সহস্র টাকা পাওনা আছে। এরূপ এস্‌তেসনা বাতেল হইবে সহস্র মুদ্রাই প্রদান করিতে হইবে।

যে জিনিষ পরিমাপ করিতে বা ওজন করিতে হয়, তাহাও টাকা পয়সার সহিত এস্‌তেস্‌না করা চলিবে। যেমন কেহ বলিল যে, আমার উপর পাঁচ মণ চাউল কম পঞ্চাশ টাকা পাওনা আছে। এরূপ অবস্থায় উক্ত চাউলের মূল্য বাদ দিয়া বাকী মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

যাহা পরিমাপ বা ওজন করা চলে না, টাকা পয়সার সহিত তাহার এস্‌তেস্‌না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। যেমন কেহ বলিল যে, আমার নিকট অমুকের একখানা কাপড় কম দশ টাকা পাওনা আছে; ইহা অসিদ্ধ। ইহা শেখায়েনের মত; কিন্তু এমাম মোহম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে উপরোক্ত কোন প্রকার এস্‌তেস্‌নাই সিদ্ধ হইবে না। আবার এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে উপরোক্ত প্রত্যেক প্রকার এস্‌তেস্‌নাই সিদ্ধ হইবে।

কেহ এস্‌তেস্‌নার সহিত 'ইন্‌শা-আল্লাহ্‌' বলিলে এস্‌তেস্‌না বাতেল হইয়া যাইবে।

গৃহের একরারে জমি এস্‌তেস্‌না করিলে উহা বাতেল হইবে এবং উক্ত উভয় দ্রব্যই প্রদান করিতে হইবে। উদ্যানের বৃক্ষের বিধানও এইরূপ। কিন্তু প্রকারান্তরে বাগিচার জমি ও বৃক্ষ দুই ব্যক্তিরও হইতে পারে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

পীড়িতের একরারের বিবরণ।

দায়িত্ব সাধারণতঃ তিন প্রকার ;—সুস্থাবস্থায় যাহা একরারের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে, স্ত্রীর মোহরে-মেছেল এবং পীড়িত অবস্থায় একরারের দ্বারা নিরূপিত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব তিনটীর মধ্যে আমাদের মতে প্রথমোক্ত দায়িত্বদ্বয় প্রথমে পরিশোধ করিতে হইবে ; তৎপর যদি মাল থাকে, তবে তদ্দারা পীড়িত অবস্থায় একরারের দায়িত্ব আদায় করিতে হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে উক্ত তিন প্রকারের দায়িত্বই তুল্য। আমাদের দলীল মূল গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

আবার এই তিন প্রকারের দায়িত্বই উত্তরাধিকারিত্বের উপর বলবৎ হইবে ; অর্থাৎ সমস্ত দেন পরিশোধ করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে উত্তরাধিকারিগণ তাহাই প্রাপ্ত হইবে। ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারিগণ কিছুই প্রাপ্ত হইবে না।

পীড়িতের পক্ষে কোন কর্জ্জদারকে বাদ দিয়া কোন কর্জ্জদারের ঋণ পরিশোধ করা সিদ্ধ নহে। কারণ তাহার মালে সমস্ত উত্তমর্ণেরই হক্‌ আছে। অবশ্য সুস্থ ব্যক্তিরা এরূপ করিতে পারে।—হেদায়া।

পীড়িতের পক্ষে স্বীয় উত্তরাধিকারিগণের জন্য একরার করা সিদ্ধ নহে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে সিদ্ধ হইবে। আমাদের দলিল রসুলের হাদিস, যথা—"উত্তরাধিকারীর জন্য 'ওসিয়েত' ও ঋণের একরার সিদ্ধ নহে।"—সোননে দারকুৎনী। কেতাবান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পীড়িতের পক্ষে তাহার কোন উত্তরাধিকারীর জন্য 'ওসিয়েত' বা একরার করা অন্য উত্তরাধিকারিগণের সম্মতির উপর নির্ভর। উপরোক্ত বিধান নিম্ন কয়েক স্থানে খাটিবে না। যথা—"পীড়িতের পক্ষে কোন উত্তরাধিকারীর নিকট নিজের প্রাপ্য হক্ আদায় হওয়া, কিম্বা পিতা মাতার উপর তাহার হক্ না থাকা,"—ইত্যাদি।

পীড়িত ব্যক্তি কাহাকেও পুত্র বলিয়া একরার করিলে সে যদি পীড়িতকে পিতা বলিয়া স্বীকার করে, এবং বয়সাদিতে তাহাদের পরস্পর পিতা-পুত্র হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে একরার গ্রাহ্য হইবে।

কোন রমণীর জন্য 'ওসিয়েত' করিয়া পরে তাহাকে বিবাহ করিলে ওসিয়েত রহিত হইয়া যাইবে।

পীড়িতের একরার এবং স্বীয় তসদিক' অর্থাৎ প্রদত্ত প্রমাণের দ্বারা কেহ পীড়িতের পুত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলে, তাহার মাতার বিবাহ সম্বন্ধে প্রমাণ দিবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

বিংশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

ছোলেহ্ অর্থাৎ সন্ধির বিবরণ।

অল্লাহ্-তালার কালাম হইতেই সন্ধি করা সিদ্ধ হইয়াছে; যথা—"ওয়াচ্ছোলুহো খায়রোন" অর্থাৎ—"সন্ধি করা প্রকৃষ্টতর।" পবিত্র হাদিস হইতেও সন্ধি করা সিদ্ধ ও উত্তম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

সন্ধি এক বন্ধনী;—যাহা যাবতীয় গোলযোগ মিটাইয়া দেয়। সন্ধি করা প্রত্যেক অবস্থাতেই সিদ্ধ—তাহাতে যাহাদের সহিত সন্ধি

করা হইবে, তাহারা একরার করুক বা না করিয়া চুপ থাকুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের মতে যাহাদের উপর সন্ধির প্রস্তাব করা হইবে, তাহারা স্বীকৃত না হইলে সন্ধি করা সিদ্ধ হইবে না।

মালের পরিবর্ত্তে সন্ধি করাও সিদ্ধ; ইহার শর্ত্ত ক্রেয়-বিক্রেয়-সম্পর্কীয় সন্ধির অনুরূপ। পরিবর্ত্তনের দ্বারাও সন্ধি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যে সন্ধি ধনের পরিবর্ত্তে বিষয় বিশেষের লাভের উপর নির্দ্ধারিত হইবে, তাহার পদ্ধতি এজারার আদেশের অনুরূপ হইবে।

যে বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছিল, তাহার অংশ বিশেষের উপর সন্ধি করা সিদ্ধ নহে। যেমন বিবাদীর গৃহের একটীমাত্র কক্ষ সম্বন্ধে সন্ধি করা।

নিহত করা এবং হস্তাদি কর্ত্তন সম্বন্ধেও সন্ধি করা সিদ্ধ হইবে। ইহার অনুকূলে হাদিসও বর্ণিত হইয়াছে।

অর্থাদি গ্রহণপূর্ব্বক দাসমুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্ধি করিলে তাহাও সিদ্ধ হইবে। ঐরূপ বিবাহভঙ্গ ব্যাপারে অর্থ-বিনিময়ে সন্ধি করার নাম—'খোলা'। অবশ্য ইহাও পুরুষের পক্ষ হইতেই সম্পাদিত হওয়া চাই। স্ত্রীলোক যদি পুরুষের উপর বিবাহের দাবী করে, সে অবস্থায় পুরুষ অর্থ-বিনিময়ে সন্ধি করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। এই প্রকারের সন্ধিকে কেহ সিদ্ধ এবং কেহ কেহ অসিদ্ধ বলিয়াছেন।

হদ-সম্বন্ধীয় দাবীতে সন্ধি করা সিদ্ধ হইবে না; কারণ উহা আল্লাহ্-তালারই হক্।

তেজারতে আদিষ্ট দাস কাহাকেও হত্যা করিলে হত্যার বিনিময়ে মাল দিয়া সন্ধি করা তাহার পক্ষে দোরস্ত হইবে না; কারণ প্রকৃতপক্ষে সে মাল দিয়া সন্ধি করিবার অধিকারী নহে।

সন্ধি সম্বন্ধীয় অন্যান্য উদাহরণ ও উপমাগুলি বিস্তৃতি-ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

একবিংশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

অংশ-মূলক ঋণের সন্ধির বিবরণ।

দুই ব্যক্তি যদি কাহারও নিকট তুল্যাংশ অর্থের পাওনাদার থাকে এবং তাহাদের একব্যক্তি স্বীয় অংশের পরিবর্ত্তে দেনাদারের সহিত সন্ধি করিয়া একখণ্ড বস্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে দেনাদারের নিকট স্বীয় অংশ যথাবিধি আদায় করিয়া লইতে, কিম্বা প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। অবশ্য প্রথম ব্যক্তি যদি পূর্ণ প্রাপ্যের এক চতুর্থাংশের জামীন হয়, তবে তাহার নিকট হইতে বস্ত্রের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী শরিকদ্বয়ের মধ্যে কেহ যদি স্বীয় অংশের পরিবর্ত্তে দেনাদারের নিকট হইতে কোন বস্তু ক্রয় করিয়া লয়, তবে অপর অংশী দেনাদারের নিকট হইতে আদায় করিতে কিংবা তাহার অংশীর নিকট হইতে পূর্ণ প্রাপ্যের এক চতুর্থাংশের জামীন গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ করিলে দেনাদারের নিকট যাহা বাকী থাকিবে, তাহা উভয়েই একযোগে আদায় করিয়া লইবে।

কিন্তু ঐরূপ স্থলে প্রাপ্য শরিকদ্বয়ের কোন শরিক দেনাদারকে নিজ অংশ সমর্পণ করিলে কিংবা জমা করিলে কিংবা দেনাদারকে পূর্ব্বদেয় ঋণস্বরূপ প্রদান করিলে তাহার নিকট অপর শরিক কিছুই প্রাপ্ত হইবে না।

পাওনাদার শরিকদ্বয়ের কেহ স্বীয় অংশের অর্দ্ধাংশ ক্ষমা করিয়া দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে এবং বাকী ঋণের দুই তৃতীয়াংশ যে অংশী ক্ষমা করে নাই, সেই প্রাপ্ত হইবে।

দুই জন মিলিয়া এক রাশি গেহুঁ শত মুদ্রায় ক্রয় করিয়া প্রত্যেকের স্ব স্ব অংশের পঞ্চাশ মুদ্রা প্রদানের পর তৃতীয় একজন অংশীদ্বয়ের একজনের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া পঞ্চাশ মুদ্রা প্রদান করিলে এমাম আবু-হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতে উহা সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) মহোদয়ের মতে ঐরূপ সন্ধি সিদ্ধ হইবে। তরফায়েনের দলীল মূল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে!

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

তোখারেজের বিবরণ।

তোখারেজ অর্থ সমস্ত উত্তরাধিকারীর সম্মিলিতভাবে কোন এক উত্তরাধিকারীকে ধনের পরিবর্ত্তে খারেজ (বিচ্ছিন্ন) করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ সম্মিলিত হইয়া কোন এক উত্তরাধিকারীকে মৃত ব্যক্তির মালের পরিবর্ত্তে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত বা রহিত করিয়া দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল যদি কেবল অস্থাবর সম্পত্তি ও সাজ সরঞ্জামাদি হয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট জিনিষের লভ্যের পরিবর্ত্তে অথবা মৃত ব্যক্তির মাল সোনা থাকা অবস্থায় সম্মিলিত উত্তরাধিকারিগণ রূপা প্রদান করিলে কিংবা রূপা থাকা অবস্থায় সোনা প্রদান করিলে কিংবা উভয় দ্রব্য থাকা অবস্থায় উভয় দ্রব্য প্রদান করিলে— উল্লিখিত সমস্ত প্রকারেই তোখারেজ সিদ্ধ হইবে। কারণ সোনার পরিবর্ত্তে রৌপ্য, রৌপ্যের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ প্রদান করিলে তথায় সুদের কোনই সন্দেহ হইবে না।—মূল গ্রন্থ।

কিন্তু মৃত ব্যক্তির নানারূপ সম্পত্তি যথা—টাকা, পয়সা, মোহর ও সাজ সরঞ্জামাদি বিদ্যমান থাকিলে কেবল টাকা পয়সা বা মোহরের

পরিবর্ত্তে খারেজ করা সিদ্ধ হইবে না, তবে উহা প্রকারান্তরে হইতে পারে। উর্দ্দু ফায়দা দ্রষ্টব্য।

মৃত ব্যক্তি ঋণী থাকা অবস্থায় সাধারণতঃ কোন উত্তরাধিকারীকে খারেজ করা সিদ্ধ নহে। তবে কতিপয় হিলা বাহানা করিয়া উহা করা যাইতে পারে।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত যে ধনসম্পত্তির আইয়ান বা অবস্থা অবগত না হওয়া যাইবে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্ধি করা সিদ্ধ নহে। অবশ্য এ সম্বন্ধে শেখগণের মতভেদ রহিয়াছে। কাহার কাহার মতে ঐরূপ ধনসম্পত্তি সম্বন্ধেও সন্ধি করা সিদ্ধ হইবে।—দোরে-মোখ্‌তার। উভয়ের দলিল মূল গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে উক্ত ঋণ ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বেশী কিংবা কম হইলেও তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিভাগ করা সিদ্ধ হইবে না। তবে ঋণ কম হইলে যদি বিভাগ করা হয়, তাহা ফকিহগণ (ফেকাহ্ বিদ্) সিদ্ধ বলিয়াছেন; কিন্তু বেশী হইলে কদাচ সিদ্ধ হইবে না।

মতান্তরে ঋণের পরিমিত সম্পত্তি পৃথক্ রাখিয়া বাকী সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়ায় কোন বাধা নাই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

মোজারাবাত অর্থাৎ অর্থ ও পরিশ্রম-সংশ্লিষ্ট কারবারের বিবরণ।

মোজারাবাতের শারেয়ী অর্থ, একের অর্থ ও অপরের পরিশ্রম যোগে কার্য্য করা। ফলতঃ একজন যদি অপরকে এই শর্ত্তে টাকা প্রদান করে যে, তুমি এই টাকার দ্বারা কারবার কর; ইহার লাভ তুমি ও আমি বিভাগ করিয়া লইব; ইহারই নাম মোজারাবাত।

মোজারাবাত ক্ষেত্রে যে অর্থ প্রদান করে, তাহাকে "রর্ব্বোল মাল" বলে এবং যে পরিশ্রম করে, তাহাকে "মোজারেব" বলে।

মোজারাবাত সিদ্ধ হওয়া আমাদের রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) হইতে সিদ্ধ আছে। তাঁহার সময়ে লোকে এই কার্য্য করিত, কিন্তু তিনি ইহা নিষেধ করেন নাই। বিশেষতঃ হজরতের সহচর (সাহাবা) গণও এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং কেহই ইহা প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

ইজাব ও কবুলের (প্রস্তাব ও স্বীকৃতির) দ্বারা মোজারাবাত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মোজারাবাত সিদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত্ত আছে, উহা নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইল :—

১। মোজারাবাতের নির্দ্ধারিত মূলধন টাকা, পয়সা বা মোহর হওয়া আবশ্যক। অন্য জিনিষের মূলধন দ্বারা মোজারাবাত অসিদ্ধ।

২। নির্দ্ধারিত মূলধন সম্বন্ধে ধনপ্রদাতা ও কারবারকারী উভয়ের অভিজ্ঞ হওয়া। একের সম্মুখে অপরে সঙ্কেত দ্বারা মূলধন প্রদর্শন করিলে তাহাও সিদ্ধ হইবে।

৩। কর্জ্জসূত্রে গৃহীত মূলধনের দ্বারা যদি অংশীর দায়ী হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে মোজারাবাত অসিদ্ধ। কারণ মূলধন অংশীর নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত থাকিবে; এবং শরিয়তের সূত্রানুযায়ী আমানতদার ঋণপ্রদাতা হইতে পারে না; সুতরাং মূলধন কোন রূপে বিনষ্ট হইলে অংশী তাহার জন্য দায়ী হইবে না।

৪। কোন কারণে অংশিত্ব বাতিল হইয়া গেলে মোজারেব লভ্যের পরিবর্ত্তে বেতনমাত্র প্রাপ্ত হইবে।

৫। রব্বোল-মাল যে যে বস্তু ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছে, মোজারেব তাহা ক্রয় করিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

৬। মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মোজারেব ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইবে না।

৭। মোজারেবকে মূলধন বুঝাইয়া দেওয়া।

৮। লাভের হার নির্ণয় ও নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। লাভ সম্বন্ধে যে কোন সর্ত্ত থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা।

সাধারণতঃ তিন প্রকারে মোজারাবাত নির্দ্ধারিত হইতে পারে; যেমন—

১। তুমি মূলধন লইয়া কারবার কর, ইহার সমস্ত লাভই আমি গ্রহণ করিব। ইহাকে শরিয়ত-সূত্রে 'রাজায়াৎ' বলে।

২। তুমি টাকা লইয়া কারবার কর; লাভ সমস্তই তোমার। ইহাকে কর্জ্জ বলে।

৩। তুমি টাকা লইয়া কারবার কর; লাভ তুমি আমি বিভাগ করিয়া লইব। ইহাকেই মোজারাবাত বলে।

উল্লিখিত অবস্থাত্রয়ের প্রথম অবস্থায় সম্পূর্ণ ওকালতের শর্ত্ত প্রযুজ্য হইবে; দ্বিতীয় অবস্থায় কর্জ্জের শর্ত্ত খাটিবে; মূলধন ক্ষয় পাইলে মোজারেবকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় শর্ত্তাদি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বাকী নিম্নে বর্ণিত হইল :—

মোজারাবাত নির্দ্ধারিত হইবার পর মোজারেব জলপথে ও স্থল-পথে কারবার করিতে পারিবে। রব্বোল মালের পরিবর্ত্তে মোজারেব কারবারে নিজের মাল মিশাইতে পারিবে না। উভয়ের মধ্যে এক-জনের মৃত্যু হইলে মোজারাবাত বাতেল হইবে। তেজারতের জিনি-ষের ক্ষতি, লাভ হইতে পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু মূলধনের ক্ষতি মোজারেবকে দিতে হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—মোজারেব অংশী যদি নিজ গৃহে বা শহরে থাকিয়া কারবার করে, তবে তাহার খোরাক-পোষাক ইত্যাদি খরচ কারবারের মাল হইতে প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু বিদেশে যাইয়া কারবার করিলে গাড়ী-ঘোড়া; খোরাক-পোষাক প্রভৃতির সমস্ত খরচই কারবারের মাল হইতে প্রাপ্ত হইবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

—০:)*(:০—

মোজারেবের পক্ষে মোজারেব নিযুক্ত করিবার বিবরণ।

'মোজারেব' অর্থাৎ যাহাকে কারবার করিবার জন্য অর্থ প্রদান করা হইয়াছে, সে যদি অন্য কাহাকে কারবার করিবার জন্য ঐ অর্থ প্রদান করে, তবে দ্বিতীয় মোজারেব কারবার আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত কেবল অর্থ-প্রদানে জামিন হইবে না। ইহাই সাহেবায়েনের মত-সংবলিত প্রকাশ্য বিধান। কিন্তু হাসানের বর্ণনা অনুযায়ী এমাম (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মোজারেব উহাতে লাভ না করিবে, সে পর্য্যন্ত জামিন হইবে না। আবার এমাম জোফার (রহঃ) মহোদয়ের মতে কেবল মাত্র মাল প্রদান করিলেই জামিন হইয়া যাইবে। প্রথমোক্ত বিধানই যুক্তিযুক্ত ও ফতোয়া সম্মত। উভয় মতের দলীল মূলগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

কিন্তু রব্বোলমাল অর্থাৎ মালপ্রদাতা যদি মোজারেবকে লভ্যের অর্দ্ধাংশের দুই তৃতীয়াংশ লাভ প্রদানের বন্দোবস্তে মোজারেব নিযুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করে, এবং উভয়ের সম্মুখে বলে যে, আল্লাহ্ ইহাতে যাহা কিছু লাভ প্রদান করেন, তাহা আমার ও তোমাদের মধ্যে আধা-আধি ভাগে বিভক্ত হইবে। এমতাবস্থায় উক্ত কারবারের অর্দ্ধাংশ লাভের মালেক, এক-ষষ্ঠাংশ প্রথম মোজারেব ও এক-তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় মোজারেব প্রাপ্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ অংশ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিলে তাহাও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রথম মোজারেব দ্বিতীয় মোজারেবের সহিত অর্দ্ধলাভে বন্দোবস্ত করিবার পর মালেক যদি দ্বিতীয় মোজারেবকে বলে যে, তুমি যাহা লাভ করিবে, তাহা তোমার ও আমার মধ্যে অর্দ্ধাংশে বিভক্ত হইবে; এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম মোজারেব অর্দ্ধাংশ এবং মালেক ও দ্বিতীয় মোজারেব এক-চতুর্থাংশ করিয়া প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ আরও কতিপয় উদাহরণ বিবৃত হইয়াছে।

রব্বোলমাল ও মোজারেব—উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলেই মোজারাবাত অর্থাৎ কারবারের বন্দোবস্ত বাতেল হইয়া যাইবে। কিন্তু মোজারেব মোরতেদ হইয়া দারল-হরবে গিয়া মিলিত হইলেও মোজারাবাত কর্ত্তিত হইবে না।

মালেক চুক্তিভঙ্গ করিয়া মোজারেবকে পদচ্যুত করিলেও সে খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত সে পদচ্যুত হইবে না। অনন্তর সংবাদ পাইবার পরে যদি কারবারে কেবল দ্রব্যজাত থাকে, তাহা বিক্রয়পূর্ব্বক মূলধন করিয়া লইবার জন্য মোজারেব সময় প্রাপ্ত হইবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

কেতাবুল ওদিয়ত অর্থাৎ আমানতের বিবরণ।

কাহারও নিকট কোন বস্তু হেফাজত অর্থাৎ সুরক্ষিতের জন্য রাখার নাম 'ওদিয়ত' অর্থাৎ আমানত। আমানতের খেয়ানত করা মহাপাপ। হজরত রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি 'আমানতদার' নহে, তাহার 'ইমান' নাই। পবিত্র কোর-আনে উক্ত হইয়াছে, যথা— আল্লাহ্তালা আদেশ করিতেছেন যে, "তোমরা আমানতকে তাহার অধিকারীর নিকট পরিশোধ কর।"

আমানতি বস্তু আমানতদারের নিকট বিনষ্ট হইলে সে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে না; কিন্তু আমানতদার আবার যদি ঐ বস্তু অপরের নিকট আমানত রাখে এবং তথা হইতে উহা নষ্ট হয়, তবে প্রথম আমানতদার উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে দায়ী হইবে।

কিন্তু আমানতদার তাহার গৃহে আগুন লাগার জন্য যদি আমানতি বস্তু অন্যের গৃহে কিংবা উহা নৌকায় থাকা অবস্থায় নৌকা ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কাস্থলে যদি অপরের নৌকায় রাখে এবং তথা হইতে উহা বিনষ্ট

আমানতদার আমানতি দ্রব্য নিজের দ্রব্যের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিলে, সে উহার ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে; কিন্তু তাহার অজ্ঞাতসারে বা অন্য কারণে মিশিয়া গেলে সে দায়ী হইবে না।

আমানতের জন্য ইজাব ও কবুল আবশ্যক। কিন্তু হাবভাব এবং সঙ্কেতের দ্বারাও ইজাব সিদ্ধ হইবে। যেমন—কেহ কোন বস্তু কাহারও নিকট রাখিয়া গেলে সে যদি কিছু না বলে, তবুও আমানত সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

আমানতদারের পক্ষে বুদ্ধিমান্ হওয়া আবশ্যক। অপ্রাপ্তবয়স্ক ও উন্মাদের নিকট আমানত রাখিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। এবং তাহারা আমানতী জিনিষ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণেরও দায়ী হইবে না।

আমানতদার এবং তাহার পরিজনের পক্ষেও বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক। আমানতী জিনিষ স্বয়ং আমানতদারকে অথবা তাহার সন্তানাদির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

আমানতকারী আমানতদারের নিকট আমানতী বস্তু প্রার্থনা করিলে সে যদি তাহা দিতে অস্বীকৃত হয়, কিংবা না দেয়, তবে আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

আমানতদারের পক্ষে আমানতী বস্তু সঙ্গে হইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া সিদ্ধ।—হেদায়া।

আমানতী বস্তু তরবারি হইলে মালেক যদি কাহাকেও হত্যা করিবার জন্য উহা প্রার্থনা করে, তবে আমানতদারের পক্ষে উহা দিতে অস্বীকৃত হওয়া সিদ্ধ হইবে।

আমানতী জিনিষ ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। অবশ্য একবার মাত্র ব্যবহার করিলে দোষ হইবে না। কিন্তু আমানতী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিলে আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

দুই ব্যক্তি একত্র হইয়া কোন জিনিষ কাহারও নিকট আমানত রাখিলে যে পর্য্যন্ত দুই জনে মিলিয়া উক্ত বস্তু প্রার্থনা না করিবে, পর্য্যন্ত আমানতদার উহা প্রত্যর্পণ করিবে না।

কেহ কোন জিনিষ আমানত রাখিয়া যদি আমানতদারকে বলে যে, 'ইহা তোমার স্ত্রীর নিকট রাখিও না'। এমতাবস্থায় আমানতদার উহা নিজ স্ত্রীর নিকট রাখিলেও তজ্জন্য দায়ী হইবে না। অবশ্য নিষেধ সত্বে অপরের নিকট রাখিলে দায়ী হইবে। কিন্তু নিষিদ্ধ ব্যক্তি অপর হইলেও যখন তাহার নিকট রাখা ভিন্ন গত্যন্তর না থাকে, তখন তাহার নিকট রাখিলেও দায়ী হইবে না।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

—০:)*(:০—

কেতাবুল আরিয়ত অর্থাৎ কোন বিষয় চাহিয়া লইবার বিবরণ।

নিজের কোন জিনিষ অপরকে ব্যবহার করিবার জন্য অথবা নিজের জিনিষের লাভের উপর অপরকে মালীক করিয়া দেওয়ার নাম আরিয়ত। যেমন কাহাকে তাহার প্রার্থনা অনুযায়ী চড়িবার জন্য নিজের ঘোড়াটী প্রদান করা, অথবা নিজের ভূমির উৎপাদিত ফসল ভোগ করিতে দেওয়া প্রভৃতি। এইরূপ দেওয়া ও নেওয়া শরিয়ত অনুযায়ী সিদ্ধ। আরিয়তের সুফল ও উপকারিতা কোর-আন, হাদিস ও উম্মতে-এজমার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত আছে।

আরিয়তের জন্য ইজাব ও কবুল করা আবশ্যক। মুখের দ্বারা না করিয়া কার্য্য ও সঙ্কেত দ্বারা ইজাব-কবুল করিলে তাহাও সিদ্ধ হইবে।

আরিয়তের দ্রব্য প্রদাতা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেও সে যখন ইচ্ছা তখনই ফেরৎ লইতে পারিবে।

আরিয়তের দ্রব্য-গ্রহীতার দোষ ব্যতীত অকারণ নষ্ট হইলে প্রদাতা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আরিয়তের বস্তু ইজারা দেওয়া অসিদ্ধ।

পরিমাপ ও পরিমাণের উপযোগী দ্রব্যাদি চাহিয়া লইলে তাহা কর্জ্জ হইবে এবং উহা নষ্ট হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

পিতামাতার পক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর আরিয়ত দেওয়া সিদ্ধ নহে।

ফসল ভোগের জন্য ভূমি আরিয়ত দিলে উৎপন্ন ফসল কাটিবার পূর্ব্বে ভূমি ফিরাইয়া লওয়া মালেকের পক্ষে সিদ্ধ হইবে না।

কোর-আন শরিফ প্রদান করিলে উহার ভুল প্রদাতাকে সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু অন্য কেতাবের ভুল সংশোধন করিয়া দিতে প্রদাতা দায়ী নহেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

—০)*(০—

হেবা অর্থাৎ সম্প্রদানের বিবরণ।

আরবি 'হেবা'র বাঙ্গলা অর্থ দান করা। কাহাকেও বিনামুল্যে কোন জিনিসের আধিপত্য দেওয়াকে হেবা বলে। হেবা সিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট পুণ্যজনক কার্য্য হওয়া পবিত্র হাদিস-শরিফ হইতেই সাবেত হইয়াছে। যথা হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা পরস্পর দান কর; তাহাতে পস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে।"—বোখারী।

হেবাকারীর পক্ষে বয়স্থ, বুদ্ধিমান ও হেবার বস্তুর মালীক হওয়া আবশ্যক। বালক ও উন্মাদের হেবা অসিদ্ধ। অপরের দ্রব্য, ভাগের দ্রব্য এবং বে-দখলী দ্রব্য দান করা অসিদ্ধ।

ইজাব ও কবুল ব্যতীত হেবা সিদ্ধ হইবে না। হেবা করিলে যাহাকে দান করা যায়, সেই উহার মালীক হইবে। হেবাকারী হেবা ফিরাইয়াও লইতে পারে; কিন্তু কয়েক প্রকারে পারে না; উহা পরে লিখিত হইবে।

হাসি-ঠাট্টামুলক ইজাব কবুলেও হেবা সিদ্ধ হইতে পারে।

হেবার জিনিস দখল করিলেই হেবা সিদ্ধ হইবে। দখল করিতে না পারিলে হেবা সিদ্ধ হইবে না।

হেবার জিনিস আটক, আবদ্ধ ও অপর জিনিসের সহিত মিশ্রিত থাকিলে হেবা নিঃশেষ হইবে না এবং হেবার জিনিস দখল করিতে নিষেধ করিলে হেবা অসিদ্ধ হইয়া যাইবে।

অনিশ্চিত জিনিস হেবা করা অসিদ্ধ,—যেমন গাছের ফল, গাভীর বাঁটের দুধ ও ভেড়ীর গাত্রের পশম; কিন্তু ফল পাড়িয়া, দুধ দোহাইয়া এবং পশম কাটিয়া হেবা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

যাহাকে হেবা করা যায়, যদি হেবার বস্তু তাহার হাতে থাকে, তবে হেবা করা মাত্র উহা সুসিদ্ধ হইয়া যাইবে। পিতার পক্ষ হইতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের প্রতি হেবাও ঐরূপ, অর্থাৎ করা মাত্র সিদ্ধ হইবে।

হেবার অন্যান্য উদাহরণ বিস্তৃতিভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

হেবা ফিরাইয়া লইবার বিবরণ।

হেবা করিয়া উহা ফেরৎ লওয়া সিদ্ধ। কারণ হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) বলিয়াছেন—"হেবাকারী হেবার বস্তুর উপর অধিক হক্‌দার,—যে পর্য্যন্ত উহার কোন পরিবর্ত্তন না হইবে।" হাদিস এব্‌নে-মাজা এমাম শাফেয়ী (রহঃ) মহোদয়ের মত ইহার বিপরীত। উভয় পক্ষ হইতেই দলিলস্বরূপ হাদিস বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু নিম্ন-নির্দ্দেশিত অবস্থাসমূহে হেবার বস্তু ফেরৎ লইতে পারিবে না।

১। হেবার বস্তু বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইলে,—যেমন হেবাকৃত ভূমিতে বৃক্ষাদি লাগাইলে কিংবা হেবা করা বাড়ীতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে।

২। হেবা করার পরে হেবাকারী কিংবা হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে।

৩। হেবা-বেল-এওজ—অর্থাৎ কোন জিনিসের পরিবর্ত্তে হেবা করিয়া থাকিলে।

৪। হেবার বস্তু হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আধিপত্য হইতে বহিষ্কৃত হইলে—যেমন বিক্রয় করা প্রভৃতি।

৫। স্বামী স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে হেবা করিলে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের পূর্ব্বের হেবা হইলে ফেরৎ লওয়া সিদ্ধ হইবে।

৬। কেরাবতে মহরমিয়াত—অর্থাৎ শোণিত সম্পর্ক হেতু যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম,—যেমন ভাই, ভগিনী, মাতা, কন্যা প্রভৃতি—তাহাদিগকে হেবা করিলে।

৭। এবং হেবার বস্তু নষ্ট হইয়া গেলে।

উল্লিখিত সাত অবস্থার হেবা ফেরৎ পাইতে পারিবে না। উল্লিখিত অবস্থাসমুহ ব্যতীত অন্যান্য অবস্থাসমূহে হেবা ফেরৎ পাইতে পারিবে—যদিও হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হেবার বস্তু দখল করিয়া থাকে। আর দখল না করিয়া থাকিলে ত হেবাই অসিদ্ধ। উহা আর ফেরৎ লওয়ার কোনই আবশ্যক নাই।—দোর্রোল মোখ্তার ও হেদায়া।

যদি হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত বিষয়ের অর্দ্ধেকের পরিবর্ত্তে কিছু প্রদান করিয়া থাকে, তবে হেবাকারী সম্পূর্ণ হেবা ফেরৎ লইতে পারিবে না। অবশ্য যে অর্দ্ধাংশের পরিবর্ত্তে হেবাকারী কিছু প্রাপ্ত হয় নাই, সেই অর্দ্ধাংশ সে ফেরৎ লইতে পারিবে। এমতাবস্থায় যদি হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত বিষয়ের অর্দ্ধাংশ বিক্রয় করিয়াও ফেলিয়া থাকে, তবুও হেবাকারী বাকী অর্দ্ধাংশ ফেরৎ লইতে পারিবে।

পরিবর্ত্তন হেবার স্থলে যদি হেবার বিষয়ের অর্দ্ধাংশে অন্য কাহার আধিপত্য থাকা প্রকাশ পায়, তবে হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিবর্ত্তনস্বরূপ প্রদত্ত বিষয়ের অর্দ্ধাংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু পরিবর্ত্তে প্রাপ্ত বিষয়ের মধ্যে যদি অর্দ্ধাংশ অপরের বলিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও হেবাকারী হেবা করা বিষয়ের অর্দ্ধাংশ ফেরৎ লইতে পারিবে

না। বরং সে পরিবর্ত্তনস্বরূপ প্রাপ্ত সমস্ত বিষয় প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক সমস্ত হেবাই ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—উভয়ের সম্মতি অথবা কাজীর আদেশ ব্যতীত হেবা ফেরৎ লওয়া অসিদ্ধ; কারণ এ সম্বন্ধে মোজতাহেদগণের মতভেদ রহিয়াছে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

—০ঃ)*(ঃ০—

হেবা সম্বন্ধীয় মোতফের্‌কা মসলার বিবরণ।

কেহ গর্ভবতী দাসীকে গর্ভ ব্যতীত হেবা করিলে কিংবা দাসীকে প্রত্যর্পণ করার শর্ত্ত রাখিয়া অথবা তাহাকে মুক্ত করিবার বা উম্ম-অলদ বানাইবার শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া হেবা করিলে অথবা একখানি গৃহ আমাকে কিছু ফিরাইয়া দিবে, এইরূপ শর্ত্ত রাখিয়া হেবা করিলে বা ছদ্‌কা দিলে কিংবা কিছু অংশের জন্য পরিবর্ত্তন প্রদান করিতে হইবে, শর্ত্ত রাখিয়া হেবা করিলে—নিম্ন-লিখিত সমস্ত প্রকার হেবাই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় গর্ভ এস্তেস্‌না এবং অন্যান্য অবস্থায় সমস্ত শর্ত্ত বাতেল অর্থাৎ অগ্রাহ্য শর্ত্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

জীবনের শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া হেবা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু জীবনের শর্ত্ত বাতেল হইয়া যাইবে। যেমন আবদুল জলিল, আবদুল খালেককে একখানি আবাস বাটী এই শর্ত্তে হেবা করিয়া দিল যে, এই বাটীখানি তুমি তোমার জীবন কাল পর্য্যন্ত ভোগ দখল করিবে; তোমার মৃত্যুর পর ঐ বাড়ী পুনরায় আমারই হইবে। এইরূপ শর্ত্তে হেবা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু জীবনকাল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করার শর্ত্ত বাতেল হইয়া আবদুল খালেকের মৃত্যুর পর ঐ আবাসবাটী তাহারই উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হইবে। আবদুল জলিলের উহাতে কোনই অধিকার জন্মিবে না। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সহি মোস্‌লেম নামক গ্রন্থে হাদিস বর্ণিত হইয়াছে যথা—হজরত

রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) বলিয়াছেন, "নিজের ধন নিজের নিকট রক্ষা কর; উহা বিনষ্ট করিও না। অনন্তর যে জীবন স্বত্বে দান করিবে, তাহা যাহাকে দান করিবে, তাহারই হইবে; এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণের হইবে।" আবুদাউদ এবং নেছায়ীও এই মর্ম্মে হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রতীক্ষা-মূলক শর্ত্তে হেবা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। যথা—কেহ কাহাকে বলিল যে, যদি আমি আগে মরিয়া যাই, তবে এই বস্তু তোমার হইবে; আর যদি তুমি আগে মর, তবে ঐ জিনিষ আমার হইবে। এইরূপ শর্ত্তে হেবা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। ইহাই তরফায়েন ও এমাম আবু-ইউসফ (রহঃ) মহোদয়ের মত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

—০:)*(:০—

ছদ্‌কা অর্থাৎ সাধারণ দানের বিবরণ।

ছদ্‌কা অর্থ সাধারণ দান। ইহার শর্ত্ত হেবারই অনুরূপ—অর্থাৎ দখল ব্যতীত ছদ্‌কা সিদ্ধ হয় না। সাধারণতঃ যে দ্রব্য বিভক্ত করা চলে না, তাহা ছদ্‌কা করা অসিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অবশ্য কোন বিষয় দুই জন বা একাধিক ফকীরের মধ্যে ছদ্‌কা করিয়া দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

হেবা ফিরাইয়া লওয়া চলে, কিন্তু ছদ্‌কা ফিরাইয়া লওয়া চলে না। কারণ ছদ্‌কার উদ্দেশ্য পুণ্যলাভ,—তাহা দানের সঙ্গে সঙ্গেই হাছেল হইয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—দান, ছদ্‌কা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। কারণ স্থানবিশেষে দান ও ছদ্‌কা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ও নিষ্ফল হইয়া থাকে। শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করাও এইরূপ; কোন কোন

স্থানে শর্ত্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। যেমন জীবন-শর্ত্তে হেবা করা; আবার কোন কোন স্থানে শর্ত্ত সার্থক হয়। যেমন স্ত্রী স্বামীকে এই শর্ত্তে স্বীয় মোহর ক্ষমা করিল যে, স্বামী তাহার সহিত অসদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সদ্ব্যবহার করিবে, কিংবা তাহাকে হজ্জ করাইয়া আনিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামী যদি স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার না করে, কিংবা স্ত্রীকে হজ্জ না করায়, স্ত্রীর মোহর সম্পূর্ণরূপে বাকী থাকিবে; স্বামী উহা হইতে কিছুই ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে না।—দোরেল-মোখ্তার, তাহ্তাভী ও শামী।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

মূল আরবি শরেহ্-বেকায়ার তৃতীয় খণ্ড
এবং বাঙ্গলা অনুবাদের
পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড
সমাপ্ত।

সূচীপত্র

—০ঃ)*(ঃ০—

শরেহ্ বেকায়া

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।

[সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড—সমাপ্ত।]

জনাব মৌলবী

মোহাম্মদ হাসমত উল্লা সাহেব

কর্ত্তৃক মূল আরবী হইতে অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড—গরাণহাটা

"সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী" হইতে

মুন্সী আফাজদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

[মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

শরেহ্ বেকায়া

সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড

كِتَابُ الْاِجَارَةِ

এজারার বিবরণ।

নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংকে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করাকে "এজারা" (১) বলে। যেমন খালেদ তাহার কোন বাড়ী তিন মাসের জন্য ৩০৲ টাকায়, কিংবা চারি থান কাপড়ের পরিবর্ত্তে কাহাকেও ভাড়া দিল; এই স্থলে বাড়ীতে তিন মাস বাস করা বা উহাকে কোন কাজে লাগান লভ্য স্বরূপ বুঝিতে হইবে; এবং এই লভ্যাকেই যেমন খালেদ ৩০৲ টাকার বা ৪ চারি থান কাপড়ের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিয়াছে।

(১) এজারা—জমিন পত্তনী বা ঠিকা দেওয়া ও বাড়ী বা কোনও দ্রব্য বা জন্তুকে ভাড়া দেওয়া এবং মজুরী খাটা, এই সকল কার্য্য এজারার মধ্যে গণ্য।

লভ্য কয়েক প্রকারে নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কত সময়ের জন্য এজারা দেওয়া হইবে, তাহা উল্লেখ করিলে লভ্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; যেমন বাড়ীতে বাস করিবার সময় ও জমিনে শস্য উৎপাদন করিবার সময় উল্লেখ করিলে বাড়ীর ও জমিনের লভ্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। চাই সময় দীর্ঘ হউক কিংবা অল্প, ইহাতে কিছু আসে যায় না। অবশ্য ওয়াক্‌ফের জমিন তিন বৎসরের অধিক কালের জন্য এজারা দেওয়া অসিদ্ধ। কেননা তিন বৎসরের অধিক কালের জন্য ওয়াক্‌ফের জমিন এজারা দিলে মোস্তাজের (২) নিজের স্বত্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে।

কার্য্য বর্ণনা করিলেও লভ্য নির্দ্ধারিত হয়। যেমন রং করা, সেলাই করা ও কোন দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাওয়া, কিংবা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বহন করা; এই স্থলে স্থান কিংবা সময় বর্ণনা করা না হইলে, এজারা ফাছেদ (ভঙ্গ বা বাতেল) হইয়া যাইবে। কাপড় ধোলাই ও রং করা কাপড়ের রকম ও রঙ্গের রকম কাল কি লাল, উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ এজারা ফাছেদ হইয়া যাইবে।

কখন কখন লভ্য এশারা ও ইঙ্গিতে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যেমন কোন জিনিষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত বহন করিতে বলা; এই স্থলে দ্রব্যটীর উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নাই; ইঙ্গিতেই উহা কোন্ দ্রব্য তাহা বুঝা যায়।

এজারার কেবল মাত্র কথাবার্ত্তা পাকা পাকি হইয়া গেলে উজরত প্রদান করা ওয়াজেব হয় না। বরং মোস্তাজের যখন পূরা লাভবান্ হইবে, কিংবা লাভবান্ হইতে সক্ষম হইবে, তখন উজরত প্রদান করা ওয়াজেব বা বাধ্যতা-মূলক হইবে। তবে মোস্তাজের যদি উজরত

(২) মোস্তাজের—যে ব্যক্তি এজারা লয়, তাহাকে "মোস্তাজের" বা এজারা গ্রহীতা বলে; এবং মালীক বা যে এজারা দেয়, তাহাকে "মোজের" বলে। লোগাতে (অভিধানে) এজারার মানে উজরত অর্থাৎ মযদুরী (মজুরী) লিখিত আছে।

অগ্রিম প্রদান করে, তাহা হইলে আর সে উহা পুনরায় ফেরৎ চাহিতে পারিবে না। এইরূপ অগ্রিম প্রদান করিবার সর্ত্ত করা হইলে অগ্রিম প্রদান করা ওয়াজেব হইবে।

মোস্তাজের (এজারা গ্রহীতা) এজারার দ্রব্যটী মোজেরের (এজারা দাতার) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া উহা দ্বারা লাভ উৎপাদন করিতে সক্ষম হওয়া স্বত্বেও যদি উহা দ্বারা কোন প্রকার লভ্য উৎপাদন না করে, তাহা হইলে মোস্তাজেরকে এজরার মেয়াদান্তে সম্পূর্ণ উজরত প্রদান করিতে হইবে। যথাঃ—একটী ঘর ভাড়া করিয়া নিজের অধিকারে আনিয়া উহাতে বসবাস না করিলে মেয়াদান্তে মোস্তাজেরকে উজরত (ভাড়া) দিতে হইবে; এবং ভাড়ার মেয়াদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি ভাড়া ওয়ালার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক উক্ত ঘরটি ছিনাইয়া লয় ও ভাড়া ওয়ালা (মোস্তাজের) উহা দ্বারা লাভবান্ হইতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে যত দিন গাছেবের (বল পূর্ব্বক গ্রহণ কারীর) নিকট ঘর থাকিবে, ততদিনের ভাড়া মোস্তাজেরকে প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু মোস্তাজের যদি গাছেবকে কোন প্রকারে বিদূরীত করিতে সক্ষম হওয়া স্বত্বেও তাহাকে বিদূরীত না করে, তবে তাহাকে (মোস্তাজেরকে) পূরা ভাড়া প্রদান করিতে হইবে।

মোজের বা মালীক ইচ্ছা করিলে বাড়ী ও জমিনের ভাড়া রোজ রোজ উসিল, (আদায়) করিতে পারিবে; এবং জন্তুর ভাড়া প্রত্যেক মোঞ্জেলে পৌঁছিয়া উসিল করিতে পারিবে। কিন্তু ভাড়া স্থিরীকৃত হওয়ার সময় ভাড়া উসিল সম্বন্ধে যেরূপ সর্ত্ত করা হইবে, ঠিক সেই সর্ত্তানুযায়ী মোজেরের ভাড়া উসিল করিতে হইবে।

ধোপা ও দরজী যখন তাহাদের কাজ, ধোলাই ও সেলাই শেষ করিবে, তখন উজরত বা খাটুনী (মজুরী) পাইবে; এবং ধোলাই ও সেলাই শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি কাপড় নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহারা কোন মজুরী পাইবে না। দরজী মোস্তাজেরের বাড়ীতে বসিয়া কতক কাপড় সেলাই করিবার পর যদি কাপড় চুরি হইয়া যায়, তবে দরজী সেলাইর পরিমাণ মজুরী প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ দেওয়াল তৈয়ার করিবার পর

যদি উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে মজুর মজুরী প্রাপ্ত হইবে। রুটি প্রস্তুত কারী যখন তন্নুর হইতে রুটি বাহির করিবে, তখন মজুরী প্রাপ্ত হইবে এবং তন্নূর হইতে বাহির করিবার পর যদি রুটি জ্বলিয়া যায়, তবুও সে মজুরী পাইবে; কিন্তু বাহির করিবার পূর্ব্বে যদি জ্বলিয়া যায়, তাহা হইলে মজুরী পাইবে না; এবং কোন অবস্থাতেই রুটি প্রস্তুত-কারীকে রুটির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। ইহাই ইমাম সাহেব (রহঃ) এর মত; কিন্তু সাহেবায়েনের (রহঃ) মতে রুটি প্রস্তুত-কারী প্রথম অবস্থায় রুটির আটার পরিমাণ আটা মালেককে প্রদান করিবে; এবং মালেক ইচ্ছা করিলে তৈয়ারী রুটির ক্ষতিপূরণ প্রস্তুত-কারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মজুরী প্রদান করিবে। পোলাও ও তরকারী পাকাইবার মজুরী ঐ সময় পাইবে– যখন পাতিলা (দেগ্‌চি) হইতে পেয়ালা ও রেকাবীতে বাহির করা হইবে; অথচ বাবুরচি যদি খানা খারাপ করে, কিংবা জ্বালাইয়া দেয়, অথবা খানা ভাল রূপে না পাকায়, কিছু কাঁচা থাকে, তাহা হইলে বাবুরচিকে খানার ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে।

ইট বানাইবার মজুরী ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে যখন ইট কাটিয়া পৃথক্ পৃথক্ খাড়া করা হইবে, তখন প্রাপ্ত হইবে; এবং সাহেবায়েনের (রহঃ) মতানুসারে থাক পাড়িয়া (থরে থরে সাজাইয়া) রাখিবার পর মজুরী পাইবে।

ধুপী, করাতী, আটা প্রস্তুত কারী, দরজী ও মুচিগণ মজুরী না পাওয়া পর্য্যন্ত দ্রব্যটী আটক করিয়া রাখিতে পারিবে; এবং আটক রাখিবার পর যদি দ্রব্যটী বিলোপ হইয়া যায়, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে তাহাদিগকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না; তাহারা মজুরীও পাইবে না। সাহেবায়েন (রহঃ) বলেন যে, তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; এবং মালীক ইচ্ছা করিলে কাজ করিবার পূর্ব্বে দ্রব্যটীর যে মূল্য ছিল, সেই মূল্য গ্রহণ করিবে ও এইরূপ ক্ষেত্রে কার্য্যের মজুরী তাহাকে দিতে হইবে না। আর ইচ্ছা করিলে মালীক কাজের মজুরী প্রদান করিয়া কাজের পর

দ্রব্যটীর যাহা মূল্য, তাহা মজুরের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু দ্রব্য বহনকারী যথা ঃ—কুলী, মুটে-মজুর ও নৌকার মাল্লাহ্—মজুরী না পাইলেও দ্রব্যটী আটক রাখিতে পারিবে না। যদি তাহারা আটক করিয়া রাখে ও দ্রব্যটী পরে খোওয়াইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

কোনও দাস যদি প্রভুর নিকট হইতে পলাইয়া যায়, আর কোনও ব্যক্তি যদি উক্ত দাসকে ধরিয়া লইয়া আইসে, তাহা হইলে প্রভুর নিকট হইতে মজুরী না পাওয়া পর্য্যন্ত ধৃতকারী ব্যক্তি দাসকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবে ; এবং আটক রাখিবার পর দাস খোওয়াইয়া বা মরিয়া গেলে ধৃতকারীকে তজ্জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

মজুর নিজে হাতে কাজ করিবার সর্ত্ত না থাকিলে সে নিজেও করিতে পারিবে ও অন্যের দ্বারাও করাইতে পারিবে। পক্ষান্তরে সে নিজ হাতে করিবে বলিয়া যদি মালীকের সহিত সর্ত্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহার নিজেরই করিতে হইবে ; অন্যের দ্বারা করাইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তি যদি এইরূপ ঠিকা করে যে, সে জায়েদের পরিবার বর্গের সকলকেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবে ; কিন্তু সে সেই স্থানে গিয়া দেখে, জায়েদের পরিবার বর্গের কোনও কোনও লোক মারা গিয়াছে ও অবশিষ্ট পরিবার বর্গ লইয়া আসিলে যে কতক জন লোক লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের সংখ্যানুপাতে জায়েদের নিকট হইতে মজুরী প্রাপ্ত হইবে। যথা ঃ—পরিবারে ৯ জন লোক থাকিলে ও লইয়া আসিবার ৩৲ টাকা মজুরী ধার্য্য থাকিলে এবং তিন জন লোক মরিয়া গেলে অবশিষ্ট ৬ জন লোকের দরুণ মজুরী ২৲ টাকা পাইবে।

জায়েদ খালেদকে মজুরী ধার্য্য করিয়া কোনও পত্র পৌঁছাইবার জন্য হামিদের নিকট পাঠাইয়া দিলে এবং খালেদ হামিদের বাড়ী গিয়া জানিতে পারিল যে হামিদ মরিয়া গিয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে খালেদ জায়েদের নিকট পত্র ফিরাইয়া নিয়া গেলে খালেদ কোনও মজুরী পাইবে না।

ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসোফ (রহঃ) এর মত; কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, পত্র লইয়া যাইবার মজুরী—অর্থাৎ ধার্য্য করা মজুরীর অর্দ্ধেক খালেদ পাইবে। পক্ষান্তরে মজুরীর উপর কোনও স্থানে ভাত বা খাদ্য দ্রব্য লইয়া গিয়া মৃত্যু বশতঃ ভাত বা খাদ্যদ্রব্য মালীকের নিকট ফিরাইয়া আনিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে কোনও মজুরী পাইবে না।

বাড়ী ও দোকান দ্বারা কি কাজ করিবে, তাহার উল্লেখ না হইলেও ভাড়া গ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে। কেননা সচরাচর বাড়ীতে বসবাস ও দোকানে বেচা কেনা হইয়া থাকে; সুতরাং কোনও কাজের উল্লেখ না থাকিলেও বসবাস ও বেচা কেনাই বুঝা যাইবে। এইরূপ অবস্থায় কেরায়াদার (ভাড়াটে) বাড়ীতে ও দোকানে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে বটে, কিন্তু যে সব কাজে ঘরের ও ভিটার (মেজের) ক্ষতি হইবে, তাহা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে মালীক স্বীকৃত হইলে কিংবা এজারা ভাড়া লইবার সময় সর্ত্ত থাকিলে যে কাজে ঘরের ও ভিটার (মেজের) ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহাও করিতে পারিবে। এইরূপ ভাড়া করিয়া নিজে স্বয়ং বাস করিতে পারিবে ও ইচ্ছা করিলে অপরকেও বাস করিতে প্রদান করিতে পারিবে।

ঘর তৈয়ার করিবার জন্য কিংবা গাছ লাগাইবার জন্য জমিন এজারা বা ঠিকা লইলে তাহা দোরস্ত হইবে; এবং এজারার মেয়াদান্তে মোস্তাজের তাহার ঘর ও গাছ জমিন হইতে সরাইয়া নিয়া মালীককে জমিন অর্পণ করিবে। কিন্তু ঘর ও গাছ জমিন হইতে উঠাইবার পর উহার যে মূল্য হইবে, সে মূল্য দিয়া যদি মালীক ঘর ও গাছ ক্রয় করিয়া রাখিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে মূল্য প্রদান করিয়া মালীক ঘর ও গাছ রাখিতে পারিবে; এবং ঘর ও গাছ উঠাইলে যদি জমিনের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে মোস্তাজের (এজারা গ্রহীতা)কে বাধ্য হইয়া মূল্য গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে জমিনের কোনও ক্ষতি না হইলে মোস্তাজের রাজী হইলে মালীক মূল্য প্রদান করিয়া ঘর ও গাছ গ্রহণ করিতে পারিবে। যে ঘাস একবার লাগাইলে উহার শিকড় সদ সর্ব্বদা

সজীব থাকে এবং ফল ও পাতা পৃথক্ করিয়া বিক্রয় বা ভোগ করা যায়, সেই ঘাসের বিধান গাছের এজারার বিধানের অনুরূপ—অর্থাৎ এজারার মেয়াদান্তে মোস্তাজের উক্ত ঘাস উঠাইয়া নিয়া জমিন মালীককে প্রদান করিবে। কিন্তু শস্য উৎপাদন করিবার জন্য জমিন এজারা লইলে, এজারার মেয়াদান্তে শস্য কাটিবার সময় না হইলে মোস্তাজেরকে শস্য উঠাইয়া নিতে হইবে না; বরং শস্য কাটিবার সময় পর্য্যান্ত সময় দিতে হইবে; এবং ঐ সময়ের হিসাবানুসারে মালীক খাজানা পাইবে।

যে সকল তরকারীর সময় নির্দ্দিষ্ট আছে ঃ—যেমন মূলা, কপি, গাজর ও বেগুণ ইত্যাদি—তাহাদের জন্য জমিন এজরার বিধান শস্যের জমিন এজারার বিধানের অনুরূপ।

কেবল মাত্র নিজে একা চওয়ারির জন্য যদি কোনও জন্তু ভাড়া করে, আর ২ জন তাহাতে চওয়ার হয় এবং উহাতে যদি জন্তুটী মারা যায় ও এইরূপ বিবেচনা হয় যে, ভারীর দরুণ জন্তুটী মারা পড়ে নাই, তবে মোস্তাজেরকে জন্তুটীর অর্দ্ধেক মূল্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। কেননা কখনও কখনও হালকা ও পাতলা লোক চওয়ারীর বিষয় অবগত না থাকিলে, যে ভারী লোক চওয়ারীর বিষয় খুব পটু, তাহার চেয়ে জন্তুকে বেশী কস্ট দেয়। অথচ নির্দ্ধারিত পরিমাণের অধিক ভারী উঠাইবার জন্য যদি জন্তুটী মারা যায় এবং জন্তুটীর যদি উক্ত পরিমাণে ভারী বস্তু উঠাইবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে নির্দ্ধারিত পরিমাণের চেয়ে যত অধিক পরিমাণে বহন করাইয়াছে, তত পরিমাণানুসারে মোস্তাজেরকে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। যেমন তিন মণ বহন করাইবার কথা ছিল, এবং মোস্তাজের চারি মণ বহন করায় জন্তুটী মারা গিয়াছে, এই অবস্থায় মোস্তাজেরকে মূল্যের চারি ভাগের এক ভাগ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। পক্ষান্তরে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণের বোঝা বহন করিবার যদি শক্তি না থাকে, তাহা হইলে মোস্তাজেরকে জন্তুটীর সম্পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এইরূপ মোস্তাজের যদি এমন ভাবে প্রহার করে বা লাগাম টানে, যাহাতে জন্তুটি মার

যাইতে পারে, তাহা হইলে মোস্তাজেরকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মত এবং সাহেবায়েন (রহঃ) বলেন যে, নিয়মানুসারে প্রহার করিলে যদি জন্তু মারা যায়, তাহা হইলে মোস্তাজেরকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। আর নিয়মের চেয়ে অধিক প্রহার করাতে মারা গেলে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই স্থলে সাহেবায়েনের মতের উপরই ফতওয়া।

কোনও জন্তুকে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত আসা যাওয়ার জন্য ভাড়া করিয়া যদি ঐ স্থানের চেয়ে বেশী রাস্তায় যাইয়া পুনরায় ঐ স্থানে নিয়া আইসে ও জন্তু মরিয়া যায়, তাহা হইলে মোস্তাজেরকে জন্তুটীর পূরা মুল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এইরূপ কোনও গাধার উপর যদি জীন থাকে এবং মোস্তাজের ভাড়া করিয়া যদি জীন খুলিয়া উহার উপর পালান বাঁধে, ও বোঝা রাখে, আর উহাতে যদি গাধা মারা যায়, তাহা হইলে মোস্তাজেরকে গাধার সম্পূর্ণ মূল্যের টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আর মোস্তাজের যদি উক্ত জীন খুলিয়া উহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনও জীন বাঁধে ও বোঝা রাখে এবং গাধাও মারা যায়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, এইরূপ জীন এই রকমের গাধার উপর বাঁধা যায় কি না, যদি না যায়, তাহা হইলে পূরা মূল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আর যদি এইরূপ জীন এই রকম গাধার উপর বাঁধা যাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কিন্তু প্রথম জীনের চেয়ে যদি এই জীন অধিক ভারী হয়, তবে অধিক ভারের পরিমাণানুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ইহাই এমাম আজম (রহঃ) সাহেবের মত এবং সাহেবায়েন (রহঃ) বলেন যে, পালানের ক্ষতির ও এইরূপ বিধান। অর্থাৎ এইরূপ পালান যদি ঐ রকমের গাধার উপর বাধা যায়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কিন্তু জীনের চেয়ে যদি অধিক ভারী হয়, তবে অধিক ভারীর পরিমাণানুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

কোনও ব্যক্তিকে কোনও স্থানে বোঝা নিয়া যাইবার জন্য ঠিক করা হইলে, বহনকারী যদি মালীক যে রাস্তায় যাইবার জন্য

বলিয়াছিল, সেই রাস্তায় না গিয়া অন্য রাস্তায় যায়, এবং উভয় রাস্তার মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে ;—যেমন মালীকের নির্দ্ধারিত রাস্তায় চোর ডাকাত বা কোনও রূপ ভয়ের আশঙ্কা না থাকে ও মজুরের রাস্তায় ঐ সকল ভয় থাকে, কিংবা মজুর যে রাস্তা দিয়া যাইতেছে, সেই রাস্তায় লোক যাতায়াত করে না, অথবা মালীক স্থলপথে যাইতে বলিয়াছিল, আর মজুর জলপথে চলিয়াছে, তাহা হইলে এই সকল অবস্থায় যদি জিনিষ-পত্র বিলোপ (নষ্ট) হইয়া যায়, তাহা হইলে মজুর উহার ক্ষতিপূরণ দিবে। পক্ষান্তরে উভয় রাস্তায় যদি কোনও পার্থক্য না থাকে, তবে মজুরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। উপরোক্ত অবস্থা সমুদয়ে যদি জিনিষ পত্রের কোনও ক্ষতি না হয়, আর মজুর যদি উহা মালীককে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়, তবে মালীককে নির্দ্ধারিত মজুরী প্রদান করিতে হইবে।

কোনও ব্যক্তি যদি গম (গোধুম বা গেহুঁ) বপন করিবার নামে জমি এজারা লইয়া তাহাতে রতব (স্থায়ীঘাস)—যেমন ছন্ অর্থাৎ উলুঘাস প্রভৃতি যদি লাগায়, তাহা হইলে উহাতে জমিনের মাটীর কোনও ক্ষতি হইলে মোস্তাজেরকে এজারার টাকা বা জমিনের নির্দ্ধারিত ভাড়া না দিয়া জমিনের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কেননা মোস্তাজের রতব বপন করিয়া গাছেবের (খেয়ানত কারীর) মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, এবং গাছেব্‌কে মগছুবের (যাহার আমানাত খেয়ানাত করা হয়) ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়। কোর্ত্তা প্রস্তুত করিতে দরজীকে কাপড় দিলে, সে যদি উহা দ্বারা কাবা (চাপ্‌কান) প্রস্তুত করিয়া দেয়, তবে কাপড়ের মালীক ইচ্ছা করিলে দরজীর নিকট হইতে কাপড়ের মূল্য গ্রহণ করিবে ; অথবা চাপকানের সমতুল্য মজুরী প্রদান করিয়া চাপ্‌কানটি গ্রহণ করিবে। কিন্তু সমতুল্য মজুরী যদি কোর্ত্তার সিলাইয়ের নির্দ্ধারিত মজুরীর অধিক হয়, তবে অধিক পরিমাণ মজুরী মালীককে দিতে হইবে না। অর্থাৎ সমতুল্য মজুরী কোর্ত্তার জন্য নির্দ্ধারিত মজুরীর সমান বা বেশী হইলে উভয় ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত মজুরীর সমান প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে সমতুল্য মজুরী নির্দ্ধারিত মজুরীর চেয়ে কম হইলে

কমই প্রদান করিতে হইবে। ইহার কারণ মূল আরবী কেতাবে বর্ণিত আছে, যথা—

اَلْبَابُ فِى الْاِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

ফাছেদ এজারার বিবরণ।

যেরূপ সর্ত্তে বিক্রয় ফাছেদ হইয়া যায়, সেইরূপ সর্ত্তে এজারাও ফাছেদ হইয়া যায়—অর্থাৎ যাহা এজারা বন্ধনের বিপরীত—যথা এইরূপ সর্ত্ত করা যে, বাড়ী একেবারে খারাপ ও ভগ্ন হইলেও ভাড়া দিতে হইবে।

বায়ের জন্য যাহা ফাছেদকারী, তাহা এজারার জন্যও ফাছেদকারী অর্থাৎ যে দ্রব্যটী এজারা দেওয়া হইবে, তাহা অজ্ঞাত থাকা বা উজরত (ভাড়া) অজ্ঞাত থাকা কিংবা কি কাজ করিবে তাহা জ্ঞাত না থাকা অথবা সময় নির্দ্দিস্ট না হওয়া।

এজমালী (যাহাতে অংশীদার আছে) দ্রব্য অংশীদার ব্যতিত অপরের নিকট এজারা দিলে এজারা ফাছেদ ও অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু যে দ্রব্যের কোন অংশীদার নাই, তাহা এজারা দিবার পর যদি উহার কোনও অংশীদার হয়, তবে এজারা ফাছেদ হইবে না। এজমালী দ্রব্য এজারা দিবার পর ও হাকিমের এজারাকে বাতিল বা ভঙ্গ করিবার পূর্ব্বে, এজমালী দ্রব্যটী যদি বণ্টন করে, তবে এজারা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু হাকিমের এজারা বাতিল করিবার পর যদি বণ্টন করে, তবে এজারা ফাছেদ হইয়া যাইবে।

ফাছেদ এজারার বিধান এই যে, মোস্তাজের যদি কোনও লাভ উৎপাদন করিয়া থাকে, তবে এজারা প্রদত্ত দ্রব্যটীর সমতুল্য দ্রব্যের উজরত বা মজুরী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু সমতুল্য দ্রব্যের উজরত যদি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, আর যদি তাহার অধিক হয়, তাহা হইলে নির্দ্ধারিত পরিমাণ উজরত প্রদান করিবে; অধিক প্রদান করা হইবে না। এইরূপ সমতুল্য উজরত যদি নিরূপিত উজরতের সমান হয়, তবুও নির্দ্ধারিত পরিমাণ উজরত প্রদান করা হইবে। আর সমতুল্য উজরত যদি নির্দ্ধারিত উজরতের চেয়ে কম হয়, তবে কম

প্রদান করা হইবে। পক্ষান্তরে উজরত অজানিত থাকিলে বা ধার্য্য করা না হইলে, কিংবা শরাব বা শূকর যদি উজরত ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে সমতুল্য উজরত যত হইবে, ততই প্রদান করিতে হইবে।

ফাছেদ এজারা ও বাতিল এজারার মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাহা আছল বা মূল শরানুযায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু কোন অতিরিক্ত বাহ্যিক সর্ত্ত বা কারণ বশতঃ তাহাতে কোনওরূপ দোষ বা ফছাদ সংযুক্ত হয়, তাহাকে এজারা ফাছেদ বলে। আর যাহার মূলই শরার বিপরীত—অর্থাৎ যাহার মূলকেই শরায় গ্রাহ্য করে না, তাহাকে এজারা বাতিল বলে। যেমন মোর্দ্দার বা রক্ত, অথবা ছবি প্রস্তুতের পরিবর্ত্তে এজারা লওয়া। বাতিল এজরাতে মোস্তাজের লভ্য উৎপাদন করিলেও, কোন উজরত প্রদান করিতে হইবে না।

কোন বাড়ী প্রত্যেক মাসের ভাড়া উল্লেখ করিয়া ভাড়া দিলে এবং কত মাসের জন্য ভাড়া হইবে তাহা উল্লেখ না থাকিলে, কেবল মাত্র এক মাসের জন্য এজারা ভাড়া সিদ্ধ হইবে; এবং অবশিষ্ট মাসের জন্য মোদ্দত অজ্ঞাত বশতঃ ফাছেদ হইবে; আর যেই মাসের প্রথমে একঘণ্টা কাল মোস্তাজের উক্ত বাড়ীতে বাস করিলেও সেই মাসের জন্য এজারা শুদ্ধ হইয়া যাইবে। কেননা উপরোক্ত অবস্থায় এক মাস শেষ হইলে পরের মাসের প্রথম তারিখে উভয়ে—অর্থাৎ মোজের ও মোস্তাজের এজারা ভঙ্গ করিতে সক্ষম। অথচ যখন উভয়ের মধ্যে কেহ পরের মাসে এজারা ভঙ্গ করে নাই এবং মোস্তাজের কিছুকাল বাসও করিয়াছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে পরের মাসের জন্য উভয়ে এজারা বলবৎ রাখিতে সম্মত আছে।

কোন্ মাস হইতে কোন্ মাস পর্য্যন্ত তাহা উল্লেখ না করিয়া যদি কত মাসের জন্য ভাড়া হইবে তাহা উল্লেখ করে, যথা—ছয় মাসের জন্য ভাড়া হইতেছে প্রত্যেক মাসের ভাড়া ১৫৲ পনর টাকা করিয়া—তাহা হইলে এজারা শুদ্ধ হইবে। এইরূপ বৎসরের উল্লেখ করিয়া বলিলে যে এক বৎসরের জন্য ভাড়া হইতেছে, প্রত্যেক মাসের ভাড়া এত টাকা করিয়া, তবে এজারা শুদ্ধ ও দোরস্ত হইবে। এই স্থলে প্রত্যেক

মাসের ভাড়া উল্লেখ না করিয়া বৎসরের মোট ভাড়া উল্লেখ করা হয়, তবুও এজারা শুদ্ধ হইবে।

উল্লেখ অনুসারে এজারা আরম্ভ হইবে—অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যেই মাস হইতে এজারা হইবার সিদ্ধান্ত হইবে, সেই মাস হইতেই এজারা আরম্ভ হইবে বলিয়া বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে আরম্ভ হইবার সময় উল্লেখ না হইলে যেই সময় কথাবার্ত্তা ঠিক হইবে, ঐ সময় হইতেই এজারা আরম্ভ হইবে। এই স্থলে মাসের প্রথমে এজারার কথাবার্ত্তা ঠিক হইলে এজারার হিসাব মাস মাস চলিতে থাকিবে ; এবং মাসের কতক দিন গত হইবার পর যদি এইরূপ ধার্য্য হয়, তবে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে দিনের গণনানুপাতে মাসের হিসাব চলিতে থাকিবে। যেমন কোন মাসের ১০ই তারিখ হইতে এজারা আরম্ভ হইলে, পরের মাসের ১০ই তারিখে এক মাস শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর সাহেবায়েনের মতে প্রথম মাস দিনের হিসাবে চলিয়া পরের মাস হইতে মাস হিসাবে চলিতে থাকিবে। (আমাদের দেশে সাহেবায়েনের মতই প্রচলিত।—বঙ্গানুবাদক)

হাম্মামের অর্থাৎ গোছল খানায় উজরত গ্রহণ করা ও প্রদান করা দোরস্ত আছে। এইরূপ সিঙ্গা টানায় উজরত দেওয়া ও জায়েজ। আন্না অর্থাৎ দুগ্ধ-বতী স্ত্রীলোককে উজরত গ্রহণ করিয়া দুধ পান করা দোরস্ত আছে। কিন্তু কোনও দুগ্ধ-বতী জন্তু এজারা দেওয়া ও গ্রহণ করা দোরস্ত নাই।

আন্নাকে শুধু খোরাক ও পোষাক প্রদান করিয়া নওকর রাখা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে দোরস্ত আছে। আর সাহেবায়েন উজরত বা বেতন অনির্দ্দিষ্ট ও অজানিত বশতঃ নাজায়েজ বলেন। এমাম সাহেব বলেন যে, বেতন অজানিত বশতঃ এই অবস্থায় কোন বিবাদ ঘটে না। কেননা সন্তানের স্নেহে ও দয়ায় বশীভূতে লোক আন্নার ভরণ পোষণে কোন ত্রুটী বা কৃপণতা করে না। উভয় ক্ষেত্রেই আন্নার সহিত তাহার স্বামী সহবাস করিতে পারিবে বটে, কিন্তু মোস্তাজেরের বাড়ীতে পারিবে না। কেননা

বাড়ীতে তাহার আধিপত্য হেতু মোস্তাজের বাধা প্রদান করিতে পারিবে; সুতরাং সেইস্থানে সহবাস না করাই ভাল। আন্না ও তাহার স্বামীর বিবাহ যদি লোক-জানিত হয়, কিংবা উহার সাক্ষী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আন্নার স্বামী ইচ্ছা করিলে এজারা ভঙ্গ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে বিবাহের প্রমাণ যদি শুধু কেবল আন্নার স্বীকারোক্তি হয়, তবে তাহার স্বামী এজারা ভঙ্গ করিতে পারিবে না। কেননা, কেবল মাত্র উহাদের দু'জনের কথায় মোস্তাজেরের স্বত্ব রহিত হইবে না।

আন্না গর্ভবতী কিংবা রোগাক্রান্ত হইলে মোস্তাজেরও এজারা ভঙ্গ করিতে পারিবে। কেননা গর্ভবতী ও রুগ্না স্ত্রীলোকের দুধ সন্তানের পক্ষে ক্ষতি জনক। আন্নাকে সন্তানের স্নান ও বস্ত্রাদি ধৌত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এইরূপ সন্তানের খাবার তৈয়ার করা ও তাহার গাত্রে তৈল মর্দ্দন করা আন্নার কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য। কিন্তু সন্তানের খাদ্য, কাপড়, তৈল ইত্যাদি খরচ আন্না বহন করিবে না, উহা সন্তানের পিতা বহন করিবে। এইরূপ আন্না উজরত বা বেতনও ছেলের পিতা বহন করিবে।

নিজের দুধ পান না করাইয়া আন্না যদি ছাগল কিংবা গাভীর দুধ পান করায়, অথবা দুধের পরিবর্ত্তে ভাত খাওয়াইয়া প্রতিপালন করে, এবং এজারার মেয়াদ অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা হইলে আন্না উজরত বা বেতন পাইবে না। কিন্তু আন্না যদি তাহার নিজের কোন দাসীর কিংবা অপর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করায়, তবে বেতন বা উজরত পাইবে।

আজান, হজ্জ্ ও এমামতির জন্য এজারা লওয়া অশুদ্ধ ও নাজায়েজ। এইরূপ কোরাণ শরীফ ও ফেকাহ্ শিক্ষার জন্য বেতন ধার্য্য করা নিষেধ। কিন্তু বর্ত্তমান সময় আজান, এমামত, কোর আন ও ফেকাহ্ শিক্ষা দিয়া বেতন গ্রহণ জায়েজ ও শুদ্ধ বলিয়া আলেমগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ সময়ের অবস্থানুসারে যখন উপরোক্ত চারি বিষয়ে বেতন গ্রহণ করা দোরস্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া

হইয়াছে, তখন মীমাংসিত বেতন বা মজুরী দিতে মোস্তাজেরকে বাধ্য করা হইবে ; এবং না দিলে তাহাকে আবদ্ধ করা হইবে। এইরূপ মিয়াজিদের মিঠাই (১) দিবার যে নিয়ম আছে, তাহা প্রদান করিতেও বাধ্য করা হইবে।

এজমালী দ্রব্য অংশীদার ব্যতীত অপরের নিকট এজারা দিলে এজারা সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু সাহেবায়েন বলেন যে, অপরের কাছেও সম্পত্তি এজারা দেওয়া চলিবে। যাঁড় দ্বারা গাভীর সহিত ও পাঁঠার দ্বারা ছাগীর সহিত সঙ্গম বা জোপ্ত করাইয়া উজরত গ্রহণ করা দোরস্ত নাই। এইরূপ বাদ্য বাজাইয়া, তামাসা দেখাইয়া ও গান করিয়া উজরত গ্রহণ করা দোরস্ত নহে।

কোনও ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে কাপড় তৈয়ার করিতে এই সর্ত্তে সূতা প্রদান করে যে; তৈয়ারী কাপড় হইতে অর্দ্ধেক বা কতক পরিমাণ প্রস্তুতকারী মজুরী সূত্রে পাইবে, তাহা হইলে এজারা ফাছেদ হইয়া যাইবে।

এইরূপ যদি ধান বা চাউল বহন করিতে গাধা বা গরু ভাড়া করিয়া আনে ; আর ধান বা চাউল দ্বারা তাহার খাটুনী দিবে বলিয়া ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে উক্ত এজারা বা ভাড়া দেওয়া ফাছেদ হইয়া যাইবে।

কেহ কোনও রুটি প্রস্তুতকারীকে যদি বলে যে, এক দেরামের (ওজন বিশেষ) পরিবর্ত্তে অদ্য এত পরিমাণ আটার রুটি তৈয়ার করিয়া দাও, তবে ইমাম সাহেব (রহঃ) এর মতে এজারা ফাছেদ হইয়া যাইবে, এবং সাহেবায়েনের মতে সিদ্ধ হইবে।

মোস্তাজের এজারার মেয়াদান্তে জমিনে দুই চাষ দিয়া দিবে, এই

---

(১) কোর-আন শরীফের কোনও কোনও ছুরা যখন ছেলেদিগকে আরম্ভ করান হয়, তখন মিঞাজিকে (ওস্তাদজীকে) হালুয়া বা কোনওরূপ মিঠাই হাদিয়া প্রদান করা হয়। যেমন কোর-আন শরীফ শিক্ষার বেতন প্রদান করিতে ছেলের অভিভাবককে বাধ্য করা হইবে, সেইরূপ ঐ হালুয়া বা মিঠাই দিতেও বাধ্য করা হইবে।

সর্ত্তের উপর জমিন এজারা দিলে এজারা ফাছেদ হইয়া যাইবে। এইরূপ মোস্তাজেরকে জমিনের বৃহৎ নালা খনন করিয়া দিবার সর্ত্ত হইলে এজারা ফাছেদ হইবে। একটী জমিন যদি এইরূপ সর্ত্তের উপর এজারা দেওয়া হয় যে, উজরতের পরিবর্ত্তে মোজের মোস্তাজেরের অপর একটী জমিনে কৃষি করিবে, তাহা হইলেও হানিফী সম্প্রদায়ের এজারা ফাছেদ হইবে। কিন্তু শাফেয়ী মোজহাবানুসারে এজারা সিদ্ধ হইবে। আমাদের হানিফী সম্প্রদায়ের দলীল এই যে, এক জাতীয় দ্রব্য সমজাতীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে এজারা দেওয়া ফাছেদ; যথাঃ—এক বাড়ী অপর বাড়ীর পরিবর্ত্তে ও একটী ঘোড়া বা গরু অপর ঘোড়া বা গরুর পরিবর্ত্তে এজারা দেওয়া।

জমিন এজারা দেওয়ার সময় যদি এইরূপ সর্ত্ত করা হয় যে, মোস্তাজের উক্ত জমিনে চাষ করিবে ও বীজ বপন করিবে ও পানী ছেচিবে, তবে এজারা সিদ্ধ হইবে। কেননা এই সকল এজারার উদ্দেশের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এজারা দিবার সময় যদি কৃষির উল্লেখ না করা হয়, কিংবা কোন্ শস্যের কৃষি করিবে তাহার উল্লেখ না হয়, তবে এজারা ফাছেদ (ভঙ্গ বা বাতেল) হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে মোজের যদি এইরূপ বলে যে, যেই শস্যের ইচ্ছা সেই শস্যই করিতে পারিবে, তাহা হইলে এজারা দোরস্ত হইবে। কিন্তু বাড়ী ভাড়ার কথা বাস করিবার বা কোন কিছুর উল্লেখ না করিলেও এজারা সিদ্ধ হইবে; কেননা বাড়ীর উদ্দেশ্যই বাস করা।

কৃষি ও শস্যের উল্লেখ না করিয়া জমিন এজারা লইলে এজারা ফাছেদ হইবে বটে, কিন্তু মোস্তাজের উহাতে যে কোনও শস্য করিলেও এজারা মেয়াদ শেষ হইলে এজারা সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত বোঝা বহন করিবার জন্য যদি কোনও জন্তু যথা—গাধা ভাড়া করা হয়, এবং উচিৎ পরিমাণ বোঝা বহন করাতে যদি গাধা মারা যায়, তাহা হইলে মোস্তাজেরকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কেননা উক্ত এজারা বোঝা নির্দ্দিষ্ট না করাতে সিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং গাধা মোস্তাজেরের নিকট আমানত

স্বরূপ ছিলএবং আমানত কোনও প্রকারের অন্যায় ব্যবহার না হওয়া স্বত্ব বিলোপ হইলে আমিনকে (যাহার নিকট আমানত রাখা হইয়াছিল), তাহার কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। উপরোক্ত অবস্থায় মোস্তাজের উচিৎ পরিমাণ বোঝা বহন করাতে গাধার প্রতি কোনওরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হয় নাই, সুতরাং তাহাকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। আর গাধাটি যদি নিরাপদে গন্তব্য স্থলে বোঝা পৌঁছাইয়া দেয়, তবে মোজের নিরূপিত উজরত প্রাপ্ত হইবে। উল্লিখিত জমিনের এজারা অবস্থায় কৃষি করিবার পূর্ব্বে ও গাধার বিষয় বোঝা বহন করিবার পূর্ব্বে যদি মোজের ও মোস্তাজেরের মধ্যে বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে কাজী বা হাকিম (বিচারক) বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশ্যে এজারা ভঙ্গ করিয়া দিবে।

اَلْبَابُ فِيْ الْاَجِيْرِ الْمُشْتَرَكِ

এজমালী মজুরের বিবরণ।

যে ব্যক্তি কার্য্য শেষ হইবার পর উজরত বা মজুরী প্রাপ্ত হয়, তাহাকে "আজিরে মোস্তারেক" (একাধিক লোকের চাকর) বলে। সে সর্ব্ব সাধারণ ও সকল শ্রেণীর লোকের কাজ করিতে পারে বলিয়াই তাহাকে আজিরে মোস্তারেক বলে। যেমন দরজী, মুচী, ধোপা ইত্যাদি।

আজিরে মোস্তারেককে তাহার নিকট হইতে কোনও দ্রব্য খোওয়াইয়া গেলে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না—যদিও ক্ষতিপূরণের কথা হইয়া থাকে। কেননা তাহার নিকট দ্রব্য আমানত সূত্রে রাখা হয়, এবং আমানতি দ্রব্য খোওয়াইয়া গেলে উহাতে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে আজিরে মোস্তারেককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। তবে যদি এমন কোনও কারণ বশতঃ বিলোপ হইয়া যায় যাহা হইতে রক্ষা করা অসম্ভব, যেমন নিজে মরিয়া যাওয়া ও অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাওয়া—তাহা হইলে আজিরে মোস্তারেককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কিন্তু চুরি হইলে আজিরের পূরা সতর্কতা

অবলম্বন সত্ত্বেও সাহেবায়েনের মতে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আর এমাম্ আবু্ হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে চুরি হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার কথা থাকিলেয় কোনও কোনও মোশায়েখের মতে, এমাম সাহেবের (রহঃ) মজহাবানুসারে দিতে হইবে; আর কোনও কোনও মোশায়েখের মতে দিতে হইবে না।

অবশ্য আজিরে মোস্তারেকের কার্য্য বশতঃ যে দ্রব্য নষ্ট হইবে, উহার ক্ষতিপূরণ তাহাকে দিতে হইবে। যেমন ধুপী কাপড় কাচিতে যদি কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, কিংবা মজুরের পা পিছলাইয়া জিনিষ নষ্ট হয়, অথবা নৌকা চালানে নৌকা ডুবিয়া দ্রব্য জলমগ্ন হয়, এরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই ব্যবস্থা আমাদের (হানিফী) মজহাবানুসারে। আর ইমাম জাফর (রহঃ) ও শাফেয়ী (রহঃ) সাহেব দ্বয়ের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কেননা আজিরের কার্য্য মালীকের অনুমতি গ্রহণার্থ হইয়াছে। আমাদের (গ্রন্থকারের) যুক্তি এই যে, মালীক সতর্কতার সহিত কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছে; সে এইরূপ বলে নাই যে যাহাতে দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়।

উপরোক্ত অবস্থায় নৌকা ডুবিয়া কিংবা রশি ছিঁড়িয়া বা বোঝা পড়িয়া যদি কোনও লোক মারা যায়, তাহা হইলে আজিরকে কোনও রূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

মট্কি বহন করিতে মজুর যদি রাস্তার মধ্যে মটকি ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে মজুরকে মটকির ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; এবং মালীক ইচ্ছা করিলে যেই স্থান হইতে মটকি উঠাইয়া আনা হইয়াছিল, সেই স্থানে উহার মূল্য যত ছিল সেই মূল্যের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবে; এবং এই অবস্থায় মজুর. মজুরী পাইবে না। আর ইচ্ছা করিলে যেখানে ভাঙ্গিয়াছে সেখানে যত মূল্য ছিল, তত মূল্যের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবে; এবং সেই স্থলে তাহাকে মজুরী প্রদান করিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, লোকের ভিড়ে মটকি ভাঙ্গা গেলে মজুরকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না ; বরং তাহার কার্য্যের দোষে ভাঙ্গা গেলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

আজিরে খাছ (اجیر خاص)—যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কেবল মাত্র মোস্তাজেরের কাজ করিবে, এবং অপর কাহারও কার্য্য করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহাকে "আজিরে খাছ" বলে। সে নিজেকে এজারার মেয়াদ পর্য্যন্ত অর্পণ করিলেই উজরত পাইবে—যদিও সে কোন কাজ না করিয়া থাকে। যথা :—কোনও ব্যক্তিকে এক বৎসর বা ৬ মাসের জন্য ছাগল চরাইবার জন্য বা অন্য কোনও কাজ করিবার জন্য যদি চাকর রাখা হয়, আজিরে খাছ কেবল মাত্র মোস্তাজেরের কাজ করিবে, অন্য কাহারও করিবে না। যদি সে অন্য কাহারও কোনও কাজ করে, তবে তাহার বেতন অপরের কাজ অনুসারে কম করা হইবে।

আজিরে খাছের নিকট হইতে কোনও দ্রব্য খোওয়াইয়া গেলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। এইরূপ তাহার কার্য্য-ফলে যদি কোনও দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। আজিরে খাছের কার্য্য পরিবর্ত্তন হইলে তাহার উজরতেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। যথা :—মোস্তাজের খাছ দরজীকে যদি এইরূপ বলে যে, আচকান ফার্সী ফ্যাসানে সেলাই করিলে এক টাকা মজুরী পাইবে এবং তুর্কী ফ্যাসানে সেলাই করিলে দুই টাকা মজুরী পাইবে ; কিংবা এইরূপ বলে যে, কাপড়ে কুসুম ফুলের রং দিলে এত মজুরী, আর জাফরাণী রং দিলে এত মজুরী পাইবে ; অথবা এইরূপ বলা হয় যে, এই ঘরে যদি আতর ব্যবসায়ীকে রাখ, তবে এত ভাড়া দিবে, আর কামারকে রাখিলে এত ভাড়া দিতে হইবে। কিংবা এইরূপ বলা যে, এই জন্তুটি কলিকাতা পর্য্যন্ত নিয়া গেলে এত উজরত, আর হুগলী পর্য্যন্ত নিয়া গেলে এত উজরত পাইবে। উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে যেরূপ কার্য্য হইবে ; তদনুসারে মজুরী পাইবে।

মোস্তাজের যদি দরজীকে বলে যে, এই কাপড়টা অদ্য সিলাইয়া দিতে পারিলে ১৲ টাকা মজুরী পাইবে, আর কাল সিলাইয়া দিলে ৷৷০ আনা পাইবে। তাহা হইলে দরজী যদি সেই দিনই সিলাইয়া দেয়, তবে এক টাকা মজুরী পাইবে। পক্ষান্তরে কাল দিলে এমাম সাহেব (রহঃ) এর মতে উজরতে মেছাল দিতে হইবে। তবে উজরতে মেছাল আট আনার চেয়ে বেশী না হওয়া চাই। আর সাহেবায়েনের মতে এইক্ষেত্রে আট আনাই মজুরী হইবে।

কোনও দাসকে খেদমতের জন্য নওকর রাখিলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া মোস্তাজের বিদেশে বা ছফরে যাইতে পারিবে না। কেননা ছফরে অনেক কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিতে হয়। তবে নওকর রাখিবার সময় যদি বিদেশে সঙ্গে যাইবার কথা সর্ত্ত হইয়া থাকে, তবে বিদেশে লইয়া যাইতে পারিবে।

কোন মাহ্‌জুর (محجور) (১) দাস যদি নিজেকে মজুরী খাটিতে লাগায় ও মোস্তাজের মজুরী প্রদান করিবার পর জানিতে পারে যে, দাস মাহ্‌জুর ছিল, এই অবস্থায় মোস্তাজের-প্রদত্ত উজরত ফিরাইতে পারিবে না। কেননা এই ক্ষেত্রে যদিও এজারা ফাছেদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এমন (এজারা শেষ হইবার ও উজরত গ্রহণ করিবার পর) এজারা সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কারণ প্রভুর স্বত্বের রক্ষার্থে এজারা ফাছেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু এখন প্রভুর স্বত্ব এজারাকে সিদ্ধ গণ্য করিলেই রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে প্রভু-প্রদত্ত উজরত বা মজুরী প্রাপ্ত হইবে।

কোনও ব্যক্তি যদি কোন মাহ্‌জুর দাসকে গছব অর্থাৎ জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যায়, এবং উক্ত মাহ্‌জুর দাস মজুরী খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা যদি গাছেব গ্রহণ করিয়া ব্যয় করে, তাহা হইলে দাসটি তাহার প্রভুকে ফেরৎ দিবার সময় এমাম আবু হানিফা

---

(১) যে দাসকে তাহার প্রভু ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করে নাই, তাহাকে "মাহ্‌জুর" বলে। আর যাহাকে আদেশ প্রদান করিয়াছে, তাহাকে "মাজুন" বলে।

(রহঃ) সাহেবের মতে গাছেব্‌কে উক্ত মজুরীর ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। অর্থাৎ দাসের খাটুনী যাহা গাছেব ভক্ষণ করিয়াছে, তাহা প্রভু গাছেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে প্রভুর উক্ত মজুরীর টাকা গাছেবের নিকট প্রাপ্য হইবে। আর গাছেবের নিকট যদি উক্ত মজুরীর আমদানী মজুত থাকে, তবে তাহার নিকট হইতে দাস গ্রহণ করিয়া তাহার প্রভুকে প্রদান করিবে।

কোনও দাসকে তুই মাসের জন্য প্রথম মাসে চারি টাকা ও পরের মাসের জন্য পাঁচ টাকায় চাকর রাখিলে, কথানুযায়ী তাহাকে প্রথম মাসে চারি টাকা ও দ্বিতীয় মাসে পাঁচ টাকা দিতে হইবে।

দাস সম্বন্ধে মোস্তাজের ও মোজের—অর্থাৎ প্রভুর মধ্যে যদি এইরূপ বিবাদ ঘটে যে, মোস্তাজের বলে যে, এজারার আরম্ভ হইতেই দাস পলায়ন করিয়াছে বা রোগাক্রান্ত হইয়াছে ; আর প্রভু বা মোজের বলে যে, এজারার শেষ ভাগে দাস পলায়ন করিয়াছে বা রোগাক্রান্ত হইয়াছে, এই স্থলে বিবাদের সময় দাসের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবাদের মীমাংসা করা হইবে। অর্থাৎ বিবাদের সময় যদি দাস পলায়ন অবস্থায় থাকে, বা রোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে মোস্তাজেরের কথা হলফের সহিত বিশ্বাস যোগ্য হইবে। পক্ষান্তরে ঐ সময় যদি দাস পলায়ন অবস্থায় বা রোগাক্রান্ত না হয়, তবে মোজেরের কথা হলফের সহিত বিশ্বাস করা যাইবে।

মালীক ও আজিরের মধ্যে যদি কার্য্যের রূপান্তরের বিষয় লইয়া বিবাদ হয়, যথা :—মালীক বলে যে আমি তোমাকে পাঞ্জাবী বানাইতে বলিয়াছিলাম, আর তুমি সার্ট তৈয়ার করিয়াছ, কিংবা এইরূপ বলে যে, আমি তোমাকে লাল রং করিতে বলিয়াছিলাম, তুমি সবুজ রং করিয়াছ, এবং আজির বলে যে, তুমি যাহা তৈয়ার করিতে বলিয়াছ তাহাই তৈয়ার করিয়াছি বা তুমি যেই রং লাগাইতে বলিয়াছ সেই রংই লাগাইয়াছি। এইরূপ ক্ষেত্রে মালীকের কথা হলফের সহিত বিশ্বাস যোগ্য হইবে। এইরূপ মালীক যদি বলে যে তুমি আমাকে মোফতে (বিনা পয়সায়) কাজ করিয়া দিয়াছ, আর আজির যদি বলে মজুরী ধার্য্য

করিয়া কাজ করিয়াছি, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে মালীকের কথা হলফের সহিত বিশ্বাস করা হইবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউছফ (রহঃ) এর মতে কারিগর (আজির) ও মালীকের মধ্যে যদি মজুরী ধার্য্যার্থে কারবার হইয়া থাকে, তাহা হইলে মালীককে উজরত বা মজুরী দিতে হইবে—নচেৎ না। পক্ষান্তরে ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, কারিগর যদি এই ব্যবসা মজুরীর উপর করে বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এবং তাহার জীবিকা যদি ইহার উপরই চলিয়া থাকে, তাহা হইলে কারিগরের কথা গ্রাহ্য হইবে ; নচেৎ মালীকের কথা বিশ্বাস করা হইবে।

শস্য উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে যদি জমিন এজারা লওয়া হয়, আর শস্য যদি কোন আপদে (পানীর অভাব, অতিরিক্ত পানীর, পঙ্গপালের উপদ্রব ও পোকা লাগা প্রভৃতি) বিনাশ হইয়া যায়, তবে মোস্তাজেরকে জমিনের উজরত দিতে হইবে। কিন্তু শস্য নষ্ট হইয়া গেলে বাদশাহী খেরাজ বা রাজস্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে হইবে না।

اَلْبَابُ فِيْ فَسْخِ الْاِجَارَةِ

এজারা ভাঙ্গিবার বিবরণ

যে দোষে হিতসাধন ও লভ্য বিলোপ হইয়া যায়, সেই দোষে মোস্তাজের এজারা ভঙ্গ করিতে পারিবে। যেমন ঘর ভগ্ন হইলে ও কৃষি জমিনের জল বন্ধ হইয়া গেলে ইত্যাদি। এইরূপ হিতসাধন ও লভ্য যদি একেবারে বিলোপ না হইয়া উহাতে কোনও রূপ বিঘ্ন ঘটে, তবুও মোস্তাজের এজারাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে। যেমন দাসের রোগাক্রান্ত হওয়া ও জন্তুর পীঠে ক্ষত হওয়া।

বিঘ্ন ঘটা সত্বেও যদি মোস্তাজের উহা দ্বারা কোন কার্য্য করাইয়া থাকে কিংবা মোজের যদি উক্ত বিঘ্ন বিদূরীত করিয়া দেয়, তাহা হইলে মোস্তাজের এজারাকে আর ভাঙ্গিতে পারিবে না।

এইরূপ খেয়ারে-সর্ত্ত (১) ও খেয়ারে-রোইয়াত (২) এজারা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। এইরূপ কোনও ওজরে এজারা ভঙ্গ করা যায়।

যেই এজারাকে বলবৎ রাখিলে মোস্তাজেরের এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহা মাত্র এজারা বন্ধনে হয় না; তাহাকে "ওজর" বলে। যেমন কোনও ব্যক্তি দাঁতে দরদ হওয়া বশতঃ একজন আজিরকে দাঁত উঠাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছে; এবং দাঁত উঠাবার পূর্ব্বেই দরদ ভাল হইয়া গিয়াছে, এই স্থলে মোস্তাজের এজারাকে ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবে। কেননা নচেৎ তাহার ভাল ও সুস্থ দাঁতকে উঠাইয়া দিতে হয়—যাহা তাহার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিজনক। কিংবা যেমন স্ত্রীর ওলিমার বা জেয়াফৎ পাকাইবার জন্য কোনও বাবুরচিকে নিযুক্ত করার পর স্ত্রী মারা গিয়াছে, বা স্ত্রী খোলয়া করিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও এজারা না ভাঙ্গিলে মোস্তাজেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিন্ ওলিমার খানা পাকাইতে হয়, সুতরাং এজারা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবে। অথবা মোজেরের এইরূপ ঋণ হইয়াছে যে, যে দ্রব্য এজারা দিয়াছে তাহা বিক্রয় না করিলে ঋণ পরিষোধ হইবে না; এই অবস্থায় এজারা ভঙ্গ করা চলিবে। কিংবা কোনও দাসকে খেদমত করিবার জন্য বা সহরে কাজ করিবার জন্য চাকর রাখার পর, মোস্তাজেরকে ছফরে যাওয়ার দরকার হইয়াছে। এইক্ষেত্রে মোস্তাজের যদি দাসকে সঙ্গে নিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তবে দাসের প্রভু এজারা ভঙ্গ করিতে পারিবে। আর প্রভু যদি দাসকে ছফরে বাঁধা দিয়া মোস্তাজেরকে এজারা বজায় রাখিতে বলে, তবে মোস্তাজের এজারা ভাঙ্গিতে পারিবে; কিন্তু মোস্তাজের দাসটী সঙ্গে নিতে চাহিলে ও প্রভু রাজী হইলে মোস্তাজের এজারা ভঙ্গ করিতে পারিবে না। কিংবা কোনও ব্যবসা

(১) খেয়ারে-সর্ত্ত—অর্থাৎ এইরূপ সর্ত্ত করা যে, ইচ্ছা করিলে তিন দিনের মধ্যে এজারা ভাঙ্গিয়া দিবে; কিংবা বলবৎ রাখিবে। ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা হইয়াছে।

(২) খেয়ারে-রোইয়াত—অর্থাৎ দেখিবার সর্ত্ত। দেখিয়া পছন্দ হইলে এজারা গ্রহণ করিবে, নচেৎ না। ইহার বিষয় ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

করিবার জন্য ভাড়া লইবার পর মোস্তাজের দরিদ্র হইয়া গেলে সে এজারা ভঙ্গ করিতে পারিবে। এইরূপ কোনও দরজী কোনও দাসকে সেলাই করিবার জন্য নওকর রাখিয়া, পরে দরজীর কাজ পরিত্যাগ করিলে, সে গোলামকে মেয়াদ শেষ না হইতেই নওকরী হইতে বিদায় দিতে পারিবে। ফকিহ্‌গণ বলিয়াছেন যে, দরজী অর্থে এই স্থলে এইরূপ দরজী বুঝিতে হইবে যে, যে নিজের কাপড় দ্বারা জামা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু যে দরজী সুঁই ও কাঁচির অধিকারে এবং মজুরী গ্রহণ করিয়া সেলাই করে, সে কোনও দাস নওকর রাখিলে ও দরিদ্র হইলে দাসকে চাকরী হইতে বিদায় দিতে পারিবে না।

কিংবা কোনও জন্তু ছফরের জন্য ভাড়া করিয়া পরে যদি ছফরের ইচ্ছা স্থগিত হইয়া যায়, তবে মোস্তাজের এজারা বা জন্তু ভাড়া ভঙ্গ করিতে পারিবে। কিন্তু জন্তুর মালীক বা চালক যদি ছফরে জন্তুর সঙ্গে যাইতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়, তবে এজারা ভঙ্গ করা চলিবে না। কেননা মালীক অপর কোনও দাসকে পাঠাইতে সক্ষম। এইরূপ দরজী কোনও দাসকে নওকর বানাইয়া পরে যদি সেলাই কাজ ছাড়িয়া দিয়া পোদ্দারী কাজ করে, তবে ইহা ওজরের মধ্যে গণ্য হইবে না। কেননা এইস্থলে ইহা সম্ভবপর যে, এক দোকানের এক কোণে দাস সেলাই করিবে ও অপর কোণে সে পোদ্দারী কাজ করিবে। এইরূপ কোন দ্রব্য এজারা দিয়া পরে ঋণ গ্রস্থ না হওয়া সত্বে উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে ইহা এজারা ভঙ্গ করিবার জন্য ওজর বলিয়া গণ্য হইবে না। মোজের ও মোস্তাজেরের মধ্যে কেহ মৃতু-মুখে পতিত হইলে, এজারা নিজে নিজেই ভঙ্গ হইয়া যায়।

الباب فى المسائل المتفرقة

বিভিন্ন মোছলার বিবরণ।

এজারা কিংবা আরীওত। (উধার স্বরূপ গ্রহনীয়) জমিনের খড় কুটা জ্বালাইতে যদি অপরের জমিনের কোনও দ্রব্য জ্বলিয়া যায়, এবং প্রবল বাতাস না থাকে, তবে জ্বালান-কারীকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কিন্তু প্রবল বাতাস বহিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এইরূপ কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও স্থানে কোনও বস্তু রাখে, যথায় রাখিবার তাহার অধিকার আছে এবং তাহাতে যদি অপরের কোনও জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়, তবে যে বস্তু রাখিয়াছে তাহাকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অনধিকৃত স্থানে রাখিলে, যথা—পরের জায়গায় বা কোনও রাস্তার উপর রাখিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। রাস্তার উপর অগ্নি ফেলিলে এবং উহা দ্বারা কাহারও কোন ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। তবে বাতাসে উড়াইয়া যদি অন্য স্থানে নিয়া কোনও ক্ষতি করে, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

দরজী কিংবা কোনও রংরেজ (রং-কারী) যদি কোনও লোককে কার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য এই সর্ত্তের উপর নিযুক্ত করে যে, যাহা উৎপন্ন হইবে, উহা উভয়ে সমান অংশে অধিকার করিবে, তবে ইহা—অর্থাৎ এইরূপ আজীর রাখা সিদ্ধ ও দোরস্ত হইবে। এইরূপ কোনও উট কিংবা কোনও জন্তু যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত যাইবার জন্য ভাড়া করা হয়, এবং কেবল মাত্র এই কথা বলা হয় যে, উহার উপর একটী মহমল (গদি বিশেষ) রাখা হইবে ও দুইজন ছাওয়ার হইবে, তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইবে। যদিও এস্থলে উট অনির্দ্দিষ্ট হয় এবং মহমল ও লোক দুইজন আদেখা হয়।

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তোশা বা খাবার দ্রব্য বোঝাই করিবার জন্য যদি একটী উট ভাড়া করা হয়, ও তোশা হইতে কতক পরিমাণ যদি খাওয়া যায়; তবে যে পরিমাণ খাওয়া যাইবে, সেই পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

কোনও ব্যক্তি যদি কাহারও কোনও ঘর বা বাড়ী গছব (আত্মসাৎ অন্যায় রূপ দখল) করিয়া রাখে এবং মালিক যদি তাহাকে বলে যে, আমার ঘর খালি করিয়া দাও, নচেৎ তোমাকে মাসিক এত টাকা হিসাবে ভাড়া দিতে হইবে। আর গাছেব যদি এই কথার পরও বাড়ী ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে মালীকের কথানুসারে ভাড়া দিতে হইবে। কিন্তু গাছেব যদি মালেকের স্বত্ব আছে বলিয়া অস্বীকার করে, তাহা হইলে গাছেবকে ভাড়া দিতে হইবে না— যদিও মালীক প্রমাণ দ্বারা নিজের স্বত্ব ছাবেত করিয়া থাকে। এইরূপ ভাড়ার কথা শুনিয়া যদি গাছেব ভাড়া দিবার কথা প্রকাশ্য ভাবে অস্বীকার করে, তাহা হইলে এইরূপ স্থলেও তাহাঁকে ভাড়া দিতে হইবে না।

আগামী কোনও সময়ের প্রতি এজারাকে নেছবত করিতে পারিবে। যথা ঃ—বৈশাখ মাসে যদি এইরূপ বলে যে, আগামী আষাঢ় মাস হইতে আমি তোমার নিকট আমার বাড়ী কিংবা জমিন ভাড়া বা এজারা দিলাম। এইরূপ আগামী কোনও সময়ের প্রতি এজারার ভঙ্গ ও নেছবত করা দোরস্ত আছে।

كتاب المكاتب

ক্রীতদাসদিগের স্বাধীনতার বিবরণ।

“মোকাতাব” শব্দের বাঙ্গালা অর্থ এই যে, কোনও ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে, তাহার নিকট হইতে কোনও দ্রব্য বা অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতা প্রদান করা। এই প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটী বিষয় বিবেচ্য। প্রথম হাল (حال) দ্বিতীয় মোয়াজ্জাল (موجل) তৃতীয় মোনাজ্জাম্ (منجم)। হাল্ অর্থাৎ নগদ মুল্য গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করা। যেমন যায়েদ তাহার এজিদ নামক গোলামকে (১) বলিল যে, তুমি আমাকে এক্ষণে যদি

(১) ক্রীতদাস বালক (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) হইলেও চলিবে, যদি তাহার ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে।

১০০৲ এক শত টাকা দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্তি দান করিব। এই প্রস্তাবে যদি এজিদ স্বীকৃত হয়, এবং তাহার প্রভুকে এক শত টাকা দিয়া দেয়, তাহা হইলে সে তখনই মুক্তিলাভ করিবে এবং ইহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) এরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে করেন না; তিনি বলেন যে, ক্রীতদাসকে অর্থ সংগ্রহের জন্য অন্যূন দুই মাস সময় দিতে হইবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য এমামগণ বলেন যে, ক্রীতদাস অন্য লোকের নিকট হইতে টাকা হাওলাত (কর্জ্জ) করিয়া এই কার্য্য সমাধা করিতে পারে; সুতরাং উল্লিখিত বন্দোবস্তই সিদ্ধ হইবে।

মোয়াজ্জেল—অর্থাৎ গৌণে ক্রিয়া সম্পাদন। যেমন যায়েদ তাহার ক্রীতদাস এজিদকে বলিল যে, যদি তুমি আমাকে কোনও সময়ে (ভবিষ্যতে) ২০০৲ দুই শত টাকা (১) দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে সেই সময়েই আজাদ (মুক্ত) করিয়া দিব। এই প্রস্তাবে ক্রীতদাস স্বীকৃত হইলে চুক্তি সিদ্ধ হইবে; এবং যে মুহূর্ত্তে উপরোক্ত বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইয়া গেল সেই সময় হইতে ক্রীতদাস অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে, ইহাতে তাহার মনিবের কোনওরূপ ওজর আপত্য চলিবে না। কিন্তু সে প্রভুর দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না—যে পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট অর্থ সম্পূর্ণ শোধ করিতে সক্ষম না হইবে। টাকা আদায় করা মাত্রই ক্রীতদাস সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া, যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারিবে।

মোনাজ্জাম্—অর্থাৎ কিস্তি বন্দী হিসাবে মুক্তিদান। যথাঃ—যায়েদ তাহার গোলাম এজিদকে বলিল যে, যদি তুমি ২০০৲ দুই শত টাকা চারি মাসের (২) মধ্যে আমাকে কিস্তি বন্দী করিয়া প্রত্যেক

---

(১) এই স্থানে টাকার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার; নচেৎ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে।

(২) এ স্থলে টাকা ও সময় নিরূপিত হওয়া আবশ্যক, অন্যথা চুক্তি অসিদ্ধ হইবে।

মাসে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে অথবা কোনও মাসে বেশী কোনও মাসে কম (যেমন এক মাসে ২০৲, এক মাসে ৪০৲, এই প্রকার কম ও বেশ) হিসাবে দিয়াও শোধ দিতে পার, তাহা হইলে তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। আর এই প্রস্তাবে যদি ক্রীতদাস স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে এই প্রস্তাব যায়েজ (সিদ্ধ) হইবে। এ স্থলে দাস স্বাধীন ভাবে অন্যত্র কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু শেষ কিস্তি আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না। তবে যদি প্রভু ইচ্ছা করিয়া দাসের নিকট হইতে উপরোক্ত বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন অর্থ না লইয়া তাহাকে মুক্তি দান করে, তাহা হইলে দাসের মুক্তি পাইতে কোনও বাধা হইবে না ; এবং ইহা সিদ্ধ হইবে।

প্রভু যদি তাহার মোকাতাবা দাসীর সহিত সহবাস করে, তাহা হইলে দাসীকে উপযুক্ত মোহর দিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ সহবাসের জন্য পুনঃ পুনঃ মোহর দিতে হইবে না, কেবল মাত্র একবার দিলেই চলিবে। আর যদি ঐ দাসীর কিম্বা তাহার সন্তানাদির কোনও প্রকার শারীরিক অঙ্গ হানি জন্মায়, তবে প্রভুকে তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এইরূপ যদি ঐ দাসীর কোনও দ্রব্যের হানি করে, তবে ঐ দ্রব্যের তুল্য কোনও দ্রব্য অথবা উহার উচিত মূল্য দিতে হইবে।

যদি কোনও মালেক (প্রভু), তাহার ক্রীতদাসকে এরূপ বলে যে, যদি তুমি আমাকে তোমার মূল্যের টাকা আনিয়া দিতে পার, অথবা কোনও লোকের কোনও দ্রব্য (অনির্দ্দিষ্ট) আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্তি দান করিব। কিম্বা যদি এরূপ বলে যে, তুমি আমাকে ১০০৲ একশত টাকা দিলে আমি তোমাকে মুক্তি দিব এবং তৎসঙ্গে একটী দাসও দান করিব। উল্লিখিত তিনটী প্রস্তাবই অসিদ্ধ (না-দোরস্ত)।

যদি কোনও মুসলমান মালেক তাহার গোলামকে এইরূপ বলে যে, তুমি আমাকে যদি শরাব অথবা শূকর আনিয়া দাও, তাহা হইলে

আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করিব। যদিও এরূপ করা শরার বিরুদ্ধ, তথাপি যদি উক্ত ক্রীতদাস মনিবের আদেশানুযায়ী শরাব কিম্বা শূকর আনিয়া দেয়, তাহা হইলে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে; কিন্তু নিজের দাসত্বের মূল্য স্বীয় মনিবকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যদি মনিব ও দাস উভয়েই অমুসলমান হয়, তাহা হইলে এই প্রস্তাব সিদ্ধ হইবে—অর্থাৎ দাসকে কেবল মাত্র শরাব বা শূকর আনিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে, নিজের দাসত্বের মূল্য দিতে হইবে না। যদি প্রস্তাবনুসারে কার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বে দুজনের মধ্যে কেহ ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে গোলামকে তাহার নিজের দাসত্বের মূল্য প্রভুকে ফেরত দিতে হইবে।

যদি প্রভু তাহার দাসকে এরূপ বলে যে, যদি কোনও একটি পশু (যেমন উষ্ট্র, ঘোড়া, মহিষ ইত্যাদি) আনিয়া দিতে পার, (১) তবে তুমি মুক্তি লাভ করিবে; এরূপ স্থলে একটী মধ্যম আকারের পশু আনিয়া দিলে, কিম্বা উহার মূল্য আনিয়া দিলেই গোলাম আজাদ (স্বাধীন) হইয়া যাইবে।

তাছারুফেল মোকাতেব। *

মোকাতেবের কার্য্য করিবার অধিকারের বিবরণ।

মোকাতাব তাহার নিজ ইচ্ছানুসারে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে; এবং মনিবের নিষেধ আজ্ঞা থাকা সত্বেও সে (গোলাম) বিদেশে গমনাগমন করিতে পারিবে। যদি উক্ত মোকাতাবের কোনও দাস

(১) এ স্থলে কোন্ জাতীয় পশু তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। ঘোড়া মহিষ ইত্যাদির মধ্যে ঘোড়া কিম্বা মহিষ নির্দ্দেশ করিতে হইবে; নচেৎ দোরস্ত হইবে না। পশুর আকৃতি, রং প্রভৃতি উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র পশুর নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

* মোকাতাব=যে ক্রীতদাস (গোলাম) তাহার প্রভুর (মনিবের) নিকট হইতে কোনও বিশেষ বন্দোবস্তে (দ্রব্য অথবা অর্থের বিনিময়ে) মুক্তি লাভের (আজাদ হওয়ার) প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিম্বা দাসী থাকে, তাহা হইলে সে তাহার দাসকে মোকাতাব করিতে এবং দাসীকে বিবাহ দিতে পারিবে। যদি মোকাতাব স্বীয় প্রভুর মূল্য শোধ করিবার পূর্ব্বে নিজের গোলামের (মোকাতাব) নিকট হইতে স্বাধীনতার মূল্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত টাকার মালীক তাহার প্রভু হইবে ; কিন্তু যদি নিজের দেয় মূল্য ইতিপূর্ব্বে শোধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত অর্থের মালীক তাহার প্রভুর পরিবর্ত্তে সে নিজেই হইবে।

মোকাতাব তাহার প্রভুর বিনানুমতিতে বিবাহ করিতে পারিবে না; অথবা তাহার নিজের দাস থাকিলে তাহারও বিবাহ দিতে পারিবে না ; এবং কোনও সম্পত্তি হেবার দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবে না, এমন কি কোনও জিনিষের পরিবর্ত্তেও হেবা করিতে পারিবে না, কোনও লোকের জামিনও হইতে পারিবে না এবং কর্জ্জ বা হাওলাত দিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র দান ব্যতীত দান-খয়রাত করাও তাহার পক্ষে দোরস্ত নাই ; এবং তাহার কোনও দাসকে নিজের ইচ্ছায় বিক্রয় করিতে বা মুক্তি দিতে সক্ষম নহে।

মোকাতাব তাহার গোলামের যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে ; না-বালেগ্ সন্তানের গোলামের উপর ও তাহার পিতা বা অছি (তত্ত্বাবধায়ক) সেইরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। মাজুন (আদেশ প্রাপ্ত দাস), মুজারেব (অপরের মূলধন নিয়া লাভের অংশে যে কার্য্য করে), শরিক এই তিন ব্যক্তির কার্য্য করিবার অধিকার মোকাতাব হইতে অধিকতর নহে। যদি মোকাতাব তাহার পিতা মাতা বা সন্তানাদি খরিদ করে, তাহা হইলে তাহারাও তাহার ন্যায় মনিবের মোকাতাবে পরিগণিত হইবে। অর্থাৎ যদি সে (মোকাতার) তাহার মনিবের টাকা শোধ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মা বাপ ও সন্তানাদিও মুক্তি লাভ করিবে। আর যদি সে নিজে মুক্তি লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারাও পারিবে না। যদি পিতা মাতা ও সন্তানাদি ব্যতীত অপর কোনও আত্মীয়কে মোকাতাব খরিদ করে, তাহা হইলে তাহারাও উল্লিখিত বিধানে

পরিগণিত হইবে—ইহাই এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মত। কিন্তু এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব এই মত পোষণ করেন না; তাঁহার মতে মোকাতাবের পিতা মাতা ও সন্তানাদি ব্যতীত অপর আত্মীয়াদি মোকাতাবের মধ্যে গণ্য হইবে না।

যদি মোকাতাব কোনও "উম্মে-অলাদ" (সন্তানবতী দাসী)কে তাহার সন্তান ব্যতীত খরিদ করে, তাহা হইলে সে ঐ দাসীকে বিক্রয় করিতে পারিবে; কিন্তু সন্তান সহ ক্রয় করিলে বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) মত। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের নিকট "উম্মে-অলাদ"কে কোনও অবস্থাতেই বিক্রয় করা জায়েজ নহে। মোকাতা-বের দাসীর গর্ভে যদি তাহার কোনও সন্তান জন্মায়, তবে উক্ত সন্তান ও মোকাতাবের পিতা মাতার ন্যায় প্রভুর মোকাতাবে সামেল হইয়া যাইবে। কিন্তু এই সন্তানের উপার্জ্জিত অর্থের মালীক তাহার পিতা হইবে।

যদি কোনও প্রভু তাহার একজন দাস ও একজন দাসীকে মোকাতাব করিয়া দেয়, এবং ঐ দাসও দাসীর মধ্যে যদি বিবাহ-বন্ধন থাকিয়া থাকে, আর যদি তাহারা মোকাতাব হওয়ার পর তাহাদের কোনও সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই সন্তান প্রভুর মোকাতাব হইয়া যাইবে; কিন্তু সন্তানের উপার্জ্জিত অর্থের মালীক তাহার মা হইবে।

যদি কোনও স্ত্রীলোক নিজকে স্বাধীনা বলিয়া পরিচয় দিয়া, কোনও মোকাতাব কিম্বা মাজুন গোলামের (আদেশ প্রাপ্ত গোলাম) তাহার (মোকাতাব কিম্বা মাজুন) প্রভুর আদেশ গ্রহণে বিবাহিতা হয়, এবং সেই বিবাহের ফলে কোনও সন্তান উৎপন্ন হয়, কিন্তু সন্তান হওয়ার পর উক্ত স্ত্রীলোক কোনও লোকের দাসী বলিয়া প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে উক্ত সন্তান এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফের (রহঃ) মতানুসারে ঐ দাসীর ভুর গোলাম বলিয়া গণ্য

হইবে ; কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) মতানুসারে ঐ সন্তানের পিতা দাসীর প্রভুকে উপযুক্ত মূল্য দিলে সন্তান আজাদ (মুক্ত) হইবে।

যদি মোকাতাব কোনও দাসীকে ক্রয় করিয়া, কিম্বা দানে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার (মোকাতাব) প্রভুর বিনানুমতিতে ঐ দাসীর সঙ্গে সহবাস করে, পরে জানা যায় যে, ঐ দাসীর প্রকৃত মালীক অপর ব্যক্তি ; এমতাবস্থায় মোকাতাবকে তৎক্ষণাৎ উহার উপযুক্ত মোহর আদায় করিতে হইবে। অসিদ্ধ ক্রয় দ্বারা কোনও দাসীকে ক্রয় করিয়া সহবাসান্তর তাহাকে তাহার প্রকৃত মালেকের নিকট ফেরত দেওয়া হইলেও, উপযুক্ত মোহর তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে। তেজারত করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত গোলাম যদি উল্লিখিত কার্য্য করে, তবে তাহার জন্যও ঐ একই বিধান প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু ইহারা কেহ প্রভুর বিনাদেশে বিবাহ করণান্তর সহবাস করিলে মুক্তি প্রাপ্তের পর মোহর দিতে বাধ্য হইবে—ইহার পূর্ব্বে নহে।

মোকাতাবকে তাহার প্রভু যদি মোদাব্বের (১) করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় মোকাতাব ইচ্ছা করিলে মুক্তির নির্দ্দিষ্ট টাকা আদায় না করিয়া মোদাব্বেরে গণ্য হইতে এবং প্রভুর মৃত্যুর পর স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। আর যদি মোকাতাব মোদাব্বের হইতে স্বীকৃত না হইয়া ঐ অবস্থায়ই থাকে, আর যদি ইতিমধ্যে তাহার প্রভু দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সে মৃত প্রভুর উত্তরাধিকারীকে কেবল মাত্র তাহার নিজ মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ দিয়া তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। কিম্বা মুক্তির জন্য নির্দ্ধারিত অর্থের দুই তৃতীয়াংশ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অতীতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

মোকাতাবা দাসী যদি কোনও সন্তান প্রসব করে, এবং তাহার প্রভু যদি ঐ সন্তানের জন্মদাতা বলিয়া নিজকে স্বীকার করে, তাহা হইলে ঐ দাসী "উম্মে-অলাদে" পরিণত হইতে পারিবে। এমতাবস্থায়

(১) মোদাব্বের—যে ক্রীতদাসকে তাহার প্রভু এইরূপ প্রতিশ্রুতি দান করে যে, তাহার মৃত্যুর পর সে ক্রীতদাস স্বাধীন হইয়া যাইবে।

দাসী ইচ্ছা করিলে মুক্তির জন্য নির্দ্ধারিত অর্থ পরিশোধ করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে, এবং মোহরের টাকা প্রভুর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে। আর যদি সে প্রভুর মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে—অর্থাৎ উম্মে-অলাদ অবস্থায়েই থাকে, তাহা হইলে মোহরের টাকা পাইবে না; কিন্তু প্রভুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।

যদি কোনও প্রভু তাহার "উম্মে-অলাদ" দাসীকে মোকাতাবা করিতে চাহে, তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইবে; এমতাবস্থায় উক্ত দাসী প্রভুর জীবিতাবস্থায় নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। আর যদি সে ইহাতে অস্বীকার করে, বা অর্থ দিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে প্রভুর মৃত্যুর পর বিনামূল্যে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।

যদি কোনও প্রভু তাহার মোদাব্বের দাসকে মোকাতাবে পরিবর্ত্তন করিতে চাহে, এবং ঐ দাস ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহা হইলে ইহা জায়েজ (সিদ্ধ) হইবে। কিন্তু মোকাতাব স্বাধীন হইবার পূর্ব্বেই যদি তাহার প্রভু দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ দাস ইচ্ছা করিলে তাহার নিজের মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ দিয়া তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে। আর যদি সে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাকে চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা আদায় দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহার প্রভু ধন-সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত মোকাতাব বিনা অর্থ প্রদানে স্বাধীন হইয়া যাইবে। (হেদায়ার টীকা দ্রষ্টব্য)

যদি কোনও প্রভু তাহার কোনও মোকাতাব দাসের সঙ্গে ১০০০৲ হাজার টাকা কিস্তিবন্দীতে আদায়ের চুক্তি করিয়া থাকে, কিন্তু পরে সে যদি তাহার দাসের সঙ্গে ৫০০৲ টাকা নগদে আদায় দিয়া মুক্তি দানের প্রস্তাব করে, এবং দাস ইহাতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইবে।

যদি কোনও প্রভু তাহার পীড়িতাবস্থায় তাহার ক্রীতদাসের সঙ্গে

এরূপ বন্দোবস্ত করে যে, তুমি আমাকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০০৲ দুইশত টাকা দিলে আমি তোমাকে মুক্তি প্রদান করিব; আর এই দুইশত টাকা যদি দাসের মূল্য হইতে দ্বিগুণ হয়, আর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি তাহার প্রভুর মৃত্যু হয়, আর তাহার উত্তরাধিকারী ঐ দাসের সঙ্গে তাহার মৃত প্রভুর বন্দোবস্তে রাজি না হয়, তাহা হইলে উক্ত দাস ঐ নির্দ্ধারিত ধার্য্যের টাকা দুই তৃতীয়াংশ তৎক্ষণাৎ শোধ করিয়া বাকী এক তৃতীয়াংশ মেয়াদ অন্তে শোধ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। যদি সে—অর্থাৎ দাস ইহা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সে ক্রীতদাসই থাকিয়া যাইবে। এই সম্বন্ধে এমামগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবদ্বয় এই মত পোষণ করেন; কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, চুক্তির টাকার পরিবর্ত্তে গোলামের মূল্য ধরিতে হইবে।

যদি নির্দ্ধারিত চুক্তির টাকা দাসের মূল্যের অর্দ্ধেক হয়, তাহা হইলে কেবল মাত্র মূল্যের টাকার দুই তৃতীয়াংশ সেই সময় আদায় দিয়া দাস মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে দাস অস্বীকৃত বা অক্ষম হইলে সে ক্রীতদাসই থাকিয়া যাইবে। এই বিধান সর্ব্ববাদী-সম্মত, সমস্ত এমামগণই ইহাতে একমত।

যদি কোনও স্বাধীন লোক কোনও গোলামের মালেককে বলেন যে, তুমি তোমার গোলামকে ২০০৲ দুইশত টাকার জন্য মোকাতাব করিয়া দাও। আর উক্ত মনিব তাহার কথায় রাজি হইয়া উক্ত গোলামকে মোকাতাব করিয়া দেওয়ার পর, ঐ স্বাধীন ব্যক্তির নিকট হইতে ২০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ গোলাম স্বাধীন হইয়া যাইবে এবং তাহার মুক্তির দরুণ ঐ স্বাধীন ব্যক্তি যে দুই শত টাকা দিয়াছে, তাহা দিতে সে বাধ্য হইবে না।

যদি কোনও ব্যক্তির দুইজন গোলামের মধ্যে একজন উপস্থিত থাকে, অন্যজন উপস্থিত না থাকে; এবং যে ব্যক্তি উপস্থিত আছে, তাহার নিকট যদি মনিব প্রস্তাব করে যে, আমি তোমাদের উভয়কে

৪০০৲ টাকার জন্য মোকাতেব করিয়া দিব ; ইহাতে যদি উক্ত গোলাম স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে এই প্রস্তাব সিদ্ধ হইবে। যে গোলাম উপস্থিত নাই, তাহাকে উপস্থিত হইয়া এই সম্বন্ধে সম্মতি দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। আর দুই গোলামের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি মনিবকে টাকা উভয়ের জন্য আদায় দিতে চাহিলে তাহাদের প্রভু ঐ টাকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে, এবং তাহাদিগকে মুক্তিদান করিবে ; আর যে গোলাম উভয়ের টাকা শোধ করিয়াছে, সে তাহার সঙ্গীর নিকট হইতে তাহার অংশের টাকা আর আদায় করিতে পারিবে না।

কোনও ক্রীতদাসীর যদি দুইটী নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) সন্তান থাকে, আর সে যদি তাহার নিজের জন্য এবং ঐ দুইটী শিশু সন্তানের জন্য স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে মোকাতাবী লইয়া থাকে, তাহা হইলে এই তিন জনের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি চুক্তির টাকা মনিবকে দিতে চাহিলে, মনিব উহা লইতে বাধ্য হইবে, এবং তাহারা (ক্রীতদাসী ও তাহার সন্তান দ্বয়) মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি টাকা পরিশোধ করিয়াছে, সে অপর দুইজনের নিকট হইতে তাহাদের দেয় অংশের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবে না।

কেতাবাতোল আবদেল মোশ্তারেক *

মোশ্তারেক গোলামের মোকাতাব করিবার বিবরণ।

এজিদ নামক এক জন গোলামের যায়েদ ও ওমর নামক দুই জন প্রভু আছে। যায়েদ তাহার অংশীদার ওমরকে সম্মতি দিল যে, তুমি তোমার অংশের দরুণ ১০০০৲ টাকায় এজিদকে মোকাতাব করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে পার। ওমর এই সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এজিদকে মোকাতাবা করিয়া দিল এবং তাহার নিকট হইতে কয়েক কিস্তিতে কিছু টাকাও আদায় করিল ; কিন্তু অতঃপর এজিদ আর টাকা আদায় দিতে সক্ষম হইল না। এমতাবস্থায়

* মোশ্তারেক গোলাম—ভাগের গোলাম—অর্থাৎ যে গোলামের একাধিক মালেক (প্রভু) আছে।

এজিদের নিকট হইতে ওমর যাহা আদায় করিয়াছে, তাহা তাহারই (ওমরের) থাকিবে, উক্ত টাকা হইতে যায়েদ কিছুই দাবী করিতে পারিবে না।

যায়েদ ও ওমরের জোহরা নাম্নী এক বান্দী (ক্রীতদাসী) ছিল, —যাহাকে তাহারা উভয়েই মোকাতাবা করিয়া দিয়াছিল, ইতি মধ্যে ঐ দাসীর গর্ব্ভে এক সন্তান জন্মিল, এবং যায়েদ উক্ত সন্তানকে তাহার নিজের বলিয়া দাবী করিল, ইহার পরে উক্ত দাসীর গর্ব্ভে আর একটী সন্তান জন্মিল, এবং ওমর এই সন্তানকে তাহার নিজের বলিয়া দাবী করিল। এমতাবস্থায় উক্ত দাসী যদি মুক্তির জন্য নিরূপিত অর্থ আদায় দিতে অক্ষম হয়, তবে সে যায়েদের "উম্মে অলাদ" বলিয়া গণ্য হইবে; এবং যায়েদ ওমরকে দাসীর উচিত মূল্যের ও উহার মোহবের অর্দ্ধেক টাকা দিতে বাধ্য হইবে। আর দ্বিতীয় সন্তানটী ওমরেরই থাকিবে। পক্ষান্তরে ওমর যায়েদকে দাসীর পূরা মোহর এবং দ্বিতীয় সন্তানটীর সমস্ত মূল্য দিতে বাধ্য হইবে। আর দাসী তাহার মোকাতাবা অবস্থায় যে কিছু মোহর উহাদের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহার নিজেরই থাকিবে।

যদি উক্ত দাসীর গর্ব্ভে যায়েদের সন্তান হওয়ার পর ওমর দাসীর সঙ্গে সহবাস না করিয়া তাহাকে মোদাব্বরা করিয়া দেয়, এবং ঐ দাসী মুক্তির টাকা দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে ওমর দাসীকে যে মোদাব্বরা করিয়াছিল, তাহা আর বলবৎ থাকিবে না, অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে; এবং দাসী যায়েদের উম্মে-অলাদ বলিয়া গণ্য হইবে, আর সন্তানটীও যায়েদেই পাইবে। কিন্তু যায়েদ ওমরকে দাসীর মূল্যের অর্দ্ধেক ও মোহরের অর্দ্ধেক টাকা দিতে বাধ্য হইবে।

আর যদ্যপি জায়েদ ও ওমরের মধ্যে জায়েদ মোকাতাবা দাসীকে আজাদ করিয়া দেয়, এবং সে ধনী হয়, আর ঐ দাসী যদি ওমরকে মুক্তির টাকা দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে যায়েদ দাসীর মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা শোধ দিয়া, দাসীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে। ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মত। কিন্তু এমাম

আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে যায়েদ যে টাকা ওমরকে দিয়াছে, তাহা দাসীর নিকট হইতে লইতে পারিবে না।

যায়েদ ও ওমরের এজিদ নামক এক দাস আছে। ঐ দাসকে যায়েদ মোদাব্বরা করিয়া দেওয়ার পর, ওমর আজাদ করিয়া দিল; এবং ওমর যদি ধনী হয়, তাহা হইলে যায়েদ নিজের অংশের টাকা —অর্থাৎ এজিদের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকার জামিন ওমরের নিকট হইতে লইতে পারিবে, কিম্বা এজিদের নিকট হইতে কিস্তিবন্দী হিসাবে আদায় করিয়া লইতে পারিবে; অথবা এজিদের নিকট হইতে কিছু না লইয়াও আজাদ করিয়া দিতে পারিবে।

আর যদি যায়েদ এজিদকে প্রথমেই আজাদ করিয়া দেয়, এবং পরে ওমর তাহাকে মোদাব্বর করে—এবং ওমর যদি ধনী হয়, তাহা হইলে সে যায়েদের উপর কিছু দাবী করিতে পারিবে না; হয় সে এজিদকে আজাদ করিয়া দিবে, নতুবা তাহার (এজিদ) নিকট হইতে তাহার মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা এজিদের উপার্জ্জন হইতে ক্রমে ক্রমে আদায় করিয়া লইবে।

মোকাতাবের মৃত্যু ও অক্ষমতা এবং মালেকের মৃত্যুর বিবরণ।

যদি কোনও মোকাতাব তাহার কোনও কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হয়, কিন্তু অন্য কোনও স্থান হইতে অর্থ পাওয়ার আশা থাকে, তাহা হইলে হাকেম (বিচারক) তাহাকে তিন দিনের সময় দান করিবেন। কিন্তু তিন দিনের মধ্যেও যদি মোকাতাব কিস্তির টাকা আদায় করিতে না পারে, তাহা হইলে হাকেম তাহাকে (মোকাতাব) টাকা দিতে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহার চুক্তিনামা বাতিল করিয়া দিবেন। যদি মোকাতাবের কোনও স্থান হইতে অর্থ সাহায্য পাওয়ার আশা না থাকে, তাহা হইলে হাকেম তাহাকে তিন দিবসের সময় না দিয়া সেই দিনই (কিস্তি পরিশোধ করিবার শেষ দিন) উক্ত দলিল বাতিল করিয়া দিবেন, এবং মোকাতাব প্রভুর

দাসত্ব করিতে পুনঃ বাধ্য হইবে, আর অর্থাদি যাহা তাহার হাতে আছে, সে তাহা প্রভুকে প্রত্যর্পন করিবে। এই মত এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় পোষণ করেন, কিন্তু এমাম আবু ইউসফ সাহেব (রহঃ) বলেন যে, যে পর্য্যন্ত মোকাতাবের দুই কিস্তির টাকা পরস্পর পাওনা না হইবে, সে পর্য্যন্ত হাকেম তাহার (মোকাতাব) দলিল বাতিল করিতে পারিবেন না।

যদি কোনও মোকাতাব তাহার মুক্তি লাভের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, এবং এইরূপ অর্থ রাখিয়া যায়, যদ্দ্বারা তাহার চুক্তির টাকা পরিশোধ হইতে পারে, তাহা হইলে চুক্তি নামা বাতিল না হইয়া বলবৎ থাকিবে; এবং পরিত্যক্ত অর্থ হইতে তাহার মুক্তির অনাদায়ী টাকা কাটিয়া লওয়ার পর যাহা বাকী থাবিবে, তাহার মালীক মোকাতাবের ওয়ারিসগণ হইবে; এবং ইহা বুঝিতে হইযে যে, মোকাতাব জীবিতাবস্থায় যেন তাহার মুক্তির টাকা শোধ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং তাহার মোকাতাবী অবস্থায় যে সন্তানাদি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও স্বাধীন হইয়া যাইবে; আর যদি মোকাতাবী অবস্থায় সে তাহার কোনও সন্তানকে খরিদ করিয়া থাকে, অথবা যদি তাহার কোনও সন্তান তাহারই সঙ্গে একই সময়ে মোকাতাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারাও আজাদ (মুক্তি প্রাপ্ত) হইবে।

আর যদি মোকাতাব মুক্তির টাকা পরিশোধ করিবার তুল্য অর্থ না রাখিয়া মরিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার মোকাতাবী অবস্থায় জন্মিত সন্তানকে পিতার অনাদায়ী টাকা শোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; এবং সে যখন চুক্তির সমস্ত টাকা শোধ করিতে পারিবে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, মোকাতাব যেন স্বয়ং জীবিতাবস্থায় এই টাকা শোধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে;

* যদি মালেক মোকাতাবের বিরুদ্ধে টাকা অনাদায়ের জন্য হাকেমের কাছে উপস্থিত হইয়া নালিশ করে, তাহা হইলে হাকেম উল্লিখিত আদেশ দিরেন, নচেৎ দলিল বলবৎ থাকিবে।

এমতাবস্থায় মোকাতাবের উক্ত সন্তানও স্বাধীনতা লাভ করিবে। কিন্তু খরিদা সন্তানের পক্ষে এই বিধি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) মতানুসারে গ্রাহ্য যোগ্য নয়—যদিও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় ইহা গ্রাহ্য করিয়াছেন। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে খরিদা সন্তানকে পিতার মৃত্যুর পরক্ষণেই অনাদায়ী টাকা এক কালীন নগদ আদায় করিতে হইবে, নচেৎ (সে বা তাহারা) গোলামে পরিগণিত হইবে।

যদি কোনও মোকাতাবের মৃত্যু হয়, আর তাহার স্বাধীনা স্ত্রীর গর্ব্ভজাত কোনও সন্তান থাকে, এবং এরূপ অর্থও কোনও লোকের কাছে পাওনা রাখিয়া যায়, যদ্দ্বারা তাহার মুক্তির টাকা অনায়াসে শোধ হইতে পারে, আর উক্ত সন্তান যদি কোনও ব্যক্তির ক্ষতি করার দরুণ ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা তাহার মাতার প্রভু (মুক্তিদাতা) কে আদায় করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ঐ মোকাতাব মুক্তির টাকা দিতে অক্ষম ছিল। কিন্তু যদি সন্তানের মাতার প্রভু ও পিতার প্রভুর মধ্যে ঐ সন্তানের মৃত্যুর পর তাহার ত্যজ্য সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, আর হাকেম (বিচারক) সন্তানের মাতার প্রভুর অনুকূলে ডিক্রি দেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মোকাতাব—অর্থাৎ সন্তানের পিতা মুক্তির টাকা দিতে অক্ষম ছিল।

যদি কোনও মোকাতাব জাকাতের (আয়ের ৪০ অংশের ১ অংশ) মাল কোনও লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া, তাহার মুক্তির আংশিক টাকা শোধ করার পর, বাকী টাকা শোধ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উক্ত টাকা তাহার মনিবের পক্ষে দুষনীয় হইবে না। কেননা মোকাতাব দরিদ্র হওয়া প্রযুক্ত তাহার পক্ষে ঐ মাল গ্রহণ করা জায়েজ ছিল; আর প্রভু (ধনী হওয়া সত্ত্বেও) যখন ঐ মাল তাহার মোকাতাব হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহার পাওনা টাকা বাবদই গ্রহণ করিয়াছিল, জাকাতের মাল স্বরূপ গ্রহণ করে নাই; কাজেই মালেকের পক্ষে উক্ত মাল গ্রহণ করা দুষনীয় হইবে না।

যদি কোনও গোলাম কোনও লোকের ক্ষতি করে, এবং ইহা তাহার মালেকের কাছে অপ্রকাশিত থাকে, আর মালেক ঐ গোলামকে মোকাতাব করিয়া দেয়, কিন্তু মোকাতাব হওয়ার পর কিস্তিবন্দির টাকা অনাদায় হেতু পুনরায় গোলাম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মনিব ইচ্ছা করিলে গোলামকে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিবর্ত্তে উক্ত গোলামকে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দিয়া দিতে পারিবে; অথবা ইচ্ছা করিলে ক্ষতিপূরণের টাকা নিজেই শোধ করিতে পারে।

যদি কোনও মোকাতাব কোনও লোকের ক্ষতি করে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই সে মুক্তির টাকা আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার মনিব উক্ত গোলামকে উপরের লিখিত বিধানানুসারে হয় ক্ষতি গ্রস্তকারীকে দিয়া দিবে, কিম্বা নিজে ক্ষতিপূরণের অর্থ দিয়া দিবে। কিন্তু যদি কোনও মোকাতাব কোনও লোকের ক্ষতি করে এবং তাহার ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়ার পর সে মুক্তির টাকা আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে গোলাম বিক্রীত হইয়া যাইবে।

মোকাতাব মুক্তির টাকা পরিশোধ করিবার পূর্ব্বে যদি তাহার প্রভু মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে মোকাতাবী প্রস্তাব বাতিল না হইয়া বলবৎ থাকিবে; এবং যে পর্য্যন্ত সে (মোকাতাব) প্রভুর উত্তরাধিকারীকে সমস্ত কিস্তির টাকা শোধ না করিবে সে পর্য্যন্ত সে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না। এজমালী মালেকদের মধ্যে সমস্ত অংশীদার গোলামকে আজাদ না করিলে, গোলাম মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না।

كتاب الولاء

ওলা সম্পত্তির বিবরণ।

ওলা দুই প্রকার—"ওলায়ে এতাকা," ও "ওলায়ে মোওলা"। ওলায়ে এতাকা এইরূপ সম্পত্তিকে বলে, যাহা গোলামের মুক্তিদাতা ঐ গোলামের মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হয়। আর ওলায়ে মোওলা ঐ

সম্পত্তিকে বলে, যাহা কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর, তাহার কোনও বন্ধু (যাহার সঙ্গে সে জীবিতাবস্থায় কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিল) প্রাপ্ত হয়। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে।

কোনও দাস বা দাসীকে তাহার প্রভু যদি বিনা মূল্যে মুক্তি দিয়া থাকে, কিম্বা মোদাব্বেরী অথবা মোকাতাবী দ্বারা ঐ দাস বা দাসীকে মুক্ত করিয়া থাকে, কিম্বা কোনও দাস বা দাসী—যাহারা কোনও প্রকারে তাহার পরিবার ভুক্ত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অথবা কোনও দাসী উম্মে-অলাদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যুর পর, ইহাদের ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী উক্ত প্রভু হইবে।

যদি কোনও দাসী—যাহার স্বামী (খসম্) অন্য লোকের গোলামীতে আছে, মুক্তি লাভ করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে একটী সন্তান বা যমজ সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে ঐ সন্তানদের মৃত্যুর পর তাহাদের ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী উক্ত দাসীর মুক্তিদাতা প্রভু হইবে। আর যদি দাসীর মুক্তির ছয় মাস অতীত হইবার পর সন্তানাদি জন্মে, এবং যদি তাহার স্বামী ইহার মধ্যে মুক্তি লাভ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে উহাদের ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী উক্ত দাসীর মুক্তিদাতা প্রভুই হইবে। কিন্তু যদি এই সময়ের মধ্যে দাসীর স্বামী মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দাসীর মুক্তিদাতা প্রভু না হইয়া দাসের মুক্তিদাতা প্রভু হইবে।

যদি কোনও স্বাধীন আজমী (আরব দেশ ব্যতীত অন্য দেশবাসীকে আরবগণ আজমী বলিয়া থাকে), কোনও মুক্তি প্রাপ্ত আরবী দাসীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে উক্ত দাসীর গর্ব্ভজাত সন্তানের ত্যজ্য সম্পত্তির মালিক এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে দাসীর মুক্তিদাতা প্রভু হইবে; কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে সন্তানের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, উক্ত ত্যজ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে।

মুক্তিদাতা প্রভুকে ও সর্ত্তে-আবদ্ধ সাহায্যকারী ব্যক্তিকে আরবীতে "আছাবায়ে সব্বিয়া" বলে। আছাবায়ে নসবিয়া (১) বর্ত্তমান থাকিতে আছাবায়ে সব্বিয়া মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হয় না; কিন্তু জোবিয়েল আরহাম (২) বর্ত্তমান থাকিতে, আছাবায়ে সব্বিয়া মৃতব্যক্তির ত্যজ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, সর্ব্বপ্রথম জোবিয়েল ফরুজ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হয়। তৎপর আসাবায়ে নসবিয়া, তৎপর আছাবায়ে সাব্বয়া, সকলের শেষে জোবিয়েল আরহাম।

প্রভু যদি মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে উক্তদাসের মৃত্যুর পর তাহার ত্যজ্য-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মৃত-প্রভুর উত্তরাধিকারী হইবে; কিন্তু কোনও স্ত্রী-জাতীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবে না।

যদি কোনও বিধর্ম্মী কোনও মুসলমানের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, আর এই নব-দীক্ষিত মুসলমান তাহার উক্ত দীক্ষা-গুরু মুসলমানকে, অথবা অন্য কোনও মুসলমানকে এই বন্দোবস্তে তাহার অলি নিযুক্ত করে যে, উক্ত অলি তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে; পক্ষান্তরে উক্ত অলি তাহার (নব-দীক্ষিত মুসলমান) দ্বারা কৃত কোন হানিজনক কার্য্যের দরুণ অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহা বহন করিবে; এইরূপ বন্দোবস্তে অলি নিযুক্ত হইলে সম্পূর্ণ গ্রাহ্যনীয় হইবে।

উল্লিখিত বন্দোবস্ত করার পর নব-দীক্ষিত মুসলমান কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদীয় নিয়োজিত উক্ত অলি তাহার ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে, এবং উক্ত নব-দীক্ষিত মুসলমান যদি কোনও

(১) আছাবায়ে নসবিয়া—পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নি, চাচা এবং ইহাদের সন্তানগণ।

(২) জোবিয়েল আরহাম—মামু, খালা (মায়ের ভগ্নি) এবং ইহাদের সন্তানগণ।

(৩) জোবিয়েল ফরুজ—স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, কন্যা, ভগ্নি।

ব্যক্তির কোনও হানী করিয়া কোনও প্রকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহার উক্ত অলি ঐ দণ্ড দিতে বাধ্য থাকিবে।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির যদি কোনও "জোবিয়েল আরহাম" বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহার নিয়োজিত উক্ত অলি তাহার ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না।

উক্ত নব-দীক্ষিত মুসলমান অথবা তাহার সন্তান কর্ত্তৃক যদি কোনও হানি-জনক কার্য্য সম্পন্ন হয়, আর তদ্দরুণ ক্ষতি-পূরণের অর্থদণ্ড যদি উক্ত অলি আদায় না করে, তাহা হইলে সে (নব-দীক্ষিত মুসলমান) অন্য কোনও মুসলমানকে. উক্ত অলি স্থলে নিযুক্ত করিতে পারিবে; অন্যথা অন্য কাহাকেও অলি নিযুক্ত করিতে পারিবে না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম কোনও ব্যক্তিকে অলি নিযুক্ত করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। কেননা ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঐরূপ স্থলে তাহার মুক্তিদাতা প্রভুই হইবে।

নব-দীক্ষিত মুসলমানকে আজমী হওয়া আবশ্যক, আর তাহার বংশাবলীরও বিবরণ অজানিত থাকা চাই; নচেৎ উপরের লিখিত বিধান তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে না।

বল-পূর্ব্বক কার্য্য করাইবার বিবরণ।

কোনও ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছা বা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক কোনও কার্য্য করিতে বাধ্য করাকে আরবী ভাষায় "একরাহ্" বলে।

যে ব্যক্তি অন্যকে বল পূর্ব্বক কার্য্য করিতে বাধ্য করে, তাহাকে মোক্‌রেহ্ (অত্যাচারী) বলে।

যে ব্যক্তি অন্যদ্বারা তাহার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তাহাকে মোকরাহ্ (অত্যাচারিত বা উৎপীড়িত) বলে।

প্রকাশ থাকে যে একরাহ্-বিধি প্রচলিত হইবার জন্য চারিটী সর্ত্ত বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন; নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

প্রথম সর্ত্ত ঃ-

যদি কোনও ব্যক্তি কোনও লোককে কোনও শাস্তি দেওয়ার ভয় প্রদর্শন করিয়া কোনও কার্য্য করিতে বাধ্য করায়, তাহা হইলে ইহা দেখিতে হইবে, যে শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে (মোকরাহ্) উক্ত কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে ঐ শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা মোকরেহের ছিল কি না। যদি উক্ত ক্ষমতা মোকরেহের থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা "একরাহ্" বলিয়া গণ্য হইবে, নচেৎ হইবে না।

যেমন যায়েদ নামক একজন ধানের খরিদ্দদার বাজারে (হাটে) গিয়া ধান বিক্রেতাদিগকে বলিল যে, অদ্যকার হাটে যত ধান আসিয়াছে, আমি প্রতি মণ চার আনা কম দরে খরিদ করিব ; যদি তোমরা আমার প্রস্তাবে রাজি না হও, তাহা হইলে আমি তোমাদের সমস্ত ধান আগুনে জ্বালাইয়া দিব। এই অবস্থায় যদি বাজারের ধান-বিক্রেতাগণ, তাহার এই শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা অলীক জানিয়াও তাহার নিকট ঐ কম মূল্যে ধান বিক্রয় করে, তাহা হইলে ইহা "একরাহ্" পরিগণিত হইবে না। কেন না যায়েদের ঐ ভয়-প্রদর্শানুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না।

কিন্তু যদি কোনও বাদশাহ্ তাঁহার এজিদ নামক একজন গোলামকে আদেশ দেন যে, ইমানি মোছাফেরের কাণ দুটি কাটিয়া দাও, কেন না সে প্রত্যহ আমার দরবারে আসিয়া আমার নিকট অর্থ প্রার্থনা করে। তুমি যদি আমার এই আদেশ লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে আমি তোমার গর্দ্দান কাটিবার (শিরশ্ছেদন করিবার) আদেশ দিব। এ অবস্থায় এজিদের প্রতি তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাহা কার্য্যে পরিগণিত করিবার বাদশার ক্ষমতা আছে। অতএব গোলাম বাদশার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া যদি মোছাফেরের কাণ দুটি কাটিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহা "একরাহ্" বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—

যদি কোনও ব্যক্তির (মোকরাহের) অন্তঃকরণে এরূপ ভয় উৎপন্ন হয় যে, তাহার প্রতি যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যদি সে তাহা লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে, তাহাকে যে শাস্তির ভয় দেখান হইয়াছে, তাহা

নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত করা হইবে; যদি প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্বাস জন্মিবার কোনও কারণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত কার্য্য সমাধা করিলে "একরাহ্" হইবে—নচেৎ হইবে না।

উপরের লিখিত (প্রথম সর্ত্তের) দৃষ্টান্তে দোকানদারদিগকে যে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা অলীক, সুতরাং উহাতে তাহাদের এরূপ প্রতীতি কিছুতেই জন্মিতে পারে না যে, যদি তাহারা কম মূল্যে ক্রেতার নিকট ধান বিক্রয় না করে, তাহা হইলে তাহাদের ধান গুলি আগুনে জ্বালাইয়া নষ্ট করিবার ঘোষণাকারী ক্রেতার কোনও ক্ষমতা আছে। এরূপ অবস্থায় তাহারা ধান কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া যদি "একরার জন্য" দাবী করে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

পরন্তু বাদশাহ্ গোলামকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে তাহা যথার্থ। কেননা গোলাম আদেশ পালন না করিলে বাদশাহ্ তাহার গর্দ্দান মারিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান্ আছেন। এই অবস্থায় গোলামের অন্তঃকরণে ভয় উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং গোলামের এই কার্য্যকে "একরাহ্" বলিয়া গণ্য করা হইবে।

তৃতীয়তঃ—

ভয়-প্রদর্শনের কার্য্যটী এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে প্রাণহানী বা শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। যথা ঃ—

যদি কোন ডাকাতের দলাধিপতি কোন জমীদারকে হরণ করিয়া তাহাদের পার্ব্বত্য গুহায় লইয়া যায় এবং বলে যে তুমি আমার নামে ২০০ বিঘা জমি লা-খেরাজ লিখিয়া দাও, যদি ইহা লিখিয়া দিতে অস্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাকে তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত এইস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিব। এরূপ অবস্থায় উক্ত জমীদার যদি স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে উক্ত প্রকার দলিল লিখিয়া দেয়, তাহা হইলে জমীদারের এই কার্য্য "একরাহ" বলিয়া গণ্য হইবে এবং সে মুক্তিলাভ করিয়া বাড়ী আসিবার পর উক্ত দলিল নাকেছ (বাতিল) করিয়া দিতে পারিবে।

উপরোক্ত স্থলে যদি ডাকাতের দলাধিপতি জমীদারকে শুধু এই কথা বলে যে, যদি এই দলিলে দস্তখত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক দিন আমরা তোমার বাড়ী লুঠ করিব ; আর জমীদারের প্রতি তাহার প্রাণহানীর কিম্বা শারীরিক অনিষ্ট বা স্বাধীনতা হরণ করিবার কোন ভয় প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে জমীদার উক্তরূপ দলিল লিখিয়া দিলে তাহা "একরাহ্" বলিয়া গণ্য হইবে না।

চতুর্থ সর্ত্ত ঃ—

বাধ্যতা-মূলক কার্য্যটী এরূপ হওয়া চাই যে কার্য্য হইতে মোকরাহ্ সর্ব্বদা বিরত রহিয়াছে।

যদি কতকগুলি খ্রীষ্টান কোন ধর্ম্ম-পরায়ণ মুসলমানকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং এরূপ বলে, যদি এক গ্লাস শরাব পান না কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে আমাদের বাটীতে আটক করিয়া রাখিব এবং তোমাকে তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত কিছুই খাইতে দিব না। এরূপ অবস্থায় যদি উক্ত মুসলমান (যিনি জীবনে কখন শরাব খাওয়ার অভ্যাস করেন নাই) যদি শরাব পান করে, তাহা হইলে ইহা "একরাহ্"তে গণ্য হইবে।

কিন্তু যদি ধর্ম্ম-পরায়ণ মুসলমানের পরিবর্ত্তে উক্ত ব্যক্তি যদি একজন মাতাল হয়, আর তাহাকে যদি উহারা শরাব পান করিতে বাধ্য করায়, তবে ইহা একরাহ্ হইবে না।

মূল কথা এই যে, কোন ব্যক্তি যদি প্রাণের ভয়ে, মার পিটের ভয়ে বা স্বাধীনতা নষ্ট হইবার ভয়ে, কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হইবার ভয়ে, তাহার ইচ্ছার বিরূদ্ধে কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয়, ইজারা বা কোন অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই ভয় দূর হওয়ার পর সে ইচ্ছা করিলে ঐ সমস্ত কার্য্য বাতিল করিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু যদি ইচ্ছা না করে, তাহা বলবৎ থাকিবে।

যদি কোন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া (মোকরাহ) তাহার কোন দাসকে বিক্রয় করে, আর স্বাধীন ক্রেতা উক্ত দাসকে বিক্রয় করে, আর ক্রেতা উক্ত দাসকে ক্রয় করিবার পর যদি মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু ক্রেতাকে ঐ দাসের উচিত মূল্য (যদি উচিত মূল্যে

খরিদ না করিয়া থাকে) বিক্রেতা (মোকরাহ্)কে দিতে হইবে, এবং বিক্রেতাকে এই প্রস্তাবে রাজি করাইতে হইবে।

উদাহরণ ঃ—যায়েদ নামক এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিবার জন্য হবিব নামক এক ব্যক্তির বাড়ী এজিদ নামক তাহার গোলামকে সঙ্গে করিয়া গিয়াছিল। হবিব উক্ত যায়েদকে তাহার বাটীতে আটক করিয়া বলিল যে, যদি তোমার এজিদ নামক গোলামকে করিমের নিকট ২০০৲ দুই শত টাকায় বিক্রয় না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে ৫ দিন পর্য্যন্ত আমার বাটীতে আটক রাখিব। যায়েদ আটক থাকিবার ভয়ে উক্ত দুই শত টাকা গ্রহণ করিয়া তাহার গোলাম এজিদকে বিক্রয় করিয়া দিল; কিন্তু এজিদের উচিত মূল্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা ছিল। অতঃপর করিম এজিদকে তাহার গোলামী হইতে আজাদ করিল; এই অবস্থায় এজিদের মুক্তিলাভ সিদ্ধ হইবে; কিন্তু করিমকে এজিদের উচিত মূল্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার বাকী ৩০০৲ তিন শত টাকা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে; এবং যায়েদের নিকট এই বিক্রিতে সম্মতি দেওয়া আবশ্যক হইবে।

যায়েদ (মোকরাহ্) যদি কম মূল্যের জন্য কোন আপত্তি না করিয়া ঐ দুই শত টাকাতেই রাজি হইয়া যায়, তবে উক্ত বিক্রয় সিদ্ধ হইবে; কিংবা যায়েদ যদি একেবারেই কোন মূল্য না গ্রহণ করিয়া করিমকে উক্ত দাস দান করে, তাহাও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যায়েদ যদি ঐ বাধ্যতা-মূলক বিক্রির আংশিক কি সম্পূর্ণ মূল্য তাহার অনিচ্ছার সহিত বাধ্য হইয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইবে না।

যায়েদ ঐ দুই শত টাকা ফেরত্ দিয়া তাহার গোলামকে লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যদি ঐ দুই শত টাকা তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য সে (যায়েদ) দায়ী হইবে না এবং তাহার গোলাম এজিদকে ফেরত লইয়া যাইতেও কোন বাধা হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি অপরের দ্বারা বাধ্য হইয়া কোন লোকের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় আর ক্রেতা জানিয়া শুনিয়া তাহার

স্বাধীন ইচ্ছায় উক্ত দ্রব্য খরিদ করে, আর খরিদ করিবার পর উক্ত দ্রব্য তাহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়, তাহা হইলে বিক্রেতা (মোকরাহ) ইচ্ছা করিলে ঐ দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ ক্রয়কারীর নিকট হইতে অথবা যে তাহাকে উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিল,তাহার (মোকরেহের) নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

যায়েদ নামক এক ব্যক্তির একটী গাভী ছিল, সে উহাকে বিক্রয় করিবার জন্য হাটে লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে করিম নামক এক ব্যক্তি তাহাকে আটক করিয়া রহিমের বাড়ীতে তাহাকে লইয়া গেল এবং বলিল যে যদি এই গাভী রহিমের নিকট ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় না কর, তাহা হইলে তোমাকে খুন করিয়া ফেলিব। বেচারা যায়েদ প্রাণের ভয়ে ঐ কম মূল্যেই তাহার গাভীটী রহিমের নিকট বিক্রয় করিল এবং রহিমও খুব খুসার সহিত উক্ত গাভীটী ক্রয় করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ চোরের ধন বাটপাড়ে নিল—অর্থাৎ রহিমের নিকট হইতে ঐ গাভীটী খোওয়া গেল।

এখন যায়েদ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া হাকিমের নিকট নালিশ করিল। হাকিম বিচার করিয়া যদি এইরূপ হুকুম দেন যে, ঐ গাভীর ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০০৲ দুই শত টাকা করিম অথবা রহিমকে দিতে হইবে, তাহা হইলে হাকিমের বিচার ঠিকই হইবে।

কিন্তু যদি রহিম উক্ত গাভীটা ক্রয় করার পর জাহেদ নামক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে, আর যদি জাহেদ (মোকরাহ্) তাহার ক্ষতি-পূরণের টাকা জাহেদের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে জাহেদ উক্ত টাকা রহিমের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পরিবে।

যদি কোন ব্যক্তিকে আবদ্ধ বা সামান্য মারপিট বা কয়েদে রাখিবার ভয় দেখাইয়া কোন মৃত জন্তুর মাংস, কিম্বা রক্ত অথবা শূকরের মাংস বা শরাব প্রভৃতি হারাম বস্তুগুলি খাইতে বলে, আর সে উহা খায়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত জিনিষগুলি তাহার পক্ষে হালাল হইবে না।

কিন্তু যদি প্রাণবধের কিংবা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হস্ত, পদ, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি কর্ত্তন করিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া—ঐ জিনিষ-

গুলি (মৃত জন্তুর মাংস, রক্ত, শূকরের মাংস, শরাব ইত্যাদি) খাওয়াইতে বাধ্য করে, তাহা হইলে তাহার (মোকরাহ্) প্রতি কোন দোষ বর্ত্তিবে না ; বরং যদি ঐ সমস্ত জিনিষ না খাওয়ার দরুণ সে মারা পড়ে, তাহা হইলে সে গোনাহ্গার (পাপী) হইবে।

যেমন যায়েদ নামক একজন মুসলমানকে খ্রীষ্টানগণ যুদ্ধে বন্দী করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল এবং বলিল, যদি শূকরের মাংস ও শরাব না খাও, তাহা হইলে তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিব, অথবা পঁচিশ বেত লাগাইব। এই অবস্থায় যায়েদের পক্ষে ঐ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করা (খাওয়া) হালাল বলিয়া গণ্য হইবে না ; কিন্তু যদি তাহারা এই কথা বলে যে, যদি তুমি ঐ দ্রব্যগুলি গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমাকে বধ করিয়া ফেলিব ; কিম্বা তোমার হস্তপদ কাটিয়া দিব ; এমতাবস্থায় যায়েদের পক্ষে উপরোক্ত নিষিদ্ধ (হারাম) জিনিষগুলি ভক্ষণ করা দোরস্ত হইবে। বরং যদি ঐ সমস্ত জিনিষগুলি না খাওয়ার দরুণ খ্রীষ্টানেরা তাহার প্রাণবধ করে, অথবা হস্তপদ কাটিয়া দেওয়ার দরুণ যায়েদ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; তাহা হইলে যায়েদ গোনাহ্গার (পাপী) বলিয়া গণ্য হইবে।

যদি কোন ব্যক্তিকে প্রাণনাশের অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হানী করিবার ভয় দেখাইয়া আল্লাহ্ ও রসুলের বিরুদ্ধে কোফরী কথা বলাইতে বাধ্য করে, তাহা হইলে যাহাতে (মোকরাহ্) বাধ্য করে সে প্রকাশ্যে উক্ত কোফরী কথা বলিয়া, আন্তরিক বিশ্বাসে (ইমানে) দৃঢ় থাকিলে তাহা দোরস্ত হইবে। আর যদি সে কোফরী কথা বলিতে অস্বীকৃত হওয়ার দরুণ প্রাণ হারায়, তজ্জন্য সে গোনাহ্গার (পাপী) হইবে না বরং অধিকতর নেক্কার (পুণ্যবান্) বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রাণনাশ অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হওয়ার ভয় ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোফরী কালাম মুখে আনিলে তাহা দোরস্ত হইবে না।

প্রাণ হানী বা শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্ত্তনের ভয়ে কোন মুসলমানের মালের (দ্রব্যাদির) অনিষ্ট করা দোরস্ত আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি (মোকরেহ) দ্বারা বাধ্য হইয়া এই অনিষ্ট সম্পাদিত হইয়াছে,

তাহাকে এই ক্ষতিপূরণ বহন করিতে হইবে। কিন্তু প্রাণনাশ বা অঙ্গাদি হানির ভয়ে অন্য মুসলমানকে বধ করা দোরস্ত নাই। যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত কারণে বধ করে, তবে তাহাকে অর্থাৎ যে হত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছে এই হত্যার কেসাস্ (প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ, দণ্ডের পরিবর্ত্তে দণ্ড প্রভৃতি সমান সমান শাস্তি দেওয়ার বিধি) বহন করিতে হইবে। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) উপরোক্ত মত সমর্থন করেন। আর এমাম জাফর (রহঃ) বলেন যে, হত্যাকারীকেই কেসাস অর্থাৎ প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ দিতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু ইউষফ (রহঃ) মতানুসারে দুই জনের মধ্যে কাহারও কেসাস হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া বিবাহ করে বা তালাক দেয়, অথবা গোলামকে মুক্তিদান করে; তাহা হইলে বিবাহ, তালাক ও মুক্তিদান সিদ্ধ অর্থাৎ গ্রাহ্য হইবে। এই অবস্থায় গোলামের উচিত মূল্যের টাকা বাধ্যকারকের (মোকরেহের) নিকট হইতে গোলামের মালেক (মোকরাহ্) আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সহিত যদি তাহার (মোকরেহের) সহবাস না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোহরের অৰ্দ্ধেক টাকা বাধ্যকারকের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে। আর যদি সহবাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে মোহর বাবদ কিছুই বাধ্যকারকের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না।

বাধ্য হইয়া মানত করা, হল্‌ফ করা, জেহার (অবৈধ তুলনা অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদের আবৃত অঙ্গের সহিত স্বীয় স্ত্রীর আবৃত অঙ্গাদির তুলনা) করা, রেজায়াত (স্ত্রীকে এক কিম্বা দুই রেজাইবী তালাক দিয়া পুনগ্রহণ) করা, ইলা (নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্ত্রী সহবাসে বিরত থাকা) করা ইত্যাদি কার্য্য করিয়া তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা দোরস্ত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করে, তবে তাহা সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু যদি উক্ত ব্যক্তি ইস্‌লাম পরিত্যাগ করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না, কেন না তাহার ইস্‌লাম ধৰ্ম্মগ্রহণ

সন্দেহজনক; সে অন্তঃকরণের সহিত ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ নাও করিয়া থাকিতে পারে।

যদি কোন মুসলমান কোনও রূপে বাধ্য হইয়া অন্য কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে সে মুসলমান ধর্ম্ম হইতে খারেজ (বাহির) হইয়া যাইবে না। এমন অবস্থায় তাহার স্ত্রীও তালাক হইবে না।

যদি কোন মুসলমান বাধ্য হইয়া—অপর স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করে, তাহা হইলে হদজারির শাস্তি (১০০ বেত্রাঘাত) পাইবে। কিন্তু বাধ্যকারক (মোকরেহ) যদি দেশের বাদশাহ হয়, তাহা হইলে ব্যভিচারকের প্রতি হদজারি করা হইবে না। এমাম আবু-হানিফা (রহঃ) উল্লিখিত মত পোষণ করেন। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে বাধ্য-কারক যে ব্যক্তিই হউক না,—রাজা হউক আর প্রজাই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না— ব্যভিচারক একশত বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হইবে।

كتاب الحجر

বাক্য দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইতে বিরত রাখার বিবরণ।

কথাবার্ত্তা দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়, তৎসমুদয় হইতে বিরত রাখাকে আরবী ভাষায় "হাজর" বলে।

তিন প্রকারের লোকের প্রতি এই হাজর জারি হইয়াছে। (১) শিশু (নাবালেগ সন্তানগণ), (২) পাগল, * (৩) ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী।

নাবালেগা ছেলের বা পাগলের পক্ষে তাহাদের স্ত্রী বা স্ত্রীদের তালাক দেওয়া গ্রাহ্য হইবে না। এবং ইহারা তাহাদের দাস বা দাসী-দিগকে স্বাধীনতা (আজাদ) দান করিতেও পারিবে না, করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। নাবালেগত্ব বা পাগল অবস্থায় কোনও রূপ অঙ্গীকার

* পাগল—এখানে এরূপ লোককে বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানশক্তি, ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত পাগল সময় সময় বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলে এবং কার্য্য-কলাপ করে তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে না। যথাস্থানে এরূপ পাগলদের বিষয় বর্ণিত হইবে।

বা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবেনা। কিন্তু কোন ক্রীতদাস যদি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। এবং সে যদি কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে মুক্তিলাভ করার পর তাহাকে উক্ত অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে। কিন্তু দাস যদি তাহার প্রভুকে কোন কোন দ্রব্যাদি দেওয়ার অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।

কোন দাস যদি এরূপ কোন দোষের কাজের অঙ্গীকার করে, যাহাতে তাহার প্রতি কেসাস বা হদ ওয়াজেব হয়, তাহা হইলে তাহার মুক্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি কেসাস বা হদ জারি করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন নাবালেগ ছেলের বা পাগল কিংবা গোলামের সঙ্গে কোন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করে—যাহাতে লাভ কিম্বা নোকসানের সম্পর্ক আছে, আর ঐ কার্য্যে যদি নাবালেগের অলি কিম্বা গোলামের প্রভু স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ (জায়েজ) হইবে, নচেৎ বাতিল হইবে।

যদি কোন নাবালেগ ছেলে কিংবা পাগল বা গোলাম কোন ব্যক্তির কিছু ক্ষতি করে, তাহা হইলে উহার ক্ষতিপূরণ তাহাদিগকে (অলি ও প্রভু) বহন করিতে হইবে।

কোনও স্বাধীন ব্যক্তিকে তাহার অপব্যয়, বদ্‌মাশী ও ঋণের দরুণ মাহজুর (কারবারের অযোগ্য বলিয়া আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি) করা হইবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে অনাবশ্যকীয় খরচ দ্বারা ধন-সম্পত্তি উড়াইয়া দিতেছে, অথবা যে ব্যক্তি সরাবাদি পান করে, কিম্বা ঋণের উপর ঋণ করিতেছে, এই সমস্ত লোকদিগকে কারবারের অযোগ্য বলিয়া কাজি আইনজারী করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ এই সকল লোকেরা যদি কোন দ্রব্য বেচা কেনা করে, জমিজ়মা বন্ধক দেয়, কোন লোকের সহিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তৎসমুদয়ই আইনানুসারে সিদ্ধ হইবে। কাজি (হাকিম) তাহাদিগের এই সমস্ত কার্য্য বাতিল করিতে পারিবেন না। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব উপরোক্তমত পোষন করেন।

এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় কিন্তু অপব্যয়ী ব্যক্তিকে ক্রয় বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবার ক্ষমতা কাজির আছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঋণ দাতা যদি ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তির নামে কাজির নিকট নালিশ করে, তাহা হইলে কাজী ঋণগ্রস্তব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে এবং অঙ্গীকারে আবদ্ধ রাখিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবেন। আর বদমাইসকে তাহার বেসরিয়ৎ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিতে পারিবেন এবং ঐরূপ কার্য্য করিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারিবেন।

মুফ্তী মাজেন্ (১) তবীবে জাহেল্ (২) মোকারে মফ্লেস্ (৩) ইহাদের প্রতি কাজী নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবে না। কেননা এই সব লোকদ্বারা সর্ব্বসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রকার যে কোনও

(১) মুফ্তী মাজেন—যে মুফতী (আলেম—ফতোয়া দেনেওয়ালা) লোকদিগকে হিলা ও মকর (দুষ্টবুদ্ধি—শঠতা) শিক্ষা দেয়। যেমন কোন স্ত্রীলোক তালাক লইতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাহার স্বামী ইহাতে রাজি নাই। মুফতী ঐ স্ত্রীলোককে এরূপ শিক্ষা দিল যে তুমি (মোরতেদ) অন্য ধর্ম্মাবলম্বী (খৃষ্টান) হইয়া যাও, তাহা হইলে তোমার স্বামীর নিকট হইতে আর তালাক লইবার প্রয়োজন হইবে না, কেননা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি কোন মুসলমান পুরুষ কি স্ত্রীলোক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপ ফন্দি শিখাইয়া কোন মুসলমান স্ত্রীলোককে তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার যুক্তি দেওয়া এবং উক্ত স্ত্রীলোককে অন্য লোককে বিবাহ করিবার উপায় বলিয়া দেওয়া যে সমস্ত মুফতীর কাজ তাহাদিগকে "মুফতী মাজেন" (ধোকাবাজ মুফতী বলে)। এই প্রকার যদি কোন দুষ্ট অর্থশালী মুসলমান জাকাত (আয়ের ৪০অংশের ১অংশ) দেওয়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় খুজিয়া পাইতেছে না, এমতাবস্থায় যদি কোন মুফ্তি তাহাকে এইরূপ শিখাইয়া দেয় যে, যখন বৎসর শেষ হইয়া আসিবে অর্থাৎ যখন তোমার প্রতি জাকাত দেওয়ার সময় আসিবে, তখন তুমি খ্রীষ্টান হইয়া যাইও, তাহা হইলে তোমাকে আর জাকাত দিতে হইবে না, (কেন না মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর উপর জাকাত আদায় করিবার আদেশ নাই) পরে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অর্থাৎ

ব্যক্তির আচার ব্যবহারে, কার্য্য কলাপে সর্ব্ব সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিচারক (কাজী) তাহার উপরই নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবেন।

যদি কোন নাবালেগ সন্তান সাবালেগ হওয়ার পর ও নির্ব্বোধই রহিয়া যায়, কাজ কর্ম্ম বিবেচনা পূর্ব্বক করিবার ক্ষমতা না রাখে, অর্থাৎ অপরের দ্বারা অনায়াসে প্রবঞ্চিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত তাহার বয়স ২৫ বৎসরে না পৌঁছিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সম্পত্তি তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। তবে এরূপ ব্যক্তি যদি কোন দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রি করে, এমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতানুসারে তাহা সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ)এর মতানুসারে উক্ত ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

যদি ২৫ বৎসর অতিক্রম করিলেও উক্ত ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত না হয় তত্রাচ তাহার সমস্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

আবার বৎসরের আরম্ভে মুসলমান হইয়া যাইও; এই প্রকার ধোকাবাজির মস্‌লার শিক্ষা দেওয়াতে উক্ত মুফ্‌তিকে "মাজেন মুফ্‌তি" বলা যাইবে।

(২) তবিবে জাহেল্—হাতুড়ে ডাক্তার। যাহারা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, রোগের নিদান জানে না, দ্রব্যগুণ শিক্ষা করে নাই, রাতারাতি হেকিম (ডাক্তার বা কবিরাজ) হইয়া বসিয়াছে। জ্বরের রোগীকে হয়ত কলেরার ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছে, ইত্যাকার ডাক্তার, হেকিম বা কবিরাজকে "তবিবে জাহেল্" (মূর্খ-হাতুড়ে চিকিৎসক) বলে।

(৩) মোকারে মোফ্‌লেস্—(ভুয়া ভাড়া দেনেওয়ালা) যে ব্যক্তির কোন জিনিষ ভাড়া বা কেরায়া দেওয়ার সঙ্গতি নাই, অথচ লোকের নিকট যাইয়া এরূপ বন্দোবস্ত করে যে, আমি আপনাকে অমুক শহর হইতে অমুক শহরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ঘোড়া বা উষ্ট্রের ছওয়ারীর ভাড়া বাবদ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা লইলাম। প্রকৃতপক্ষে না আছে তাহার নিজের ঘোড়া বা উষ্ট্র, না আছে তাহার এরূপ সঙ্গতি যে অপরের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারে,—এরূপ কেরায়াদার-দিগকে "মোকারে মোফ্‌লেস্" বলে। যে দেশে রেল বা ষ্টীমার যাতায়াতের বন্দোবস্ত নাই সেই স্থানে এই প্রকার মোকারে মোফলেসগণ অনেক বিদেশী যাত্রীকে ঠকাইয়া থাকে।

যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়, আর ঋণদাতাগণ তাহার বিরুদ্ধে কাজীর (বিচারকের) নিকট নালিস করে, তাহা হইলে কাজী উক্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আটক রাখিয়া তাহার মাল * বিক্রয় করিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবেন। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মত এই যে, কাজী ঐ ঋণ-গ্রস্ত ব্যক্তির আসবাব (ঘরের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র) আর স্থাবর সম্পত্তি বাড়ী-ঘর জমা-জমিও বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে নিজে ঐ সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন না কিন্তু ঋণ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে উহা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আবদ্ধ রাখিয়া বাধ্য করিতে পারিবেন।

কোন ঋণ-গ্রস্ত ব্যক্তি যদি কোন জিনিষ ধারে ক্রয় করিবার পর দরিদ্রাবস্থায় পতিত হয়, তাহা হইতে কাজা (বিচারক) ঐ জিনিষ ক্রেতার (ঋণ-গ্রস্ত) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া উহা বিক্রয়ান্তর যে মূল্য আদায় হইবে তাহা ঋণদাতাগণ এবং বিক্রেতাকে তাহাদের প্রাপ্য টাকার অংশানুযায়ী ভাগ করিয়া দিবেন।

নাবালকের সাবালকত্ব হওয়ার তিনটী লক্ষণ আছে।—

১। স্বপ্নদোষ (নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃপাত) হইলে।

২। সহবাস দ্বারা কোন স্ত্রীলোককে গর্ভবতী করিতে পারিলে।

৩। বীর্য্য স্খলন হইলে।

নাবালিকারও প্রাপ্ত-বয়স্কা হইবার তিনটী লক্ষণ আছে।—

১। স্বপ্নদোষ হইলে।

২। ঋতুবতী হইলে।

৩। গর্ভবতী হইলে।

যদি কোন নাবালেগ বালক কিংবা বালিকার মধ্যে উক্ত কোন লক্ষণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে বালক ১৮ বৎসরের এবং বালিকা ১৭ বৎসরের হইলেই

* মাল—নগদ টাকা পয়সা মোহরাদি, ধান চাউল, বানিজ্য-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি।

তাহারা প্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ)এর মতানুসারে উভয়েরই বয়সের সংখ্যা ১৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই মতই প্রচলিত আছে।

বালক কমের পক্ষে ১২ বৎসর ও বালিকা ৭ বৎসরের কমে সাবালকত্বে পৌঁছিয়াছে বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

যদি কোন বালক কিম্বা বালিকা তাহাদের সাবালকত্বে পৌঁছিবার উপযুক্ত বয়সে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করে যে, তাহারা সাবালকত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের কথা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এবং তাহাদের বিধি সাবালকের বিধির ন্যায়। •

كتاب المأذون

আদেশ প্রাপ্ত দাসের বিবরণ

মাযুন (مأذون) শব্দ এযেন (اذن) শব্দ হইতে বহির্গত হইয়াছে। এযেন শব্দের অর্থ আদেশ।

শরয়ী এযেন (শাস্ত্রানুযায়ী আদেশ) উহার নাম যাহার দ্বারা নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং অধিকারকে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার অধিকার আছে, ইহা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। কিন্তু যখন কাহারও উপর দাসত্বের শৃঙ্খল আসিয়া পড়ে, তখন সে তাহার জন্মগত অধিকার হারাইয়া ফেলে। তাহার স্বাধীনতা লোপ পায়; তখন তাহার উপর তাহার যে অধিকার ছিল তাহার ক্রয়কারী মালীকের উপর তাহা প্রত্যার্পিত হয়।

দাসের প্রভু তখন ইচ্ছানুসারে তাহার দাসকে কাজে খাটাইতে পারে। দাস তখন প্রভুর বিনানুমতিতে কোন কাজই করিতে পারে না। কিন্তু এখন প্রভু যদি ইচ্ছা করেন যে, আমি তাহার নিকট হইতে যে স্বাধীনতা হরণ করিয়াছি, তাহার কিয়দংশ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিব—

অর্থাৎ তাহাকে আমার বিনানুমতিতে কোন কার্য্য করিবার যে নিষেধ বিধি ছিল, ঐ নিষেধ বিধি আমি প্রত্যাহার করিলাম তাহা হইলে ইহা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হইবে। এই নিষেধবিধি উঠাইয়া লওয়ার নাম এযেন এবং যে দাস আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে মাযুন বলে।* এই মাযুন (আদেশ প্রাপ্ত দাস) মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের ন্যায়স্বাধীন ভাবে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে। মাযুন নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ কর্ম্ম করিয়া রোজগার করিতে পারিবে।

মাযুনের প্রভু মাযুনের কোন কার্য্যের জন্য কোন প্রকার দায়ী হইবে না। এই হেতু মাযুনের নিকট কোন জিনিষ বিক্রয় করিয়া বিক্রেতা উহার মূল্য মাযুনের প্রভুর নিকট দাবী করিতে পারিবে না।

কিন্তু উকীল (প্রতিনিধি) যদি কোন বস্তু ক্রয় করে, তাহা হইলে বিক্রেতা উক্ত বস্তুর মূল্য উকীলের নিযুক্ত কর্ত্তার (মোওয়াক্কেল) নিকট চাহিতে পারে এবং গ্রহণ করিতে পারে।

কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য উপরোক্ত আদেশ সীমাবদ্ধ থাকিবে না। যদি কোন মনিব তাহার গোলামকে আদেশ দেয় যে, আমি তোমাকে একমাসের জন্য ধান ক্রয়ের (কিনিবার বা খরিদ করিবার) ক্ষমতা দিলাম ; তাহা হইলে ধান কেনা কার্য্য এক মাসের জন্য সীমাবদ্ধ থাকিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত মনিব ঐ আদেশ প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাহার না করিবেন, ততদিন উহা চলিতে পারিবে। আর কোন নির্দ্দিষ্ট জিনিষের ক্রয়ের জন্যও আদেশ সীমাবদ্ধ থাকিবে না—অর্থাৎ কোন মনিব যদি তাহার গোলামকে বলে যে, আমি তোমাকে বলাম চাউলের ব্যবসা করিবার জন্য এযেন (আদেশ) দিলাম, এমতাবস্থায় ঐ গোলাম (মাযুন) সর্ব্ব প্রকার চাউলের ব্যবসা করিতে পারিবে।

এযেন প্রকাশ্য আদেশ দ্বারা বা নীরব সম্মতি দ্বারা সিদ্ধ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার গোলামকে তাহার উপস্থিতিতে ক্রয় বিক্রয়

* এমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইহাকে মাযুন না বলিয়া তওকিল (উকীল নিযুক্ত করা) বলেন।

করিতে দেখিয়াও নীরব থাকে, বাধা প্রদান না করে, তাহা হইলে গোলামের এই ক্রয় বিক্রয়ে মনিবের সম্মতি বা আদেশ আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং গোলাম মাযুন হইয়া যাইবে। প্রভু যদি তাহার গোলামের সঙ্গে কোন সর্ত্ত না করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিবার আদেশ দেয়, তাহা হইলে গোলাম যাবতীয় ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে। এমন কি মনিবের সাংঘাতিক লোকশান করিয়াও সে ব্যবসা চালাইতে পারিবে (এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহে-বের মতানুসারে)।

কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, উক্ত মাযুন (আদেশ প্রাপ্ত) এমন কোন ব্যবসা করিতে পারিবে না, যাহাতে সাংঘাতিক লোকশান হওয়ার ভয় আছে। যদি সে এরূপ ব্যবসা করে, তাহা হইলে উক্ত এমাম দ্বয়ের মতানুসারে উহা অসিদ্ধ হইবে।

মাযুন তাহার ব্যবসা চালাইবার জন্য, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য তাহার পক্ষ হইতে উকিল (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিতে পারে।

মাযুন (আদেশপ্রাপ্ত গোলাম) নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিতে পারিবে।

(১) মাযুন তাহার নিজের সম্পত্তি বন্দক দিতে পারিবে এবং অন্যের সম্পত্তি বন্দক রাখিতেও পারিবে।

(২) জমাজমি ইজারা রাখিতে পারিবে এবং ইজারা দিতে পারিবে।

(৩) শেরকতে এনান (১) করিতে পারিবে কি শেরকতে মোকাবেজা করিতে পারিবে না।

(৪) নিজের জিনিষ ভাড়া দিতে পারিবে এবং অপরের জিনিষ ভাড়া রাখিতে পারিবে।

অপরের গচ্ছিত ধনের, গছবের (বলপূর্ব্বক গৃহীত ধন) এবং ঋণের স্বীকার করিতে পারিবে; এবং অল্প মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি

(১) শেরকতে এনান ও শেরকতে মোকাবেজার বিবরণ "কেতাবে শেরকতে" বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে—দেখিয়া লইবেন।

অপরকে ভেট পাঠাইতে পারিবে। পরিচিত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে পারিবে। যদি কোন বিক্রিত জিনিষের দোষ ক্রটী (খুঁত) বাহির হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীদের আইনানুসারে উহার যে কম মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহা দিতে পারিবে।

কিন্তু আদেশ প্রাপ্ত দাস তাহার নিজের গোলামকে বিবাহ দিতে, মোকাতাব করিতে ও মুক্তি দিতে পারিবে না। মাযুন ঋণদাতার কাজ করিতে পারিবে না—অর্থাৎ কর্জ্জ দিতে পারিবে না এবং হেবা (স্থাবর সম্পত্তির দান) করিতে পারিবে না। এমন কি, কোন বস্তুর পরিবর্ত্তে হেবা করিয়া দিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

কিন্তু ভার্য্যা তাহার স্বামীর বিনা আদেশে অল্প স্বল্প খান-খয়রাত করিতে পারিবে, ইহা তাহার পক্ষে দোরস্ত আছে।

মাযুন (আদেশপ্রাপ্ত গোলাম) যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য করিবে এবং ক্রয় বিক্রয় করিবে, এই সমস্তের পাওনা দেনার সহিত তাহার নিজের দায়ীত্ব থাকিবে। ইজারা দেওয়া বা লওয়া, কাহার নিকট হইতে কোন ধন দৌলত গচ্ছিত রাখা, গছব অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন লোকের নিকট হইতে অন্যায় পূর্ব্বক কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া এখন তাহা স্বীকার করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া, মোহরের টাকা অর্থাৎ ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করার দরুণ তাহার প্রতি যাহা শোধ করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, এই প্রকারের দেনা এই মাযুনী অবস্থায় সে করিবে, তৎসমস্তই মাযুনকে আদায়ের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই দেনা শোধের জন্য মাযুনের মালামাল বিক্রয় হইবে, এমন কি মাযুনকে বিক্রয় করিয়াও তাহা আদায় হইতে পারিবে। মাযুনের উপার্জ্জিত সমস্ত মালামাল ও তাহাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা মহাজনগণ ও পাওনাদারগণ তাহাদের দাবী টাকার অনুপাতানুসারে ভাগ করিয়া লইতে পারিবে।

যদি মাযুনের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পরও তাহার ঋণ শোধ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে ; ইহাতেও যদি ঋণ শোধ না হয়, তাহা হইলে মাযুন বিক্রয় হইবার পর পুনরায়

যখন গোলামী হইতে মুক্ত হইবে, তখন রোজগার করিয়া উক্ত দেনা শোধ দিবে।

প্রভু গোলামের (মাযুনের) ঋণগ্রস্ত হওয়ার পূর্ব্বে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা তাহার প্রভুরই থাকিবে। মাযুনের ঋণ আদায়ের জন্য ঐ গৃহীত টাকা হইতে কিছুই দিতে হইবে না। প্রভু তাহার মাজুনের নিকট হইতে, তাহার ঋণগ্রস্ত হওয়ার পূর্ব্বে যে হারে নজরানা আদায় করিত, ঋণগ্রস্ত অবস্থায়ও সেই হারে ঐ নজরানা আদায় করিতে পারিবে; এবং প্রভুর নজরানা আদায় দিয়া মাযুনের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই পাওনাদারগণ তাহাদের পাওনার অনুপাতানুসারে বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে।

যদি মাযুন পলায়ন করে, তাহা হইলে প্রভুর আদেশ বাতিল হইয়া যাইবে। এবং মাজুন মাহজুরে (প্রভুর আদেশ অপ্রাপ্ত গোলামে) পরিণত হইবে। কিন্তু এমতাবস্থায় যদি পলায়িত মাযুনের মালেক প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করে যে, তাহার উক্ত পলায়িত দাস মাযুনই থাকিবে, তাহা হইলে তাহাই হইবে।

নিম্ন-লিখিত চারিটী কারণে দাসের মাযুনী (আদেশ প্রাপ্ত গোলামী) অবস্থা ছুটিয়া যায়।

(১) যদি মাযুনের প্রভু মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

(২) যদি মাযুনের প্রভু দীর্ঘকাল পাগল অবস্থায় থাকে।

(৩) যদি মাযুনের প্রভু মোরতেদ (বিধর্ম্মী) হইয়া যায়—অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করে, এবং দারল হরবে (কাফের শাসিত রাজ্যে) চলিয়া যায়।

(৪) মাযুনের প্রভু যদি প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা তাহার উক্ত মাযুন ও সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করায় যে, সে তাহার পূর্ব্ব আদেশ (গোলামের প্রতি মাযুন হওয়ার আদেশ) প্রত্যাহার করিয়াছে।

উপরোক্ত চারিটী কারণের কোন একটী কারণ উপস্থিত হইলেই গোলামের মাযুনী অবস্থা ছুটিয়া যাইবে এবং সে পুনরায় প্রভুর

সম্পূর্ণ অধীনে আসিবে। অর্থাৎ তাহার ইচ্ছানুসারে স্বাধীন ভাবে আর কোন কাজ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

আদেশ প্রাপ্তা দাসীকে (মাযুনা) "উম্মে অলাদে" পরিণত করিলে অর্থাৎ মাযুনার গর্ব্ভে যদি তাহার প্রভুর ঔরসে কোন সন্তান জন্মে, তাহা হইলে দাসী আর মাযুনা থাকিবে না। সে মাহ্যুরায় পরিগণিত হইবে; অর্থাৎ তাহার প্রভুর অধীনা হইয়া যাইবে। সে তখন স্বাধীন ভাবে ক্রয়বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুই করিতে পারিবে না। যদি এরূপ কিছু করে, তবে তাহার প্রভুই তজ্জন্য দায়ী হইবে।

কিন্তু আদেশ প্রাপ্তা দাসীকে (মাযুনা) মোদাব্বারা (প্রভুর মৃত্যু হইলে যে মুক্ত হয়) বানাইলে সে (দাসী) মাযুনাই থাকিবে। উল্লিখিত দুই অবস্থা গ্রস্ত দাসীর ঋণ দাতাদিগকে দাসীর মূল্যের পরিমাণ টাকা তাহার প্রভুকে দিতে হইবে। এই দাসীর মূল্যের অতিরিক্ত আর কিছু দিতে তাহার প্রভুকে বাধ্য করান যাইবে না।

আদেশ প্রাপ্ত দাস হইতে যদি তাহার প্রভু আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লয়, আর ঐ দাস যদি এখন বলে সে অমুকের অত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া ছিল, অমুক লোকের নিকট অত টাকা এক সময় কাড়িয়া আনিয়াছিল, কিম্বা কোন লোকের নিকট কতক টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল, ঐ পাওনা গ্রাহ্য হইবে—অর্থাৎ ঐ সকল দেনা তাহার প্রভুর ঘাড়ে চাপিবে। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব এই মতই পোষণ করেন। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহ) সাহেব দ্বয় বলেন যে, গোলামের ঐ সকল স্বীকার্য্য ঋণের জন্য তাহার প্রভু দায়ী হইবে না।

আদেশ প্রাপ্ত দাসের (মাযুন) ঋণের পরিমাণ যদি তাহার উপার্জ্জিত ধন ও তাহার মূল্যের সমান হয়, আর উক্ত মাযুনকে যদি তাহার মালেক মাহ্যুর (আদেশ প্রত্যাহারিত) করিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত মালেক দাসের উপার্জ্জিত ধনের মালীক হইবে না। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব উপরোক্ত মত পোষণ করেন।

কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব দ্বয়ের মতানুসারে দাসের প্রভু তাহার দাসের ঐ উপার্জ্জিত মালেরও মালেক হইবে।

যদি কোন মাযুন অর্থাৎ আদেশপ্রাপ্ত দাস তাহার উপার্জ্জিত অর্থ-দ্বারা কোন দাস বা দাসীকে ক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে দাসের প্রভু ঐ দাসকে (দাসের দাসকে) যদি মুক্তি দেয়, তথাপি সে মুক্তি-প্রাপ্ত হইবে না। অবশ্য ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর মত। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব-দের মতানুসারে উক্ত দাস মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের মূল্য মাযুনের ঋণদাতাগণ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি মাযুনের কৃত ঋণ না থাকে, তাহা হইলে উক্ত দাস তাহার প্রভু কর্ত্তৃক আযাদ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে, তাহা গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ দাসের দাস মুক্তিলাভ করিবে।

কোন মাযুনের নিজের মূল্যের পরিমাণ যত এবং তাহার উপার্জ্জিত ধনের মূল্য এই দুয়ের সমষ্টি যদি তাহার ঋণের সমান হয়, তাহা হইলে সে তাহার প্রভুকে কোন জিনিষ বাজার দরে বিক্রয় করিলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে তাহা সিদ্ধ হইবে ; কিন্তু বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেব ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদের মতানুসারে কম দরে বিক্রয় করিলেও তাহা সিদ্ধ হইবে ; কিন্তু ঐ প্রভুকে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য (বাজার দর) হইতে যাহা কম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা মাযুনকে ফেরত দিবে ; কিম্বা প্রভু ইচ্ছা করিলে ঐ ক্রীত মাল ফেরত দিয়া বিক্রি ভঙ্গ করিয়াও দিতে পারে। পক্ষান্তরে প্রভুও মাযুন দাসের (ঋণগ্রস্ত মাযুন) নিকট কোন জিনিষ কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে ; কিন্তু যদি বেশী মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে অতিরিক্ত যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ফেরত দিবে— কিম্বা ইচ্ছা করিলে ঐ বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবে। আর প্রভু যদি উক্ত দাসের নিকট কোন জিনিষ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই দাসকে উহা দিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যটীর মূল্য

এখন (দাস ঋণগ্রস্ত হওয়ার পর) আর পাইতে পারিবে না। কিন্তু জিনিষটী যদি এখন প্রভুর নিকটই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল্য না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা আবদ্ধ রাখিতে পারিবে।

আদেশপ্রাপ্ত দাস (মাযুন) যদি ঋণগ্রস্তও হয়, তথাপি প্রভু ইচ্ছা করিলে তাহাকে মুক্তিদান করিতে পারিবে ; কিন্তু এমতাবস্থায় দাসের ঋণের পরিমাণ যদি তাহার নিজের মূল্যের কম হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভু তাহা শোধ করিবে। আর যদি দাসের মূল্য অপেক্ষা ঋণের পরিমাণ বেশী হয়, তাহা হইলে প্রভু কেবল দাসের মূল্যের পরিমাণ মূল্য উক্ত মহাজনদিগকে দিবে, বাকী ঋণ দাস মুক্ত হইয়া উপার্জ্জন করিয়া ক্রমান্বয়ে শোধ করিবে।

যদি কোন মাযুনের (আদেশপ্রাপ্ত গোলাম) ঋণের পরিমাণ তাহার নিজের মূল্যের সমান হয় ; এমতাবস্থায় যদি তাহার প্রভু তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, আর ক্রেতা যদি দাসকে লুক্কায়িতভাবে রাখিয়া দেয়, আর যদি উক্ত দাসের ঋণদাতাগণ এই বিক্রয়কে বজায় রাখিয়া তাহাদের পাওনা টাকা দাসের প্রভু হইতে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। আর যদি ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহারা ক্রেতা কিম্বা বিক্রেতার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। যদি ক্রেতার নিকট হইতে মহাজনেরা ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা বিক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে। আর যদি মহাজনগণ বিক্রেতার (দাসের প্রভু) নিকট উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া থাকে, এবং পুনরায় যদি ক্রেতা উক্ত গোলামকে তাহার কোন ত্রুটী পাওয়ার দরুণ বিক্রি নাকচ করিয়া বিক্রেতার (প্রভু) নিকট ফেরত দেয়, তাহা হইলে প্রভু উক্ত দাসকে মহাজনদের হাতে সমর্পণ করিয়া সে ক্ষতিপূরণ তাহাদিগকে (মহাজন-দিগকে) দিয়াছিল, তাহা ফেরত লইতে পারিবে, এবং মহাজনদের স্বত্ব ঐ দাসের প্রতি বলবৎ থাকিবে। কোন ঋণগ্রস্ত মাযুনকে যদি তাহার প্রভু কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে, ঐ দাস যে ঋণগ্রস্ত আছে,

তাহাও ক্রেতাকে অবগত করায়, আর মহাজন যদি তাহার ঋণের টাকা না পায়, তাহা হইলে মহাজন ইচ্ছা করিলে বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবে। আর যদি মহাজন উক্ত দাসের বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাইয়া থাকে, আর উহা যদি বাজার দর হইতে কম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিক্রয়কে অসিদ্ধ করিতে পারিবে না।

ঋণগ্রস্ত মাযুনকে বিক্রয় করিয়া যদি তাহার প্রভু নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, আর ক্রেতা যদি বলে যে সে উক্ত দাসের ঋণের কথা অবগত নহে, তাহা হইলে উক্ত মহাজন উক্ত ক্রেতার সঙ্গে এই সম্বন্ধে কোন বিবাদ করিতে পারিবে না—অর্থাৎ ক্রেতার বিরুদ্ধে কোন নালিষ রুজু করা চলিবে না, এমাম আবু হানিফা সাহেব (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এই মত পোষণ করেন। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) বলেন যে, মহাজন ক্রেতার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিবে।

যদি কোন ক্রীতদাস অন্য কোন শহরে যাইয়া বলে যে, তাহার প্রভু তাহাকে মাযুন করিয়া দিয়াছে, এবং উক্ত শহরে বেচা-কেনা করিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত দাসকে মাযুন বলিয়া গণ্য করা যাইবে। উক্ত দাসের প্রভু এই সংবাদ অবগত হইয়াও যদি নীরব থাকে, অর্থাৎ উক্ত দাস তাহার নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা হয় নাই—ইহার কিছুই না বলে, তথাপি উক্ত দাস মাযুন বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর উক্ত দাস যদি কোন কথা প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ তাহার প্রভু তাহাকে মাযুন করিয়াছে কি করে নাই, ইহার কিছুই প্রকাশ না করিয়া থাকে, অথচ বেচা-কেনা করিতে থাকে, তথাপি তাহাকে মাযুন বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। উল্লিখিত দাস যদি তথায় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রভুর অনুমতি ভিন্ন উক্ত দাস ঋণের টাকার জন্য বিক্রয় হইবে না। আর যদি উক্ত দাসের প্রভু তাহাকে (উক্ত দাসকে) তাহার মাযুন বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে দাস বিক্রয় হইবে।

নাবালেগ ছেলে তাহার "অলি"র বিনানুমতিতে লাভজনক কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। যেমন ঃ—ইস্‌লাম গ্রহণ করা, কিম্বা হেবা

(দান) গ্রহণ করা। কিন্তু যে সমস্ত কাজ তাহার পক্ষে ক্ষতিজনক, উহা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না—যেমন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, গোলামকে মুক্তি প্রদান করা।

হেবা করা ইত্যাদি আর ক্ষতি-জনক কার্য্যগুলিতে যদি তাহার অলি আদেশ দিয়াও থাকে তবুও গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু যে সমস্ত কাজে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই হইবার সম্ভাবনা আছে, উক্ত কাজগুলি যদি নাবালেগ তাহার অলির অনুমতি নিয়া—করিয়া থাকে, তবে তাহা সিদ্ধ হইবে, যেমন ব্যবসার জন্য ক্রয় বিক্রয় করা। কিন্তু যদি ইহাতে তাহার অলি অনুমতি না দিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ হইবে না—অর্থাৎ ঐ নাবালগ কর্ত্তৃক সমস্ত বেচা-কেনা অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। আর নাবালেগকে তাহার অলি যে এযেন (অনুমতি) দিয়া থাকে, তাহা সিদ্ধ হইবার জন্য নিম্ন-লিখিত বিষয়টী বিবেচ্য।

নাবালেগ ছেলে ক্রয় বিক্রয় করিবার অর্থ বুঝে কিনা এবং ক্রয় বিক্রয় করিবার জ্ঞান বুদ্ধি তাহার আছে কিনা। অর্থাৎ কোন জিনিষ বিক্রয় করিলে তাহা তাহার অধিকার হইতে ক্রেতার হাতে গিয়া পড়ে আর ক্রয় করার অর্থ যে ক্রীত জিনিষটী অপরের অধিকার হইতে তাহার নিজের অধিকারে আসিয়া পড়ে।

নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ পর্য্যায়ক্রমে নাবালেগ সন্তানের অলি (অভিভাবক) হইতে পারিবে।

(১) পিতা; (২) পিতার অছি—অর্থাৎ পিতার মৃত্যু সময় তিনি যাহাকে নাবালকের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া যান।

(৩) নাবালকের দাদা (পিতার পিতা) (৪) দাদার অছি।

(৫) কাজী কিংবা কাজী যাহাকে বাদশার পক্ষ হইতে নাবালকের জন্য অছি নিযুক্ত করেন।

আদেশপ্রাপ্ত নাবালেগ ছেলে صبی ماذون যাহাকে আরবী ভাষায় "ছবিয়ে মাজুন" বলে, যদি বলে তাহার নিজের উপার্জ্জিত ধন হইতে অথবা তাহার উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত-ধন হইতে অমুক ব্যক্তির এত টাকা প্রাপ্য আছে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এমাম

আবু হানিফার (রহঃ) এক রয়াএত অনুসারে উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত-ধনের উপর ঐ স্বীকারোক্তি গ্রাহ্য হইবে না।

كتاب الغصب

অপরের দ্রব্য অন্যায় পূর্ব্বক অপহরণ করার বিবরণ।

যে দ্রব্য মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, এরূপ দ্রব্যকে তাহার মালীকের নিকট হইতে বা তাহার বিনানুমতিতে এরূপ ভাবে লইলে যাহাতে উক্ত দ্রব্যের উপর মালীকের স্বত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে ইসলাম ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা শাস্ত্রে "গছব" বলে।

মূল্যহীন দ্রব্য অপহরণ করিলে "গছব" হইবে না। যেমন— মৃত জন্তু, শরাব ইত্যাদি। কেননা ইসলাম-শাস্ত্রানুসারে মৃত জন্তুর বা শরাবের কোন মূল্য নাই। এই জন্য মুসলমানের নিকট হইতে যদি কোন ব্যক্তি শরাব বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে উহা গছব হইবে না। মুসলমানগণের পক্ষে ঐ সমস্ত জিনিষের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

যদি কোন হরবীর (দারল হরবের অধিবাসী) মাল কোন মুসলমান বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, তবে তাহা গছব হইবে না।

অপরের গোলাম দ্বারা বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইয়া লইলে, কিম্বা অপরের ভারবাহী পশুদ্বারা জোর করিয়া মোট বহন করাইলে, গছব বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু কাহার বিছানার উপর বলপূর্ব্বক বসিলে গছব হইবে না।

যে গছব করে, সে যদি জ্ঞাত থাকে উহা অপর ব্যক্তির দ্রব্য তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে গোনাহ্‌গার (পাপী) হইবে।

যদি গছব করা বস্তুটী গাছেবের (যে ব্যক্তি অপহরণ করে) নিকট থাকে, তবে উহা তাহার মালীকের নিকট ফেরত দিতে হইবে। যদি উক্ত দ্রব্যটী সে নষ্ট করিয়া থাকে কিম্বা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া থাকে, তবে উহার ক্ষতিপূরণ মালীককে দিতে হইবে।

আর যদি উক্ত বস্তুটীর (অপহারিত) সমমূল্য দ্রব্য পাওয়া যায়,

তাহা হইলে তাহা দিলেই চলিবে। যেমন ধান, চাউল, তৈল, ঘৃত, ডিম, বাদাম ইত্যাদি। উদাহরণ ঃ—যায়েদ নামক এক ব্যক্তি এজিদ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে এক কুড়ি হাঁসের ডিম এবং দশ সের বালাম চাউল, দুই সের সরিষার তৈল বলপূর্ব্বক কাড়িয়া বাড়ী চলিয়া আসিল এবং তৎপর বন্ধু-বান্ধব লইয়া একটী ভোজ খাইল। এমতাবস্থায় যায়েদকে এককুড়ি হাঁসের ডিম, দশ সের বালাম চাউল ও দুই সের সরিষার তৈল এজিদকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। যায়েদ যদি হাঁসের ডিমের পরিবর্ত্তে মুরগীর ডিম, বালাম চাউলের পরিবর্ত্তে আউস ধানের চাউল, আর সরিষার তৈলের পরিবর্ত্তে তিলের তৈল দেয়, তাহা হইলে ইহা গ্রাহ্য হইবে না।

যদি অপহৃত জিনিষটীর (মাগছুব) সমতুল্য জিনিষ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাজার দর অনুযায়ী উহার উচিত মূল্য দিলেই চলিবে। উপরের লিখিত বিধান ব্যবস্থা সকল ফকীহ্‌গণই এমাম আবু হানিফা (রহঃ), এমাম আবু ইউসফ (রহঃ), এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) একমতাবলম্বী হইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু এই মূল্য নিরূপণ নিয়া এমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব বলেন যে, যে সময় মালেক গাছেবের (অপহারক) নামে কাজীর নিকট নালিশ রুজু করিয়াছে, সে সময় উক্ত জিনিষ যে দরে বিক্রয় হইত সেই অনুসারে মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন, যে সময়ে উক্ত জিনিষটী বাজারে অপ্রাপ্য হইয়াছে, সেই সময়ের মূল্য ধরিতে হইবে। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, জিনিষটী অপহৃত হইবার সময় বাজারে যে মূল্য ছিল, সেই অনুসারে মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

আর যে সমস্ত বস্তুর সমতুল্য বস্তু ঠিক পাওয়া যাইতে পারে না, যেমন কাপড়, পশু, পাখী, ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি এই সব জিনিষের পরিবর্ত্তে জিনিষ না দিয়া উচিত দাম দিতে হইবে।

যদি গাছেব (অপহারক) বলে যে, অপহৃত বস্তুটী হালাক

(বিনাশ) হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে হাকিম তাহাকে (অপহারক) আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। আর আটকের সময় এত দিন হওয়া চাই, যত দিনের মধ্যে অপহৃত দ্রব্য নষ্ট না হইয়া থাকিলে উহার সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা থাকে। সম্ভাবিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যদি উক্ত অপহৃত দ্রব্যটী না পাওয়া যায়, তবে উক্ত দ্রব্যের সমতুল্য জিনিষ অথবা উচিত মূল্য দিবার আদেশ দিবেন। উপরোক্ত বিধি কেবল অস্থাবর স্থানান্তরিত হইবার যোগ্য অপহৃত জিনিষের জন্য খাটিবে।

আর অপহৃত বস্তুটী যদি স্থানান্তরিত হইবার অযোগ্য হয়, যেমন বাড়ী-ঘর, জমাজমি ইত্যাদি—তাহা হইলে গাছেবকেঁ উহার ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে না। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবদ্বয় উপরের লিখিত মত পোষণ করেন। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও এমাম শাফী (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে উক্ত স্থাবর সম্পত্তিরও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

গাছেবের (অপহারক) ব্যবহারে যদি অপহৃত দ্রব্যের কোন অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে গাছেবকে ক্ষতির পরিমাণানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। উদাহরণ :—যায়েদ এজিদ নামক এক ব্যক্তির ঘরে বল পূর্ব্বক অধিকার করিয়া, তথায় বাস করার দরুন ঘরের কোন অংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় ঐ ভগ্ন অংশ মেরামত করিতে যত খরচ পড়িবে, তাহা এযিদকে দিতে বাধ্য হইবে।

গাছেব (অপহারক) যদি অপহৃত দ্রব্যকে ভাড়া বা কেরায়া দিয়া উহার ভাড়া গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে উক্ত ভাড়া সে নিজে খাইতে পারিবে না, গরীবদিগকে খয়রাত (দান) করিয়া দিবে। এই প্রকার কোন দ্রব্য যদি নিজের কাজে লাগাইবার জন্য অপরের নিকট হইতে উধার (অল্প সময়ের জন্য চাহিয়া আনা) করিয়া আনে এবং তৎপর উহা অপরকে ভাড়া দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে উক্ত অর্থ তাহার পক্ষে হালাল হইবে না; উহা খয়রাত করিয়া দিতে হইবে।

কোন গচ্ছিত (আমানত বা অপরের জিনিষ যাহা সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করিবার জন্য নিজের নিকট রাখা হইয়াছে) জিনিষ কিম্বা কোন অপহৃত (মাগ্‌ছুব) দ্রব্য নিজের কাজে খাটাইয়া যে ধন উপার্জ্জন করা হইয়াছে, তাহাও দান খয়রাত করিয়া দিতে হইবে।

যদি গচ্ছিত বা অপহৃত দ্রব্য নগদ টাকা পয়সা হয়, আর ঐ গচ্ছিত বা অপহৃত টাকা পয়সার উল্লেখ করিয়া কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করে এবং পরে ঐ গচ্ছিত ধন বা লুণ্ঠিত (অপহৃত) টাকা পয়সা হইতে ঐ দ্রব্যের দাম চুকাইয়া দেয় এবং তৎপর উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করে, তাহা হইলে এই লাভের অর্থও দরিদ্রদিগকে দান খয়রাত করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু দ্রব্য ক্রয় কালীন যদি উক্ত গচ্ছিত বা অপহৃত টাকা পয়সার উল্লেখ করা স্বত্বেও উহা (গচ্ছিত বা লুণ্ঠিত টাকা পয়সা) হইতে দাম না দিয়া, তাহার নিজের অর্থ প্রদান করে, তাহা হইলে মুনাফার অর্থ দান খয়রাত করিতে বাধ্য হইবে না। উহা সে নিজের ইচ্ছানুসারে ভোগ করিতে পারিবে।

যদি কোন গাছেব (অপহারক) অপহৃত (মাগছুব) দ্রব্যটার আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং উহার উদ্দেশ্য ও নাম বিলোপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে গাছেবকে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কিন্তু গাছেব ঐ পরিবর্ত্তিত অপহৃত দ্রব্যটার মালীক হইয়া যাইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অপহারক ঐ দ্রব্যটার ক্ষতিপূরণ আদায় না করিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্যটা ব্যবহার করিয়া মুনফা গ্রহণ করিয়া নিজে ভোগ করিতে পারিবে না।

নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলি দ্বারা এই বিষয়টা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।—

এক ব্যক্তি একটা ছাগল বল পূর্ব্বক কাড়িয়া আনিয়া তাহা জবাহ্ করিয়া উহার মাংস দ্বারা কাবাব তৈয়ার করিল। অপহৃত গেহুঁ দ্বারা ময়দা প্রস্তুত করিল। ধান অপহরণ করিয়া ক্ষেতে বুনিয়া দিল। একখণ্ড লৌহ দণ্ড অপহরণ করিয়া তদ্দারা একখানা দা

তৈয়ার করিল। একখণ্ড পিতলের পাত অপহরণ করিয়া একটী জলের কলসী তৈয়ার করিল। সেগুণ কাঠ ও ইট অপহরণ করিয়া একখানা ঘর তৈয়ার করিল। ইত্যাকার পরিবর্ত্তনের দ্বারা মূল পদার্থের নাম ও উদ্দেশ্য বিলোপ হইয়াছে। অতএব উপরোক্ত স্থলে গাছেবকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বহন করিতে হইবে।

যদি কোন গাছেব (অপহারক) কোন ব্যক্তির স্বর্ণ, রৌপ্য অপহরণ অর্থাৎ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিয়া তদ্দ্বারা স্বর্ণ মুদ্রা কি রৌপ্য মুদ্রা কিংবা থালা বাসন প্রস্তুত করে (যেমন মোহর, গিনি, টাকা আধুলি, স্বর্ণ থালা, রৌপ্য পানপাত্রাদি) তাহা হইলে গাছেবকে ঐ অপহৃত স্বর্ণ রৌপ্যের জন্য ক্ষতিপূরণ না দিয়া ঐ প্রস্তুত মোহর আধুলী ইত্যাদি জিনিষগুলি মালেককে ফেরত দিতে হইবে। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব উপরোক্ত মত পোষণ করেন।

কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম্ মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় বলেন যে,"উপরোক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি গাছেব নিজের অধিকারে রাখিতে পারিবে, মালীককে তাহার স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যথার্থ মূল্য দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি অপরের একটা ছাগল বলপূর্ব্বক জবাহ্ করে, তাহা হইলে উক্ত ছাগলের মালীক গাছেবের নিকট হইতে ছাগলের পরিবর্ত্তে মূল্য আদায় করিয়া লইতে পারিবে। অথবা জবিহা (যাহাকে জ্বাহ্ করা হইয়া) ছাগল ও উহার প্রাণ নষ্ট করার দরুন ক্ষতিপূরণ উভয়ই গাছেবের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

এই প্রকার যদি কোন ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তির একখানা কাপড় কাড়িয়া লয়, এবং উহার কিয়দ্দংশ ছিঁড়িয়া দেয়—যাহা দ্বারা কাপড়ের গুণ কিছু নষ্ট হয়। তাহা হইলে মালীক ইচ্ছা করিলে উক্ত ব্যক্তির (গাছেব অপহারক) নিকট হইতে কাপড়ের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু কাপড় খানা গাছেবের নিকটই থাকিবে। কিংবা কাপড় খানা ও ক্ষতির পরিমাণ অর্থ

আদায় করিতে পারিবে। আর যদি এমত ভাবে ছিন্ন হইয়া থাকে যে, ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে মালীক কাপড় ও ক্ষতির পরিমাণ গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে। আর যদি এরূপ ভাবে ছিন্ন করিয়া থাকে, যাহাতে কাপড়ের গুণ কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নাই, তাহা হইলে মালীককে উহা ফেরত লইতে হইবে, এবং পরিমাণানুযায়ী ক্ষতিপূরণও প্রাপ্ত হইবে।

অপরের জমিতে যদি মালীকের বিনানুমতিতে কোন লোক বল পূর্ব্বক কোন ঘর প্রস্তুত করে, কিম্বা বৃক্ষাদি রোপণ করে, তাহা হইলে জাহের রয়ায়েত (এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)'এর) অনুসারে হাকিম গাছেবকে উক্ত ঘর কিংবা বৃক্ষাদি তুলিয়া লইয়া যাইবার আদেশ দিতে পারিবেন। জমিনের মুল্য হইতে ঘর কিম্বা বৃক্ষাদির মূল্য যদি বেশীও হয়, তথাপি হাকিম উক্ত রূপ আদেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব এই স্থলে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি জমিন হইতে ঘর কিম্বা বৃক্ষাদির মূল্য ঢের বেশী হয়, তাহা হইলে গাছেবকে ঘর কিম্বা বৃক্ষাদি উঠাইয়া নেওয়ার পরিবর্ত্তে জমিনের মূল্য মালেককে দিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। আর মালেক জমিনের উপযুক্ত মূল্য লইয়া জমির স্বত্ব গাছেবকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। আর যদি ঘর কিম্বা গাছ উঠাইয়া নিয়া গেলে জমিনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ঘর কিম্বা বৃক্ষাদির মুল্য মালেক গাছেবকে দিলে গাছেব তাহা লইতে বাধ্য হইবে। এমতাবস্থায় ঘর ও বৃক্ষাদির মুল্য নিরুপণ সম্বন্ধে উক্ত এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদি বৃক্ষাদির সম্বন্ধে মুল্য স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে যে সময় বৃক্ষাদি গাছেব রোপণ করিয়া ছিল, তখন ঐ বৃক্ষাদি যে দরে খরিদ করিয়া ছিল, তাহাই তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে বৃক্ষাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যদি অনেক গুণ দাম বৃদ্ধি হইয়াও থাকে, তথাপি ঐ প্রথম মুল্যই গাছেব প্রাপ্ত হইবে। আর ঘর সম্বন্ধে মুল্য স্থির করিতে

হইলে ইহা দেখিতে হইবে যে উক্ত ঘর খানা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, তাহার আসবাব পত্রের (যেমন কাঠ ইষ্টক বাঁশ ইত্যাদি) বর্ত্তমান যে দাম হয়, তাহাই গাছেব প্রাপ্ত হইবে। মুজদরীর দাম অর্থাৎ ঘর উঠাইতে মজুর মিস্ত্রী প্রভৃতির দরুন যাহা খরচ হইয়াছে, তাহার কিছুই পাইবে না।

উদাহরণঃ—যায়েদ নামক এক ব্যক্তি এজিদ নামক এক ব্যক্তির জমির উপর বলপূর্ব্বক একখানা ঘর উঠাইয়াছে ; এখন ঘর সহ উক্ত জমির মূল্য ১০০৲ টাকা হয়। জমিনের মূল্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা, ঘর প্রস্তুত করিতে কাঠ বাঁশ খড় প্রভৃতিতে খরচ হইয়াছে ৩০৲ টাকা ; মজুরির মিস্ত্রীদের বেতন বাবদ খরচ হইয়াছে ২০৲। এস্থলে জমিনের মালীক এজিদ যায়েদকে কেবল মাত্র ৩০৲ টাকা দিয়াই তাহার জমিনের উপর যায়েদ-দ্বারা প্রস্তুত ঘরের মালীক হইতে পারিবে।

যদি কোন ব্যক্তি একখানা সাদারঙ্গের কাপড় অপহরণ করিয়া উহাতে লাল কিম্বা সবুজ রঙ্গ লাগায়, তাহা হইলে মালীক ইচ্ছা করিলে তাহার কাপড়ের দাম গাছেবের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে; অথবা ইচ্ছা করিলে ঐ রঙ্গকরা কাপড়খানাও লইতে পারিবে। তবে এস্থলে কথা এই হইতে পারে যে, উক্ত প্রকার রঙ্গ করায় যদি কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে মালীককে উক্ত রঙ্গের মূল্য দিতে হইবে। আর যদি রঙ্গ করার দরুন কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মালীককে কাপড় ফেরত লইয়া যাওয়ার দরুন কিছুই দিতে হইবে না। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব উপরোক্ত মত ভেদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কাল রঙ্গের জন্য মালীককে কিছুই দিতে হইবে না। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, লাল, সবুজ কিম্বা কাল রঙ্গের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। মোট কথা এই যে, কাপড়ে রঙ্গ লাগাইবার দরুন উহার দাম বৃদ্ধি হইয়াছে কি না ? যদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে রঙ্গের দাম দিতে হইবে। আর যদি বৃদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মালীক ইচ্ছা করিলে কাপড় ফেরত লইতে পারে, নতুবা তাঁহার কাপড়ের দাম নিতে পারে।

এই প্রকার কোন ব্যক্তি যদি কোন লোকের নিকট হইতে কিছু আটা বা ছাতু কাড়িয়া আনিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করে, তাহা হইলে মালীক ইচ্ছা করিলে তাহার নিকট হইতে আটা কিম্বা ছাতুর দাম আদায় করিয়া লইতে পারিবে ; আর যদি মালীক ঐ ঘৃত মিশ্রিত আটা বা ছাতু লইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে ঘৃতের দাম দিতে হইবে।

গাছেব (অপহারক) যদি অপহৃত দ্রব্যকে গুপ্তভাবে রাখিয়া দেয়, আর উক্ত দ্রব্য মালীক উহা বাহির করিবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অপহারকের নিকট হইতে উহার দাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে গাছেব উক্ত লুক্কায়িত দ্রব্যটীর মালীক হইবে। কিন্তু ঐ লুক্কায়িত দ্রব্যটীর মূল্য সম্বন্ধে যদি গাছেবের সঙ্গে তাহার গোলমাল উপস্থিত হয় অর্থাৎ মালীক যদি বলে, ঐ দ্রব্যটীর মূল্য ৫০৲ টাকা, কিন্তু ইহা প্রমাণের জন্য কোন প্রকার সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে না পারে, তাহা হইলে গাছেব হলফ্ (শপথ) করিয়া ঐ দ্রব্যটীর মূল্য যদি ৪০৲ টাকা বলে, তবে গাছেবের কথাই গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু যদি লুক্কায়িত দ্রব্যটী বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মালীক ইচ্ছা করিলে ঐ ৪০৲ টাকা গাছেবকে ফেরত দিয়া, তাহার দ্রব্যটী লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু মালীক যদি তাহার খোওয়ান যাওয়া দ্রব্যটীর মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা বলিয়া থাকে, কিম্বা গাছেব হলফ্ না করিয়া তাহাকে ৪০৲ টাকাই দিয়া থাকে, আর মালীক উহাতে রাজি হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে লুক্কায়িত দ্রব্যটী বাহির হইলেও মালীক তাহা আর ফেরত লইতে পারিবে না ; যদি ঐ দ্রব্যটীর প্রকৃত মূল্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকাও হয়।

গাছেব যদি অপহৃত দ্রব্যটী বিক্রয় করিয়া পরে উহার মালীককে ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ গাছেব যাহার নিকট উক্ত দ্রবটী বিক্রয় করিয়াছে, উহা উক্ত খরিদ্দারেরই হাতে থাকিবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কোন লোকের নিকট হইতে তাহার গোলামকে কাড়িয়া মুক্ত করিয়া দেয়, তৎপর গোলামের ক্ষতিপূরণ দেয়, তাহা হইলে ঐ গোলাম (ক্রীতদাস) মুক্ত প্রাপ্ত

হইবে না—যে পর্য্যন্ত না গাছেব পুনরায় গোলামকে মুক্তি প্রদান করে। কেন না যে পর্য্যন্ত কোন প্রভু তাহার গোলামের প্রকৃত মালীক হয়, সে পর্য্যন্ত সে তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না। যখন গাছেবকে তাহার প্রভুর নিকট হইতে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া আনিয়াছিল, তখন উক্ত গোলামের উপর তাহার কোন স্বত্ব জন্মে নাই; সুতরাং ঐ অবস্থায় তাহার মুক্তি প্রদান সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু ঐ গাছেব গোলামের ক্ষতিপূরণের মূল্য তাহার (গোলামের) মালেককে যে সময় প্রত্যর্পণ করিয়াছে, সেই সময় হইতে সে (গাছেব) গোলামের প্রকৃত মালীক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় বার গোলামকে মুক্ত না করিলে এই মুক্তি দান সিদ্ধ হইবে না, ঐ গোলাম তাহারই (গাছেবের) গোলাম হইয়া যাইবে।

যদি কোন অপহৃত দ্রব্য এরূপ হয়, যাহা স্বভাবের প্রভাবে নিজে নিজেই তাহার গুণ বা মূল্য কমিয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতি-পূরণের জন্য গাছেব (অপহারক) দায়ী হইবে না। ইহা প্রধানতঃ দুইটী উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। যেমন কোন গাছেব একজন গোলামকে তাহার মালীকের বিনানুমতিতে কাড়িয়া আনার পর, উক্ত গোলাম ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া গেল। অথচ ঐ গোলামকে কাড়িয়া আনিবার সময় খুব মোটা তাজা ছিল। গাছেব কোন লোকের একটী আমের গাছ জোর করিয়া দখল করিয়া বসিল। কিন্তু ঝড় আসিয়া উক্ত গাছটীর ডালপালা ভাঙ্গিয়া দিল। এই অবস্থায় গোলামের শীর্ণ হওয়ার দরুণ বা আম গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুণ গাছেব দায়ী হইবে না। কেন না ঐ সমস্ত কার্য্যের উপর গাছেবের কোন হাত ছিল না। কিন্তু সে যদি গোলামকে খাইতে না দিয়া থাকে, আর তদ্দরুণ গোলাম শীর্ণ হইয়া থাকে, এবং সে ইচ্ছা পূর্ব্বক গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া গাছের ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে গাছেব ঐ সমস্তের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইবে।

গাছেবের নিকট অপহৃত দ্রব্য ফিরিয়া চাহিবার পর যদি গাছেব তাঁহার মালীককে তাহা প্রত্যর্পণ না করিয়া থাকে, আর তজ্জন্য

উক্ত জিনিষের প্রতি কোন ক্ষতি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিপূরণ গাছেব দিতে বাধ্য হইবে। কোন ব্যক্তি কোন ফল-বিক্রেতার নিকট হইতে এক টুকরি লেবু জোর করিয়া বাড়ী আনিয়া রাখিয়া দিল, মালীক তাহা গাছেবের নিকট চাহা সত্বে ফিরাইয়া দিল না, কাজীর কাছে নালিশ রুজু করিতে করিতে লেবুগুলি শুকাইয়া গেল, লেবু শুকাইয়া যাওয়ার দরুণ যে মূল্যের ক্ষতি হইয়াছে, গাছেব তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইবে।

যদি গাছেব (অপহারক) কোন ক্রীতদাসীকে আটক রাখার সময় তাহার (দাসীর) সন্তান প্রসব হয় আর তদ্দরুণ দাসীর সৌন্দর্য্যের হানি হওয়া বশতঃ তাহার মূল্য কমিয়া যায় ,তাহা হইলে গাছেব দাসীর মালীককে এই ক্ষতিপূরণের মূল্য দিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু দাসীর সন্তানটীর মূল্য যদি ঐ ক্ষতিপূরণের সমান হয়, তাহা হইলে দাসীর মালীকের নিকট ঐ সন্তানের মূল্য দাবী করিতে পারিবে। আর যদি সন্তানের মূল্য কম হয়, তাহা হইলে তাহাকে কমই গ্রহণ করিতে হইবে, আর যদি সন্তানের মূল্য বেশী হয়, তথাপি বেশী দাবী করিতে পারিবে না। ক্ষতিপূরণে সমান মূল্যই পাইবে। অর্থাৎ দাসীর সৌন্দর্য্য হানির জন্য তাহার নিকট হইতে, উক্ত দাসীর মালীক যাহা আদায় করিয়াছে, তাহার অধিক সে সন্তানের মূল্যের জন্য দাবী করিতে পারিবে না।

অপহৃতা দাসীর সঙ্গে যদি গাছেব ব্যভিচার করিয়া থাকে, আর এই হেতু যদি দাসী গর্ব্ববতী হইয়া থাকে, আর গর্ব্ববতী অবস্থায় গাছেব যদি তাহার (দাসীর) প্রভুর নিকট তাহাকে ফেরত দেয়, তৎপর সন্তান প্রসবের পর দাসী যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতানুসারে গাছেবকে দাসীর মূল্যের টাকা তাহার মালীককে দিতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে গাছেবকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

গাছেব যদি কোন স্বাধীনা স্ত্রীলোককে অপহরণ করিয়া তাঁহার

সহিত ব্যভিচার করিয়া গর্ত্তবতী অবস্থায় তাহাকে ফেরত দেয়, আর ঐ স্ত্রীলোকটী সন্তান প্রসবের পর যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সকল এমামের মতানুসারেই গাছেবকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। (কিন্তু ব্যভিচারের জন্য গাছেবের নামে নালিশ রুজু করিলে গাছেবের প্রাণদণ্ড হইবে।)

গাছেবকে (অপহারক) কোন দ্রব্য অধিকার করিয়া রাখিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবেনা—যে পর্যন্ত না তাহার দ্বারা উক্ত অধিকৃত জিনিষের উপর কোন ক্ষতি উপস্থিত হয়।

গাছেব কোন একটী ঘর দখল করিয়া উহাতে বাস করিয়াছে, কিম্বা কোন একটী বাড়ী দখল করিয়া উহাতে বাস করে নাই, এমতাবস্থায় দেখিতে হইবে যে, গাছেব যে ঘরটী দখল করিয়া বাস করিয়াছিল, উহা মালীক কি উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিল। যদি উহা সে ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈয়ার করিয়া থাকে, আর গাছেবের উহা দখল করার দরুণ তাহার আয়ের পথ বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে গাছেবকে ঐ ভাড়ার টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, নচেৎ কিছুই দিতে হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের অধিকারস্থ কোন শূকর বিনষ্ট করিয়া ফেলে, কিম্বা কোন মুসলমানের নিকট প্রাপ্ত মদের বোতল ভাঙ্গিয়া দেয়, তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি দায়ী হইবে না। কেননা মুসলমানধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে শরাব কিম্বা শূকর রাখিতে পারে না, বা উহার ব্যবসাও করিতে পারে না।

কিন্তু জিম্মির (মুসলমান বাদশার দেশে যে সমস্ত বিধর্ম্মী লোক বাস করে) শরাব বা শূকর জোর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে বা অনিষ্ট করিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

যদি কোন মুসলমানের নিকট কোন ব্যক্তি শরাব অপহরণ (কাড়িয়া নিয়া) করিয়া সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা উহা শিরকায় পরিণত করে, অথবা কোন মূল্যহীন জিনিষ উহাতে সংযোগ করিয়া শিরকায় পরিণত করে, তাহা হইলে উক্ত শরাবের মালীক ঐ শিরকা গাছেবকে কিছু না দিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আর গাছেব যদি উক্ত শরাবকে শিরকায়

পরিণত করিবার পর খোওয়াইয়া ফেলে, তাহার (শিরকার) মুল্য মালীককে ফেরত দিতে হইবে।

এই প্রকার যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মরা জন্তুর চামড়া কাড়িয়া নিয়া আসে, তৎপর উহা বিনা খরচায় (যেমন মাটী ও সূর্য্যের কিরণ) দেবাগত (ধর্ম্ম সংস্কার)করে, তাহা হইলে উহার মালীক এখন (ধর্ম্ম সংস্কারের পর) উহা গাছেবের (অপহারক) নিকট হইতে বিনামূল্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আর যদি উক্ত সংস্কারক চামড়া গাছেব খোওয়াইয়া ফেলে, তবে উহার দাস (দেবাগত) মালীককে দিতে হইবে।

কিন্তু যদি উপরের লিখিত শির্কা তৈয়ার করিতে গাছেবের কিছু খরচ পত্র হইয়া থাকে, (যেমন লবণ ও শিরকা) তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর মতানুসারে ঐ শিরকার অধিকারী গাছেব হইবে, মালীক কিছুই হইবে না। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদের মতানুসারে মালীকই উহার অধিকারী হইবে, তবে তাহাকে লবণ ও অন্যান্য খরচ বহন করিতে হইবে—অর্থাৎ গাছেবকে দিয়া দিতে হইবে।

আর উল্লিখিত মরা জন্তুর চামড়াকে দেবাগত (ধর্ম্ম সংস্কার— পাকা) করিতে যদি গাছেবের কিছু খরচ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত খরচা বহন করিয়া উক্ত পাকা চামড়ার মালীক হইবে এবং গাছেব যদি চামড়া পাকা করিয়া উহা খোওয়াইয়া দেয়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) মতানুসারে গাছেবকে উহার জন্য মালীককে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদের মতানুসারে গাছেবকে উক্ত তৈয়ারী চামড়ার যে মূল্য হইত, তাহা মালীককে দিতে হইবে আর মালীকও ঐ চামড়া পাকা করায় যে খরচ পড়িয়াছে, তাহা গাছেবকে দিতে হইবে।

উপরোক্ত শরাব ও চামড়ার বিষয় নিয়া এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবদের বিভিন্ন মতের

যুক্তির কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। ঐ সমস্ত যুক্তি তর্ক এই স্থানে বর্ণনা করিতে গেলে কেতাব বিস্তৃত আকার ধারণ করিবে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা এই সমস্ত যুক্তি তর্ক পড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মূল কেতাব দেখিয়া লইবেন (বঙ্গানুবাদক)।

যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির গান বাদ্যের যন্ত্রাদি (সেতার, এস্রাজ, বাঁশী, ঢোল, করতাল ইত্যাদি) বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর মতানুসারে গাছেবকে ঐ যন্ত্রাদির মূল্য দিতে হইবে। কিন্তু এই সমস্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার সময়, কেবল উহাদের মূল পদার্থের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; যন্ত্রের মূল্য ধরিতে হইবে না। যেমন একটী সেতার যন্ত্রের মূল্য ২৫৲ টাকা, কিন্তু উহা প্রস্তুত করিতে যে কাষ্ঠাদি লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ২৲দুই টাকা আর তার ইত্যাদির মূল্য ১৲টাকা মোট ৩৲ টাকা। কেবলমাত্র এই তিন টাকাই মূল্য ধার্য্য করিতে হইবে এবং গাছেবকে কেবল এই মূল্যই সেতারের মালীককে দিতে হইবে। কিন্তু সাহেবায়েন (রহঃ) (এমাম আবু ইউসফ ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব)দের মতানুসারে ভঙ্গকারীকে কিছুই ক্ষতিপূরণ বহন করিতে হইবে না। কেনমা, ঐ গান বাদ্যের যন্ত্রাদির ব্যবহার করা মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ আছে।

কিন্তু কেহ যদি গাজিগণের জন্য ব্যবহৃত তবল (রণ-ডঙ্কা, দামামা) কিম্বা বিবাহের সময় ব্যবহৃত দফ (এক মুখ খোলা ঢোল বিশেষ) ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে গাছেবকে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই প্রকার খেজুর মিশ্রিত ও আঙ্গুর মিশ্রিত জল যাহা রৌদ্রে বা আগুণে শুষ্ক করা হইতেছে, কিন্তু এখনও হারামের অবস্থায় উপনীত (শরাবে পরিণত) হয় নাই এরূপ অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি উহা নষ্ট করিয়া দেয়, তবে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মত আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

অপহৃতা উম্মে অলাদ যদি গাছেবের অধিকারে থাকিয়া মৃত্যুমুখে

পতিত হয়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে গাছেবকে উহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না ; কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কিন্তু উক্ত দাসী যদি মোদাব্বারা হয়, তাহা হইলে সকল এমাম সাহেব (এমাম আবু হানিফা (রহঃ) এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) এমামমোহাম্মদ (রহঃ) দের) মতানুসারেই গাছেবকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন লোকের গোলামের পায়ের শৃঙ্খল খুলিয়া দেয়, কিম্বা দড়ি দিয়া বাঁধা কোন পশুর দড়ি খুলিয়া দেয় আর তাহাতে যদি গোলাম বা পশু পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য ঐ ব্যক্তিকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কিন্তু যদি কেহ কাহারও আস্তাবলের দরজা খুলিয়া দেয় কিম্বা পিঞ্জরার দরজা খুলিয়া দেয়, তদ্দরুণ কোন পশু বা পাখী পালাইয়া যায় তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ বহন করিতে হইবেনা। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বহন করিতে হইবে। আর এই মতের উপরই ফতোয়া হইয়াছে। এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতই প্রচলিত বিধান বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

(১) যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন, প্রকার প্রহার অত্যাচার বা দুঃখ কষ্ট দেয়, আর উক্ত অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি তাহা প্রতিরোধ করিতে সরকারের সাহায্য ব্যতীত সক্ষম না হয়, আর সে যদি শাসনকর্ত্তার নিকট যাইয়া গুপ্ত ভাবে এই কথা অবগত করায়, আর শাসনকর্ত্তা যদি উক্ত অত্যাচারীকে ডাকাইয়া তাহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করে, তাহা হইলে এই অত্যাচারী ব্যক্তি অত্যাচারিত ব্যক্তির নিকট এই অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিতে পারিবে না।

(২) যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি তাহার কোন প্রতিবাসী কর্ত্তৃক নিষেধ সত্ত্বেও তাহার দুষ্ট কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না থাকে, আর ঐ প্রতিবাসী

যদি এই দুষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুপ্ত ভাবে শাসনকর্ত্তার নিকট যাইয়া এই বিষয় অবগত করায়; আর শাসনকর্ত্তা যদি ঐ দুষ্ট ব্যক্তিকে ডাকাইয়া তাহার অর্থ দণ্ড করে; তাহা হইলে এই দুষ্ট ব্যক্তি তাহার প্রতিবাসীর নিকট হইতে এই অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিতে পারিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি শাসনকর্ত্তার নিকট যাইয়া এরূপ সংবাদ প্রদান করে যে, তাহার কোন প্রতিবাসী কিছু গুপ্তধন প্রাপ্ত হইয়াছে। আর শাসনকর্ত্তা যদি উক্ত গুপ্ত ধন প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ডাকাইয়া তাহার নিকট হইতে রাজকীয় অংশ, (এক দশমাংশ) আদায় করেন, তাহা হইলে সংবাদ দাতার নিকট হইতে ঐ ব্যক্তি (গুপ্তধন প্রাপ্ত ব্যক্তি) ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু আদায় করিতে পারিবে না। প্রকাশ থাকে যে, শাসনকর্ত্তা যদি এরূপ স্বভাবের লোক হন যে, তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি কোন লোকের বিরুদ্ধে গুপ্ত নালিশ উপস্থিত করিলে, তিনি ঐ ঘটনা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া প্রমাণ প্রাপ্ত জরিমানা আদায় করিয়া থাকেন, এবং প্রমাণ না পাইলে জরিমানা করে না, তাহা হইলে নালিশ কারকের নিকট হইতে দণ্ডিত ব্যক্তি কিছুই আদায় করিতে পারিবে না। আর যদি বাদশাহ্ এরূপ স্বভাবের লোক হন যে, তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি গুপ্ত কোন নালিশ করিলেই তিনি ঘটনা সম্বন্ধে কোন প্রকৃত সংবাদ অবগত না হইয়া প্রতিবাদীর নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী দোষী থাকা সত্বেও নালিশকারকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তির নামে শাসনকর্ত্তার নিকট গুপ্ত ভাবে চোগলখুরি (মিথ্যাপবাদ) করে, আর তদ্দরুণ প্রতিবাদীকে বাদশাহ্ কোন অর্থ দণ্ড (জরিমানা) করে, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর মতানুসারে প্রতিবাদী চোগলখোরের নিকট হইতে কিছু ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে না। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের

মতানুসারে প্রতিবাদী মিথ্যা অপবাদক (চোগলখোর)এর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে পারিবে। আর এই মতের উপরই ফতোয়া লওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ বর্ত্তমানে এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারেরই বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

كتاب الشفعة

শোফয়া অর্থাৎ অগ্রগণ্য দাবীর বিবরণ।

শোফয়ার অর্থ ক্রেতার নিকট হইতে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রেতার অনিচ্ছা সত্বে মূল্য প্রদান করিয়া অধিকার প্রাপ্ত হওয়া—অর্থাৎ মালীক হওয়া।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হওয়ার পর উক্ত সম্পত্তিতে শোফয়া উৎপন্ন হয়, আর উহা দৃঢ় ও নির্দ্ধারিত হয় সাক্ষী রাখিলে। শফির (শোফার অধিকারী) নিকট হইতে যদি ক্রেতা অপোষে মূল্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে শফি উক্ত সম্পত্তির মালীক বলিয়া গণ্য হইবে; অন্যথা কাজী (বিচারক)কে এই সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিতে হইবে। শফিগণ তাহাদের সংখ্যানুসারে বিক্রিত সম্পত্তির উপর সমানাংশে অধিকার প্রাপ্ত হইবে, তাহাদেব অংশানুসারে হইবে না। যেমন কোন বিক্রিত সম্পত্তির ক, খ, গ নামক তিন ব্যক্তি শফি আছেন। ক, চার আনা খ, পাঁচ আনা এবং গ ছয় আনা অংশের মালীক; বাকী এক আনা বিক্রিত হইয়াছে। এখন এই এক আনা অংশ ক, খ ও গ এর মধ্যে সমান তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। এস্থলে কে কত অংশের মালীক তাহা দেখা হইবে না।

নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ পর্য্যায়ক্রমে শফি বলিয়া গণ্য হইবেন।

১। যাহারা বিক্রিত স্থাবর সম্পত্তিতে অংশীদার আছে।

২। যাহারা কোন বিশেষ স্থান এজমালিতে ব্যবহার করে, যেমন কোন রাস্তা, কূয়া বা পুষ্করিণী ইত্যাদি।

৩। যাহারা প্রতিবেশী।

উপরের লিখিত বিষয়গুলি নিম্নে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১। এজিদ ও যায়েদ দুই ভাই একই বাড়ীতে বাস করে, এজিদ যায়েদের অজ্ঞাতসারে তাহার অংশ করিম নামক গ্রামের কোন লোকের নিকট ৫০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এমতাবস্থায় যায়েদ (শফি) উক্ত বিক্রয় নাকছ করিয়া দিতে পারিবে।

২। এজিদ ও যায়েদ নামক দুই ব্যক্তি পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করে, তাহাদের বাড়ীর সীমানা স্থলে একটী রাস্তা-দ্বারা উভয়েই যাতায়াত করিয়া থাকে। এমন একটী কূয়া বা পুষ্করিণী—যাহা হইতে উভয়েই পানী ব্যবহার করিয়া থাকে; এরূপ অবস্থায় এজিদ যদি উক্ত রাস্তা, বা কূয়া অথবা পুষ্করিণী অন্যের নিকট (এজিদের অজ্ঞাতসারে) বিক্রয় করে, তবে এজিদ উক্ত বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবে।

৩। এজিদ ও যায়েদ পরস্পর প্রতিবেশী এমত স্থলে এজিদ যদি তাহার প্রতিবেশী যায়েদের অজ্ঞাতসারে তাহার বাটী অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করে, তাহা হইলে যায়েদ এই বিক্রি নাকছ করিয়া দিতে পারিবে। শোফায়ার জন্য শফিকে তিনটী দাবী পূর্ণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ যে মুহূর্ত্তে শফি বিক্রয়ের কথা অবগত হইবে সেই সময়েই তাহাকে শোফায়ার জন্য দাবী উপস্থিত করিতে হইবে এবং সে যে শোফায়ার জন্য দাবী করিতেছে, তাহার জন্য সাক্ষী রাখিবে। যদি শফি ঐ বিক্রয় সম্বন্ধে অবগত হইয়া দাবী উপস্থিত না করে এবং এই সম্বন্ধে সাক্ষীসাবুদ না রাখে, তাহা হইলে পরে বিলম্বে দাবী করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

কিন্তু এমাম কুরখী (রহঃ) বলেন যে, সংবাদ শুনা মাত্রই যদি শফি দাবী উপস্থিত না করিয়া, সংবাদদাতাদের মজলিসে বর্ত্তমান থাকা কাল পর্য্যন্ত দাবী উপস্থিত করে, তাহাতে দোষ হইবে না; কিন্তু মজলিস ভঙ্গ হওয়ার পর সে যদি তাহার দাবী উপস্থিত করে, তবে তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইবে। এই স্থলে এমাম কুরখী (রহঃ) মতের উপর ফতোয়া (গ্রহণীয়) হইয়াছে এবং এই দাবীর নাম তলবে মোওয়াসেবৎ

(طلب مواثبت) হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শফি উক্ত সম্পত্তির খরিদার কিম্বা বিক্রেতা—যাহার হাতে বর্ত্তমানে উহার ভার রহিয়াছে, তাহার নিকট যাইয়া তাহার আপত্তি উত্থাপন করিবে এবং অন্য লোকদিগকে সাক্ষী করিয়া এই কথা বলিবে যে,—"আমি ঐ বিক্রীত সম্পত্তির শফি এবং আমি শোফায়ার দাবী করিতেছি"। শফির এইরূপ কার্য্য করার নাম "তলবে এশহাদ"।

তৃতীয়তঃ শফি কাজীর নিকট যাইয়া তাহার দাবী উপস্থিত করিয়া নালিশ করিবে, এবং বলিবে যে অমুক ব্যক্তি অমুক ঘর খরিদ করিয়াছে (এই স্থলে সম্পত্তির বিবরণ দিতে হইবে) এবং আমি সম্পত্তির শফি আছি। (শফি তাহার নিজের ঘরেরও বিবরণ দিবে)। অতএব আপনি অমুক খরিদারকে ডাকাইয়া আমাকে সম্পত্তি ফেরত দিতে আদেশ করুন। এইরূপ কাজীর কাছে আদেশ প্রার্থনা করাকে "তলবে তমলিক ও খসুমত" বলে। এই দাবী (কাজীর কাছে নালিশ রুজু করা) বিলম্বে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। তবে এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, এক মাসের মধ্যে কাজীর নিকট দাবী করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত সময় উত্তীর্ণ হইলে নালিশ অগ্রাহ্য হইবে—অর্থাৎ শোফয়া বাতেল হইবে। এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতই প্রচলিত আছে।

কাজীর নিকট শফি শোফয়ার দাবী উপস্থিত করিলে, কাজী প্রতিবাদীকে ডাকাইয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন্ যে, বাদী যে সম্পত্তির সম্বন্ধে শোফয়ার দাবী করিয়াছে, তাহা যথার্থ কিনা, খরিদার যদি উক্ত বিষয় স্বীকার করে কিম্বা অস্বীকার করিয়া হলফ্ লইতে বিরত থাকে, আর শফি যদি সাক্ষী দ্বারা উহা প্রমাণ করাইতে পারে, তাহা হইলে কাজী তাহাকে খরিদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন, খরিদার যদি খরিদ স্বীকার করে অথবা অস্বীকার করিয়া হলফ্ হইতে বিরত থাকে, অথবা শফি যদি সাক্ষী উপস্থিত করিয়া প্রমাণ দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে কাজী শফিকে শোফয়ার ডিক্রী দিবেন। যদিও শফি (বাদী) ঐ সময় ক্রেতাকে উক্ত সম্পত্তির মূল্য দিতে

অপারক হয়। কাজীর রায় প্রকাশ হইবার পর শফিকে মূল্যের টাকা উপস্থিত করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত সে ঐ টাকা ক্রেতাকে না শোধ দিবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া রাখিতে পারিবে। যদি শফিকে মূল্য আদায় করিবার জন্য তাগাদা করা সত্বেও সে বিলম্ব করে, তাহাতে শফির স্বত্ব বাতিল হইবে না।

আর বিক্রীত সম্পত্তি যদি খরিদারের হস্তগত না হইয়া এখনও তাহারই অধিকারে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে শফি ক্রেতার পরিবর্ত্তে বিক্রেতার নামে নালিশ রুজু করিতে পারিবে এবং এই মোকদ্দমায় খরিদারকে ডাকাইবেন এবং যে পর্য্যন্ত ক্রেতার সাক্ষ্য গ্রহণ না করা হইবে, সে পর্য্যন্ত কাজী বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। খরিদার উপস্থিত হইয়া যদি ক্রয় ব্যাপার স্বীকার করে, তাহা হইলে কাজী উহা অসিদ্ধ করিয়া দিবেন এবং শফির অনুকূলে উক্ত সম্পত্তি ডিক্রী দিবেন ও বিক্রেতাকে উহার দখল ছাড়িয়া দিতে বলিবেন।

যদি বিক্রীত সম্পত্তির প্রকৃত মালীক বিক্রেতা না হইয়া অপর ব্যক্তি হয়, আর শফি উক্ত জমির জন্য খরিদারকে টাকা দিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা সে বিক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

শফির খিয়ার-রুয়েত অর্থাৎ দর্শনাধিকার ও খেয়ার আয়েব অর্থাৎ দোষযুক্ত অধিকার আছে—যদিও খরিদ করিবার সময় বিক্রেতার নিকট এই অধিকার পাইবার দাবী ছাড়িয়া দিয়াছিল।

যদি শফি ও ক্রেতার মধ্যে মূল্য নিয়া গোলমাল উপস্থিত হয়—অর্থাৎ সে যদি বলে আমি ৫০০৲ পাঁচ শত টাকাতে খরিদ করিয়াছি, আর শফি যদি বলে আমি অবগত আছি যে তুমি কেবল মাত্র ৩০০৲ টাকায় খরিদ করিয়াছ। এমত স্থলে খরিদার যদি হলফ্ করিয়া বলে যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকাতে খরিদ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার কথাই গ্রাহ্য হইবে। যদি শফি ও ক্রেতা উভয়েই তাহাদের কথা স্ব স্ব সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ দেখাইতে পারে যে, তাহাদের প্রত্যেকের কথাই ঠিক; এমতস্থলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ

(রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে শফির কথাই গ্রাহ্য করিতে হইবে ; আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) মতানুসারে খরিদারের কথা গ্রাহ্য করিতে হইবে।

খরিদার যত মূল্যের কথা বলে, বিক্রেতা যদি তাহার কম বলে, তাহা হইলে দেখিতে হইবে বিক্রেতা খরিদারের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিয়াছে কি না। যদি বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রেতার কথা বিশ্বাস করিতে হইবে। আর যদি মূল্য এখনও গ্রহণ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিক্রেতার কথা গ্রাহ্য করিতে হইবে।

যদি বিক্রেতা খরিদারকে সমস্ত মূল্য ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে শফিকে সমস্ত মূল্য দিয়াই সম্পত্তির অধিকার লইতে হইবে। আর যদি বিক্রেতা মূল্যের কিয়দংশ মাত্র ছাড়িয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে শফির নিকটও তাহাকে ঐ মূল্য (অর্থাৎ যে টাকা বাদ পাইয়াছে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া) গ্রহণ করিতে হইবে।

খরিদার যদি সমতুল্য বস্তুর দ্বারা (যেমন ২০ মণ বালাম চাউল কি ১০ মণ নারিকেল তৈল) খরিদ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শফিও ঐ সমতুল্য জিনিষ (২০ মণ বালাম চাউল কি ১০ মণ নারিকেল তৈল) দ্বারা তাহার মূল্য চুকাইয়া দিবে। আর খরিদার যদি অসমতুল্য বস্তুদ্বারা খরিদ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শফি উক্ত দ্রব্য সমূহের মূল্য দিয়া দিলেই চলিবে। আর যদি জমিনের পরিবর্ত্তে জমিন দিয়া খরিদ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় জমিনের শফি অপর জমিনের মূল্য দিয়া গ্রহণ করিবে।

যদি খরিদার কিস্তিবন্দী হিসাবে দাম পরিশোধ করিবার বন্দোবস্তে সম্পত্তি খরিদ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শফি নগদ মূল্য দিয়া ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিবে। কিংবা শোফয়ার দাবী তাহাকে এখনই উত্থাপন করিয়া কিস্তির টাকা খরিদারের দ্বারা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে চলিতে পারিবে ; কিন্তু যদি খরিদার শোফয়ার দাবী উত্থাপন না করিয়া চুপচাপ থাকে এবং কিস্তি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

জিম্মিই যদি শরাব কি শূকরের পরিবর্ত্তে কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকে, আর শফি যদি জিম্মি হয়, তাহা হইলে শফিকে শরাবের পরিবর্ত্তে ঐ পরিমাণ শরাব এবং শূকরের পরিবর্ত্তে শূকরের মূল্য দিয়া উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবে। আর শফি যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে উভয় স্থলে তাহাকে দ্রব্যগুলির মূল্য দিয়া সম্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

খরিদার যদি খরিদা ভূমিতে ঘর উঠাইয়া থাকে, কিংবা গাছ রোপণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শফিকে উক্ত ঘরের কিংবা গাছের মুল্য দিতে হইবে। এই স্থলে ঘর ও গাছের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য গাছেব (অপহারক)এর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। অর্থাৎ এরূপ স্থলে গাছের মূল্য এরূপ নির্দ্ধারিত হইবে যে, উক্ত গাছগুলি যখন লাগান হইয়াছিল তখন ক্রেতা যে দামে তাহা খরিদ করিয়াছিল, শফিকে তাহাই দিতে হইবে এবং ঘরের সম্বন্ধে একই কথা,—ঘরের শুধু জিনিষ পত্রের মূল্য কাঠ, ইষ্টক ইত্যাদি মজুরির দাম ধরিতে হইবে। শফি যদি গাছপালা কিম্বা ঘর উক্ত জমিতে রাখিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করে, এবং উপরের লিখিত নিয়মেও ঐ সমস্ত জিনিষের মূল্যাদি দিতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে খরিদারকে ঐ জমি হইতে গাছপালা বা ঘর উঠাইয়া লইয়া যাইতে বলিবে। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় উপরের লিখিত মত পোষণ করেন। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, শফি যদি বৃক্ষাদি বা ঘরের মূল্যাদি দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে জমির দাবী তাহাকে প্রত্যাহার করিতে হইবে।

শফি যদি ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হইবার পর উহাতে গাছপালা বা ঘর প্রস্তুত করে, তৎপর উক্ত জমির মালীক অন্য জন বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শফি বিক্রেতার নিকট হইতে শুধু ভূমির মুল্য প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ শফি যে মূল্য বিক্রেতাকে কিংবা খরিদারকে ইতিপূর্ব্বে দিয়াছিল, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই প্রাপ্ত হইবে না। পক্ষান্তরে ক্রেতা ভূমি খরিদ করিবার পর যদি উক্ত ভূমিতে গাছ

পালা লাগাইয়া থাকে এবং পরে মালীক অন্য লোক সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সে বিক্রেতার নিকট হইতে উক্ত গাছ-পালা বা ঘরের মূল্য আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

ক্রেতার ক্রয়ের পর যদি বাড়ীর কোন অংশ নষ্ট হইয়া যায়, অথবা বাড়ীর কোন বৃক্ষাদি শুকাইয়া যায়, তাহা হইলেও শফির নিকট হইতে ক্রেতা সমস্ত মূল্য (যে মূল্য দিয়া সে খরিদ করিয়াছে) আদায় করিতে পারিবে।

ক্রেতা যদি কোন জমি খরিদ করে এবং ঐ জমির উপর যদি কোন ঘর থাকে, আর ক্রেতা খরিদের পর উহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে শফি ইচ্ছা করিলে শুধু জমির মূল্য দিয়া (ঘরের মূল্য বাদ দিয়া) ঐ জমি গ্রহণ করিতে পারিবে।

কোন বাগান ক্রয় করিবার সময় যদি ঐ বাগানের বৃক্ষাদিতে ফল থাকে, কিংবা ক্রেতা ক্রয় করিবার পর ঐ সকল বৃক্ষ সমূহে ফল ফলিয়া থকে, তাহা হইলে শফিকে শুধু ক্রেতার খরিদ মূল্য দিবে, ফলের জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না। আর যদি ক্রেতা ফলবন্ত বাগান খরিদ করিবার পর উহার ফলাদি বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে শফি উক্ত ফলের মূল্য বাদ দিয়া ক্রেতার (খরিদা মূল্য হইতে) বাগিচার অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আর দ্বিতীয়াবস্থায়—অর্থাৎ ক্রেতা বাগিচা খরিদ করিবার পর যদি উক্ত বাগিচার ফলাদি জন্মিয়া থাকে, আর ক্রেতা উহা (ফল সমূহ) বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে শফিকে ক্রেতার খরিদ মূল্য দিয়া বাগিচা গ্রহণ করিতে, —অথাৎ ফলের দাম খরিদের দাম হইতে বাদ দিতে পারিবে না। ইহার কারণ এই যে, ক্রেতা প্রথমাবস্থায় ফল সহ বাগিচা ক্রয় করিয়াছিল, দ্বিতীয়াবস্থায় উক্ত বাগিচা তাহার অধিকারে অসিবার পর ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। এই জন্যই দ্বিতীয়াবস্থায় খরিদা মূল্য হইতে দাম কর্ত্তন হইবে না।

কি কি বস্তুতে শোফয়া হইতে পারে এবং কি কি বস্তুতে শোফয়া হইতে পারে না, এবং কি কি কারণে শোফয়া বাতিল (অগ্রাহ্য) হইয়া যায়, তাহার বিবরণ পর পৃষ্ঠায়।

যে অবিভাজ্য (যাহা ভাগ করা হয় নাই) স্থাবর সম্পত্তিতে কোন মূল্যের পরিবর্ত্তে অবিলম্বে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাতে শোফয়া হইতে পারিবে, যেমন পুষ্করিণী, কূপ, হাম্মাম (স্নানাগার অর্থাৎ গোছলখানা)।

অস্থাবর সম্পত্তির উপর শোফয়া হইবে না, যেমন, নৌকা, জমির উপর কোন ঘর, এমারত ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হইলে তাহার উপর শোফয়া হইবে না। এস্থলে জমির সঙ্গে ঘর ইমারত সহ বিক্রয় হইলে শোফয়া হইবে, কিন্তু শুধু কিংবা ইমারতাদি বিক্রয় হইলে হইবে না।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, ছদকা বা হেবা দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি বা এজমালী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর শোফয়া হইবে না। এইরূপ যদি কোন সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া যায়, খোলার পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে দেওয়া যায়, গোলামের মুক্তির পরিবর্ত্তে দেওয়া যায়, ইচ্ছা পূর্ব্বক খুনের ছোলের (আপোষ) পরিবর্ত্তে দেওয়া যায়, কিংবা মোহরের পরিবর্ত্তে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল সম্পত্তির উপর শোফয়া সাব্যস্ত হইবে না। কিন্তু মোহরের টাকার পরিবর্ত্তে এবং তৎসঙ্গে কিছু মূল্যও গ্রহণ করিয়া যদি কোন সম্পত্তি স্ত্রীকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে যত টাকা স্ত্রীর নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তত টাকার সম্পত্তির অংশ শোফয়া হইবে। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা নগদ গ্রহণ করিয়া হাজার টাকা মোহরের পরিবর্ত্তে, তাহার স্ত্রীকে এক খণ্ড জমির অধিকার ছাড়িয়া দিল। এস্থলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে কোন অংশেই শোফয়া হইবে না। কিন্তু বাকী দুই এমামের অর্থাৎ এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) নিকট বাড়ীর তৃতীয়াংশে শোফয়া হইতে পারিবে। কেননা উক্ত বাড়ীর দুই তৃতীয়াংশ মোহরের (১০০০৲) পরিবর্ত্তে দেওয়া হইয়াছে। বাকী এক তৃতীয়াংশের জন্য মূল্য (৫০০৲) টাকা স্ত্রীর নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে।

যদি কোন বস্তু বিক্রেতার এখ্তিয়ারে বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত খেয়ার বাতিল না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত বস্তুতে শোফয়া সাব্যস্ত হইবে না।

যদি কোন বস্তুর শোফয়া শফি পরিত্যাগ করে, এবং ক্রেতা উক্ত খরিদা বস্তুতে খেয়ারে রুইয়াত (দর্শনাধিকার) বা খেয়ারে শর্ত্ত (শর্ত্তাধিকার) কিংবা খেয়ারে আয়ের (দোষাধিকার) অজুহাতে (হেতুতে) কাজীর নিকট নালিশ করিয়া, তদীয় (কাজীর) আদেশ প্রাপ্ত বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত বস্তুতে শফি এখন আর শোফয়ার দাবী করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি কাজীর আদেশ গ্রহণ না করিয়া একালা (তামাদি অতীতে বিক্রয়) অনুসারে ক্রীত বস্তুকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে শফি শোফয়ার দাবী করিতে পারিবে।

কোন ঋণগ্রস্ত মাযুন (আদেশ প্রাপ্ত দাস) দাসের প্রভু যদি কোন জমিন বা বাড়ী বিক্রয় করে, আর উক্ত দাস যদি ঐ জমিন বা বাড়ীর শফি হয়, তাহা হইলে দাস শোফয়ার দাবী করিতে পারিবে। এইরূপ উক্ত মাযুন দাস যদি কোনও বস্তু বিক্রয় করে, আর তাহার প্রভু উহার শফি হয়, তবে প্রভু ও শোফয়ার দাবী করিতে পারিবে।

একটী সম্পত্তির যদি ৩ কিংবা ৪ জন অংশীদার থাকে, আর এক অংশীদার তাহার অংশ অন্য অংশীদারের নিকট বিক্রয় করে, কিংবা উক্ত অংশীদারের ক্ষমতা প্রাপ্ত লোকের নিকট বিক্রয় করে, এমতাবস্থায় ক্রেতা অংশীদার তাহার সহ-অংশীদার শফির ন্যায় সেও একজন শফি হইতে পারিবে।

যদি কোন ব্যক্তির দুই খণ্ড জমি এরূপ ভাবে অবস্থিত হয়, যে এক খণ্ড বিক্রয় করিলে অন্য খণ্ড উহার সীমাস্থ হেতু সেও উহার শোফয়ার দাবী করিতে পারে। আর সে যদি কোন ব্যক্তির নিকট উহার এক খণ্ড বিক্রয় করে, অন্যান্য শফিগণ উহার শোফয়ার জন্য দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা আর ঐ বিক্রিত জমি খণ্ডের জন্য তাহার শোফয়ার দাবী উপস্থিত করিতে পারিবে না।

এবং অন্যান্য শফিগণের দাবীকে তাহার শোফয়ার দাবী উল্লেখ করিয়া বিরত করাইতে পারিবে না। ইহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি যে বস্তু বিক্রয় করে, তাহার উপর আর শোফয়ার দাবী চলে না। এই প্রকার কোন ব্যক্তি যদি কোন লোকের প্রতিনিধি হইয়া কোন জমি বিক্রয় করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত জমিতে তাহার শোফয়ার দাবী থাকা স্বত্বেও সে (প্রতিনিধি) আর দাবী করিতে পারিবে না। এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি কোন বিক্রেতার পক্ষ হইতে বিক্রীত জমির দোষ ত্রুটীর জন্য জামিন হয়, তাহা হইলে উক্ত জমিতে তাহার শোফয়ার স্বত্ব থাকিলে, সে স্বত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

(১) যদি কোন ব্যক্তি শফির জমির সংলগ্ন জমির পার্শ্বস্থ জমি হইতে ৪।৫ হাত জমি (কিয়দংশ) বাদ দিয়া অবশিষ্ট জমি বিক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ বিক্রীত জমির জন্য শফির শোফয়ার দাবী নষ্ট করিতে পারিবে—অর্থাৎ বিক্রীত জমির উপর শফির শোফয়ার দাবী চলিবে না।

(২) এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি তাহার সম্পত্তির কোন ক্ষুদ্র অংশ (শফির সংলগ্নস্থ) অত্যধিক দামে বিক্রয় করিয়া বাকী অংশ অল্প দামে বিক্রয় করে, তাহা হইলে শফিকে শোফয়ার দাবী করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ ক্ষুদ্র অংশের মূল্য প্রদান করিয়া, বাকী অংশের মূল্য প্রদান করিতে হইবে; নচেৎ শফির শোফয়ার দাবী অগ্রাহ্য হইবে। যেমন যায়েদ নামক এক ব্যক্তি এজিদ নামক এক ব্যক্তির প্রতিবেশী। এজিদ তাহার প্রতিবেশী যায়েদের বাড়ীর নিকটস্থ কতক জমি (যায়েদ যাহার জন্য শোফয়ার দাবী করিতে পারে) যাহার পরিমাণ সমস্ত জমির ১৬ অংশের ১ এক অংশ মাত্র উহা সে ৫০০৲ টাকায় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া বাকী ১৬ অংশের ১৫ অংশ ২০০৲ টাকায় পুনরায় বিক্রয় করিল। এমত স্থলে শফিকে ১৬অংশের ১এক অংশের জন্য ক্রেতাকে ৫০০৲ টাকা এবং ১৬ অংশের ১৫ অংশের জন্য ২০০৲ টাকা দিতে হইবে। আর শফি যদি ১৬ অংশের এক অংশ না লইতে চাহে, তাহা হইলে সে ১৬ অংশের ১৫ অংশের জন্যও দাবী করিতে পারিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি যাহার মূল্য ৫০০৲ টাকা হইতে পারে, হাজার টাকা মূল্য ধার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তির নিকট ৫০০৲ টাকা মূল্যের কোন ঘোড়ার পরিবর্ত্তে উহা বিক্রয় করে, তাহা হইলে শফিকে উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে হইলে ১০০০৲ হাজার টাকাই দিতে হইবে।

উপরের লিখিত তিনটী উপায় শফিকে শোফয়ার দাবী হইতে বিরত থাকিবার জন্য বিশেষ অস্ত্র বিশেষ।

শফিকে শোফয়ার অধিকার হইতে নিরস্ত করিবার জন্য কিম্বা জাকাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার "হিলা" করা এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর নিকট মকরুহ্ হয় না। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ)এর নিকট উভয় কার্য্যই মকরুহ্। আর আলেম সম্প্রদায়ে শোফয়ার বিষয়ে এমাম আবু ইউসফের (রহঃ) মতের উপর ফতোয়া দিয়াছেন; আর জাকাত সম্বন্ধে এমাম মোহাম্মদের মতের উপর ফতোয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ শোফয়াতে "হিলা" করা চলে, আর জাকাতে "হিলা" করা চলে না।

শফি যদি তলবে মোয়া ছাবাত (শ্রবণ মাত্র দাবী উত্থাপন) না করে, ও তলবে এশহাদ্ (সাক্ষী রাখা) না করে, তাহার শোফয়া বাতিল হইয়া যাইবে। এইরূপ শফি, নাবালেগ থাকিলে শফির পিতা অথবা অছি বা উকীল, সম্পত্তি বিক্রয়ের পর যদি দাবী ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) এর মতানুসারে শোফয়ার দাবী চিরকালের জন্য বাতিল হইয়া যাইবে; কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে নাবালেগ শফির দাবী বাতিল হইবে না।

শফি যদি কোন বস্তুর পরিবর্ত্তে শোফয়ার দাবী পরিত্যাগ করে, সে (শফি) আর কখনও শোফয়ার দাবী করিতে পারিবে না, কিন্তু উক্ত বস্তুটী যদি গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে ফেরত দিতে হইবে।

শফি যদি কাজীর নিকট তাহার শোফয়ার দাবী উপস্থিত করিয়া থাকে, আর কাজী হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শফির মৃত্যু

হয়, তাহা হইলে শোফয়া বাতিল হইয়া যাইবে; অর্থাৎ শফির উত্তরাধিকারিগণ শোফয়ার দাবী করিতে পারিবে না, কিন্তু কাজী হইতে আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর যদি তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে উত্তরাধিকারিগণ শোফয়ার অধিকারী হইবে।

শফি যে বিষয়ের দ্বারা শোফয়ার অধিকারী হয়, উক্ত জমি যদি সে কাজীর নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার শোফয়ার দাবী আর চলিবে না। কিন্তু যদি আদেশ প্রাপ্তির পর বিক্রয় করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার শোফয়ার স্বত্ব স্বামীত্ব সম্বন্ধে কোন হানি পৌঁছিবে না।

যদি শফি এরূপ কথা অবগত হয় যে, তাহার বন্ধু যায়েদ এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছে। যায়েদের নাম শুনিয়া শফি তাহার শোফয়া সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না। কিন্তু পরে জানিতে পারিল যে, এই সংবাদ মিথ্যা—অর্থাৎ অপর লোক উক্ত জমি খরিদ করিয়াছে; এমতাবস্থায় শফি উক্ত জমির জন্য শোফয়ার দাবী উপস্থিত করিতে পারিবে। এইরূপ যদি কোন শফি এরূপ অবগত হয় যে, এক খণ্ড জমি যাহার উপর তাহার শোফয়ার দাবী আছে তাহা ১০০০৲ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে, ইহা শুনিয়া দামের অতিরিক্ততা দেখিয়া সে তাহার দাবী উত্থাপন করিতে বিরত রহিল; কিন্তু পরে অবগত হইল যে উক্ত জমি মাত্র ৭০০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে; এরূপ স্থলে শফি তাহার শোফার জন্য দাবী উত্থাপন করিতে পারিবে।

যদি শফি এরূপ সংবাদ অবগত হয় যে, কোন জমি যাহার উপর তাহার শোফয়ার অধিকার আছে, একশত রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয় হইয়াছে, এই হেতু সে দাবী উত্থাপন করে, কিন্তু পরে অবগত হইল যে উহা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে কোন সমতুল্য বস্তুর দ্বারা বা অসমতুল্য বস্তুর দ্বারা কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুর পরিবর্ত্তে বিক্রয় হইয়াছে, তাহা হইলে সে পুনরায় দাবী উপস্থিত করিতে পারিবে।

কোন শফি যদি এরূপ সংবাদ অবগত হয় যে, কোন জমি

১০০০৲ এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয় হইয়াছে ; আর এই মূল্য অতিরিক্ত মনে করিয়া সে শোফয়ার দাবী ছাড়িয়া দেয় ; কিন্তু পরে অবগত হয় যে, উহা নগদ রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয় না হইয়া কোন অস্থাবর বস্তুর পরিবর্ত্তে বিক্রয় হইয়াছে ; কিন্তু অস্থাবর বস্তুর মূল্য হাজার টাকা কিম্বা হাজার টাকা হইতে অধিক হইবে, তাহা হইলে শফি আর দাবী উপস্থিত করিতে পারিবে না।

যদি কোন জমির খরিদার একাধিক লোক হয়, তাহা হইলে শফি ইচ্ছা করিলে যে কোন খরিদারের নিকট হইতে তাহার শোফয়ার দাবী গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি জানিতে পারে একাধিক অংশীদার এজমালিতে একজন খরিদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছে তাহা হইলে, শফিকে সকলের অংশেরই শোফয়া গ্রহণ করিতে হইবে ; কোন অংশ বিশেষের দাবী করিতে পারিবে না। হয় সে (শফি) সমস্ত অংশ ক্রয় করিবে, নচেৎ তাহাকে শোফয়ার দাবী ত্যাগ করিতে হইবে।

كتاب القسمة

এজমালী সম্পত্তি বণ্টন করিবার বিবরণ।

যে সমস্ত জিনিষের ওজন আছে, তাহা ওজন করিয়া ভাগ করিতে হইবে, আর যে সমস্ত জিনিষ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা সংখ্যানুসারে বণ্টন করিতে হইবে। আর যে সমস্ত উপরের লিখিত বস্তুর অন্তর্গত নহে, ঐ গুলির দাম ধরিয়া মূল্য অংশানুসারে ভাগ করিতে হইবে।

প্রথম স্থলে অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিষ ওজন বা সংখ্যা হিসাবে বিভাগ করা যায়, তাহার জন্য সমস্ত অংশীদারকে উপস্থিত না থাকিলে বণ্টন কার্য্য স্থগিত থাকিবে না। অর্থাৎ একের অনুপস্থিতে অন্য অংশীদার তাহার অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অবস্থায় সম্পত্তিতে অর্থাৎ যে সমস্ত জমির মূল্য নিরূপণ করিয়া বণ্টন করিতে হয়, সেই স্থলে অংশীদারদিগকে উপস্থিত থাক্‌া

আবশ্যক, একের অনুপস্থিতিতে অন্যকে ঐ বণ্টনে সম্মতি লওয়ান যাইতে পারা যাইবে না।

বণ্টনের জন্য একজন বণ্টনকারী নিযুক্ত করা অবশ্যক হইবে। রাজকীয় ভাণ্ডার (বয়তুলমাল) হইতে তাহার বারবরদারী দেওয়া উত্তম কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। বণ্টনকারী যদি তাহার বারবরদারী (ভাতা) পক্ষগণের নিকট আদায় করেন, তাহা হইলে তাহাও আইন সঙ্গত হইবে। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদের মতানুসারে পক্ষগণ তাহাদের অংশের অনুপাতানুসারে বণ্টনকারীর বারবরদারী বহন করিবে। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব বলেন যে বণ্টনকারীর বারবরদারী পক্ষগণ তাহাদের সংখ্যানুসারে সমান অংশ বহন করিবেন—অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদার সমানাংশে বারবরদারী খরচা বহন করিবেন।

বণ্টনকারীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হওয়া দরকার। আর এই বিভাগ কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। হাকিম কোন একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। এই ভাবে একজন লোককে সর্ব্বদা এই কাজের ভার দিলে, এই আশঙ্কা আছে যে, উক্ত ব্যক্তি পক্ষগণের নিকট হইতে অতিরিক্ত বারবরদারী আদায় করিতে পারে। বিভিন্ন বণ্টনকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন জমি বণ্টন করিয়া দিবেন, তিনি নিজেই উহার বারবরদারী গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য বণ্টনকারীরা এই বারবরদারীর কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

সমস্ত অংশীদারগণ যদি বণ্টন করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বণ্টন করা সিদ্ধ হইবে। আর যদি অংশীদারদের মধ্যে কেহ নাবালেগ কিম্বা পাগল থাকে, তাহা হইলে বণ্টন করা সিদ্ধ হইবে না। এমতস্থলে কাজীর নিকট হইতে আদেশ লওয়া প্রয়োজন হইবে। কাজী আদেশ দিলে সিদ্ধ হইবে।

যদি অস্থাবর বিষয় উত্তরাধিকারী সূত্রে কিংবা খরিদের দ্বারা

অথবা অন্য প্রকারে হস্তগত হইয়া থাকে, আর মালীকগণ উহা বণ্টন করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

যদি স্থাবর সম্পত্তি খরিদ সূত্রে বা অন্য প্রকারে মালীকগণের অধিকারে থাকে, আর তাহারা ভাগ করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাও ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে, আর তাহার ওয়রিস-গণ যদি উহা বাটোয়ারা করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে মূল ধনীর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রমাণ লইতে হইবে, এবং যাহারা উত্তরাধিকারীর দাবী করিতেছে, তাহারা প্রকৃত অংশীদার কিনা এবং তাহারা ব্যতীত আরও অংশীদার আছে কিনা, এই সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়া যদি তাহাদের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত বিষয় ভাগ করিয়া দিতে হইবে। আর অন্যান্য এমাম (রহঃ)গণ বলেন যে, ওয়ারিসগণ বণ্টনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই বণ্টন করিয়া দিতে হইবে, প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।

যদি কেবল মাত্র দুই জন লোক বলে অমুক স্থাবর জমি তাহাদের অধিকারে, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের কথা প্রমাণের জন্য সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত না করিবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত বিষয় বণ্টন করা হইবে না।

যদি একটী বিষয় ওয়ারিস সূত্রে অনেকে ওয়ারিস হইয়া থাকে, আর এজমালী সম্পত্তি যদি কেবল দুইজন লোকের অধিকারে থাকিয়া থাকে, আর ঐ দুই ব্যক্তি কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া মূল ধনীর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করাইয়া থাকে এবং তাহাদের সকল অংশাদার বিষয়েও প্রমাণ দিয়া থাকে এবং উহা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে কাজী উহা বণ্টন করিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন। যদি অংশীদারদের মধ্যে কেহ নাবালেগ কিংবা অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অংশ সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন

লোক নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু উপরোক্ত দুইজন লোকের পরিবর্ত্তে একজন লোক কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ঐরূপ আবেদন করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ উহা বণ্টনের হুকুম দেওয়া হইবে না। এই প্রকার যদি কয়েক জন লোক মিলিয়া কোন বস্তু খরিদ করে, এবং উহার মধ্যে বণ্টন করিবার সময় একজন অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে উহা বণ্টন করা যাইবে না। এইরূপ যদি ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অংশ বা কতক অংশ কোন নাবালেগ বা কোন অনুপস্থিত লোকের অধিকার থাকে, তাহা হইলে যত দিন সেই নাবালেগ সাবালেগ না হয়, কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সম্পত্তি ভাগ করা হইবে না।

যদি এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, সম্পত্তি বণ্টন হইলে প্রত্যেক অংশীদারের লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে কোন অংশীদার বণ্টনের জন্য আবেদন করিলেই বণ্টন হইতে পারিবে। এমতস্থলে সকল অংশীদারকে একত্র হইয়া আবেদন না করিলেও বণ্টন কার্য্য স্থগিত রহিবে না।

কোন অংশীদারের অংশ যদি অধিক হয়, আর অপর অংশীদারের অংশ এত কম হয় যে, উহা পৃথক্ করিয়া নিলে, লাভের আশা দূরূহ। এমতাবস্থায়ও যদি বেশী অংশীদার বণ্টন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যাহার অংশ কম, তাহার একেলা দাবীতে বণ্টন হইবে না।

যদি কোন সম্পত্তির বহু সংখ্যক অংশীদার থাকে, আর যদি উহা বণ্টন হইলে উহার লাভের আশা একেবারেই লোপ হইয়া যায়, এমতাবস্থায় সকল অংশীদার একত্র হইয়া বণ্টনের জন্য প্রার্থনা না করিলে, বণ্টনের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইবে না!

যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি গরু, মহিষ, কিংবা ছাগল,ভেড়া অথবা উষ্ট্র প্রভৃতি পশু-ধন এক জাতীয়ের মধ্যে পরিগণিত; ঐ সকলের কোন কোন অংশীদার বণ্টনের জন্য দাবী উপস্থিত করিলেই, অন্যান্য অংশীদারদের অনিচ্ছা স্বত্বেও ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু

যে সকল অস্থাবর জিনিষ বিভিন্ন জাতীয়ের সমষ্টি, সেই সকলের সমস্ত অংশীদারগণ একত্র হইয়া বিভাগের জন্য আবেদন না করিলে উহা বিভাগ করা হইবে না। এই প্রকার দাস দাসী, মণিমুক্তা, হামাম (গোসল খানা) প্রভৃতির সমস্ত অংশীদার রাজী না হইলে কাজী উহা বণ্টন করিতে পারিবেন না।

যদি কোন এজমালি সম্পত্তিতে একাধিক বাড়ী কিম্বা কতক বাড়ী, কতক জমি অথবা বাড়ী, জমি, দোকান, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিষয় থাকে, তাহা হইলে বণ্টন করিবার সময় অংশীদারদিগকে প্রত্যেক বিভিন্ন অংশানুসারে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। প্রথমকে বাড়ী দিয়া দ্বিতীয়কে দোকান ও তৃতীয়কে জমি দিলে বণ্টন গ্রাহ্য হইবে না।

বণ্টন করিবার প্রণালী।

যে বাটী বা জমি বণ্টন করিতে হইবে, বণ্টনকারীকে সর্ব্ব প্রথমে তাহার একটী নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে। অংশীদার মধ্যে যাহার অংশ সর্ব্বাপেক্ষা কম, তাহার অংশানুসারে ঐ নক্সাকে সমানাংশে বিভক্ত—অর্থাৎ উহার (সর্ব্বাপেক্ষা যাহার অংশ কম) অংশ যদি চার অংশের এক অংশ হয়, উক্ত নক্সাকে সমান চার ভাগে বিভক্ত করিবে। এবং ভাগের লাইন গুলি বিশেষরূপে চিহ্নিত করিবে। যদি ষোল অংশের এক অংশ হয় তাহা হইলে সমান ষোল অংশে বিভাগ করিবে। তৎপর সমস্ত জমির পরিমাণ ফল জমির আকৃতি অনুসারে বর্গ গজ বা বিঘা, কাঠা অনুসারে বাহির করিতে হইবে। প্রত্যেক অংশের মধ্যে কূয়া ও রাস্তার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পরিমাণ মোট জমির পরিমাণ হইতে বাদ দিয়া, বাকী জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিয়া, সমানাংশে বিভাগ করিতে হইবে। তৎপর বিভক্ত অংশ সমূহে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি অঙ্ক দ্বারা মার্কা বসাইতে হইবে ; এবং তৎপর অংশীদারদের নাম, ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিখিয়া গুলিবাট করিবে। গুলিবাটে যাহার নাম প্রথম উঠিবে, সে প্রথম বা ১ চিহ্নিত জমি প্রাপ্ত

হইবে। যাহার নাম দ্বিতীয়বার উঠিবে, সে ২ নম্বরের জমি প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার নম্বরানুসারে অংশীদারগণ জমি প্রাপ্ত হইবেন। যাহার অংশে ঘর কি অন্যান্য মূল্যবান বৃক্ষাদি পড়িবে, তাহার মূল্য নির্ণয় করিয়া সকল অংশীদারদিগকে অংশানুসারে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

কোন স্থাবর সম্পত্তি এরূপ ভাবে বণ্টন করা হইবে না যে, এক অংশীদারকে তাহার প্রকৃত অংশ হইতে কম দেওয়া এবং অপরকে বেশী দেওয়া ; আর যাহাকে তাহার প্রকৃত অংশ হইতে কম দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে কিছু টাকা দিয়া বল পূর্ব্বক বাধ্য করা। যেমন যায়েদ ও এজিদ কোন একটী বাগান-বাটীর মালীক। যায়েদ উক্ত বাটীর দশ আনা অংশীদার, আর এজিদ ছয় আনা অংশীদার। এখন বাগান বাটী বণ্টন করিবার সময় যায়েদকে আট আনা অংশ ও এজিদকে আট আনা দিয়া এজিদের নিকট হইতে একশত টাকা লইয়া যায়েদকে দিয়া বলা হইল, তোমাদের বাটী বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। তোমাদের এই বণ্টনে বাধ্য থাকিতে হইবে। উপরোক্ত বণ্টন সিদ্ধ হইবে না। তবে যদি যায়েদ ও এজিদ রাজী হয় তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে। দুইজনের একজন উহাতে অসম্মত হইলে এই প্রকার ভাগ করা অসিদ্ধ হইবে। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর মতানুসারে বণ্টকী জমীর উপর যদি কোন ঘর থাকে, তাহা হইলে উহার মূল্য নির্ণয় করিয়া উহার মূল্য অংশীদারদের মধ্যে অংশানুসারে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। আর এমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর মতানুসারে জমি ভাগ করিয়া যাহার অংশে উক্ত ঘর পড়িবে, তাহাকে দাম দিতে হইবে, আর এমাম মোহাম্মদ (রহঃ)এর মতানুসারে ঘরের পরিবর্ত্তে অংশীদারদিগকে তাহার অংশের কিছু জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে। উহাতে যদি না কুলায়, তাহা হইলে ঘরের মূল্য ধরিয়া অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে।

কোন বাড়ী বা জমি বণ্টন করিবার পর যদি এরূপ দেখা যায় যে, একজনের বাড়ীর রাস্তা কিম্বা নালী অপর অংশীদারের জমির মধ্যে পতিত হইয়াছে ; আর উহা বণ্টন করিবার সময় এরূপ সর্ত্তও ছিল

না যে, এরূপ ঘটিবে একজনের রাস্তা বা নালা অপরের জমি লইয়া পড়িবে। তাহা হইলে সম্ভব হইলে ঐ রাস্তা ও নালি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইবে। যদি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পুনরায় নূতন করিয়া বাড়ী বণ্টন করিয়া দিতে হইবে ; এবং এরূপ ভাবে ভাগ করিতে হইবে, যেন প্রত্যেকের রাস্তা ও নালী, তাহার নিজ নিজ ভাগের মধ্যে পতিত হয়।

যদি কোন একটী ঘরের নীচের ও উপরের তালা এজমালী হয়, অথবা নীচের তালা এজমালী, উপরের তালা এজমালী নয়, অথবা উপরের তালা এজমালী, নীচের তালা এজমালী নয়। তাহা হইলে এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে উল্লিখিত তিন অবস্থায় ঘরের মূল্য ধরিয়া বণ্টন করিতে হইবে। আর এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে গজ দিয়া মাপিয়া বর্গ ফল বাহির করিতে হইবে। নীচের এক বর্গ গজের পরিবর্ত্তে উপরের দুই বর্গ গজ দিতে হইবে। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবও বর্গ ফল বাহির করিবার পক্ষপাতী, তবে তিনি উপর তালা ও নীচের তালার কোন প্রভেদ করেন না, নীচের এক বর্গ গজ উপরের এক বর্গ গজের তুল্য করিয়া বিভাগ করিতে বলেন। পরন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারেরই ফতোয়া হইয়াছে, অর্থাৎ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া অংশানুসারে ভাগ করিতে হইবে।

বণ্টন হইবার পর যদি কোন অংশীদার তাহার অংশ বুঝিয়া পাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু পরে আসিয়া আবেদন করে যে সে তাহার সমস্ত অংশ পায় নাই, ভুল ক্রমে তাহার অংশের কিয়দংশ অন্যের অংশের সামিল হইয়াছে, তবে সাক্ষ্য ব্যতীত তাহার আবেদনে কর্ণপাত করা হইবে না। কোন অংশীদার যদি এরূপ নালিশ উত্থাপন করে যে, সে তাহার বণ্টনের অংশ প্রাপ্ত হয় নাই। আর যদি দুইজন বণ্টনকারী এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার অংশ তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) এর মতানুসারে বণ্টনকারীদের কথা গ্রাহ্য হইবে, আর এমাম মোহাম্মদ

(রহঃ) ও এমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতানুসারে বণ্টনকারীদের কথা গ্রাহ্য হইবে না।

যদি কোন অংশীদার এরূপ নালিশ করে যে, তাহার বণ্টকী অংশ অর্থাৎ বণ্টন কবিবার পর সে যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অন্য অংশীদার বল-পূর্ব্বক কিয়দংশ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কাজী অসামীকে ডাকাইয়া এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন ; আসামী যদি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক (হলফ করিয়া) ইহা অস্বীকার করে, তাহা হইলে অভিযোগকারীর আবেদন অগ্রাহ্য হইবে।

কোন অংশীদার যদি তাহার অংশ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এরূপ অভিযোগ করে যে, তাহার অংশ হইতে অপর অংশীদার কিছু অংশ কাড়িয়া লইয়াছে ; আর সে এই সম্বন্ধে হল্‌ফ করে, আর পক্ষান্তরে প্রতিবাদীও যদি হলফ্ করিয়া তাহার প্রতি আরোপিত দোষ অস্বীকার করে, তাহা হইলে বণ্টন বাতিল হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় বার বণ্টনের আদেশ প্রদত্ত হইবে।

বণ্টনের পর যদি কোন অংশীদারের অংশ হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ যেমন অর্দ্ধেক কি এক তৃতীয়াংশ বা অনির্দ্দিষ্ট অংশ যেমন ৫ কি ১০ বর্গ গজ জমি অপর লোকের (অংশীদার ব্যতীত) অংশ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ঐ অংশীদার ঐ পরিমাণ জমি অন্যান্য অংশীদারগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু যদি সমস্ত জমি হইতে ঐ অংশ বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ব বণ্টন বাতিল হইয়া দ্বিতীয় বার বণ্টনের আদেশ দেওয়া যাইবে।

এজমালী সম্পত্তি পর্য্যায়ক্রমে (পালা করিয়া) ব্যবহার করা সিদ্ধ হইবে, (যেমন একটী এজমালী ঘরে এক অংশীদার এক মাস দ্বিতীয় অংশীদার তার পরের মাস ; কিম্বা এক অংশীদার নীচের তালা, দ্বিতীয় অংশীদার উপরের তালা, দুই মাস ব্যবহার করিবার পর পালা উল্টাইয়া লইল)।

كتاب المزارعة

জমি বর্গা (ভাগে) দেওয়ার বিবরণ।

উৎপন্ন শস্যের কোন বিশেষ অংশের পরিবর্ত্তে জমিনকে অন্য ব্যক্তির নিকট ক্ষেতি (চাষ) করিতে দেওয়াকে মুজারায়াত (বর্গা, ভাগে) বলে।

যায়েদ তাহার এক বিঘা জমি এজিদকে এই সূত্রে চাষ করিতে দিল যে, এজিদ ঐ ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন করিবে, যায়েদ তাহার অর্দ্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। অবশিষ্ট অংশ অবশ্য এজিদ পাইবে। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব মুজারায়াত (জমি বর্গা দেওয়া) সিদ্ধ করেন নাই। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় মুজারায়াত সিদ্ধ করিয়াছেন। এই দুই সাহেবদ্বয়ের মতের উপরই ফতোয়া হইয়াছে— অর্থাৎ জমি বর্গা দেওয়া সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মুজারায়াত সিদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্ন-লিখিত সর্ত্তগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঃ—

(১) জমি চাষ করিবার উপযুক্ত হওয়া চাই।

(২) পক্ষগণের উভয়েই বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া চাই, কোন পক্ষ উন্মাদ বা নাবালেগ না হয়।

(৩) কত বৎসরের জন্য বর্গা দেওয়া হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার। বর্ত্তমানে সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে চলিবে—
(দোর্রোল-মোখতার)।

(৪) কে বীজ দিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই।

(৫) কোন্ জাতীয় শস্য উৎপাদন করা হইবে, তাহার উল্লেখ থাকা চাই।

(৬) যে ব্যক্তি বীজ যোগাইবে না, তাহার অংশের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

(৭) জমি সম্পূর্ণরূপে বর্গাদারের (যে ব্যক্তি চাষ করিবার জন্য ভাগে জমি লইয়াছে) হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(৮) উৎপাদিত শস্যের উপর ভাগ নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার

বর্গদার (মুজারেয়) ও বর্গদাতার (যাহার জমি বাব্বুল আরদ) মধ্যে যদি এরূপ চুক্তি হয় যে, একজন উৎপাদিত শস্য হইতে অংশ ভাগ করিবার পূর্ব্বে কয়েক মণ বা পালি অগ্রে তাহার নিজের জন্য গ্রহণ করিবে, পরে বাকী শস্য তাহাদের নিরূপিত অংশে বিভাগ করিয়া লইবে, তাহা হইলে তাহা দোরস্ত (আইন সঙ্গত) হইবে না। অথবা যদি ভিন্ন জমিতে উৎপাদিত শস্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পাইবে, তাহা হইলে তাহাও অসিদ্ধ হইবে। যেমন যায়েদ নামক এক ব্যক্তি এজিদ নামক এক ব্যক্তির দুইখানা জমি চাষ করিবার জন্য গ্রহণ করিল যে "ক" নামক জমিতে যে ধান উৎপন্ন হইবে, তাহা সে নিজে গ্রহণ করিবে; আর "খ" নামক ক্ষেত্রে যে তামাক উৎপন্ন হইবে, তাহা (তামাক) এজিদকে দিবে। এরূপ বন্দোবস্ত না-দোরস্ত হইবে। (কিন্তু "ক" নামক ক্ষেত্রে যে ধান উৎপন্ন হইবে, তাহা উভয়কেই অংশানুসারে ভাগ করিয়া লইতে হইবে এবং "খ" নামক ক্ষেত্রে যে তামাক জন্মিবে তাহাও উভয়কে অংশানুসারে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ হইবে। এই প্রকার যদি সর্ত্ত করে যে, যে ব্যক্তি বীজ দিয়াছে সে তাহার বীজ কাটিয়া লইবে, অথবা যে ব্যক্তি খাজানা দিয়াছে, সে তাহার খাজানার টাকা কাটিয়া লইবে, তাহা হইলেও উহা (বর্গা দেওয়া) অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু যদি খাজনার টাকার জন্য উৎপন্ন শস্যের উপর কোন ভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে সিদ্ধ হইবে। যেমন যায়েদ নামক এক ব্যক্তির একখণ্ড জমি এজিদ নামক কৃষকের নিকট এই বন্দোবস্তে বর্গা দিল যে, ঐ জমির খাজনার বাবদ উৎপাদিত শস্য হইতে ১০ অংশের ১ অংশ বা ৫ অংশের ১ অংশ কাটিয়া লইয়া, বাকী ১০ অংশের ৯ অংশ বা ৫ অংশের ৪ অংশ দুইজনে সমানাংশে বা দুই তৃতীয়াংশে ভাগ করিয়া লইবে, তাহা সিদ্ধ হইবে।

এই প্রকার যদি একজনে ধান লওয়ার,—অন্য জনের খড় লওয়ার চুক্তি করে, তবে বর্গা বাতিল অর্থাৎ অশুদ্ধ হইবে। কিম্বা যে ব্যক্তি বীজ দিয়াছে, সে সমস্ত খড় ও শস্যের অর্দ্ধেক লইল, অন্য জনকে শুধু

শস্যের অর্দ্ধেক দিল, তাহা হইলে ইহা অশুদ্ধ হইবে। অথবা একজনে সমস্ত শস্য ও খড়ের অর্দ্ধেক লইল, অন্য জনে বাকী খড় লইল, তাহাও এই প্রকার অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যদি এমন কথা হয় যে, ক্ষেত্রে যে ধান্য উৎপন্ন হইবে, তাহা সমানাংশে বিভক্ত হইবে, আর ঐ ধান্য হইতে যে চিটা পাওয়া যাইবে, তাহা শুধু বীজদাতার প্রাপ্য হইবে; অথবা চিটার কথা যদি কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ হইবে।

নিম্ন-লিখিত ৭টী সর্ত্তে উপরের ৩টী শাস্ত্রানুযায়ী সিদ্ধ, আর ৪টী অসিদ্ধ।

১। একর্জনের জমি ও বীজ, অন্য জনের গরু-লাঙ্গল ও পরিশ্রম।

২। একজনের জমি; অপরের বীজ, গরু, লাঙ্গল ও পরিশ্রম।

৩। একজনের জমি, গরু, লাঙ্গল, বীজ; অন্য জনের পরিশ্রম।

৪। একজনের জমি ও গরু,লাঙ্গল; অন্য জনের বীজ ও পরিশ্রম।

৫। একজনে জমি ও পরিশ্রম; অন্য জনের গরু,লাঙ্গল ও বীজ।

৬। একজনের জমি, গরু, লাঙ্গল ও পরিশ্রম; অন্য জনের বীজ।

৭। একজনের জমি, বীজ, পরিশ্রম; অন্য জনের গরু ও লাঙ্গল।

বর্গাদাতা (যাহার জমি) বর্গাদারের (যে চাষের জন্য লইয়াছে) মধ্যে যে নিয়মানুসারে উৎপাদিত শস্যের ভাগের বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই নিয়মানুসারে ভাগ করিতে হইবে। যায়েদ যদি এজিদের জমি এই সর্ত্তে বর্গা লইয়া থাকে যে, জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আর্দ্ধেক কিম্বা দুই তৃতীয়াংশ যায়েদ পাইবে, এজিদ বাকী অংশ পাইবে, তাহা হইলে ঐ সর্ত্তানুযায়ী ভাগ করিয়া দিতে হইবে। যদি জমতিতে কোন শস্য উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে পারিশ্রমিক বাবদ দ্বিতীয় ব্যক্তি (বর্গাদার) কিছুই পাইবে না। বর্গার কথা পাকাপাকি হওয়ার যদি দুই জনের কেহ সর্ত্তানুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কাজী ঐ অস্বীকারকারী ব্যাক্তকে ঐ সর্ত্তানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। তবে যে ব্যক্তি বীজ দিতে স্বীকার

করিয়াছিল, সে যদি বীজ বপনের পূর্ব্বে বীজ দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে কাজী তাহাকে বাধ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু বীজ বপন হইয়া গেলে, আর সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না, কাজী তাহাকে বাধ্য করিতে পারিবেন।

অসিদ্ধ মুজারায়াতে (যে বর্গা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ নহে) অবস্থায় যত শস্যাদি উৎপন্ন হইবে, তাহার সমস্ত ফসলই বীজ দাতা প্রাপ্ত হইবে। আর অপর ব্যক্তির যদি জমি হয়, তাহা হইলে সে শুধু প্রথম ব্যক্তির (বীজদাতার) নিকট হইতে জমির ভাড়া (খাজনা) আদায় করিয়া লইতে পারিবে। আর উক্ত ব্যক্তি যদি বর্গাদার হয়, তাহা হইলে সে তাহার পারিশ্রমিক পাইবে। এই অবস্থায় উক্ত ভাড়া ও পারিশ্রমিক ইতিপূর্ব্বে যদি তাহা স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে অতিরিক্ত পাইবে না।

উপরোক্ত মত এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) পোষণ করেন ; কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন, সর্ত্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতে হইবে না, তাহা বেশী হউক বা কম হউক উপযুক্ত মজুরী ও ভাড়া দিতে হইবে।

যদি এক মাস্থম শেষ হইয়া গিয়া থাকে, আর জমির মালীক তাহার জমি বর্গা দিতে ইচ্ছুক না হয়, তাহা হইলে বর্গাদারকে জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে, আর যদি বর্গাদার উক্ত জমি চাষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে শস্যের জন্য কোন দাবী করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহার মজুরী তাহাকে দিতে হইবে।

জমির মালীক কিম্বা বর্গাদার যদি বীজ বপনের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে মুজারায়াত (বর্গা স্বত্ব) বলবৎ থাকিবে না। অর্থাৎ উহা বাতিল হইয়া যাইবে। শস্য জন্মিবার পূর্ব্বে কিম্বা ফল পাকিবার পূর্ব্বে যদি জমির মালীককে ঋণ পরিশোধের জন্য জমি বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বর্গাদারকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া জমি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে ; কিন্তু যদি শস্য জন্মিয়া থাকে, কিংবা গাছে ফল জন্মিয়াছে এখনও কাটা বা পাড়া হয় নাই,

তাহা হইলে শস্য না কাটা ও ফল না পাড়া পর্য্যন্ত জমি বিক্রয় হইতে পারিবে না।

মুজারায়াতের মাসুম (ফসল বপনের সময়) যদি শেষ হইয়া গিয়া থাকে, কিন্তু শস্য পাকিয়া না থাকে, তাহা হইলে শস্য পাকা পর্য্যন্ত যে অতিরিক্ত সময় লাগিবে, তদ্দরুণ উভয়কে তাহার অংশানুসারে ভাড়া দিতে হইবে; এবং এই অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত আনুসঙ্গিক খরচ লাগিবে, যেমন শস্য কাটিবার, আটি বাঁন্ধিবার, বহন করিবার, ঝাড়িবার প্রভৃতি খরচও অংশানুসারে উভয়কে দিতে হইবে। যদি এই সকল খরচা বহন করিবার ভার বর্গাদারের উপর দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুজারায়াত বাতিল হইয়া যাইবে। (কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর মতানুসারে বাতিল হইবে না)। এমাম সুরখ্সিও (রহঃ) এমাম ইউসফ (রহঃ)এর মত পোষণ করেন। শরেহ্ বেকায়ার ব্যাখ্যা কর্ত্তা বলেন যে, শস্য পরিপক্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত যত খাটনি (পরিশ্রম) ও খরচ লাগে, তাহা বর্গাদারকেই বহন করিতে হইবে। আর শস্যাদি পাকিবার পর যাহা খরচাদি হয়, তাহা উভয়কে অংশানুসারে বহন করিতে হইবে।

كتاب المساقات

ফসলের অংশের পরিবর্ত্তে বৃক্ষাদি রক্ষার বিবরণ

মোসাকাত অর্থে এই বুঝায় যে, কোন বৃক্ষের ফল কেহ রক্ষা করিলে (পাহারার কার্য্য করিলে) তাহাকে ফলের অংশ দেওয়া হইবে।

মুজারায়াতে (বর্গা জমি) যে সমস্ত বিধি ও সর্ত্ত বর্ণিত হইয়াছে, মোসাকাতেও সেই সমস্ত বিধি ও সর্ত্ত পালন করিতে হইবে। তবে এই স্থলে বৎসরের সংখ্যা না লিখিলে চলিবে।

বৎসরের আরম্ভে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহার মোসাকাত সিদ্ধ হইবে। ফুটি, তরমুজ, শসা, কাঁকুর, খরমুজ প্রভৃতি ফলের জন্য মোসাকাত সিদ্ধ আছে। উহাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই। যত দিন পর্য্যন্ত ফসল জন্মিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মোসাকাত চলিতে থাকিবে।

যদি মোসাকাতে এইরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট করা যায় যে, যে সময়ে ফসল পরিপক্ক হওয়ার সম্ভব হয় না, তাহা হইলে মোসাকাত বাতিল অর্থাৎ অসিদ্ধ হইবে।

আর যদি এরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট হয়, যে ঐ সময়ের মধ্যে ফসল, সময় সময় তৈয়ার হইয়া যায়, সময় সময় হয় না তাহা হইলে মোসাকাত বাতিল হইবে না বরং সিদ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফসল পরিপক্ক না হয়, তাহা হইলে ফসলের তত্ত্বাবধায়ককে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া মালীক সমস্ত ফসল গ্রহণ করিবে। খেজুর, আঙ্গুর, আম, কাঁটাল, লিচু ইত্যাদি ফলের বৃক্ষে এবং তরিতরকরী—যেমন করলা, বেগুণ, কদু; ঝিঙ্গা, তরই, সিম, ধুন্দুল, বরবটী প্রভৃতি জাতীয় গাছে ফসল অপরিপক্ক অবস্থায় থাকিলে মোসাকাত সিদ্ধ হইবে। কিন্তু পক্ক অবস্থায় সিদ্ধ হইবে না।

মালীক (যাহার জমি) ও বর্গাদার (যে জমি ভাগে চাষ করিতে লইয়াছে) উভয়ের মধ্যে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে মোসাকাত ভগ্ন হইবে না। মালীকের মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ অথবা বর্গাদারের মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ মালীক বা বর্গাদারের স্থলে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে ; এবং একের (মালীক বা বর্গাদারের) অনিচ্ছা স্বত্বেও অপরের উত্তরাধিকারিগণ মোসাকাত বজায় রাখিতে পারিবে। যদি বর্গাদার পীড়িত হইয়া পড়ে তাহা হইলে বিশেষ প্রয়োজনীয় অবস্থা না হইলে মোসাকাত ভঙ্গ হইবে না।

জবাহ্ করা জন্তুর বিবরণ।

যে সমস্ত জন্তু জবাহ্ করা উচিত, (অর্থাৎ যাহা হালাল) তাহাদিগকে যথা নিয়মে জবাহ্ না করিলে হারাম হইবে। মৎস্য অথবা টিড্ডি (প্রজাপতি বিশেষ) জবাহ্ করিবার তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই ; কেননা তাহারা জন্তুর মধ্যে গণ্য নহে।

বিস্মিল্লাহ্ বলিয়া জবাহ্ করাকে আরবীতে যকাৎ ذكوة বা তয্‌কিয়া تزكية বলে। সুতরাং যকাৎ শব্দ বিস্মিল্লাহের সহিত মিলিত হইলে জবাহ্ করা বুঝিতে হইবে।

যকাৎ দুই প্রকার যথা :—(১) যকাতে জরুরি বা এজ্‌তেরারী অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যকীয় যকাৎ,(২)যকাতে এখ্‌তেয়ারী অর্থাৎ ইচ্ছাধীন যকাৎ। কোন জন্তু অথবা প্রাণীকে শরীরের কোন এক অংশে আঘাত করিয়া বধ করা হইলে, তাহাকে যকাতে এজতেরারী বলে। যেমম চলন্ত পশু, উড়ন্ত কিম্বা বৃক্ষে বসা পাখীকে তীর বা অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা বধ করা। যকাতে এখ্‌তেয়ারী অনুসারে হল্‌ক ও বক্ষস্থলের মধ্যস্থানে জবাহ্ করা উচিত এবং তদনুসারে শ্বাস প্রশ্বাসের রগ, আহারাদির রগ ও রক্ত চলাচলের দুই পার্শ্বের দুইটী রগ কাটিতে হইবে। গলাতে যে উচ্চ হাড় আছে, তাহার উপর জবাহ্ করা নিষিদ্ধ বা যায়েজ নাই। উল্লিখিত চারিটী রগের মধ্যে যে কোন তিনটী কাটা গেলে জবাহ্ হালাল অর্থাৎ শুদ্ধ হইবে।

উল্লিখিত চারিটী রগ কাটা যাইয়া রক্ত নির্গত হইলে, যে কোন ধারাল ছুরীকা দ্বারা জবাহ্ করা দোরস্ত আছে। তবে দাঁত ও অঙ্গের সংযুক্ত নখর দ্বারা জবাহ্ করা দোরস্ত নাই, কিন্তু নখ ও দাঁত যদি শরীর হইতে পৃথক করা হয়, তবে উহা দ্বারাও হানিফী মোজহাবের মতে জবাহ্ করা দোরস্ত আছে; কিন্তু মক্‌রুহ হইবে। আর সাফেয়ী মোজহাবের মতে দোরস্ত হইবে না।

জন্তুটী শোয়াইবার পূর্ব্বে ছুরীতে তেজ দেওয়া মস্তাহাব, আর শোয়াইবার পরে মক্‌রুহ্। প্রথমে উহাকে এক জায়গায় শোয়াইয়া তৎপর পা ধরিয়া অন্য জায়গায় টানিয়া দেওয়া, অথবা উপরের দিক দিয়া জবাহ্ করা মক্‌রুহ্। কিন্তু চারিটী রগ কাটা যাওয়া পর্য্যন্ত যদি জন্তুটী জীবিত থাকে, তবে হালাল অর্থাৎ শুদ্ধ হইবে, অন্যথায় নহে। এইরূপ কঠোরভাবে জবাহ্ করা—অর্থাৎ যাহাতে ছুরী একেবারে মগজে যাইয়া পৌঁছে, অথবা মৃত্যুর পূর্ব্বে খাল খেঁচা অথবা মস্তক ছেদন করাও মক্‌রুহ্।

জবাহ্ করার শর্ত্ত। ১। জবাহ্‌কারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি জবাহ্ করিবে, সে মুসলমান অথবা ইহুদি কিম্বা নাসারা হওয়া অর্থাৎ কেতাবওয়ালা হওয়া আবশ্যক। তবে দেখিতে হইবে, সে আহলে

কেতাব বা কেতাবি যদি পবিত্র খোদার নাম ছাড়িয়া অন্য কোন নামে জবাহ্ করে, তবে তাহা (দোরস্ত) শুদ্ধ হইবে না এবং তাহা ভক্ষণ করা হারাম হইবে। এইরূপ যদি কোন মুসলমান খোদাতালার নামের পরিবর্ত্তে অন্য কোন পীর বা ওলীর নাম লইয়া জবাহ্ করে, তবে তাহাও হারাম এবং খাওয়া অসিদ্ধ হইবে।

২। জবাহ্কারীর বিস্মিল্লাহ্ পড়িতে ও জবাহ্ করিতে সক্ষম হওয়া নিতান্ত দরকার। ফলতঃ সে পাগল, বালক বা স্ত্রীলোক হইলেও কোন ক্ষতি নাই। তাহার জবাহ্ হালাল ও শুদ্ধ হইবে। পক্ষান্তরে তাহারা বিস্মিল্লাহ্ পড়িতে ও জবাহ্ করিতে অক্ষম হইলে জবাহ্ শুদ্ধ হইবে না। যে ব্যক্তি বোবা অথবা যাহার এখনও খৎনা হয় নাই, এরূপ ব্যক্তি জবাহ্ করিলেও যায়েজ বা শুদ্ধ হইবে।

মূর্ত্তি ও অগ্নি-উপাসক এবং মোর্তেদের জবাহ্ করা জন্তু হালাল ও শুদ্ধ হইবে না। এই প্রকার যে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিস্মিল্লাহ্ শব্দ না বলিয়া জবাহ্ করে, তাহার পক্ষেও জবাহ্ করা হারাম। আর ভুল ক্রমে বিস্মিল্লাহ্ না বলিলে সে অন্য কথা এবং তাহা শুদ্ধও হইবে।

বিস্মিল্লাহ্র সহিত অন্য কিছু যোগ করিয়া পড়িলে মক্রুহ্ হইবে, এমন কি তাহার সহিত অন্য কোন নাম পৃথক ভাবে যুক্ত করিয়া পড়িলেও জবাহ্ হারাম হইবে। খোদার নামে কিম্বা অমুকের নামে অথবা খোদার ও অমুকের নামে জবাহ্ করিতেছি, আর যদি বিস্মিল্লাহ্ পড়িবার পূর্ব্বে অথবা জবাহ্ করিবার পরে অন্য কোন দোওয়া পড়ে, তবে মক্রুহ হইবে না।

উটকে নহর করা (অর্থাৎ গরদানের নীচে বর্শা বিদ্ধ করা বা মারা), আর গরু ও ছাগলকে জবাহ্ করা মস্তাহাব। পক্ষান্তরে উটকে জবাহ্ করা, গরু ও ছাগলকে নহর করা মক্রুহ্। যে বন্য জন্তু পোষ মানে, তাহাকে জবাহ্ করা আবশ্যক ; আর যদি কোন গৃহ-পালিত জন্তু বন্য হইয়া যায়, এবং তাহাকে পুনরায় ধরা দুষ্কর হইয়া পড়ে অথবা যদি কোন জন্তু কূপে পড়িয়া যায়, এবং

তাহাকে জবাহ্ করা আবশ্যক হয়, তবে উহাকে শুধু জখম করিলেই হালাল হইবে।

যদি কোন জবাহ্ করা গাভীর পেটে বাছুর পাওয়া যায়, তবে তাহা অর্থাৎ বাছুরটী এমাম আবু হানিফা (রহঃ) মতানুসারে হারাম কিন্তু যদি উহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে, তবে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ), মোহাম্মদ (রহঃ) ও শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবদের মতানুযায়ী হালাল হইবে, অন্যথায় হারাম। সে বাছুরকে যদি জীবিতাবস্থায় বাহির করা যায়, সকল এমামের মতানুসারে উহাকে জবাহ্ করিয়া হালাল করিতে হইবে।

যে সকল পশু ও পক্ষী থাবা অথবা দাঁত দ্বারা শিকার করে, অথবা যাহারা মাটির নীচে বাস করে, তাহাদিগকে খাওয়া হারাম বা নিষেধ। এতদ্ভিন্ন গৃহ পালিত গাধা, খচ্চর, ঘোড়া, গোসাপ, বুশু, কচ্ছপ, বন্যকাক, কুঞ্চকাক, হস্তি, বন্যইন্দুর ও বেঁজী খাওয়া হারামের মধ্যে গণ্য। জলচর জন্তুর মধ্যে মৎস্য, জরিচ ও বান মাছ ব্যতীত বাকী সব হারাম। মৎস্য যদি আপনা হইতে মরিয়া পানীর উপর ভাসিয়া উঠে, তবে উহা খাওয়া হারাম। মৎস্য ও পঙ্গপাল জবাহ্ না করিয়া খাওয়াও হালাল। পক্ষান্তরে খরগোশ, ক্ষেতের কাক,— যে কাক মাত্র শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, এবং দাঁড় কাক (যে কাক শস্য ও মৃত জন্তু খাইয়া প্রাণ রক্ষা করে) তাহাদিগকে জবাহ্ করিয়া হালাল করিতে হইবে।

কোরবানীর বিবরণ।

একটী উট অথবা একটী গরু এক হইতে সাত জনের পক্ষ হইতে, আর একটী ছাগল, মাত্র একজনের পক্ষ হইতে কোরবানী করা চলিবে। কোরবানী যখন সাত জনের পক্ষ হইতে হইবে, তখন প্রত্যেকেরই সমান অংশ থাকা আবশ্যক ; অন্যথায় কাহারও কোরবানী দোরস্ত হইবে না এবং সাত জনের মধ্যে ওজন করিয়া গোস্ত বণ্টন করিতে হইবে। অনুমাণ বা টুকরা হিসাব করিয়া ভাগ করিলে

চলিবে না—অর্থাৎ দোরস্ত হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক অংশে কতক গোস্ত ও কতক পরিমাণ হাড় পড়িলে অনুমান বা গণনা করিয়া ভাগ করা যাইতে পারে।

এক ব্যক্তি কোরবানীর নিয়েত করিয়া গরু ক্রয় করিলে, তদনন্তর অন্য ছয় ব্যক্তির তাহাতে শরিক হওয়া এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুযায়ী মকরুহ্; এমাম জাফর (রহঃ)এর মতানুসারে অন্যায় বা না-দোরস্ত এবং অন্যান্য এমাম (রহঃ)গণের মতে দোরস্ত। অতএব খরিদের সময় অংশিদার হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

যাহার উপর সদ্‌কায়ে ফেৎরা ওয়াজেব বা ফরজ হইয়াছে, তাহার পক্ষে কোরবানী দেওয়াও ফরজ। ছোট ছেলের* উপর জাহেরী রওয়ায়েত অনুসারে কোরবানী ফরজ না হইলেও, এমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর এক রওয়ায়েত অনুসারে ফরজ রহিয়াছে। এস্থলে জাহেরী রওয়ায়েতের উপরই ফতোয়া নির্ভর করে। আর নাবালেগ ছেলে মালদার হইলে পিতা কিম্বা আত্মীয় (অভিভাবক) তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করিবে। নাবালেগের খাওয়ার পর যে গোস্ত বাকী (অবশিষ্ট) থাকিবে, তাহা এমন বস্তুর সহিত পরিবর্ত্তন করা চাই, যাহা নিজে ব্যবহার করিয়া লাভবান হওয়া যায়, যথা ঃ—কাপড়, জুতা ইত্যাদি। কিন্তু টাকা পয়সার সহিত পরিবর্ত্তন করা দোরস্ত নাই।

ঈদের নামাজের পরে কোরবানী করাই সহরবাসীদের কর্ত্তব্য। তাহাদের কোরবানীর সময় ঈদের নামাজের পর হইতে আরম্ভ হয়। নামাজের পূর্ব্বে কোরবানী করা তাহাদের পক্ষে যায়েজ নাই। আর যে ব্যক্তি সহরবাসী নয়—(গ্রাম বা পল্লীবাসী) তাহার কোরবানীর সময় (জেলহজ্জ চাঁদের দশ তারিখ) ফজর বা সূর্য্যোদয়ের পর হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দুই অবস্থাতেই জেলহজ্জ চাঁদের ১২ই তারিখে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোরবানীর শেষ সময়। গ্রামবাসী সহরে যাইয়া কোরবানী করিলে সহরের নিয়মই পালন করিবে। আর সহরবাসী গ্রামে জবাহ্ করিলে গ্রামের নিয়মই প্রতিপালিত হইবে।

* মনে করুন, কোরবানীর প্রথম সময়ে কোন ব্যক্তি মালদার ছিল,

কিন্তু জেলহজ্জের বার তারিখে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার অবস্থা নিত্যান্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় কোরবানী দেওয়া তাহার উপর ফরজ নহে। পক্ষান্তরে প্রথম সময় দরিদ্র ও শেষ সময় মালদার হইলে তাহার উপর কোরবানী ফরজ হইবে। কোরবানীর শেষ সময়ে যদি কোন সন্তান জন্মে এবং সে প্রচুর সম্পত্তির মালীক হয়, তবে তাহার পক্ষে কোরবানী দেওয়া ফরজ হইবে এবং তাহার ওলি বা ওছি তাহার পক্ষ হইতে যথা নিয়মে কোরবানী করিবে। কিন্তু যদি কোন মালদার ব্যক্তি কোরবানীর শেষ সময়ে মারা যায়, তবে তাহার উপর যে কোরবানী ফরজ ছিল, তাহা আর তাহাকে আদায় করিতে হইবে না। কোরবানীর জন্তু রাত্রে জবাহ্ করা মক্রুহ। আমাদের দেশে যাহারা ঈদের নামাজ পড়ে, তাহারা সাধারণতঃ সহর-বাসীর মধ্যে গণ্য। সুতরাং তাহাদিগকে নামাজের পর কোরবানী করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট জন্তুকে কোরবানী করিবার জন্য মানত করিয়া তাহা আদায় না করে, অথবা যাহার উপর কোরবানী ফরজ হয় নাই, এমন কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য কোন জন্তু ক্রয় করিয়া কোরবানী আদায় করিতে না পারে, এবং কোরবানীর সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তবে তাহাদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট জন্তুটী ছদকা করিয়া দিতে হইবে। আর যে ব্যক্তির উপর কোরবানী ফরজ হইয়াছে, সে কোরবানী না করিলে এবং কোরবানীর সময় চলিয়া গেলে, যে কোন অবস্থাতেই হউক, তাহাকে একটী জন্তুর মুল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে।

কোরবানীর উপযুক্ত জন্তু।

দুম্বা (বা ভেড়া) ছয় মাসের, ছাগল এক বৎসরের, গরু ও মহিষ দুই বৎসরের এবং উট পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক হইলে কোরবানী করা চলিবে না। শিঙ্গ ভাঙ্গা, খাসী করা ও পাগল জন্তু যদি ঘাস খায়, তবে তাহাদিগকে কোরবানী করা দোরস্ত আছে। কিন্তু অন্ধ, কাণা, খোঁড়া ও লেংড়া—যাহারা হাটিতে অক্ষম, তাহাদিগকে কোরবানী

করা দোরস্ত নাই। এইরূপ কোন জন্তুর কর্ণ, নেজ অথবা এক চক্ষের তিন ভাগের এক ভাগ কাটা গেলে অথবা নষ্ট হইলে তাহাকে কোরবানী দেওয়া দোরস্ত নাই।

কোরবানীর পূর্ব্বে তাহার সপ্ত অংশীদারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণের সম্মতি লইয়া কোরবানী করিলে দোরস্ত হইবে,—ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ)এর মত; কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর মতে তাহা দোরস্ত নাই। তবে কোরবানী কেরান ও তামাত্যুওর * জন্য একটী মাত্র গাভী কোরবানী করিলে তাহা দোরস্ত হইবে।

সপ্ত শরীকের মধ্যে যদি কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক অথবা এমন কোন মুসলমান পেটুক (যাহার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভক্ষণ করা—কোরবানী করা নহে) থাকে, তবে কোরবানী কাহারও পক্ষ হইতে দোরস্ত হইবে না। কোরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ান উচিত এবং তিন অংশের একাংশ দান করা মস্তাহাব। কিন্তু অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকিলে তাহাদিগকে দান করাই বিধেয়। সক্ষম হইলে এবং নীতি-নিয়ম জানা থাকিলে নিজ হাতে জবাহ্ করাই উত্তম। অন্যথায় উপযুক্ত মুসলমান ব্যক্তিকে আদেশ করিতে হইবে; কিন্তু এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অন্য কোন আহলে কেতাব জবাহ্ করিলে কোরবানী মক্রুহ্ হইবে।

কোরবানীর চামড়া ছদকা অথবা তাহা দ্বারা কোন জিনিষ তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করা বিধেয়। পরিবর্ত্তন করা দরকার হইলে উহাকে এরূপ কোন বস্তুর সহিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহা কতক সময় ব্যবহার করা চলে, যেমন কাপড়, থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি। কিন্তু উহা টাকা পয়সার সহিত বিনিময় করা যায়েজ নাই। অবশ্য কোন বিশেষ কারণে তাহাও দরকার হইলে সে টাকা পয়সা ছদকা করিয়া দিলে চলিতে পারে।

---

* কেরান ও তামাত্যুও এ বিষয় কেতাবুল হজ্জে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা বা বয়ান করা হইয়াছে।

দুই ব্যক্তি ভুলক্রমে একে অন্যের ছাগল জবাহ্ করিলে উভয়ের কোরবানীই দোরস্ত হইবে এবং তাহাদিগকে কোন দেয় বা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। যদি কাহারও ছাগল গছব বা জোর করিয়া কোরবানী করা হয়, তবে কোরবানী শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু উক্ত ছাগলের মূল্য মালীককে দিতে হইবে। আমানতি ছাগল কোরবানী করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে না, এবং তাহার মূল্য মালীককে দিতে হইবে।

মক্রুহের বিবরণ।

এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব মক্রুহ্‌কে হারাম বলিয়া স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু হারাম অবলম্বন করিলে যে শাস্তি হইবে, মক্রুহ্ অবলম্বন করিলেও তাহাই হইবে ; ইহাই তাঁহার মত। এমাম আবু-হানিফা (রহঃ) ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেব মক্রুহ্ তাহরিমাকে * হারামের কাছাকাছি অর্থাৎ নিকটে এবং মক্রুহ্ তন্‌জীহ্‌কে হালালের নজদিকে স্থান দিয়াছেন।

পান-ভোজন ও মক্রুহ্।

মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পান ও ভোজন আবশ্যক হয়। দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবার ও রোজা রাখিবার শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য পানাহার করা পুণ্যের কাজ এবং শরীরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তৃপ্ত হইয়া খাওয়া মোস্তাহাব। কিন্তু তৃপ্তির অতিরিক্ত খাওয়া হারাম। তবে রোজা রাখিবার উদ্দেশ্যে অথবা মেহমান বা অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে অতিরিক্ত খাইলে হারাম হইবে না।

গাধার দুধ সকল এমামের মতানুসারেই মক্রুহ্। এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে উটের প্রস্রাব হারাম বটে, কিন্তু এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব ইহাকে হারাম বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেব ইহাকে কেবলমাত্র রোগীর ঔষধের জন্য হালাল রাখিয়া গিয়াছেন।

স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে করিয়া আহার ও পান করা, তৈল খোসবু

* মক্রুহ্ দুই প্রকার তাহরিমা ও মক্রুহ্ তন্‌জীহ্।

রাখা মক্রুহ্। কিন্তু রাং, কাচ ও ফিরোজা পাথরের নির্ম্মিত পাত্রে পানাহার করা ও কোন বস্তু রাখা দোরস্ত আছে। এইরূপ রূপার গিল্টি করা পাত্র অথবা চেয়ার ব্যবহার করা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে দোরস্ত রহিয়াছে; কিন্তু পাত্রে মুখ লাগাইবার স্থানে এবং চেয়ারে চাপা দিয়া বসিবার স্থানে রূপা জড়িত থাকিলে চলিবে না। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ)এর মতানুসারে গিল্‌টী করা বস্তু ব্যবহার করা মক্রুহ্।

কারবার সম্বন্ধে কাফেরের কথায়ও আস্থা স্থাপন করা যায়। যদি কোন কাফের আপন ব্যবসায়ের উন্নতির অভিপ্রায়ে তাহার মুসলমান ক্রেতাদিগকে বলে, আমি এ গোস্ত কোন মুসলমান অথবা আহলে কেতাবের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি, তাহা হইলে সে গোস্ত খাওয়া হালাল হইবে। কিন্তু যদি সে কোন অগ্নি-উপাসকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহা দোরস্ত হইবে না।

ব্যবসায়, ক্রয়-বিক্রয় ও প্রতিনিধি করা সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তির কথাই বিশ্বাস যোগ্য। ইহাতে স্ত্রী, পুরুষ, স্বাধীন, অধীন, মুসলমান ও কাফেরে কোন প্রভেদ নাই। ফলতঃ যখন কোন ব্যক্তি আপনাকে কাহারও সহকারী কার্য্য সম্পাদক বলিয়া প্রকাশ করে, তখন তাহা বিশ্বাস যোগ্য। উপহার ও এজেন বা আদেশ সম্বন্ধে নাবালেগ্ ও গোলামের কথা বিশ্বাস যোগ্য। সুতরাং যখন কোন নাবালেগ্ কোন বস্তুর বাহক হইয়া মালীকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেরকের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে, তখন তাহাকে বিশ্বাস করিয়া উক্ত বস্তু গ্রহণ করা দোরস্ত রহিয়াছে। এইরূপ কোন গোলাম কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মনিবের আদেশ জ্ঞাপন করতঃ কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাকে বিশ্বাস করাও জায়েজ রহিয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংবাদদাতা বিশ্বাসী, সৎ এবং ধার্ম্মিক হওয়া নিত্যান্ত আবশ্যক। কোন ধার্ম্মিক স্বাধীন কিম্বা অধীন মুসলমান কোন এক নির্দ্দিষ্ট পাত্রের পানী খারাপ বলিয়া মত প্রকাশ করিলে, সে পানীর দ্বারা অজু করা শুদ্ধ হইবে না। এস্থলে অজু করার চেয়ে তায়াম্মোম

করাই অপেক্ষাকৃত ভাল। সংবাদ দাতা বদমায়েশ কিম্বা অজ্ঞাত চরিত্রের হইলে তাহার উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া নিজের বিবেকের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ। সংবাদ দাতার সততার প্রতি মন অধিক আকৃষ্ট হইলে উক্ত পানী ফেলিয়া দিয়া তায়াম্মোম করা উচিত। এতদন্যথায় অজু ও তায়াম্মোম উভয় করাই ভাল।

কোন বিবাহ-শাদীর নিমন্ত্রণে নাচ, গান ও বাদ্য হইবে বলিয়া জানা থাকিলে তাহাতে উপস্থিত হওয়া দোরস্ত নাই। পূর্ব্ব হইতে ইহার কিছুই অবগত না থাকিলে উপস্থিত হইয়া ক্ষমতানুযায়ী লোক দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করা উচিত। অন্যথায় মোকতাদা (ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকে যাহার কথা পালন করে) হইলে সে স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তবে মোক্তাদা না হইলে সে স্বতন্ত্র কথা এবং এ অবস্থায় সে বিবাহ সভায় বসিয়া থাকিলেও ক্ষতি নাই।

পোষাকের মক্‌রুহ্।

পুরুষের মধ্যে খাঁটি রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম। তবে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ রেশমের পাড়, কিনারা (হাসিয়া) কিম্বা কাজ থাকিলে চলিতে পারে। পুরুষ কোন অবস্থায়ই রেশমের কাপড় ব্যবহার করিতে পারিবে না, ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মত, কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব যুদ্ধের সময় খাঁটি রেশমের কাপড় ব্যবহার করাও পুরুষের জন্য দোরস্ত রাখিয়াছেন।

খাঁটি রেশমী কাপড়ের বালিশ ও বিছানা ব্যবহার করা এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) মতানুসারে মক্‌রুহ্ এবং এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব জায়েজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তানা রেশম ও বানা (পড়িয়ান) অন্য সূতার হইলে তাহা ব্যবহার যোগ্য। কিন্তু বানা রেশমের ও তানা অন্য সূতায় নির্ম্মিত হইলে যুদ্ধের সময় ব্যতীত পুরুষগণ কোনও ক্রমেই তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

সোনা ও রূপার আঙ্গটী, কোমর বন্ধ, তরবারীর বাঁট বা হাতা এবং নাগিনার ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য সোনার সুঁই রৌপ্য নির্ম্মিত জিনিষ ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে জায়েজ আছে। স্ত্রী জাতি সকল প্রকার রেশমী কাপড় ও সোনা রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু পাথর, লৌহ ও পিতলের আঙ্গটী ব্যবহার করা তাহাদের জন্য নিষেধ। তবে সোনা ও রূপার আঙ্গটীতে যদি পাথরের বা ফিরোজার নগিনা বসান হয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। সাধাণরতঃ আঙ্গটী না পরা মস্তাহাব; কিন্তু বাদশাহ্, কাজী ও হাকিম নিরাপত্তিতেই পরিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই।

এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব স্বর্ণ এবং রৌপ্য দ্বারা দাঁত বাঁধান জায়েজ আছে বলিয়া সমর্থন করেন। কিন্তু এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব রৌপ্যদ্বারা বাঁধান দোরস্ত এবং স্বর্ণ দ্বারা বাঁধান না-দোরস্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বালকদিগকে রূপার গহনা এবং রেশমের কাপড় পরাণ ভাল নহে, অর্থাৎ মক্রুহ্। অজুর পানী ও নাসিকা মুছিবার জন্য রুমাল রাখা সম্বন্ধে নানা এমামের নানা মত। কাহারও মতে দোরস্ত আছে, আর কাহারও মতে নাই। তবে স্পস্ট করিয়া বলিতে গেলে এই বলা যায় যে, রুমাল রাখা বাস্তবিক দরকার হইলে জায়েজ আছে, অন্যথায় নহে। এইরূপ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কোমরে তার বা তাগা বাঁধলে মক্রুহ্ হইবে। তবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে অথবা কোন কথা স্মরণার্থে বাঁধিলে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

দর্শন, স্পর্শ ও সহবাস করার বিবরণ।

নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্যতীত এক পুরুষ অন্য পুরুষের সমস্ত অঙ্গ দেখিতে পারে। এর মধ্যে নাভী দেখা দোরস্ত আছে বটে, কিন্তু হাঁটু দেখা জায়েজ নাই। স্বামী আপন স্ত্রী ও বান্দীর সমস্ত অঙ্গই দেখিতে পারে। আর মাতা, ভগ্নি, খালা, ফুফী, শাশুড়ী ইত্যাদি যাঁহাদিগকে বিবাহ করা নিষেধ ও হারাম, তাঁহাদের মাথা, মুখ, বক্ষঃ, জঙ্ঘা ও বাহু দেখা দোরস্ত আছে। কিন্তু তাঁহাদের পেট, পীট, উরুদেশ

ও উপরন্তু দৃষ্টি সংযোগে মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইলে মাথা, মুখ, বক্ষঃ ইত্যাদি দেখাও জায়েজ নাই। ইহাদের যে যে স্থান দর্শন করা দোরস্ত রহিয়াছে, মিলনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি না পাইলে সে সে স্থান স্পর্শ করাও জায়েজ আছে। বান্দী ক্রয় করিবার সময় মিলনেচ্ছা প্রবল হওয়ার ভয় থাকা সত্বেও তাহার মাথা, মুখ, বাহু, বক্ষঃদেশও স্পর্শ করা অন্যায় নহে। সাবালেগা (বয়ঃপ্রাপ্তা) বান্দীকে একটি লুঙ্গি বা তহবন এবং তাহার উপর একটি কোর্ত্তা পরাইয়া বিক্রয় স্থানে উপস্থিত করা জায়েজ আছে; পক্ষান্তরে কেবলমাত্র একটি লুঙ্গি পরাইলে জায়েজ হইবে না।

যে বেগানা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা দোরস্ত রহিয়াছে, জাহেরি রওয়ায়েৎ অনুসারে তাহার কেবলমাত্র দুই হাত ও মুখ দেখা জায়েজ আছে। কিন্তু এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব বলেন, তাহার পা দেখিলেও তেমন কোন অন্যায় হইবে না। স্ত্রীলোকের গোলাম থাকিলে সে তাহার হাত, পা ও মুখ দেখিতে পারিবে। সাধারণতঃ মিলনেচ্ছা বৃদ্ধি (কামভাব উদ্দীপ্ত) পাইলে অন্য নারীর মুখ দেখাও নিষেধ, কিন্তু সাক্ষাৎ বিশেষ প্রয়োজন হইলে ঐরূপ অবস্থায়ও দেখা করা জায়েজ রহিয়াছে। যেমন মোকর্দ্দমার শুনানী ও রায় প্রকাশের সময়, যখন বেগানা পুরুষ বাদিনী বা প্রতিবাদিনী রমণীকে সনাক্ত করে। এইরূপ বিবাহের উদ্দেশ্যে এবং রোগে ঔষধ করা আবশ্যক হইলে পাত্র পক্ষ এবং ডাক্তার, কবিরাজ মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়া সত্বেও যথাক্রমে তাহাদের দর্শনীয় স্থান দেখিতে পারিবে।

এক পুরুষ অন্য পুরুষের যেমন নাভী হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত দেখা দোরস্ত নাই, সেইরূপ এক স্ত্রী অন্য স্ত্রীর নাভী হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত দেখা না-দোরস্ত। এইরূপ শহাওতের (কাম ভাবের) ভয় না থাকা সত্বেও মেয়ে লোক অপর পুরুষের নাভী হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত দেখিতে পারিবে না। খাসী করা, পুরুষাঙ্গ কাটা ও মোখান্নাছ এই তিন শ্রেণীর লোক অপর মেয়ে লোকের কেবল মাত্র হাত,পা ও মুখ দেখিতে পারিবে।

এস্তেবরার (১) বিবরণ।

ওছিয়ত, মিরাছ অথবা খরিদ সূত্রে কোন বান্দীর অধিকারী হইলে এস্তেব্রা না করা পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করা ও তাহার সহিত সহবাস করা জায়েজ নাই। এ স্থলে (বাকেরা) অবিবাহিতা, (সাইয়েবা) বিবাহিতা বান্দীর বিষয়ে কোন স্বতন্ত্র নিয়ম নাই। এইরূপ নাবালেগ অথবা মোহারেম হইতে বান্দী ক্রয় করিলেও এস্তেব্রা করা আবশ্যক। বান্দী অন্তঃস্বত্বা হইলে প্রসব পর্য্যন্ত ঋতুর উপযুক্ত হইলে পরবর্ত্তী ঋতু পর্য্যন্ত এতদান্যথায় পূর্ণ এক মাস কাল অপেক্ষা করিয়া এস্তেব্রার বিধি পালন করিতে হইবে।

ক্রয়ের পর এবং গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যদি ঋতু হইয়া যায়, তবে তাহা এস্তেব্রার মধ্যে গণ্য হইবে না—অর্থাৎ সহবাস ইত্যাদি পরবর্ত্তী ঋতু পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, ক্রয়ের পর এবং গ্রহণের পূর্ব্বে গর্ব্ভ খালাস্ হইলে পরবর্ত্তী ঋতু পর্য্যন্ত এস্তেব্রার বিধি পালন করিতে হইবে।

এই দাসীর যদি দুই অংশীদার থাকে, এবং ১ম অংশীদার তাহার অংশ দ্বিতীয় অংশীদারের নিকট বিক্রয় করে, তবে দাম্পত্য প্রণয় হালালের জন্য ২য় অংশীদারকে এস্তেব্রা করিতে হইবে। কিন্তু পলাতক দাসী, বন্ধকী দাসী অথবা এজারা দেওয়া দাসী পুনরায় হস্তগত হইলে এস্তেব্রা করিতে হইবে না। এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে এস্তেব্রা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হিলা করা দোরস্ত আছে; কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে দোরস্ত নাই। এস্থলে বিক্রেতা সহবাস না করিয়া থাকিলে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে, আর সহবাস করিয়া থাকিলে এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে গ্রহণীয়।

---

(১) এস্তেব্রা—পবিত্রতা অন্বেষণ করা। বান্দী ক্রয় করিলে সে গর্ব্ভবতী কিনা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পরবর্ত্তী ঋতু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা—ইহাকে এস্তেব্রা বলে।

হিলা করিবার প্রণালী।

১। ক্রেতা যদি কোন স্বাধীনা স্ত্রীকে বিবাহ না করিয়া থাকে, তবে ক্রয়ের পূর্ব্বে বান্দীকে নেকাহে আনিয়া তৎপর দাসী ক্রয় করিতে পারিবে এবং এস্থলে তাহার এস্‌তেব্‌রা করিতে হইবে না।

২। ক্রেতা কোন স্বাধীনা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া থাকিলে, প্রভু ক্রেতার সম্মতি লইয়া দাসীকে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে এবং এই বিবাহিত ব্যক্তি পরিণয়ের পর তালাক দিলে ক্রেতাকে এস্‌তেব্‌রা করিতে হইবে না। এইরূপ ক্রেতা, দাসীকে ক্রয় করিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোন বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিলে এবং সে বিনা সহবাসে তালাক দিলে ক্রেতাকে এস্‌তেব্‌রা করিতে হইবে না।

ধরিয়া লইলাম, হয়ত কোন প্রভুর দুইটী দাসী আছে এবং প্রভু উভয়ের উপরই প্রেমভরে আকৃষ্ট; কিন্তু দাসী দুইটীর মধ্যে এইরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাতে শরানুযায়ী একই সময় একই ব্যক্তি তাহাদের উভয়কে বিবাহ করিতে পারে না।*. এই অবস্থায় প্রভু যে পর্য্যন্ত তাহাদের একটীকে মুক্তি, বিক্রয় অথবা বিবাহ দিয়া বিদায় না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের একটীর সহিতও সহবাস করিতে পারিবে না। শুধু তাহাই নহে, এমন কি, তাহাদিগকে স্পর্শ করা এবং চুম্বন করাও হারাম।

এক পুরুষ অন্য পুরুষকে চুম্বন করা মক্‌রুহ।

এইরূপ অনাবৃত শরীরে অর্থাৎ কেবল মাত্র লুঙ্গি বা তহ্‌বন্দ পরিয়া আলিঙ্গন করা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুযায়ী মক্‌রুহ্ এবং এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের বর্ণনানুযায়ী জায়েজ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে তহ্‌বন্দের উপর কোর্ত্তা বা পীরাহান গায় পরা থাকিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমেই দোরস্ত রহিয়াছে। কিন্তু ভালবাসার আবির্ভাব হইলে আলিঙ্গন একেবারে হারাম। পুরুষের পরস্পর মোসাফাহা বা করমর্দ্দন করা দোরস্ত আছে।

* নেকাহার অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন রকমে দুই জন স্ত্রীলোককে একই সময়ে বিবাহ করা দোরস্ত নাই।

সাধারনতঃ বিষ্ঠা বা পায়খানা বিক্রয় করা কিম্বা তাহা দ্বারা কোন প্রকারে লাভবান হওয়া মক্‌রুহ্‌ ; তবে ধুলা কিম্বা ছাইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। গোবর ব্যবহার ও বিক্রয় করা সর্ব্ব প্রকারেই দোরস্ত আছে।

কাফেরের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার পরিবর্ত্তে মদ বিক্রয়ের টাকা গ্রহণ করা দোরস্ত আছে। কিন্তু মুসলমানের নিকট হইতে গ্রহণ করা জায়েজ নাই।

কোরান শরীফ গিল্‌টি করা দোরস্ত আছে।

কোন জিম্মি রোগগ্রস্ত হইলে তাহার শুশ্রূষা করা এবং তাহাকে মস্‌জিদে যাওয়া দোরস্ত আছে। এতদব্যতীত জন্তুকে খাসী করা, ঘোড়াকে গাধার নিকট নেওয়া (উভয়ের সঙ্গমের ব্যবস্থা করা) এবং কাজীকে রাজ-ভাণ্ডার হইতে বেতন দেওয়া দোরস্ত আছে।

নিজের কোন মোহার্‌রাম আত্মীয় সঙ্গে না থাকিলেও বান্দী এবং উম্মে অলদের ভ্রমণ বা পর্য্যটন দোরস্ত আছে।

মাতা, ভ্রাতা ও চাচ্চা নাবালেগ ছেলের আবশ্যকীয় ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে। এইরূপ পিতৃ মাতৃ ও আত্মীয়-স্বজন শূন্য নাবালেগ ছেলে কাহারও তত্ত্বাবধানে থাকিলে, সে তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে (ছেলেকে) পরের চাকুরীতে নিযুক্ত করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, কেননা মাতা ভিন্ন অন্য কেহই নাবালেগ ছেলেকে পরের চাকুরীতে নিযুক্ত করিতে পারে না।

কোনও ব্যক্তি মদ প্রস্তুত করে, ইহা জানা সত্ত্বেও তাহার নিকট আঙ্গুরের রস বিক্রয় করা দোরস্ত আছে ; কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা কারীর নিকট কোন অস্ত্র বিক্রয় করা জায়েজ নাই। চাকুরী গ্রহণ করিয়া কোন জিম্মির বা কাফেরের শরাবের বোঝা বহন করা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে জায়েজ ; আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে হারাম।

পল্লীগ্রামে কোন অমুসলমান অগ্নি উপাসনার মন্দির, গির্জ্জা অথবা শরাব বিক্রয়ের ঘর ঠিকা বা ভাড়া লইতে চাহিলে এমাম আবু হানিফা

(রহঃ) সাহেবের মতে দোরস্ত আছে। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব উহা না-দোরস্ত হইবে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সহরে এ ব্যবস্থা খাটিবে না, কেন না সহরের জন্য ইহা সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে হারাম।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের দেশে উপরোক্ত ব্যবস্থা খাটিবে না—অর্থাৎ দোরস্ত নাই।

মক্কা শরীফে অবস্থিত বাড়ী অথবা ঘর বিক্রয় করা দোরস্ত আছে। কিন্তু তত্রত্য জমিন বিক্রয় বা এজারা দেওয়া এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুযায়ী জায়েজ নাই, আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুযায়ী জায়েজ আছে।

গোলামের পায়ে শিকল বা (বেড়ী) লাগাইয়া বন্ধ করিয়া রাখা জায়েজ আছে। সময়ের পরিবর্ত্তনে গোলামের অবস্থা সচ্ছল হইলে তাহার উপহার, নিমন্ত্রণ ও সাহায্য গ্রহণ করা জায়েজ। কিন্তু গোলাম বণিক হইলে প্রভু ভিন্ন অন্য কাহাকেও টাকা পয়সা দ্বারা সাহায্য করিতে পারিবে না। মুদাকে টাকা কর্জ্জ দিয়া ইচ্ছানুরূপ সময়ে সময়ে সামান্য সামান্য সওদা গ্রহণ করিয়া উক্ত টাকা উঠাইয়া লওয়া দোরস্ত নাই; পক্ষান্তরে তাহার নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিলে সে বন্দোবস্তে কার্য্য করাও হালাল হইতে পারে।

তাস, পাশা, সতরঞ্জ, চওছার এবং এই শ্রেণীর সব রকমের খেলাই মক্রুহ্। গোলামের গলায় তওক বা লোহার কড়া রাখা এবং দোওয়া পড়িবার সময় নিম্নলিখিত বা এই প্রকার অন্য কোন শব্দ পড়াও মক্রুহ্।

আরশের সহিত খোদার সম্মানের সম্বন্ধ করা, রসুল ও নবীগণের সত্যের উপর কছম্ দেওয়া ইত্যাদি। কোরান শরীফের মধ্যে এরাব অর্থাৎ জের, জবর, ও পেশ দেওয়া এবং তাহার প্রত্যেক দশ আয়েতের পরে কোন চিহ্ন দেওয়া মক্রুহ্। পক্ষান্তরে আজম (১) বাসীদের জন্য ইহা সম্পূর্ণ রূপে জায়েজ ও উত্তম।

(১) আজম—আরব ব্যতীত অবশিষ্ট পৃথিবীকে আজম বলে।

স্থানীয় লোক ও পশুর অসুবিধা সত্বেও প্রচুর লাভের আশায়, এককালীন অনেক খাদ্য দ্রব্য আটক করিয়া রাখা মক্‌রুহ্, ইহাই এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মত ; কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেব যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধেই এই মত পোষণ করেন এবং এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে পোষাক বন্ধ রাখিলে তেমন কোন অন্যায় নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত এইরূপ লাভের ইচ্ছায় বন্ধ রাখিলে গোনাগার হইতে হইবে। ফলতঃ এক মাস কিম্বা চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত যদি এই প্রকার কেহ খাদ্য-দ্রব্য বন্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে উক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কাজী তাহার উপর ইস্তাহার জারি করিতে পারেন এবং উক্ত আদেশ উপেক্ষিত হইলে কাজী তাহার ও তাহার পরিবারের আবশ্যকীয় অংশ রাখিয়া বাকী শস্য দেশের ও দশের হিতার্থে বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে আপন ক্ষেত্র ও পরিশ্রম-লব্ধ অথবা অন্য শহর হইতে আমদানীকৃত শস্য আটক রাখিলে জায়েজ আছে। আর এমাম মোহাম্মদ (রহঃ)এর মতানুসারে আমদানীকৃত শস্য বন্ধ রাখা মক্‌রুহ্।

সাধারণতঃ শাসনকর্ত্তার কোন বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারিত করা উচিত নহে। কিন্তু ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ এক পরামর্শ হইয়া জিনিষের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী করিলে, তিনি সভ্যমণ্ডলীর যুক্তি লইয়া এক মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন।

অনাবাদি ভূমি আবাদ করার বিবরণ।

এহ্ইয়া শব্দের অর্থ সজীব করা। মাওতে অর্থ জলাভাব বা অতিরিক্ত জল বশতঃ বা অন্য কোন কারণে অনাবাদি ভূমি। এইরূপ অনাবাদি ভূমিকে শস্যের উপযুক্ত বা আবাদ করার নাম "এহ্ইয়া উল্-ম্যাওতে"।

এইরূপ অনাবাদি ভূমি যদি বহু পূর্ব্বকাল হইতে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং কেহ তাহা দাবী না করে এবং যদি উহা লোকালয়

হইতে এত দূরে অবস্থিত থাকে যে, সে স্থানের উচ্চ চীৎকার ধ্বনি লোকালয়ে পৌঁছে না, তাহা হইলে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অনুমতি লইয়া যে কোন মুসলমান কি জিম্মী তাহা অধিকার এবং চাষাবাদ করিতে পারে। এ স্থলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব শাসনকর্ত্তার আদেশ প্রয়োজনীয় বলিয়া বলেন। সুতরাং শাসনকর্ত্তার বিনা আদেশে চাষাবাদ করিলে মালীক হইবে না। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব শাসনকর্ত্তার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন না, এবং এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) এমন কি, লোকালয় হইতে ব্যবধানে থাকাও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না।

এইরূপ যে জমিন সাধারণ মুসলমানের অধিকারে আছে, কিন্তু তাহার কোন সঠিক মালীক নাই, তাহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে আবাদকারীর মালীকী স্বত্ব হইয়া যাইবে। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে আবাদকারী তাহার মালীক হইতে পারিবে না। উপরন্তু তিনি ইহাও বলেন যে, প্রকৃত মালীক ব্যক্তির না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সাধারণ মুসলমানদের ব্যবহারে থাকিবে। পক্ষান্তরে চাষাবাদে যদি উক্ত ভূমির কোন বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে, তবে আবাদকারীকে তাহারও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

কোন জমিনের পানী যদি সম্পূর্ণরূপে সরিয়া যায় এবং তাহাতে পুনরায় পানী আসিবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে উহা আবাদ করিয়া মালীক হইতে পারিবে; কিন্তু যদি পুনরায় পানী আসিবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে উহা আবাদ করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি শাসনকর্ত্তার সম্মতিক্রমে কোন মরুভূমির খাক নির্ণয় করিয়া একাদিক্রমে তিন বৎসর উহা বিনা আবাদে ফেলিয়া রাখে, তাহা হইলে শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে উক্ত ভূমি অপর কোন ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি যদি শাসনকর্ত্তার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কোন

মরুভূমিতে কূপ খনন করে, তাহা হইলে কূপের চারিদিকে চল্লিশ গজ পরিমিত ভূমি তাহার অধিকার ভুক্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ কূপের পরিবর্ত্তে পুষ্করিণী খনন করিলে তাহার চারিদিকে পাঁচ শত গজ পরিমিত জায়গা তাহার অধিকৃত হইবে এবং অত্র চল্লিশ অথবা পাঁচ শত গজের মধ্যে অন্য কেহ আর কোন কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে পারিবে না; কিন্তু তাহার বাহিরে পারিবে। ফলতঃ দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী খননকারী খনিত পুষ্করিণীর সীমানা সরহর্দ্দ বহাল রাখিয়া অপর কূপ বা পুষ্করিণী খনন করিলে, সে তাহার তিন দিকের জমিনের উপরোক্ত হিসাবে মালীক দখলকার হইতে পারিবে। আর ক্ষুদ্র ঝরনা খনন করিলে খনন কারী কেবল মাত্র মাটি ফেলিবার আবশ্যকীয় স্থানের অধিকারী হইবে।

কোন ব্যক্তির জমিনের নালা যদি অপর কোন ব্যক্তির জমিনের সন্নিকটে পতিত হয়, তবে ১ম ব্যক্তি এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে বিনা প্রমাণে নালার নিকটস্থ জমিনের মালীক হইতে পারিবে না। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে ১ম ব্যক্তি অন্তত চলাফেরা করিবার ও মাটী রাখিবার জন্য নালার নিকটস্থ জমিনের মালীক হইবে।

এক ব্যক্তির নালা ও অপর এক ব্যক্তির জমিনের মধ্য স্থলে যদি কোন গাছ অথবা উচ্চ মাটির চিহ্ন না থাকে, তবে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে সীমানা স্থানের মালীক জমিনওয়ালা হইবে; কিন্তু গাছ থাকিলে গাছওয়ালাই হইবে। পক্ষান্তরে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, নালার পাড়ের পরিমিত জমিনের মালীক নালাওয়ালাই হইবে।

পানী অধিকারের বিবরণ।

যে পানী কোন ভাণ্ডে রক্ষিত হয় নাই, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীরই সে পানী পান করিবার অধিকার আছে। এইরূপ সর্ব্ব সাধারণের ক্ষতি না হইলে যে কোন নদী ও বৃহৎ নালা বা বিল হইতে জমিনে পানী ছেটা, জমিনের দিকে ক্ষুদ্র নালা খনন করা, অথবা কোন কল স্থাপিত

করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে। ইহাতে কাহারও বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু নালা অপরের অধিকৃত হইলে এবং পশুর যাতায়াতে ও ভিড়ে নালার কোন ক্ষতি হইলে মালাকের বিনানুমতিতে পশুকে পানী পান করান দোরস্ত নাই। এইরূপ বিনা হুকুমে পরের নালা ও পুকুর হইতে জমিনে কিম্বা গাছে পানী দেওয়া দোরস্ত নাই। যে সকল নালা ও ঝরনার কোন নির্দ্দিষ্ট মালিক নাই এবং যাহা সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারাধিনে রহিয়াছে, উক্ত নালা ও ঝরনা খনন করিবার খরচ রাজ ভাণ্ডার হইতে দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে রাজ ভাণ্ডারে টাকা না থাকিলে উক্ত ব্যয় সর্ব্ব সাধারণ বহন করিবে। আর যে নালা অথবা ঝরনার নির্দ্দিষ্ট কোন মালাক আছে, উহা খনন করিবার খরচ কেবল মাত্র মালাকই বহন করিবে।

জমিনের স্বত্বের অধিকারের দাবা বা শুধু পানার অধিকারের দাবী করিলেও উহা গ্রাহ্য করা যাইবে। কোন নালার পানা নিয়া যদি নালার অংশীদারগণ বিবাদ করে, তাহা হইলে তাহাদের ভূমির পরিমানানুসারে উক্ত নালার পানা তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। এবং এইস্থলে যাহার জমিন উপরের দিকে, সে কোন অবস্থাতেই অংশীদারগণের অনিচ্ছায় পানা আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না। এইরূপ অংশীদারগণের অনিচ্ছায় কেহ উক্ত নালায় চাকা অথবা ডোর বসাইতে কিংবা তাহা হইতে পৃথক ক্ষুদ্র নালা বাহির করিতে পারিবে না। তবে নিজের অংশে চাকা কিংবা ডোর বসাইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও নালার এবং পানার কোন রূপ ক্ষতি না হওয়া চাই। এইরূপ অংশীদার তাহা নিজের অংশে বণ্টনানুসারে যে চুঙ্গা বসাইয়াছে, তাহার ছিদ্র বড় করিতে পারিবে না। এবং ছিদ্র হিসাবে একবার বণ্টন হইয়া গেলে পুনরায় আর অংশীদারগণ বিনা ইচ্ছায় দিন হিসাবে বণ্টন করিতে পারিবে না। আর যেই জমিনের সহিত উক্ত নালার সংশ্রব নাই, সেই জমিনে উক্ত নালার পানা ছেচাইতে পারিবে না।

পানীর স্বত্ব উত্তরাধিকারী সূত্রেও প্রাপ্য হওয়া যায়; এবং উহা ব্যবহার করিয়া লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে উহাতে ওছিওতও হইতে

পারে। কিন্তু পানী বিক্রয় করিতে, ভাড়া দিতে, হেবা (দান) করিতে, খয়রাত করিতে, স্ত্রীকে মোহরানা সূত্রে দিতে কিংবা খুনের পরিবর্ত্তে দিতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তি যদি তাহার নিজের জমিন পানী দ্বারা পরিপূর্ণ করাতে অপরের জমিন ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যায় কিংবা পানীতে ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে ইহাতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। এইরূপ কেহ যদি অপরের জলাশয় হইতে পানী আনিয়া নিজের জমিন ছেঁচিয়া সিক্ত করে, তাহা হইলে ইহাতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

শরাবের বিবরণ।

আঙ্গুরের কাঁচা পানী যখন উত্তপ্ত হইয়া উথলিয়া উঠে ও তাহা হইতে ফেন বহির্গত হয়, তখন উহাকে খমর (শরাব) বলা হয়। ইহার যৎকিঞ্চিৎও হারাম এবং না-পাক। যে ইহাকে হালাল জানিবে, সে কাফের হইয়া যাইবে। মোসলমানের জন্য না উহা বিক্রয় করা দোরস্ত আছে, না উহা দ্বারা কোন প্রকারের লভ্য উপার্জ্জন করা জায়েজ আছে। উহা পান করিলে মাতাল না হইলেও শাস্তি প্রদান করা হইবে; এবং আগুণে গরম করিলেও উহার হারামত্ব বিদূরীত হইবে না। কিন্তু উহা দ্বারা ছিরকা প্রস্তুত করা জায়েজ ও সিদ্ধ আছে।

আঙ্গুরের রসকে অগ্নিতে গরম করিলে যখন উহার দুই তৃতীয় অংশের কম শুষিয়া কমিয়া যায়, তখন উক্ত পানীকে তালা বলা হয়। ইহা পান করিলে যদি মাতলামী উদয় হয়, তবে ইহাও শরাবের ন্যায় হারাম। এইরূপ খেজুর ভিজান পানী ও শুষ্ক আঙ্গুর ভিজান পানী উত্তপ্ত হইলে যদি নিশাযুক্ত হয়, আর পান করিলে মাতাল হয়, তবে ইহাও হারাম। তবে এই তিন প্রকার নিশাকর বস্তুর হারামত্ব অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না।

আঙ্গুরের ভিজা পানীকে অগ্নিতে খুব জ্বাল দিলে যখন দুই তৃতীয় অংশ পরিমাণ কমিয়া যাইবে, এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয় অংশ রাখিয়া

দিলে, গাঢ় হইয়া যখন ফুলিয়া উঠিবে তখন উহা পান করা দোরস্ত আছে। খেল-তামাসার উদ্দেশ্যে পান করা নিষেধ। এইরূপ মধু, আঙ্গুরের রস, গেহুর রস, যবের রস, ভুট্টার রস, গরম না করিয়াও পান করা দোরস্ত আছে। কিন্তু খেল-তামাসার উদ্দেশ্যে না-জায়েজ ও হারাম।

শিকারের বিবরণ।

কুকুরের ন্যায় দন্ত বিশিষ্ট জন্তু ও বাজের ন্যায় নখর বিশিষ্ট পক্ষী দ্বারা শিকার করা দোরস্ত আছে। কিন্তু উহাদের শিকার করা জন্তুকে ভক্ষণ করা হালাল হইবার জন্য নিম্ন-লিখিত সর্ত্ত থাকা প্রয়োজনীয় :—

(১) কি প্রকারে শিকারকে ধরিতে হয়, তাহা জন্তুটীকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যকীয়।

(২) শিকারী জন্তু যে জন্তুকে শিকার করিবে, তাহার কোন এক অঙ্গে আঘাত বা জখম করা আবশ্যক।

(৩) কোন মোসলমান বা কোন আহ্‌লে কেতাবের দ্বারা প্রেরিত হওয়া আবশ্যকীয়; এবং প্রেরক উক্ত জন্তুটা বিছ্‌মিল্লাহ বলিয়া প্রেরণ করিবে।

(৪) যে প্রাণীর প্রতি শিকারী জন্তুটা প্রেরণ করা হইবে, উহা এইরূপ প্রাণী হওয়া চাই যে, নিজকে দৌড়িয়া বা উড়িয়া রক্ষা করিতে সক্ষম; এবং উহা হালাল জাতীয় প্রাণী হওয়া আবশ্যক।

(৫) শিকারী কুকুরের সহিত এইরূপ কোন কুকুর না হওয়া চাই, যাহার শিকার করা প্রাণী খাওয়া হারাম যথা :—অশিক্ষিত কুকুর বা কোন অগ্নি উপাসক দ্বারা প্রেরিত কুকুর ইত্যাদি।

(৬) শিকারী কুকুর "বিছ্‌মিল্লাহ্" বলিয়া প্রেরণ করিবার পর বেশীক্ষণ বিলম্ব না করে।

কুকুরকে শিকারের জন্য প্রেরণ করিলে অনবরত তিন বার শিকার ধরিয়া ভক্ষণ না করিলে বুঝিতে হইবে যে, কুকুরটী শিক্ষিত হইয়াছে। আর বাজ যখন ডাক দিলে প্রভুর কথা পালন করিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে উহা শিক্ষিত অর্থাৎ শিকারের উপযোগী হইয়াছে।

বাজ, শিকার করা পক্ষীর কোন অংশ ভক্ষণ করিলে উক্ত শিকার

খাওয়া দোরস্ত আছে। কিন্তু কুকুর ভক্ষণ করিলে উহা খাওয়া দোরস্ত নাই। তিন বারের পর চতুর্থ বার কুকুর যদি শিকার ধরিয়া ভক্ষণ করে, তবে উহার পর যত পশু শিকার করিবে, সমস্তই হারাম হইবে—যখন পর্য্যন্ত না পুনরায় শিক্ষিত হইবে। এবং চতুর্থ বারের পূর্ব্বে যত শিকার ধরিয়াছে, তাহা সমস্তই হারাম হইবে।

তীর, বন্দুক ও গুলাল দ্বারা শিকার করা পশু হালাল হইবার সর্ত্ত ঐ যে, তীর "বিছমিল্লাহ্" পড়িয়া নিক্ষেপ করিতে হইবে, এবং তীর দ্বারা পশুকে ক্ষত করিতে হইবে। ভুলক্রমে "বিছমিল্লাহ" পরিত্যাগ করিলেও পশু খাওয়া হালাল হইবে। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ হারাম হইবে।

তীরের আঘাত খাইয়া শিকার যদি অদৃশ্য হইয়া যায়, তবে উহাকে খোঁজ করিতে হইবে। এবং খোঁজ না করিয়া যদি পরে শিকার মৃত পাওয়া যায়, তবে উহা হালাল হইবে না। পক্ষান্তরে তীর নিক্ষেপ করিয়া অন্বেষণ করিতে থাকিলে পরে যদি উহা মরা পাওয়া যায়, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে।

শিকার জীবিত পাওয়া গেলে উহাকে জবাহ্ করিতে হইবে। এবং জবাহ্ করিবার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যদি জবাহ্ না করে, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

কোন মজুছী (অগ্নি-উপাসক) তাহার শিকারী কুকুরকে প্রেরণ করিবার পর যদি কোন মোসলমান উহাকে উত্তেজিত করিয়া দেয়, তখন কুকুর কোন জন্তুকে শিকার করিলে উহা খাওয়া হারাম হইবে। ঐরূপ কোন জন্তুকে যদি অতিশয় ভারী গুলাল দ্বারা বধ করা হয়, তবে উক্ত পশু খাওয়া হালাল হইবে না। কেন না এই ক্ষেত্রে হইতে পারে যে, গুলালের আঘাতে না মরিয়া উহার ভারীত্বের জন্য মারা পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে গুলাল হালকা ও ধারাল হইলে শিকার খাওয়া হালাল হইবে।

তীরের আঘাতে যদি কোন শিকার পানীতে পড়িয়া মারা যায়, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। কেন না এমতাবস্থায় ঠিক জানা যায় না যে, শিকার তীরের আঘাতে মারা গিয়াছে, না পানীতে ডুবিয়া। ঐরূপ

তীরের আঘাত খাইয়া ছাদের উপর কিম্বা পর্ব্বতের চুড়ায় পড়িয়া তারপর মাটীতে পড়িয়া যদি মারা যায়, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। কিন্তু আঘাত খাইয়া যদি একেবারে মাটীতে পড়িয়া মারা যায়, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে।

কোন মোসলমান শিকার উদ্দেশ্যে কুকুর প্রেরণ করিলে তারপর যদি কোন মজুছী কুকুরটীকে উত্তেজিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত কুকুরের শিকার করা জন্তু খাওয়া হালাল হইবে। ঐরূপ কোন অপ্রেরিত কুকুরকে যদি কোন মোসলমান উত্তেজিত করে, আর উহা কোন জন্তুকে শিকার করে, তাহা হইলে উক্ত শিকার খাওয়া হালাল হইবে। কিন্তু অপ্রেরিত কুকুরকে যদি কোন মজুছী উত্তেজিত করে, তবে উহার শিকার খাওয়া হালাল হইবে না।

যে জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কুকুরকে প্রেরণ করা হয়, কুকুর যদি উহার স্থলে অন্য একটা প্রাণীকে শিকার করে তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে। এইরূপ সেই জন্তুর প্রতি কুকুরকে প্রেরণ করা হয়, সেইটী এবং তাহার সহিত অপর একটা শিকার করে, তবে উভয় শিকারই খাওয়া হালাল হইবে। এইরূপ একটা শিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে উহাতে যদি দুইটী প্রাণী মারা পড়ে, তবে উভয়টীই খাওয়া হালাল হইবে।

অনেকগুলি প্রাণীর প্রতি একবার "বিছমিল্লাহ" পড়িয়া তীর নিক্ষেপ করিলে বা শিকারী কুকুর প্রেরণ করিলে, উহাতে যদি অনেকগুলি প্রাণী মারা পড়ে তাহা হইলে সমস্ত প্রাণীই খাওয়া হালাল হইবে। পক্ষান্তরে একবার বিছমিল্লাহ পড়িয়া যদি একাধিক জন্তু জবাহ করে, তবে কেবল মাত্র যে জন্তুটার উপর বিছমিল্লাহ পড়া হইবে, সেইটাই খাওয়া হালাল হইবে, আর অবশিষ্ট গুলি হারাম।

কোন প্রাণীর প্রতি বিছমিল্লাহ পড়িয়া তীর নিক্ষেপ করিলে যদি তীরের আঘাতে উহার কোন অংশ কাটিয়া শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, তাহা হইলে শিকার খাওয়া হালাল হইবে বটে, কিন্তু কাটা অংশ খাওয়া হারাম হইবে। আর যদি শিকার কাটিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া যায়,

তাহা হইলে মাথার দিকে যদি এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ থাকে, তবে উহার উভয় খণ্ডই খাওয়া হালাল হইবে। এইরূপে যদি মাথার অর্দ্ধেক কিম্বা বেশী কাটিয়া পৃথক্ হইয়া যায়, তবে উভয় অংশই খাওয়া হালাল হইবে। কিন্তু দ্বিখণ্ড হইয়া যদি মাথার দিকে দুই-তৃতীয়াংশ থাকে, তাহা হইলে কেবল মাত্র মাথার দিকের অংশ খাওয়া হালাল হইবে; আর পায়ের দিকের অংশ খাওয়া হারাম হইবে। এইরূপ মাথার অর্দ্ধেকের কম কাটিয়া যদি পৃথক্ হইয়া যায়, তবে এই পৃথক্ খণ্ড খাওয়া হারাম হইবে।

এক ব্যক্তি কোন প্রাণীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করার পর যদি অপর এক ব্যক্তি উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির তীরে প্রাণীটী মারা পড়ে, তবে দেখিতে হইবে যে প্রথম ব্যক্তির তীরে প্রাণীটী ক্লান্ত হইয়াছিল কি না, যদি ক্লান্ত হইয়া থাকে, তবে শিকারের অধিকারী প্রথম ব্যক্তি হইবে। কিন্তু একত্রে শিকারটী খাওয়া হালাল হইবে না। সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার মূল্যের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রথম ব্যক্তিকে দিবে; আর প্রথম ব্যক্তির তীরে যদি প্রাণীটী ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া না থাকে, তাহা হইলে শিকারটীর অধিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি হইবে এবং এইক্ষেত্রে উহা খাওয়া হালাল হইবে। (১)

সর্ব্ব প্রকারের জন্তু—মাংস হালাল হউক কিম্বা হারাম, শিকার করা দোরস্ত আছে; এবং শূকর ব্যতীত আর অন্য সকল শিকার করা চামড়া ও মাংস পাক হয়।

(১) প্রথম অবস্থায় শিকার হারাম হইবার কারণ এই:—যখন প্রাণীটী প্রথম ব্যক্তির তীরের আঘাতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন উহাকে ধরিয়া জবাহ করা সম্ভবপর ছিল। সুতরাং উহাতে এজ্‌তেরারী জবাহ না-জায়েজ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় প্রথম ব্যক্তির তীরের আঘাতে প্রাণীটী যখন দুর্ব্বল হয় নাই, তখন ইহাকে ধরিয়া জবাহ করা অসম্ভব; সুতরাং এজ্‌তেরারী জবাহ এস্থলে জায়েজ আছে।

كتاب الرهن

রেহানের (বন্ধক) বিবরণ।

কোন স্বত্বের পরিবর্ত্তে এইরূপ কোন দ্রব্যকে আটক করিয়া রাখা —যাহার দ্বারা উক্ত স্বত্ব আদায় করা যায়, ইহাকে রেহান বলে। যথা:—টাকার পরিবর্ত্তে এইরূপ বস্তুকে আটক রাখা—যাহা বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা উশীল করা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি টাকা দেয় তাহাকে "মোর্ত্তাহেন" (বন্ধক গ্রহিতা) বলে। আর যে ব্যক্তি দ্রব্য দিয়া টাকা গ্রহণ করে, তাহাকে "রাহেন" (বন্ধক দাতা) বলে এবং যে দ্রব্যটী বন্ধক রাখা হয়, উহাকে "মরহুন" বলে।

রেহান এজাব ও কবুলের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্তু এজাব কবুল হইলেও রেহান লাজেম (অটল বা অচ্ছিন্ন) হয় না। সুতরাং রাহেন এজাব ও কবুল হইয়া গেলেও রেহানকে প্রত্যাহার করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে রাহেন মরহুন দ্রব্যটা (বন্ধকীয় দ্রব্যটী) মোর্ত্তাহেনকে প্রদান করিলে এবং মোর্ত্তাহেন উহা গ্রহণ করিলে তারপর রাহেন ও মোর্ত্তাহেন কেহই উহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

রেহান স্থিরীকৃত হইবার জন্য তিনটী শর্ত্ত বিদ্যমান আছে। (১) মরহুন কোন বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য হওয়া আবশ্যক। (২) মরহুন রাহেনের অধিকার হইতে মোর্ত্তাহেনের অধিকারে থাকা আবশ্যক (৩) মরহুন যদি স্বাভাবিকানুসারে রাহেনের স্বত্বের সহিত সংযুক্ত থাকে, তবে উহাকে পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। যেমন মোর্ত্তাহেনকে গাছ ব্যতীত রেহান রাখিলে উহা গাছ হইতে পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা রেহান শুদ্ধ হইবে না তবে মরহুনকে এমন কোন স্থানে রাখিয়া দিলেই চলিবে, যেখান হইতে মোর্ত্তাহেন উহাকে গ্রহণে সক্ষম হইবে।

মরহুন দ্রব্যটী গ্রহণ করিবার পর উহার জন্য সে দায়ী হইবে। সুতরাং উহা যদি তাহার নিকট হইতে খোয়াইয়া বা বিলোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে (মোর্ত্তাহেন) উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

তবে মরহুনের মুল্য যদি টাকার (যাহা রাহেন গ্রহণ করিয়াছে) অধিক হয় তাহা হইলে কেবল মাত্র টাকার পরিমাণের মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য টাকা কর্ত্তন হইয়া যাইবে। ঐরূপ মরহুনের মুল্য ও টাকার পরিমাণ যদি সমান সমান হয়, তাহা হইলেও মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য টাকা কর্ত্তন হইয়া যাইবে। কিন্তু দ্রব্যের মুল্য যদি টাকার চেয়ে কম হয় তাহা হইলে মূল্যের পরিমাণ কর্ত্তন যাইয়া অবশিষ্ট টাকা মোর্ত্তাহেন রাহেনের নিকট প্রাপ্ত হইবে।

মোর্ত্তাহেন রাহেনের নিকট প্রাপ্য টাকার তাকাদা করিতে পারিবে এবং রেহানের ভঙ্গ অবস্থায় যে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্য টাকা উশীল না হয়, তখন পর্য্যন্ত সে মরহুন ও (বন্ধকীয় দ্রব্য) রাহেনকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবে। তবে মোর্ত্তাহেন যদি তাহার প্রাপ্য টাকা মাফ করিয়া দেয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। পক্ষান্তরে সে মরহুনকে ব্যবহার করিয়া লাভবান্ হইতে পারিবে না। যদি ব্যবহার করে, তবে ইহা অন্যায় ও অশুদ্ধ হইবে বটে ; কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

মোর্ত্তাহেন যখন তাহার প্রাপ্য টাকার তাকাদা করিবে, তখন তাহাকে মরহুন হাজির করিবার আদেশ দেওয়া হইবে। সে উহা হাজির করিলে প্রথম তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা তাহাকে দেওয়া হইবে, তারপর সে বন্ধকীয় দ্রব্যটা রাহেনকে প্রদান করিবে।

যেই স্থানে রেহান স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই স্থান ভিন্ন অপর কোন স্থানে মোর্ত্তাহেন টাকার তাকাদা করিলে দেখিতে হইবে যে, ঐ স্থানে মরহুন দ্রব্যটী হাজির করিতে কোন খরচ লাগিবে কি না। যদি খরচ না লাগে, তবে এই অবস্থাতেও মোর্ত্তাহেনকে বন্ধকীয় দ্রব্যটী হাজির করিতে হইবে। আর যদি ব্যয় লাগে, তবে তাহাকে উহা হাজির করিতে হইবে না এবং উহা হাজির না করিয়াও সে তাহার প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ রেহানী দ্রব্যটী যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট রাখা হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রেও মোর্ত্তাহেনকে উহা হাজির করিতে হইবে না। তবে সে সমস্ত টাকা উশীল পাইয়া উহা হাজির করিয়া

রাহেনকে প্রদান করিবে। এইরূপ মোর্ত্তাহেন যদি রাহেনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বন্ধকীয় বস্তুটী বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিয়া না থাকে, তবে এই ক্ষেত্রেও তাহাকে মূল্যের টাকা হাজির করিবার আদেশ দেওয়া হইবে না। কিন্তু মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে, কিম্বা তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা আদায় পাইলে বন্ধকীয় বস্তুর মূল্যের টাকা সে রাহেনকে প্রদান করিবে। মোর্ত্তাহেনের প্রতি এইরূপ কোন আদেশ দেওয়া হইবে না যে, সে বন্ধকীয় বস্তুটী বিক্রয় করিতে রাহেনকে সাহায্য করিবে। তবে তাহার নিজের প্রাপ্য সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইলে তাহার প্রতি ঐরূপ আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে।

রাহেন যদি কতক টাকা মোর্ত্তাহেনকে আদায় করিয়া দেয়, তবে মোর্ত্তাহেনকে ঐ টাকার পরিমাণ রেহানী দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে না।

মোর্ত্তাহেনকে নিজে, কিম্বা নিজের পরিবারস্থ কোন লোক অথবা তাহার চাকর দ্বারা বন্ধকীয় দ্রব্যটাকে হেফাজত করিতে হইবে। কিন্তু অপর কোন লোক দ্বারা হেফাজত বা কাহারও নিকট আমানতসূত্রে রাখিলে, কিম্বা উহাকে কোন প্রকার ব্যবহার করিলে তাহাকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইবে এবং দ্রব্যটা বিলোপ হইয়া গেলে উহার সম্পূর্ণ মূল্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইবে। সুতরাং বন্ধকী অঙ্গুরিটী যদি মোর্ত্তাহেন কানিয়া (কনিষ্ঠা) অঙ্গুলাতে পরে, তবে তাহাকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইবে। পক্ষান্তরে অন্য কোন অঙ্গুলাতে পরিলে দায়ী হইতে হইবে না। (১)

মরহুনকে রক্ষা ও হেফাজত করিবার খরচ মোর্ত্তাহেনকে বহন করিতে হইবে। যথা :—চাকর খরচ ও ঘর ভাড়া ইত্যাদি। এইরূপ মরহুন যদি মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে পলাইয়া যায়, আর মরহুনের মূল্য যদি টাকার সমান বা কম হয়, তাহা হইলে উহাকে তালাস করিয়া ফিরাইয়া

(১) পার্থক্য হইবার কারণ এই :—কানিয়া অঙ্গুলীতে সচরাচর লোক আংটী পরিয়া থাকে ; সুতরাং এই অঙ্গুলীতে পরিলে বুঝিতে হইবে যে, সে উহার ব্যবহার করিতেছে। এবং অন্য অঙ্গুলীতে পরিলে বুঝিতে হইবে যে, হেফাজতের উদ্দেশ্যে পরিয়াছে।

আনিবার খরচ মোর্ত্তাহেনকে বহন করিতে হইবে। এইরূপ মরহুনের ঔষধ পত্রের খরচও মোর্ত্তাহেনকে বহন করিতে হইবে। আর মরহুনের মূল্য যদি ঋণের টাকার চেয়ে অধিক হয়, তবে ঋণের টাকার পরিমাণে খরচ মোর্ত্তাহেনকে দিতে হইবে, আর অতিরিক্ত টাকার পরিমাণে খরচ রাহেনকে বহন করিতে হইবে। যেমন ঋণের পরিমাণ ১০০৲ টাকা আর বন্ধকীয় দ্রব্যের মূল্য ২০০৲ টাকা এবং মরহুনের জন্য খরচ করা হইয়াছে ১০৲ টাকা। এইস্থলে ৫৲ টাকা মোর্ত্তাহেন দিবে আর ৫৲ টাকা রাহেন। কিন্তু বন্ধকীয় দ্রব্যটীকে রাখিবার ঘরের ভাড়া সম্পূর্ণ মোর্ত্তাহেনকে একা বহন করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মরহুনের খোরাকী, কাপড় ও এইরূপ জীবিকানির্ব্বাহের সমস্ত খরচ রাহেনকে একা বহন করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ বস্তু রেহান রাখা দোরস্ত, আর কোন্ কোন্ দ্রব্য নাই; এবং কি কি বস্তুর পরিবর্ত্তে রেহান রাখা দোরস্ত, আর কি কি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দোরস্ত নাই।—

কোন এজমালী জিনিষকে রেহান রাখা দোরস্ত নাই। গাছ ব্যতীত ফল ও জমিন ব্যতীত শুধু গাছকে রেহান রাখা দোরস্ত নাই। এবং ভিটা ব্যতীত কেবলমাত্র ঘর রেহান রাখা দোরস্ত নাই। এইরূপ কেবল মাত্র ভূমি রেহান রাখা, আর ফসল, গাছ ও ঘরকে না রাখা দোরস্ত নাই।

স্বাধীন লোক, মোকাতাব দাস, মোদাব্বর দাস ও উম্মে-অলাদ বান্দীকে রেহান বা বন্ধক রাখা দোরস্ত নাই। এইরূপ আমানতীর টাকার পরিবর্ত্তে রেহান গ্রহণ করা দোরস্ত নাই।

কোন ব্যবসা বা কারবারের জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে চালান বা মূলধন প্রদান করিলে যদি মহাজন উক্ত ব্যবসার লাভের অংশীদার হয়, তাহা হইলে উক্ত মূলধনের পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য রেহান স্বরূপ গ্রহণ করা জায়েজ নাই। এইরূপ উধার (হাওলাতী) টাকার পরিবর্ত্তে ও আংশিক কারবারের জন্য টাকা দিলে উহার পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য রেহান গ্রহণ করা জায়েজ।

খালেদ নামক একব্যক্তি যদি কোন দ্রব্য জায়েদ নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে, আর জায়েদ যদি এই আশঙ্কা করে যে, ক্রয় করা বস্তুটী অপর লোকের হয় তবে খালেদের নিকট হইতে মূল্যের টাকা ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। করিম নামক তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহার নিজের কোন দ্রব্য জায়েদকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট রেহান-সূত্রে রাখে, তাহা হইলে এই রেহান দোরস্ত হইবে না। পক্ষান্তরে করিম যদি খালেদের পক্ষ হইতে উক্ত বিক্রেতার দ্রব্যটীর জন্য জামিন হয়, তবে ইহা দোরস্ত হইবে।

কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রীত দ্রব্যটীর পরিবর্ত্তে ক্রেতার নিকট অপর কোন দ্রব্য রেহান স্বরূপ রাখে, তবে এই রেহান রাখা জায়েজ হইবে না। এইরূপ মোকদ্দমা বা কোন ঘটনা সম্পর্কে কেহ যদি কাহারও পক্ষ হইতে জামিন হয়, তবে যে ব্যক্তি জামিন হইবে, সে আসামীর নিকট হইতে কোন দ্রব্য রেহানসূত্রে গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি টাকা পয়সা বা কোন দ্রব্যের জন্য জামিন হয়, তবে যে জামিন হইবে সে যাহার পক্ষ হইতে জামিন, তাহার নিকট হইতে কোন দ্রব্য রেহানসূত্রে গ্রহণ করিতে পারিবে।

খালেদ যদি জায়েদকে হত্যা কিম্বা আঘাত করে, আর জায়েদের অভিভাবকগণ যদি কিছু টাকা লইয়া খালেদের সহিত আপোশ করে, আর খালেদ যদি উক্ত টাকার পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য তাহাদের নিকট রেহান স্বরূপ রাখে, তাহা হইলে ইহা (রেহান রাখা) দোরস্ত হইবে না। এইরূপ বিক্রেতা কিম্বা ক্রেতা যদি শফির নিকট কোন দ্রব্য এই উদ্দেশ্যে রেহান রাখে যে, শফি শোফয়ার দাবা হইতে বিরত থাকিবে, তবে ইহাও না-দোরস্ত হইবে।

গান বাদ্যের মজুরীর পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য রেহান রাখা জায়েজ নাই। কোন অপরাধী ও ঋণগ্রস্ত দাসকে বন্ধক রাখা না-দোরস্ত।

উপরোক্ত যে সকল অবস্থায় রেহান না-জায়েজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল অবস্থায় যদি কেহ রেহান রাখে, তাহা হইলে রাহেন

রেহানী দ্রব্যটি মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে ইচ্ছা করিলে নিয়া আসিতে পারিবে ; এবং রাহেনের তলব করিবার পূর্ব্বে যদি উক্ত দ্রব্যটী মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে খোয়াইয়া যায়, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেনকে উহার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

পক্ষান্তরে রাহেনের তলব করাতেও যদি মোর্ত্তাহেন উহা প্রদান না করিয়া থাকে, এবং পরে উহা খোয়াইয়া যায়, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেনকে উহার মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

মোসলমানের পক্ষে শরাব রেহান না রাখা দোরস্ত আছে, না রেহান সূত্রে গ্রহণ করা দোরস্ত আছে। সুতরাং কোন মোসলমান যদি কোন জিম্মীর নিকট শরাব রেহান রাখে আর উহা যদি জিম্মীর নিকট নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে জিম্মীকে উহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে কোন জিম্মী যদি কোন মোসলমানের নিকট শরাব বন্ধক রাখে, আর উহা যদি মোসলমানের নিকট নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মোসলমানকে উহার মূল্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইবে।

যে সকল দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ সমতুল্য দ্রব্য বা মূল্য দ্বারা প্রদান করা হয়, সে সমস্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখা দোরস্ত আছে। যেমন মগ্‌ছুব (বলপূর্ব্বক গৃহীত দ্রব্য) খোলয়ার (১) পরিবর্ত্তিত ধার্য্য দ্রব্য, মোহর নির্দ্ধারিত দ্রব্য, ইচ্ছাপূর্ব্বক খুনের আপোশে নির্দ্ধারিত দ্রব্য অর্থাৎ যদি কেহ কাহারও কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে কোন জিনিষ মালীকের নিকট বন্ধক রাখে, তবে ইহা (বন্ধক) শুদ্ধ হইবে। এইরূপ কোন স্ত্রীলোক যদি কোন দ্রব্য তাহার স্বামীকে প্রদান করিয়া স্বামীর নিকট হইতে তালাক গ্রহণ করে, আর উক্ত দ্রব্যটীর পরিবর্ত্তে অন্য কোন জিনিষ স্বামীর নিকট রেহান স্বরূপ রাখে, তাহা হইলে বন্ধক জায়েজ হইবে। স্ত্রীর মোহর যদি কোন দ্রব্য (যেমন ঘোড়া, বাড়া ইত্যাদি) নির্দ্ধারিত করা হয়, আর উহার পরিবর্ত্তে স্বামী

(১) কিতাবুল-নেকাহে খোলয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে

যদি স্ত্রীর নিকট অপর কোন দ্রব্য বন্ধক রাখে, তাহা হইলে উহাও জায়েজ হইবে। এইরূপ কেহ যদি কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে, আর নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হয়, আর হত্যাকারী যদি উক্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য কোন বস্তু নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট বন্ধক রাখে, তবে ইহাও জায়েজ হইবে। পক্ষান্তরে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক টাকা গ্রহণ করিয়া হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হয়, আর হত্যাকারী উক্ত টাকার পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য নিহত ব্যক্তির অভি-ভাবকের নিকট বন্ধক রাখে, তাহা হইলে ইহা (বন্ধক) দোরস্ত হইবে না।

কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তিকে টাকা দিবার ওয়াদা করে, আর উক্ত টাকার পরিবর্ত্তে ওয়াদাকারী যদি কাহারও সহিত ওয়াদা করিয়াছে, তাহার নিকট কোন দ্রব্য বন্ধক রাখে, তাহা হইলে ইহা শুদ্ধ হইবে। যথা ঃ—খালেদ হামিদকে ১০০৲ টাকা ধার দিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়া, উক্ত টাকার পরিবর্ত্তে হামিদের নিকট কোন দ্রব্য রেহান রাখিলে রেহান দোরস্ত হইবে।

বায়ে সলমের (১) (অগ্রিম বিক্রয়) মূল্যের পরিবর্ত্তে, বায়ে শরফের মূল্যের পরিবর্ত্তে ও অগ্রিম বিক্রীত বস্তুর পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখা দোরস্ত আছে। যেমন খালেদ হামিদের নিকট হইতে ১০৲ টাকা এই সর্ত্তে গ্রহণ করিল যে, সে তিন মাস পরে হামিদকে চারি মণ দিবে, আর বর্ত্তমানে টাকার পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য হামিদের নিকট রেহান স্বরূপ রাখিল; ইহা শুদ্ধ হইবে। এইরূপ হামিদ ১০৲ টাকা খালেদকে না দিয়া যদি কোন দ্রব্য বন্ধক স্বরূপ তাহাকে প্রদান করে, তবে ইহাও দোরস্ত হইবে।

রাছল-মাল অর্থাৎ অগ্রিম বিক্রয়ের মূল্য, কিম্বা ছমনে-শরফ-এর পরিবর্ত্তে বন্ধকীয় দ্রব্য যদি বিক্রেতা ও ক্রেতার পৃথক্

(১) অগ্রিম বিক্রয়কে "বায়ে সলম", উহার মূল্যকে "রাছল-মাল", বিক্রিত বস্তুকে "মোসাল্লাম-ফি" বলে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ কিতাবুল-বায়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

হইবার ও স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বিলোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে বায়ে সলম ও বায়ে শরফ সম্পাদিত হইয়াছে এবং মোর্ত্তাহেন (বিক্রেতা) তাহার স্বত্ব পাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিক্রেতা ও ক্রেতা যদি রাছল-মাল ও ছমনে-শরফ আদান প্রদান করিবার পূর্ব্বে পৃথক্ হইয়া যায়, ও স্থান পরিত্যাগ করে এবং তৎপর বন্ধকীয় দ্রব্যটী যদি খোয়াইয়া যায়, তাহা হইলে বায়ে-সলম ও বায়ে-শরফ বাতিল হইয়া যাইবে বটে; কিন্তু মোসাল্লাম-ফিহ্ এর পরিবর্ত্তে যে দ্রব্য বন্ধক রাখা হয়, তাহা সকল অবস্থাতেই বন্ধক বলিয়া গণ্য হইবে। মরহুন বা বন্ধকীয় দ্রব্য যদি ক্রেতার বা রব্বছ-ছলমের নিকট হইতে খোয়াইয়া যায়, তবে সে মোসাল্লাম এলাইহের (বিক্রেতা) নিকট হইতে কোন বস্তু প্রাপ্ত হইবে না।

মোসাল্লাম-ফির পরিবর্ত্তে বিক্রেতা (মোসাল্লাম এলাইহে) যদি কোন দ্রব্য রব্বছ-ছলমের (ক্রেতার) নিকট বন্ধক রাখে, আর পরে যদি উক্ত বায়ে সলম ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হইলে রব্বছ-ছলম (ক্রেতা) তাহার নিজের রছল-মাল না পাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধকীয় দ্রব্যটী আটক করিয়া রাখিতে পারিবে। এবং বায়ে সলম ভঙ্গ হইবার পর যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটী রব্বছ-ছলমের নিকট হইতে খোয়াইয়া যায়, তাহা হইলে রব্বছ-ছলমকে মোসাল্লাম-ফির সমতুল্য দ্রব্য মোসাল্লাম এলাইহেকে প্রদান করিয়া নিজের প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিবে।

কোন ব্যক্তি যদি একটী গোলাম, বা এক সের ছিরকা, অথবা একটী জবাহ করা ছাগল ২০৲ টাকা দিয়া ক্রয় করে এবং টাকার পরিবর্ত্তে যদি কোন দ্রব্য বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখে আর পরে যদি দাস স্বাধীন ছিরকা শরাব ও ছাগল মরা বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহা হইলে উক্ত বন্ধক শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু বন্ধকীয় দ্রব্যটী যদি বিক্রেতার নিকট হইতে লোপ হইয়া যায়, আর উহার মূল্য যদি ১০৲ টাকা অথবা দশ টাকার চেয়ে বেশী হয়, তবে উভয় ক্ষেত্রেই বিক্রেতাকে ১০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; কিন্তু উহার মূল্য যদি ১০৲ টাকার চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে যত টাকা মূল্য হইবে, তত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

খালেদ যদি হামিদের প্রতি ৫০৲ টাকা পাইব বলিয়া দাবী করে, আর হামিদ উহা প্রথম অস্বীকার করিয়া পরে যদি ৩০৲ টাকা কিম্বা ৩৫৲ টাকা (অর্থাৎ দাবীর ৫০৲ টাকা হইতে কম) প্রাপ্য বলিয়া উভয়ে মানিয়া লয়, এবং হামিদ উক্ত টাকার পরিবর্ত্তে যদি কোন দ্রব্য খালেদের নিকট রেহান স্বরূপ রাখিয়া দেয়, এবং পরে খালেদ যদি স্বীকার করে যে, হামিদের নিকট কোন টাকা পাইত না, তাহা হইলে খালেদকে উক্ত বন্ধকীয় দ্রব্য ফেরৎ দিতে হইবে, এবং উহা যদি খালেদের নিকট হইতে খোয়া যায়, বা বিনষ্ট হয় তবে উহার মূল্যের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তাহাকে দিতে হইবে।

টাকার পরিবর্ত্তে সোনা ও মোহরের পরিবর্ত্তে রূপা (চান্দি) বন্ধক রাখা দোরস্ত আছে। এই ক্ষেত্রে বন্ধকীয় সোনা বা রূপা যদি মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে খোয়াইয়া যায়, তবে যত তোলা সোনা বা রূপা খোয়াইয়া গিয়াছে, তত তোলা সোনার পরিবর্ত্তে সোনা ও রূপার পরিবর্ত্তে রূপা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মত; আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় বলেন যে, উক্ত বিলুপ্ত অর্থাৎ খোয়ানো সোনা ও রূপার মূল্য ক্ষতিপূরণ দিলেই চলিবে। এইরূপ ধান ও চাউল, তৈল ও ঘৃত রেহান রাখা দোরস্ত আছে; এবং উহাও মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেলে, এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে যত মণ বা সের ছিল, তত মণ বা সের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইবে। আর সাহেবায়েনের মতানুসারে উহার মূল্য ক্ষতিপূরণ দিলেই চলিবে।

কোন ব্যক্তি যদি এই শর্ত্তে কোন দ্রব্য বিক্রয় করে যে, ক্রেতা তাহার (বিক্রেতার) নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট জিনিষ উক্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে রেহান রাখিবে; অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট লোককে মূল্যের জন্য জামিন দিবে, তাহা হইলে উক্ত বন্ধক ও জামিন শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু ক্রেতাকে বন্ধক রাখিবার জন্য বাধ্য করা হইবে। অর্থাৎ সে ইচ্ছা করিলে বন্ধক রাখিতে পারিবে, আর ইচ্ছা করিলে নাও রাখিতে পারিবে। আর ক্রেতা যদি নগদ মূল্য প্রদান না করিয়া থাকে, তবে

বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে উক্ত বিক্রয়কে ভঙ্গ (বাতিল) করিতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া যদি বিক্রেতাকে কোন জিনিষ দিয়া বলে যে, তুমি এখন ইহা তোমার নিকট রাখ, আমি তোমার প্রাপ্য টাকা দিয়া লইয়া যাইব, তবে উক্ত দ্রব্যটী রেহানে পরিণত হইবে। খালেদ নামক একব্যক্তির হামিদ নামক এক ব্যক্তির নিকট যদি ঋণ বাবদে কিছু টাকা প্রাপ্য হয়, এবং মজিদ নামক তৃতীয় এক ব্যক্তিরও যদি হামিদের নিকট ঋণ বাবদে কিছু টাকা প্রাপ্য হয়, আর হামিদ যদি উভয় মহাজনের নিকট ঋণের পরিবর্ত্তে কোন একটী দ্রব্য রেহান রাখে, তবে ইহা শুদ্ধ ও জায়েজ হইবে; এবং প্রত্যেকের নিকট সম্পূর্ণ দ্রব্যটী বন্ধক থাকিবে ; অর্থাৎ এইরূপ করা যাইবে না যে, এক এক মহাজনের নিকট অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক বন্ধক থাকিবে। বরং তাহারা এক এক দিন এক এক জনের নিকট রাখিবার নিয়ম করিয়া লইবে এবং এমতাবস্থায় তাহারা পরস্পরের নিকট জিম্মাদার হইবে ও উক্ত দ্রব্যটী খোয়াইয়া গেলে প্রত্যেক মহাজনকে নিজ নিজ প্রাপ্য টাকার অনুপাতে ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে। আর হামিদ (রেহান দাতা বা খাতক) যদি এক মহাজনের (খালেদের কিম্বা মজিদের) ঋণ পরিশোধ করিয়া দেয়, তবে অপর মহাজনের নিকট, যে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় না হইবে, উক্ত দ্রব্যটা সম্পূর্ণ রেহান থাকিবে।

এক জন মহাজনের (উত্তমর্ণের) দুই জন খাতক (অধঃমর্ণ) যদি কোন দ্রব্য তাহাদের ঋণের পরিবর্ত্তে মহাজনের নিকট রেহান রাখে, তবে ইহা শুদ্ধ হইবে ; এবং সমুদয় দ্রব্যটা উভয়ের ঋণের পরিবর্ত্তে বন্ধকরূপে থাকিবে। ? আর মহাজন উভয়ের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা না পাওয়া পর্য্যন্ত উক্ত দ্রব্যটী আটক রাখিতে পারিবে ; অর্থাৎ একজন খাতক যদি তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দেয়, তবুও মহাজন উক্ত দ্রব্যটী সম্পূর্ণরূপে আটক করিয়া রাখিতে পারিবে।

হামিদ ও খালেদ প্রত্যেকে যদি বলে যে, করিম তাহাদের নিকট একটী দাস বন্ধক রাখিয়াছে ও পরে তাহাদের নিকট হইতে উক্ত দাসকে ফেরৎ লইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ দাবীর

সাক্ষী দর্শাইয়া থাকে; তাহা হইলে উভয়ের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে। কেন না এইক্ষেত্রে একজনের সাক্ষ্য উপেক্ষা করিয়া অন্যজনের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করা দুষ্কর, এবং দাসের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক যে এক এক জনের নিকট বন্ধক রাখে, তাহা অসম্ভব। সুতরাং উভয়ের সাক্ষ্যই অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু রাহেনের মৃত্যুর পর যদি উভয় মোর্ত্তাহেন ঐরূপ দাবী করে ও প্রমাণ দর্শায় আর দাস যদি উভয়ের নিকট থাকে, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ), এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে প্রত্যেকের নিকট দাসটী আধা আধা বন্ধক থাকিবে। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, ঐ প্রকার দাবীতে রেহান বাতিল হইয়া যাইবে।

বাবুর-রাহনে এন্দাল-আদলে অর্থাৎ কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকট রেহানীয় বস্তুটী রাখিবার বিবরণ—রাহেন ও মোর্ত্তাহেন উভয়ে সম্মত হইয়া যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটী কোন বিশ্বাসযোগ্য লোকের নিকট রাখে, আর সে যদি উহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তবে বন্ধক স্থিরীকৃত ও শুদ্ধ হইবে।

রাহেন ও মোর্ত্তাহেন উভয়ের মধ্যে কাহারও উক্ত বন্ধকীয় দ্রব্যটী তাহার (গচ্ছিতগ্রহিতা) (১) নিকট হইতে আনিবার অধিকার নাই; এবং সে (গচ্ছিতগ্রহিতা) যদি উহা রাহেন কিম্বা মোর্ত্তাহেনকে প্রদান করে, তবে তাহাকে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

গচ্ছিতগ্রহিতার নিকট হইতে যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিলোপ হইয়া যায়, তবে উহার ক্ষতিপূরণ মোর্ত্তাহেনকে বহন করিতে হইবে। বন্ধকের মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে রাহেন যদি গচ্ছিতগ্রহিতা বা অন্য কোন লোককে বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিক্রয় করিবার জন্য নিজের পক্ষ হইতে উকিল (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করে, তবে উহা (উকিল নিযুক্ত করা) শুদ্ধ হইবে। আর রেহান রাখিবার সময় যদি এইরূপ কোন উকিল নিযুক্ত করিবে বলিয়া শর্ত্ত করা হয়, তাহা হইলে রাহেন পরে উহা (উকিলের

---

(১) গচ্ছিতগ্রহিতা—যাহার নিকট রাহেন ও মোর্ত্তাহেন উভয়ে সম্মত হইয়া বন্ধকীয় দ্রব্যটী আমানত স্বরূপ রাখে, ইহাকে আরবীতে আদল বলে।

ক্ষমতা) ভঙ্গ করিলেও, উকিল মেয়াদান্তে বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিক্রয় করিতে পারিবে ; এবং রাহেন অথবা মোর্ত্তাহেনের মৃত্যুর পরও উকিল বাহাল থাকিবে। কিন্তু উকিল নিজে মারা গেলে তাহারি পক্ষ হইতে তাহার পুত্র বা ওছি অপর কেহ প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উকিলের ওকালতির ক্ষমতা লোপ পাইবে।

মোর্ত্তাহেনের বিনা সম্মতিতে রাহেন ও রাহেনের বিনা সম্মতিতে মোর্ত্তাহেন বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিক্রয় করিতে পারিবে না।

রেহানের টাকা পরিশোধ করিবার মেয়াদ যদি অব্যবহিত হইয়া যায়, আর রাহেন যদি উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে রাহেনের উকিলকে (যদি কেহ নিযুক্ত হইয়া থাকে) বন্ধকীয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবার জন্য বলা হইবে বরং বাধ্য করা হইবে।

গচ্ছিতগ্রহিতা ব্যক্তিকে যদি রাহেন বন্ধকী দ্রব্যটী বিক্রয় করিতে উকিল নিযুক্ত করে, আর সে (গচ্ছিতগ্রহিতা) যদি উহা বিক্রয় করে, তবে উহার মূল্যের টাকা তাহার নিকট বন্ধক স্বরূপ থাকিবে। এবং মূল্যের টাকা যদি গচ্ছিতগ্রহিতার নিকট হইতে খোয়াইয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যেন বন্ধকীয় দ্রব্যটী খোয়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মোর্ত্তাহেনকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইবে ও উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

গচ্ছিতগ্রহিতা যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য মোর্ত্তাহেনকে প্রদান করে, আর ক্রেতা (যাহার নিকট গচ্ছিতগ্রহিতা বিক্রয় করিয়াছে) উহা বিলোপ করিয়া থাকে, আর উক্ত দ্রব্যটী যদি প্রকৃতপক্ষে রাহেনের না হইয়া অপর কোন ব্যক্তির বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে মালীক ইচ্ছা করিলে তাহার দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ রাহেনের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে গচ্ছিতগ্রহিতার বিক্রয় ও মোর্ত্তাহেনের মূল্য গ্রহণ করা উভয়ই শুদ্ধ হইবে। আর মালীক ইচ্ছা করিলে গচ্ছিতগ্রহিতার নিকট হইতেও উক্ত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে ; এবং এই ক্ষেত্রে গচ্ছিতগ্রহিতা ইচ্ছা করিলে রাহেন কিম্বা মোর্ত্তা-

হেনের নিকট হইতে পুনরায় ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবে। তবে সে যদি রাহেনের নিকট হইতে আদায় করে, তবে তাহা বিক্রয় ও মোর্ত্তাহেনের মূল্য গ্রহণ করা উভয়ই শুদ্ধ হইবে। আর গচ্ছিত-গ্রহিতা যদি মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করার টাকা উশীল:(আদায়) করে, তবে সে (গচ্ছিতগ্রহিতা) উহার মালীক ও অধিকারী হইবে। এবং মোর্ত্তাহেন তাহার প্রাপ্য ঋণের টাকা রাহেনের নিকট উশীল করিবে।

ক্রেতার (যে গচ্ছিতগ্রহিতার নিকট হইতে খরিদ করিয়াছে) নিকট যদি দ্রব্যটী মজুত থাকে, তাহা হইলে মালীক উহা ক্রেতার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে ক্রেতা যত টাকা দিয়া খরিদ করিয়াছিল, তত টাকা গচ্ছিতগ্রহিতার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আর গচ্ছিতগ্রহিতা উক্ত টাকা ইচ্ছা করিলে রাহেন বা মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে আদায় করিবে। তবে সে যদি রাহেনের নিকট হইতে আদায় করে, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেন রাহেনের নিকট যে টাকা প্রাপ্য ছিল তাহা কর্ত্তন হইয়া যাইবে। কেননা সে (মোর্ত্তাহেন) পূর্ব্বেই গচ্ছিতগ্রহিতার নিকট হইতে বন্ধকীয় দ্রব্যের মূল্যের টাকা গ্রহণ করিয়াছে। আর গচ্ছিতগ্রহিতা যদি মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে প্রদান করা মূল্যের টাকা ফিরাইয়া লয়, তবে সে (মোর্ত্তাহেন) তাহার প্রাপ্য ঋণের টাকা রাহেনের নিকট হইতে উশীল করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, গচ্ছিতগ্রহিতার উপরোক্ত অধিকার ঐ সময় থাকিবে যখন তাহাকে বন্ধক রাখিবার সময় উকিল নিযুক্ত করার শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইবে ; আর রেহান রাখার পর যদি গচ্ছিতগ্রহিতাকে উকিল নিযুক্ত করিবার কথা ধার্য্য হয়, তাহা হইলে সে (গচ্ছিত গ্রহিতা) বিক্রয় করা বন্ধকীয় দ্রব্যটীর মূল্য কেবল মাত্র রাহেনের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে ; এবং এই ক্ষেত্রে মোর্ত্তা-হেনের মূল্যের টাকা গচ্ছিতগ্রহিতার নিকট হইতে গ্রহণ করা আর না করা ইহাতে কোন পার্থক্য নাই।

বন্ধকীয় দ্রব্যটী মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে বিলোপ হইয়া যাওয়ার পর যদি জানা যায় যে, উক্ত দ্রব্যটীর রাহেন ভিন্ন অপর কোন লোক, আর মালীক যদি উহার মূল্য রাহেনের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেন তাহার প্রাপ্য টাকা রাহেনের নিকট হইতে উশীল করিতে সক্ষম হইবে না।

আর মালীক যদি উহার মূল্য মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে গ্রহণ করে, তবে মোর্ত্তাহেন তাহার ঋণ বাবদ প্রাপ্য টাকা ও বন্ধকীয় দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা টাকা সমস্তই রাহেনের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

বন্ধকীয় বস্তুকে ব্যবহার করা ও উহাতে কোন ক্ষতি করার বিবরণ।

রাহেন যদি মোর্ত্তাহেনের বিনানুমতিতে বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিক্রয় করে, তবে তাহার বিক্রয় স্থগিত থাকিবে মোর্ত্তাহেনের অনুমতির উপর অথবা তাহার প্রাপ্য টাকার আদায়ের উপর। অর্থাৎ মোর্ত্তাহেন যদি উক্ত বিক্রয়ে রাজী হয়, অথবা তাহার ঋণের প্রাপ্য টাকা যদি রাহেন আদায় করিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত বিক্রয় শুদ্ধ ও সমাধা হইবে। আর মোর্ত্তাহেন যদি সম্মতি জ্ঞাপন না করে, তবে উহার মূল্য তাহার নিকট আবদ্ধ থাকিবে। আর মোর্ত্তাহেন যদি মূল্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া বিক্রয়টীকে নাকচ করিতে ইচ্ছা করে, তবে ছহি কওল অনুসারে বিক্রয়টী নাকচ হইবে না বটে, কিন্তু ক্রেতা হয়ত ঋণের টাকা পরিশোধ করা পর্য্যন্ত দ্রব্যটী গ্রহণ করিতে অপেক্ষা করিবে, অথবা ঘটনাটী কাজী (হাকিম বা বিচারকর্ত্তা)কে জ্ঞাপন করাইবে এবং কাজী উহা নাকচ করিয়া দিবে।

বন্ধকীয় দ্রব্যটী যদি দাস কিংবা দাসী হয়, তবে রাহেন রেহানী অবস্থায়ও তাহাদিগকে মুক্তি দিতে, মোদাব্বর (১) বানাইতে ও উম্মে

(১) মোদাব্বর এইরূপ দাসকে বলে, যাহাকে তাহার প্রভু এইরূপ মুক্তি পত্র প্রদান করে যে, প্রভুর মৃত্যুর পর সে স্বাধীন হইয়া যাইবে; অর্থাৎ প্রভুর কোন ওয়ারিস্ তাহার মালীক হইবে না। ইহার স্ত্রীলিঙ্গ মোদাব্বরা। যে দাসীর প্রভুর সহবাসে কোন সন্তান প্রসব করে, তাহাকে "উম্মে অলাদ" বলে।

অলাদে পরিণত করিতে পারিবে ; এবং এক্ষেত্রে রাহেন যদি মালদার (অর্থশালী) হয়, আর রেহান যদি মেয়াদী না হয়, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেন তাহার প্রাপ্য টাকা তখন রাহেনের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে। আর রেহান যদি মেয়াদী হয় তবে মোর্ত্তাহেন দাস কিংবা দাসীর মূল্য রাহেনের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া মেয়াদ পর্য্যন্ত বন্ধক স্বরূপ রাখিবে। আর রাহেন যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে দাস তাহার মূল্য ও মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য টাকার মধ্যে যাহা কম হইবে, তাহা পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিবে ; এবং প্রভু যখন মালদার হইবে, তখন তাহার নিকট হইতে দাস যত টাকা মোর্ত্তাহেনকে দিয়াছে, তত টাকা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মোদাব্বর ও উম্মে অলাদ প্রভুর দরিদ্রাবস্থায় ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিবে ও প্রভুর নিকট হইতে উহা আর কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে না।

রাহেন যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিলোপ করে, আর রেহান যদি মেয়াদী না হয়, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেন যখন তখন তাহার প্রাপ্য টাকা রাহেনের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে আর রাহেন যদি মেয়াদী হয়, তবে মোর্ত্তাহেন বন্ধকীয় দ্রব্যটীর মূল্য রাহেনের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আবদ্ধ রাখিবে।

কোন অপর ব্যক্তি যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিলোপ করিয়া দেয়, তবে তাহার নিকট হইতে মোর্ত্তাহেন উহার মূল্য গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাপ্য টাকা উশীল (আদায়) করা পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিবে।

মোর্ত্তাহেন যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটী রাহেনকে উধার স্বরূপ দেয়, আর যদি রাহেনের নিকট হইতে বিলোপ হইয়া যায়, তবে মোর্ত্তাহেন উহার জন্য দায়ী হইবে না। এইরূপ রাহেন কিংবা মোর্ত্তাহেন যদি পরস্পরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বন্ধকীয় দ্রব্যটী উধার স্বরূপ প্রদান করে, আর উহা যদি তাহার (তৃতীয় ব্যক্তির) নিকট হইতে বিলোপ হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রেও মোর্ত্তাহেন উহার জন্য দায়ী হইবে না ; এবং উহার গ্রহিতাকেও কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। আর উহার গ্রহিতার নিকট

হইতে দ্রব্যটা বিলোপ না হইলে, রাহেন ও মোর্ত্তাহেন উভয়ে একত্রে উহা তাহার (উধার গ্রহিতা) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া পুনরায় বন্ধক রাখিয়া দিবে।

উধার গ্রহিতার নিকট হইতে বন্ধকীয় দ্রব্যটী ফিরাইয়া আনিবার পূর্ব্বে যদি রাহেন মারা যায়, তাহা হইলে রাহেনের অন্যান্য মহাজনগণ (যদি থাকে) অপেক্ষা মোর্ত্তাহেন উক্ত দ্রব্যটী উধার গ্রহিতার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার অধিক অধিকারী হইবে।

রাহেন যদি মোর্ত্তাহেনকে বন্ধকীয় দ্রব্যটী ব্যবহার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করে, অথবা মোর্ত্তাহেন ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধকীয় দ্রব্যটী রাহেনের নিকট হইতে উধার স্বরূপ গ্রহণ করে, তাহা হইলে বন্ধকীয় দ্রব্যটী ব্যবহারের পূর্ব্বে বা পরে খোয়াইয়া গেলে মোর্ত্তাহেনকে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আর ঠিক ব্যবহারের সময় যদি উক্ত দ্রব্যটী খোয়াইয়া যায়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

অপরের নিকট হইতে কোন দ্রব্য উধার গ্রহণ করিয়া উহাও রেহান রাখা দোরস্ত আছে। তবে উধার দাতা যদি টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, অথবা বন্ধকীয় দ্রব্যটীর শ্রেণী ও রূপান্তর বর্ণনা করিয়া দেয়, কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট মোর্ত্তাহেনকে উল্লেখ করিয়া দেয়, কিংবা রেহান রাখিবার জন্য স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার কথানুযায়ী বন্ধক রাখিতে হইবে। যদি রাহেন (উধার গ্রহিতা) উধার দাতার কথার ব্যতিক্রম করে, তবে বন্ধকীয় দ্রব্যটী বিলোপ হইলে রাহেনকে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; এবং এই ক্ষেত্রে (যখন রাহেন ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে) রেহান শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। কেননা রাহেন যখন উক্ত দ্রব্যটীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াছে তখন সে উহার মালীক স্থির হইয়াছে। আর উধার দাতা যদি মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে বন্ধকীয় দ্রব্যটীর ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে, তবে মোর্ত্তাহেন নিজের ঋণ বাবদ প্রাপ্য টাকা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা টাকা উভয়ই রাহেনের নিকট হইতে উশীল (আদায়) করিবে।

আর রাহেন (উধার গ্রহিতা) যদি উধার দাতার কথার কোন ব্যতিক্রম না করিয়া থাকে, আর উক্ত দ্রব্যটী মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে খোয়াইয়া যায়, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেনকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইবে। এবং উহার মূল্য যদি মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য টাকার সমান বা উহার চেয়ে বেশী হয়, তবে মোর্ত্তাহেন তাহার প্রাপ্য টাকা রাহেনের নিকট হইতে পাইবে না; অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য টাকা বন্ধকীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কর্ত্তন হইয়া যাইবে। এবং রাহেন যত টাকা মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, তত টাকা উধার দাতাকে প্রদান করিবে। আর উহার (বন্ধকীয় দ্রব্য) মূল্য যদি মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য টাকার চেয়ে কম হয়, তবে মূল্যের পরিমাণ মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য টাকা হইতে কর্ত্তন হইয়া যাইবে; এবং অবশিষ্ট টাকা মোর্ত্তাহেন রাহেনের নিকট হইতে উশীল (আদায়) করিবে।

উধার দাতা যদি মোর্ত্তাহেনকে তাহার ঋণ প্রাপ্য টাকা দিয়া বন্ধকীয় দ্রব্যটী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে মোর্ত্তাহেনকে বাধ্য হইয়া টাকা গ্রহণ করিতে ও বন্ধকীয় দ্রব্যটী প্রদান করিতে হইবে; উধার দাতা যত টাকা মোর্ত্তাহেনকে দিয়াছে, ততটাকা রাহেনের নিকট প্রাপ্য থাকিবে। কিন্তু বন্ধকীয় দ্রব্যটী যদি উধার গ্রহিতার নিকট হইতে বন্ধক রাখিবার পূর্ব্বে কিম্বা রেহান হইতে খালাস করিবার পরে খোয়াইয়া যায়, তবে রাহেনকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

মোর্ত্তাহেন যদি বন্ধকীয় দ্রব্যের কোন ক্ষতি করে, তবে ক্ষতির পরিমাণে তাহার প্রাপ্য টাকা কর্ত্তন করা হইবে। পক্ষান্তরে বন্ধকীয় দ্রব্য যদি রাহেন বা মোর্ত্তাহেনের কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি করে, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে উহার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় বলেন যে, মোর্ত্তাহেনের ক্ষতি করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

আর রাহেনের ক্ষতি করিলে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

এক হাজার টাকা মুল্যের কোন গোলামকে যদি এক হাজার টাকার পরিবর্ত্তে মেয়াদী রেহান রাখা হয়, আর পরে যদি গোলামের মূল্য কমিয়া ১০০৲ এক শত টাকা হইয়া যায়, আর ঐ গোলামকে যদি কোন ব্যক্তি হত্যা করিয়া ১০০৲ এক শত টাকা মোর্ত্তাহেনকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করে, তাহা হইলে বন্ধকের মেয়াদান্তে মোর্ত্তাহেন কেবল মাত্র ঐ এক শত টাকাই পাইবে; এবং তাহার অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকা কর্ত্তন হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে মোর্ত্তাহেন যদি রাহেনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া উক্ত দাসকে এক শত টাকায় বিক্রয় করে, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেন বন্ধকের মেয়াদান্তে অবশিষ্ট ৯০০৲ নয় শত টাকা রাহেনের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

আর উক্ত দাসকে যদি অপর একটী এক শত টাকা মূল্যের দাস নিহত করে, আর নিহত দাসের পরিবর্ত্তে যদি হত্যাকারী দাস মোর্ত্তাহেনের নিকট বন্ধক স্বরূপ আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে রাহেন এই গোলামটীকে বন্ধকের সম্পূর্ণ টাকা অর্থাৎ এক হাজার টাকা দিয়া খালাস (মুক্ত) করিতে পারিবে।

বন্ধকীয় দাস যদি ভুলক্রমে কোন ব্যক্তিকে বধ করে, আর মোর্ত্তাহেন যদি হত্যার দিয়ত (১) প্রদান করে, তাহা হইলে মুক্তি দিয়তের টাকা রাহেনের নিকট প্রাপ্য হইবে না। আর মোর্ত্তাহেন যদি দিয়ত প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে রাহেন হয় ত উক্ত হত্যার দিয়ত প্রদান করিবে; অথবা নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে উক্ত গোলাম দিবে এবং উভয় ক্ষেত্রেই মোর্ত্তাহেন তাহার ঋণ বাবদ প্রাপ্য টাকা রাহেনের নিকট প্রাপ্য হইবে না; অর্থাৎ তাহার টাকা গোলামের দিয়তের পরিবর্ত্তে কর্ত্তন হইয়া যাইবে।

---

(১) খুন বা হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড না হইয়া উহার পরিবর্ত্তে যে অর্থদণ্ড হয়, তাহাকে "দিয়ত" বলে। এই বিষয় পরে কিতাবুল-দিয়াতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইবে।

রাহেন মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে তাহার ওছি বন্ধকায় দ্রব্যটী বিক্রয় করিয়া (রাহেন যদি মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ নগদ টাকা না রাখিয়া যায়) সর্ব্ব প্রথম মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য ঋণের টাকা পরিশোধ করিবে। এবং পরে অন্যান্য ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধ করিবে। রাহেনের যদি কোন ওছি না থাকে, তবে কাজী কোন ব্যক্তিকে রাহেনের পক্ষ হইতে ওছি নিযুক্ত করিবেন।

রেহান সম্পর্কে বিবিধ বিবরণ।

দশ দেরাম মূল্যের পরিমাণ আঙ্গুরের রস দশ দেরামের পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখার পর যদি উক্ত রস শরাব হইয়া যায়, এবং শরাব পরে আবার ছিরকা হইয়া যায়, আর ছিরকার মূল্যও যদি দশ দেরাম হয়, তাহা হইলে ছিরকা মোর্ত্তাহেনের নিকট বন্ধক স্বরূপ আবদ্ধ থাকিবে। পক্ষান্তরে শরাব যদি ছিরকায় পরিণত না হয়, অথবা ছিরকার মূল্য যদি দশ দেরামের চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে রাহেন মোর্ত্তাহেনের নিকট দশ দেরাম মূল্যের পরিমাণ অপর কোন দ্রব্য বন্ধক রাখিবে।

দশ টাকা মূল্যের একটি ছাগল যদি ১০৲ টাকার পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখা হয়, আর উক্ত ছাগলটা যদি মরিয়া যায় এবং উহার চামড়ার মূল্য যদি দেবাগত (পোখতা) করিবার পর এক টাকা হয়, তাহা হইলে চামড়াটা মোর্ত্তাহেনের নিকট কেবল মাত্র এক টাকার পরিবর্ত্তে রেহান থাকিবে; সুতরাং চামড়া মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে খোয়াইয়া গেলে, তাহাকে কেবল মাত্র এক টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে; অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য দশ টাকা হইতে কেবল মাত্র এক টাকা কর্ত্তন হইয়া যাইবে।

বন্ধকীয় জন্তুর বাছুর, দুগ্ধ ও পশমের মালীক রাহেন হইবে। এইরূপ বন্ধকায় জমিনের শস্যের, বন্ধকায় দাসীর সন্তানের ও বন্ধকীয় গাছের ফলের অধিকারী রাহেন হইবে। কিন্তু রাহেন উহাদিগকে বন্ধকীয় দ্রব্য হইতে পৃথক করিতে পারিবে না;

অর্থাৎ উহাও মোর্ত্তাহেনের নিকট আসল দ্রব্যের সহিত থাকিবে। তবে উহা বিনাশ ও বিলোপ হইয়া গেলে মোর্ত্তাহেনকে উহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কেননা উহা মোর্ত্তাহেনের নিকট আমানত স্বরূপ ছিল। আসল বন্ধকায় দ্রব্যটী যদি বিনাশ বা বিলোপ হইয়া যায়, আর উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যটী—বাছুর, পশম, শস্য ও ফল ইত্যাদি যদি ছহি-ছালামতে থাকে, তাহা হইলে বন্ধকীয় দ্রব্যটীর বন্ধক রাখিবার সময় যত টাকা মূল্য ছিল, তত টাকা ও উৎপন্ন দ্রব্যটীর রেহান খালাস করিবার সময় যত টাকা মূল্য হয়, তত টাকা মোট করিয়া ইহার মধ্যে মোর্ত্তাহেনের ঋণের প্রাপ্য টাকা ভাগ করিলে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের অংশে যত টাকা হইবে, তত টাকা রাহেনকে প্রদান করিতে হইবে। যেমন দশ টাকা মূল্যের একটা ছাগল ৯৲ টাকার পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখার পর ছাগলটী একটী ছানা প্রসব করিয়া মোর্ত্তাহেনের নিকট মরিয়া যায়, এবং ছানাটীর মূল্য রেহান খালাস করিবার সময় ৫৲ টাকা স্থির হয়, তাহা হইলে ছাগলের মূল্য ১০৲ টাকা ও ছানার মূল্য ৫৲ টাকা মোট ১৫৲ টাকার মধ্যে মোর্ত্তাহেনের প্রাপ্য ৯৲ টাকা ভাগ হইয়া ছাগলের মূল্যের অংশ ৬৲ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কর্ত্তন হইয়া যাইবে; এবং ছানার মূল্যের অংশ ৩৲ টাকা রাহেন মোর্ত্তাহেনকে প্রদান করিয়া ছাগলের ছানাটী খালাস করিয়া লইবে।

রেহান রাখার পর বন্ধকায় দ্রব্যটীকে বৃদ্ধি করা দোরস্ত আছে। যেমন ৫৲ টাকার পরিবর্ত্তে একটী কাপড় বন্ধক রাখিয়া পরে আরও একখানি কাপড় প্রথম কাপড়ের সহিত বন্ধক রাখিলে, ইহা দোরস্ত হইবে। পক্ষান্তরে বন্ধকের পর ঋণ বা দেনার টাকাকে বৃদ্ধি করা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতানুসারে দোরস্ত নাই। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে ঋণের টাকাও বৃদ্ধি করা দোরস্ত আছে। যেমন কোন দ্রব্য ৫০৲ টাকার পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখিয়া পরে আরও

১০৲ কি ১৫৲ টাকা গ্রহণ করা প্রথমোক্ত এমামদ্বয়ের মতানুসারে দোরস্ত নাই ; আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে দোরস্ত আছে।

হাজার টাকা মুল্যের একটী গোলামকে হাজার টাকার পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য একটী হাজার টাকা মুল্যের গোলামকে ১ম গোলামের স্থলে তাহার (১ম দাস) পরিবর্ত্তে প্রদান করা হইলে, প্রথম গোলামকে ফেরৎ না দেওয়া পর্য্যন্ত সে মোর্ত্তাহেনের নিকট বন্ধক স্বরূপ থাকিবে (১), এবং দ্বিতীয় গোলামটী আমানত স্বরূপ থাকিবে (২)।

মোর্ত্তাহেন যদি তাহার ঋণ বাবদ প্রাপ্য টাকা রাহেনকে মাফ কিম্বা দান করিয়া দেয়, আর পরে যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটী মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে বিলোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে মোর্ত্তাহেনকে উহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কেননা মোর্ত্তাহেন তাহার প্রাপ্য টাকা মাফ্ বা দান করাতে বন্ধকীয় দ্রব্যটী তাহার নিকট আমানত স্বরূপ ছিল।

মোর্ত্তাহেন তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইবার পর যদি বন্ধকীয় দ্রব্যটা তাহার নিকট হইতে বিলোপ হইয়া যায়, তবে যে দেনা সে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই টাকা তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। এইরূপ মোর্ত্তাহেন যদি তাহার প্রাপ্য টাকার পরিবর্ত্তে স্বদিচ্ছায় কোন জিনিষ রাহেনের নিকট হইতে গ্রহণ করার পর বন্ধকীয় দ্রব্যটী মোর্ত্তাহেনের নিকট হইতে বিলোপ হইয়া গেলে মোর্ত্তাহেনকে যাহা সে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(১) যদি এমতাবস্থায় গোলামটী বিলোপ হইয়া যায়, তবে মোর্ত্তাহেনকে উহার ক্ষতিপূরণ বহন করিতে হইবে।

(২) অর্থাৎ ২য় গোলামটী বিলোপ হইয়া গেলে উহার জন্য মোর্ত্তাহেনকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কেন না আমানতী দ্রব্য বিলোপ হইলে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

কিতাবুল-জানাইয়াত অর্থাৎ অনিষ্টের বিবরণ।

কত্‌ল বা হত্যা পাঁচ প্রকার—(১) কত্‌লে আমদ অর্থাৎ ইচ্ছা পূর্ব্বক হত্যা, (২) কত্‌লে শেব্‌হে আমদ অর্থাৎ ইচ্ছা পূর্ব্বক হত্যার সমতুল্য, (৩) কত্‌লে খাতা অর্থাৎ ভুল পূর্ব্বক হত্যা, (৪) কত্‌লে শেব্‌হে খাতা অর্থাৎ ভুল পূর্ব্বক হত্যার সমতুল্য ও (৫) কত্‌লে বিছ-ছবাব অর্থাৎ হত্যার পন্থা উৎপাদন করা।

(১) কত্‌লে আমদ—ইচ্ছা করিয়া এইরূপ কোন বস্তু দ্বারা প্রহার করিয়া প্রাণ হানি করা—যাহাতে শরীরের কোন অঙ্গ ভগ্ন বা চুর্ণ হইয়া যায়। যথা—ছুরী, তরবারী, বন্দুক, তীর, তোপ, বল্লম, কিরিচ, ধারাল কাষ্ঠ, পাথর, বাঁশের চটি বা বাখারি, অগ্নি ইত্যাদি। কিন্তু অস্ত্র ব্যতীত এইরূপ কোন বস্তু দ্বারা প্রহার করিয়া মারিলে—যাহা ধারাল নয় যেমন লোহার বাঁট, হাতুড়ি, ডাম্বল, কুড়ালির বাঁট ইত্যাদি—এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে উহা ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যার (কত্‌লে আমদ) মধ্যে গণ্য হইবে না। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ), এমাম মোহাম্মদ ও এমাম শাফেয়ী সাহেবগণের মতানুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত করিলে হত্যার মধ্যে গণ্য হইবে। এ স্থলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতের উপর ফৎওয়া।

ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যায় হত্যাকারী গোনাহ্‌গার হইবে; এবং তাহার প্রতি কেছাছ (প্রাণদণ্ড) প্রদান করাও ওয়াজেব (অনিবার্য্য) হইবে; সুতরাং কাফ্‌ফারা (অর্থদণ্ড) গ্রহণ করা হইবে না। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেব বলেন যে, নিহত ব্যক্তির ওলী (অভিভাবক) প্রাণদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয়ের মধ্যে যাহা প্রদান করিতে ইচ্ছা করে, তাহাই প্রদান করা হইবে।

(২) কত্‌লে-শেব্‌হে আমদ—অস্ত্র ও ধারাল বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রহার করিয়া প্রাণ বধ করা। যথা—লাঠি, চাবুক, ইট, মাটীর চাকা বা ডেলা, ক্ষুদ্র পাথর ইত্যাদি। এইরূপ হত্যার হত্যাকারী গোনাহ্‌গার হইবে বটে, কিন্তু তাহার প্রাণ দণ্ড না

হইয়া অর্থদণ্ড (কাফ্ফারা) হইবে এবং তাহার আকেলার * প্রতি দিয়তে মোগল্লাজা † আদায় করা ওয়াজেব হইবে।

কত্লে আমদ ও কত্লে শেব্হে আমদে যদি প্রাণ নাশ না হয়, তবে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই বিষয় পরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা হইবে।

(৩) কত্লে খাতা বা ভুলপূর্ব্বক হত্যা দুই প্রকার—(১) খাতা ফিল্-কাছদ অর্থাৎ ইচ্ছা ও বুঝাতে ভুল করিয়া হত্যা করা। যেমন কোন মোসলমানকে হরবী কিম্বা মোর্ত্তেদ মনে করিয়া তীর নিক্ষেপ করা। (২) খাতা ফিল্-ফেল অর্থাৎ কার্য্য ও ভুল করিয়া হত্যা করা। যেমন কোন পশুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, এবং তীর পশুকে না লাগিয়া কোন লোককে লাগায় মারা গিয়াছে।

কত্লে খাতায় হত্যাকারীর হত্যার দরুণ গোনাহ্গার হইবে না বটে, কিন্তু তাহার অসতর্কতার জন্য গোনাহ্গার হইবে। এবং তাহাকে হত্যার জন্য কাফ্ফারা দিতে হইবে। আর তাহার আকেলাকে দিয়ত দিতে হইবে।

(৪) কত্লে-শেব্হে-খাতা অর্থাৎ ভুল পূর্ব্বক হত্যার ন্যায় হত্যা করা। যেমন কোন ব্যক্তি কোন উচ্চ স্থান হইতে নিদ্রিত অবস্থায় অপরের উপর পড়িয়া তাহাকে (২য় ব্যক্তিকে) নিহত করা। এই রূপ জন্তু বা অস্ত্র হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া কাহারও প্রাণ নাশ করিলে উহা কত্লে শেব্হে-খাতার মধ্যে গণ্য হইবে।

* আকেলা—অপরাধীর প্রতি দিয়ত প্রদান করা ওয়াজেব না হইয়া তাহার যে কোন আত্মীয় বা সহকারীর উপর ওয়াজেব হয়, তাহাকে আকেলা বলে। কেতাবুল-মোয়াকেলে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে।

† দিয়তে মোগল্লাজা—২৫টী এক বৎসরের, ২৫টী দুই বৎসরের, ২৫টী তিন বৎসরের ও ২৫টী চারি বৎসরের মোট এক শত মাদা উট যেই দিয়তে দিতে হয়, সেই দিয়তকে "দিয়তে মোগল্লাজা" বলে। কেতাবুদ্-দিইয়াতে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা করা হইবে।

কত্‌লে-শেব্‌হে-খাতার হত্যাকারী গোনহ্‌গার হইবে না; কিন্তু তাহাকে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে, এবং তাহার আকেলাকে দিয়ত দিতে হইবে।

(৫) কত্‌লে-বিছ্-ছাবাব অপরের জমিনে পাথর রাখিয়া বা কূপ খনন করিয়া কোন লোককে হত্যা করা। অর্থাৎ অপরের জমিনে কূপ খনন করিলে বা কোন বস্তু রাখিলে কূপে পড়িয়া বা বস্তুর আঘাতে লোক মারা যায়, তবে যে কূপ খনন করিয়াছে ও বস্তু রাখিয়াছে, সে হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। এই ক্ষেত্রে হত্যাকারী গোনাহ্‌গার হইবে না। এবং তাহাকে কাফ্‌ফারাও দিতে হইবে না। তবে তাহার আকেলাকে দিয়ত দিতে হইবে।

হানিফী মোজহাবানুসারে কত্‌লে-বিছ-ছবাব ব্যতীত অবশিষ্ট চারি প্রকারের কতলে হত্যাকারী নিজের কোন আত্মীয়কে হত্যা করিলে, তাহার নিহত ব্যক্তি সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আর শাফেয়ী মোজহাব অনুসারে সর্ব্ব প্রকার হত্যাতেই হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

কোন্ প্রকারের হত্যায় কেছাছ (১) ওয়াজেব হয় আর কোন্ প্রকারের হয় না তাহার বিবরণ।

যাহার খুন (রক্ত) সদা সর্ব্বদার জন্য রক্ষিত, তাহাকে চাই সে মোসলমান হউক কিম্বা জিম্মী (২) হউক ইচ্ছা পূর্ব্বক হত্যা করিলে হত্যাকারীর প্রতি কেছাছের শাস্তি বা প্রাণদণ্ড প্রদান করা ওয়াজেব বা অনিবার্য্য। এই বিধি হানিফী সম্প্রদায় পোষণ করে। সুতরাং কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোন অপর স্বাধীন বা দাস (গোলাম)কে হত্যা করে, তবে ঐ

(১) কেছাছ শব্দের অর্থ প্রতিশোধ বা সমশ্রেণীর প্রতিশোধ। সুতরাং হত্যার কেছাছ, হত্যাকারীকে হত্যা (প্রাণদণ্ড) করা; হাত কাটার কেছাছ হাত কাটা; চক্ষু নষ্ট করার কেছাছ চক্ষু নষ্ট করা বুঝিতে হইবে।

(২) জিম্মী—যে কোন অ-মোসলমান মোসলমান রাজ্যে প্রজার জমানুসারে বাস করে তাহাকে জিম্মী বলে।

ক্ষেত্রেও হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করা হইবে। এইরূপ কোন গোলামও যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা অপর কোন গোলামকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারী গোলামের প্রতি উভয় অবস্থাতেই কেছাছ প্রদান করা হইবে। কিন্তু শাফেয়ী মোজাহাবানুসারে কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন গোলামকে হত্যা করিলে স্বাধীন হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করা হইবে না। এইরূপ শাফেয়ী মোজাহাবানুসারে মোসলমান কোন জিম্মীকে হত্যা করিলে ইহাতে হত্যাকারী মোসলমানের প্রতি কেছাছ প্রদান করা হইবে না। আর হানিফী মোজাহাবে মোসলমান হত্যাকারীর কেছাছ বা প্রাণদণ্ড হইবে।

কোন মোসলমান কিংবা জিম্মী যদি কোন মোস্‌তামেন (১) (আশ্রয় গ্রহিতা) কাফেরকে হত্যা করে, তাহা হইলে হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ (প্রাণদণ্ড) প্রদান করা হইবে না। পক্ষান্তরে কোন মোস্‌তামেন যদি কোন অপর মোস্‌তামেনকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করা হইবে। এইরূপ কোন বুদ্ধি শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যদি কোন অজ্ঞান বা নাবালেগকে হত্যা করে, কিংবা কোন বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ) ব্যক্তি যদি কোন নাবালেগ শিশুকে হত্যা করে, অথবা কোন স্বাস্থ্যসম্পন্ন (সুস্থ দেহ) ব্যক্তি যদি কোন অন্ধ, আতুর বা লেংড়াকে হত্যা করে, বা কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করে, তাহা হইলে সকল অবস্থাতেই হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করা হইবে। আপন পিতা, মাতা, নানা, নানী, দাদা ও দাদীকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে; কিন্তু নিজের পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে না। এইরূপ প্রভু নিজে ক্রীতদাস, মোদাব্বর দাস, মোকাতাব দাস, নিজের সন্তানের দাস ও আংশিক দাসকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে না। এইরূপ কোন বন্ধকীয় দাসকে যদি কেহ হত্যা করে, তবে বন্ধকদাতা ও গ্রহিতা একত্র উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত হত্যাকারীর

(১) মোস্‌তামেন—যে কোন অ-মোসলমান মোস্‌লেম রাজ্যে কতক দিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাস করে, তাহাকে "মোস্‌তামেন" বলে।

প্রতি কেছাছ জারি করা হইবে না এবং উভয়ে একত্র হইলে তাহাদের মোকাবেলায় হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ জারি করা হইবে।

কেহ যদি কোন মোকাতাব দাসকে হত্যা করে, আর মোকাতাব যদি তাহার মুক্তির ধার্য্য করা পরিমাণ অর্থ পরিত্যাগ করে, আর তাহার যদি ওয়ারেস্ (উত্তরাধিকারী) ও প্রভু উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে না। কেন না সাহাবিগণ এই বিষয়ে মতভেদ করিয়াছেন যে, মোকাতাব স্বাধীনাবস্থায় নিহত হইয়াছে, না দাসত্বাবস্থায়। যদি সে স্বাধীন অবস্থায় মারা গিয়া থাকে, তবে তাহার ওয়ারেস্ ওলী হইবে। আর যদি দাসত্বাবস্থায় মাবা গিয়া থাকে, তবে তাহার প্রভু ওলী হইবে। সুতরাং এইক্ষেত্রে কেছাছের দাবীদার ও অধিকার সন্দেহ জনক। অতএব নিহত দাসের প্রভু ও ওলী একত্র হইলেও হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ জারী হইবে না; কিন্তু নিহত দাসের প্রভু ব্যতীত যদি আর কোন ওয়ারেস্ না থাকে, তবে প্রভু হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করিতে পারিবে। এইরূপ প্রভু ও আপন ওয়ারেস্ থাকা স্বত্বেও দাস যদি তাহার মুক্তি, ধার্য্য টাকার পরিমাণ অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া থাকে, তাহা হইলেও প্রভু হত্যাকারার প্রতি কেছাছের দাবী করিতে পারিবে। কেন না এই ক্ষেত্রে যদিও প্রভু ব্যতিত আপন ওয়ারেস্ আছে বটে, কিন্তু দাস যখন তাহার মুক্তির ধার্য্যের পরিমাণ অর্থ পরিত্যাগ করে নাই, তখন সে দাসত্বাবস্থাতেই নিহত হইয়াছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রভুই ওলী স্থির হইবে।

পিতার উপর ওয়ারেসাসূত্রে কেছাছ প্রদান ও দাবী করিবার অধিকার হইলে কেছাছ পরিহার হইয়া যাইবে। যেমন খালেদ যদি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যাহার পক্ষ হইতে ওয়ারেস্সূত্রে কেছাছের দাবীদার খালেদের সন্তান সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে খালেদের প্রতি কেছাছ জারি করা হইবে না।

হানিফী মোজহাবানুসারে কেবল মাত্র তরবারি দ্বারা কেছাছ (প্রাণদণ্ড) কার্য্য সমাধা করা হইবে। আর শাফেয়ী মোজহাব মতে যে প্রকারে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে মারিয়াছে, সেই প্রকারে হত্যা-

কারীকেও হত্যা করিতে হইবে এবং উহাতে যদি হত্যাকারীর মৃত্যু না ঘটে, তবে তাহার গর্দ্দান কাটিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি যদি কোন অজ্ঞান বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির হাত বা পা ভাঙ্গিয়া কিংবা কাটিয়া ফেলে, অথবা তাহার কোন আত্মীয়কে হত্যা করে, তাহা হইলে তাহার (বিকৃত মস্তিষ্ক) পিতা অপরাধী ও হত্যা-কারীর প্রতি হয়ত কেছাছ প্রদানের দাবী করিবে; কিংবা আপোশে দিয়ত গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে (পিতা) অপরাধীকে ক্ষমা করিতে সক্ষম হইবে না। আর পিতা না থাকিলে, বিকৃত মস্তিষ্কের ওছি এক মাত্র দিয়ত গ্রহণ করিয়া আপোশ করিতে পারিবে। এবং কেছাছ প্রদানেব দাবী 'করিতে ও ক্ষমা করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে নাবালেগ ছেলের বিধিও বিকৃত মস্তিষ্কের বিধির সমতুল্য।

পিতা ও ওছি না থাকিলে কাজী নাবালেগ ও বিকৃত মস্তিষ্কের পক্ষ হইতে প্রতিশোধের দাবী করিবার জন্য অধিকারী হইবেন, এবং পিতার যে অধিকার কাজীরও সেই অধিকার। অর্থাৎ কাজী হয়ত কেছাছ জারি করিবেন, কিংবা দিয়ত গ্রহণ করিয়া আপোশ করাইবেন, কিন্তু ক্ষমা করিতে পারিবেন না।

নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে যদি কোন নাবালেগ থাকে, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে উক্ত নাবালেগ সাবালক হইবার পূর্ব্বেই সাবালকের উত্তরাধিকারীগণ হত্যা-কারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করিতে পারিবেন। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় বলেন যে, নাবালেগ সাবালেগ না হওয়া পর্য্যন্ত হত্যাকারীর প্রতি কেহই কেছাছ প্রদান করিতে পারিবে না। এই ক্ষেত্রে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতের উপরই ফতওয়া।

কিন্তু সকল উত্তরাধিকারীগণ যদি সাবালক হয়, আর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে যে অনুপস্থিত, সে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত হত্যাকারীর প্রতি উপস্থিত উত্তরাধিকারীগণ কেছাছ প্রদানের দাবী করিতে পারিবে না।

কেহ যদি কোন ব্যক্তিকে মারিয়া (আঘাতদ্বারা) আহত করিয়া শয্যাগত করে, আর আহত ব্যক্তি যদি শয্যাগতাবস্থায় মারা যায়, তাহা হইলে আহতকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করা হইবে। এইরূপ কোদালের ধারাল দিক দিয়া আঘাত করিয়া নিহত করিলে, হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করা হইবে। পক্ষান্তরে কোদালের উল্টা দিক দিয়া আঘাত করিয়া প্রাণ নাশ করিলে ইহাতে হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করা হইবে না। এইরূপ কাষ্ঠ বা যষ্টি (লাঠী) দ্বারা প্রহার করিয়া, গলা টিপিয়া বা পানীতে ডুবাইয়া কিংবা চাবুক মারিয়া প্রাণ বধ করিলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে কেছাছ প্রদান করা হইবে না। আর অবশিষ্ট এমাম (রহঃ)গণ বলেন যে, উপরোক্ত সকল অবস্থাতেই কেছাছ প্রদান করা হইবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে কোন মোসলমান যদি কোন মোসলমানকে মোশ্‌রেক-দিগের দলে মিলিত অবস্থায় শত্রু মনে করিয়া বধ করে, তাহা হইলে হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ জারি করা হইবে না। তবে কাফ্‌ফারা ও দিয়ত দিতে হইবে।

এক ব্যক্তি প্রথম তাহার নিজের মাথা নিজে জখম করে, তৎপর তাহাকে কোন অপর ব্যক্তি আঘাত বা জখম করে, এর পরে তাহাকে ব্যাঘ্র বা কোন হিংস্র জন্তু আঘাত করে, পরে আবার সাপে কামড়ায় ও তার পর যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আঘাতকারী ব্যক্তিকে কেবল মাত্র দিয়তের এক তৃতীয় অংশ দিতে হইবে। কেননা এই ক্ষেত্রে তাহার মৃত্যু তিনটী কারণ একত্র হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে—(১) তাহার নিজের আঘাত করা, (২) অপর ব্যক্তির আঘাত করা, (৩) ব্যাঘ্রের আঘাত ও সর্পের দংশন; অর্থাৎ ব্যাঘ্রের আঘাত ও সর্পের দংশনকে তাহার মৃত্যুর একটী কারণ বুঝিতে হইবে।

কোন মোসলমানকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি তরবারি উঠাইবে, তাহাকে (তরবারিধারীকে) হত্যা করা ওয়াজেব (কর্ত্তব্য) হইবে; এবং তাহাকে (তরবারিধারীকে) প্রাণে মারিলে উহার পরিবর্ত্তে কিছুই দিতে হইবে না। এইরূপে কোন মোসলমানের

প্রতি যদি কেহ, রাত্রি কিংবা দিবসে, সহরে কিংবা সহরের বাহিরে, কোন অস্ত্রধারণ করে, তবে অস্ত্রধারীকে মারিয়া ফেলিলে কোন দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ কিছুই দিতে হইবে না। কিন্তু অস্ত্রের স্থলে যদি কোন মোসলমানের প্রতি কেহ যষ্টি (লাঠী) ধারণ করে, তবে দেখিতে হইবে যে, যষ্টি কোন সময় ও কোন্ স্থানে ধারণ করা হইয়াছে। সহরের ভিতরে যদি রাত্রে ধারণ করে, তবে ধারণকারীকে হত্যা করিলে কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। এইরূপে সহরের বাহিরে যদি দিবসে কিংবা রাত্রে ধারণ করে, তবে এই অবস্থাতেও ধারণকারীকে হত্যা করিলে কিছুই দিতে হইবে না। তবে সহরে যদি দিবসে যষ্টি ধারণ করে, তবে যষ্টিধারীকে হত্যা করিলে কাফ্ফারা ও দিয়ত দিতে হইবে। কেন না এই ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য দ্বারা প্রাণ রক্ষা করা সম্ভবপর।

কোন চোর যদি কাহারও ঘর হইতে কোন দ্রব্য লইয়া চম্পট দেয় এবং মালীক যদি চোরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে (চোরকে) হত্যা করে, তাহা হইলে মালীককে ঐ হত্যার জন্য কোন প্রকার দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। এইরূপ কোন চোর যদি কোন জিনিষ চুরি করিতে ইচ্ছা করে, তবে হত্যা করা ব্যতীত তাহাকে বিদূরিত করিবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে উক্ত চোরকে হত্যা করা দোরস্ত আছে এবং ইহাতে কোন প্রকার দিয়ত ও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কোন অস্ত্রধারী যদি কাহারও ঘরে প্রবেশ করে, আর ঘরের মালীকের যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারী প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হইলে মালীক যদি অস্ত্রধারীকে হত্যা করে, তবে মালীককে কোন দিয়ত ও কাফ্ফারা কিছুই দিতে হইবে না।

দিনের বেলা সহরের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কাহারও উপরে লাঠী চালায়, আর উক্ত ব্যক্তি যদি যষ্টিধারীকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ জারি করা হইবে—অর্থাৎ হত্যাকারার প্রাণদণ্ড হইবে।

যায়েদ যদি খালেদের প্রতি তরবারি চালাইয়া তাহাকে আঘাত করে এবং খালেদ তাহাতে নিহত না হইয়া, যায়েদ চলিয়া যাইবার পর

যদি খালেদ যাইয়া যায়েদকে হত্যা করে, তাহা হইলে খালেদের প্রতি কেছাছ জারি করা হইবে।

পাগল বা নাবালেগ ছেলে যদি কাহারও প্রতি হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করে, আর উক্ত ব্যক্তি যদি পাগল বা নাবালেগ ছেলেকে হত্যা করে, তাহা হইলে হত্যাকারীকে তাহার নিজের অর্থ হইতে খুনের দিয়ত দিতে হইবে। ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মত ; আর সাহেবায়েন (রহঃ) বলেন যে, হত্যাকারীকে দিয়ত দিতে হইবে না।

কাহারও কোন পোষা জন্তু—যেমন উট, গরু, মহিষ ইত্যাদি যদি কোন লোককে আক্রমণ করে, আর সে (যাহার উপর আক্রমণ করিয়াছে) উক্ত জন্তুটীকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে জন্তুটীর মুল্যের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

باب القود فيمادون النفس

অঙ্গ হানীর কেছাছের বিবরণ।

যে অবস্থায় সমতুল্যতা রক্ষা করা যায়, কেবল মাত্র সেই অবস্থায় অঙ্গ হানীর কেছাছ পরিচালনা করা যাইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কাহারও হাতের কব্জা পর্য্যন্ত কর্ত্তন করে, তবে অপরাধীর হাতেরও কব্জা পর্য্যন্ত কর্ত্তন করা হইবে ; ইহাতে একের হাত অপরের হাতের চেয়ে ছোট বা লম্বা হওয়াতে কোন পার্থক্য নাই। পক্ষান্তরে হাতের কিংবা পায়ের যদি হাড় পর্য্যন্ত বা অৰ্দ্ধেক পর্য্যন্ত কাটা যায়, তবে তাহাতে কেছাছ পরিচালনা করা যাইবে না। অর্থাৎ অপরাধীর হাত বা পা হাড় পর্য্যন্ত বা অৰ্দ্ধেক পর্য্যন্ত কেছাছ স্বরূপ কাটা যাইবে না। কেন না এই ক্ষেত্রে একের হাত বা পা অন্যের হাত বা পায়ের চেয়ে কম কিংবা বেশী কাটা যাইতে পারে, সুতরাং সমতুল্যতা (সমতা) রক্ষা করা অসম্ভব।

কেহ যদি কোন ব্যক্তির নাকের ভিতরের নরম মাংস হাড় পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলে, তবে অপরাধীরও নাকের নরম মাংস হাড় পর্য্যন্ত কাটা

যাইবে। কিন্তু মাংসের সহিত যদি হাড়ের কিঞ্চিৎ কাটা যায়, তবে কেছাছ প্রদান করা হইবে না, বরং দিয়ত দিতে হইবে। কেননা এই স্থলে সমতুল্য কেছাছ গ্রহণ করা অসম্ভব। এইরূপ কাণ কাটার পরিবর্ত্তে কাণ কাটা যাইবে।

যায়েদ যদি কাহারও চক্ষের কেবল মাত্র জ্যোতিঃ নষ্ট করিয়া দেয়, তবে যায়েদের চক্ষের জ্যোতিঃও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে; এবং ইহা এইরূপে পরিচালনা করা হইবে—যায়েদের মুখের উপর ভিজা তুলা রাখিয়া তাহার চক্ষের নিকট গরম সীসা এইরূপ ভাবে রাখা যাইবে, যাহাতে তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ নষ্ট হইয়া যাইবে, আর তাহার মুখে যেন কোন আঘাত না লাগে। কিন্তু যায়েদ যদি কোন ব্যক্তির চক্ষু সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলে, তবে এই ক্ষেত্রে যায়েদের চক্ষু উৎপাটন করা হইবে না; কেননা এই ক্ষেত্রে সমতুল্যতা রক্ষা করা অসম্ভব।

যে সকল ক্ষতের সমতুল্য ক্ষত করা সম্ভবপর, কেবল মাত্র সেই সকল ক্ষতের পরিবর্ত্তে কেছাছ জারী করা হইবে। দাঁত ব্যতীত অঙ্গের আর কোন হাড় ভগ্ন করিলে বা কর্ত্তন করিলে উহাতে কেছাছ প্রদান করা হইবে না। দাঁত ভাঙ্গার কেছাছ অপরাধীর দাঁতকে রেত দ্বারা ঘষিয়া ভগ্ন করিয়া দেওয়া। আর দাঁত উঠানের কেছাছ অপরাধীর দাঁতকে উঠাইয়া ফেলা।

অঙ্গহানীতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে, স্বাধীন ও দাসের মধ্যে এবং দাস ও দাসের মধ্যে কেছাছ জারী হইবে না অর্থাৎ কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোকের বা কোন স্ত্রীলোক যদি কোন পুরুষের হাত কর্ত্তন করে, তবে উভয় ক্ষেত্রেই অপরাধীর হাত কেছাছ গ্রহণার্থে কাটা হইবে না। এইরূপ কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি দাসের হাত কর্ত্তন করে, কিম্বা কোন দাস যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তির হাত কর্ত্তন করে, তবে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে না। এইরূপ কোন দাস যদি কোন দাসের অঙ্গহানী করে, তবে ইহাতেও কেছাছ গ্রহণ করা হইবে না।

যে ক্ষত পেটের ভিতরের দিকে প্রশস্ত হইয়া যায়, সেই ক্ষতে যদি আহত ব্যক্তি মারা যায়, তবে ক্ষতকারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের কেছাছ পরিচালনা করা হইবে। কিন্তু ক্ষত যদি আরোগ্য হইয়া যায়, তবে উহাতে কোন প্রকার কেছাছ প্রদান করা হইবে না। জিহ্বা ও পুরুষাঙ্গে কেছাছ নাই। তবে পুরুষাঙ্গের যদি কেবল মাত্র হাস্‌ফা (সুপারী) কাটা যায়, তাহা হইলে উহাতে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে, এবং অপরাধীর পুরুষাঙ্গের সুপারী কাটা যাইবে। এইরূপ এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে পুরুষাঙ্গের গোড়া দিয়া সমূলে যদি কাটা যায়, তবে অপরাধীর পুরুষাঙ্গ গোড়া দিয়া কাটা যাইবে।

অঙ্গহানীর কেছাছে মোসলমান ও জিম্মীর জন্য একই বিধি, ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। হস্তকর্ত্তনকারীর হাত যদি অবশ্য রোগা হয়, কিম্বা উহাতে যদি একটী আঙ্গুল কম থাকে, তাহা হইলে যাঁহার হাত কাটা গিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে অপরাধীর হাত কাটা যাইবে, আর সে ইচ্ছা করিলে উহার পরিবর্ত্তে দিয়ত স্বরূপ ক্ষতি পূরণও গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ অপরাধীর মাথা যদি মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির মাথার চেয়ে এত অধিক বড় হয় যে, মস্তকে আঘাত-গ্রস্ত ব্যক্তি সমুদয় মাথার আঘাতের পরিমাণ আঘাত যদি অপরাধীর মাথায় করে, তবে তাহার সমুদয় মাথা ক্ষত প্রাপ্ত হইবে না; তাহা হইলে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার মাথার আঘাতের পরিমাণ আঘাত অপরাধীর মাথার কেছাছ স্বরূপ করিতে পারিবে। আর ইচ্ছা করিলে অপরাধীর নিকট হইতে দিয়ত স্বরূপ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবে।

হত্যাকারী মারা গেলে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারেস্‌গণ হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলে কিম্বা অর্থ গ্রহণ করিয়া আপোশ করিলে, তিন অবস্থাতেই কেছাছ রহিত হইয়া যাইবে। অর্থ গ্রহণ করিয়া আপোশ হইলে আপোশের ধার্য্য টাকা নগদ দিবে, কি বিলম্বে দিবে, ইহাঁর কোন উল্লেখ না থাকিলে, হত্যাকারীকে উক্ত টাকা নগদ দিতে

হইবে ; ইহা (খুনের আপোশের টাকা) দিয়তের টাকার ন্যায় কিস্তি-বন্দীতে দেওয়া-লওয়া চলিবে না।

একাধিক ওয়ারেস্‌গণের মধ্য হইতে যদি কেবল মাত্র একজন ওয়ারেস্ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে, কিম্বা আপোশ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলেও কেছাছ রহিত (বাতিল) হইয়া যাইবে। এবং হত্যা-কারীর নিকট হইতে দিয়ত গ্রহণ করা হইবে, ও দিয়ত ওয়ারেস্‌গণের মধ্যে তাহাদের মওরশী অংশের পরিমাণানুসারে ভাগ করা হইবে।

একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন দাস একযোগে যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, আর তারপর যদি স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের প্রভুর কথানুসারে তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাদের পক্ষ হইতে নিহত ব্যক্তির ওয়ারেস্‌গণের সহিত এক হাজার টাকায় আপোশে মীমাংসা করে, তাহা হইলে এক হাজারের অর্দ্ধেক ৫০০৲ টাকা স্বাধীন ব্যক্তি দিলে, আর বাকী ৫০০৲ টাকা দাসের প্রভুকে দিতে হইবে।

একাধিক লোক যদি একজন লোককে হত্যা করে, তবে সকল হত্যাকারীরই কেছাছ স্বরূপ প্রাণদণ্ড হইবে এবং এক ব্যক্তি যদি একাধিক লোককে হত্যা করে, তাহা হইলে সকলের পরিবর্ত্তে উক্ত হত্যাকারীর একাই কেছাছ স্বরূপ প্রাণদণ্ড হইবে। এই স্থলে নিহত ব্যক্তিগণের ওয়ারেস্‌গণের মধ্য হইতে যদি কেবল মাত্র একজন নিহত ব্যক্তির ওয়ারেস্‌গণ হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদান করে, তাহা হইলে অন্যান্য নিহত ব্যক্তিদের ওয়ারেস্ আর কোন দাবী করিতে পারিবে না।

দুই ব্যক্তি একযোগে যদি একজন লোকের হাত কর্ত্তন করে, তবে উভয়ে ছুরী চালান সত্বেও কেছাছ গ্রহণার্থে কাহারও হাত কাটা যাইবে না। বরং উভয়কেই দিয়ত প্রদান করিতে বাধ্য করা হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেব বলেন যে, কেছাছ গ্রহণার্থে উভয়ের হাত কাটা হইবে।

এক ব্যক্তি যদি দু'জন লোকের হাত কর্ত্তন করে, তাহা হইলে উভয়ে উপস্থিত অপরাধীর বাম হস্ত কর্ত্তন করিবে ; আর এক হাতের

জন্য দিয়ত গ্রহণ করিয়া উভয়ে সমান সমান ভাগ করিয়া লইবে। পক্ষান্তরে এক জন যদি প্রথম হাজির হইয়া তাহার হাতের কেছাছ গ্রহণার্থে অপরাধীর বাম হাত কর্ত্তন করে, আর পরে অপর ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির এক হাতের দিয়ত স্বরূপ ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ প্রাপ্য হইবে।

কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করিয়া কোন ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপ করে, আর উক্ত তীর তাহার গা ছিদ্র করিয়া অপর আর এক ব্যক্তির গায়ে লাগে, আর উহাতে যদি উভয় ব্যক্তিই মারা যায়, তাহা হইলে তীর নিক্ষেপকারীকে প্রথম ব্যক্তির পরিবর্ত্তে হত্যা করা যাইবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তীর নিক্ষেপকারীর ওয়ারেস্‌গণ দ্বিতীয় ব্যক্তির ওয়ারেস্‌গণকে দিয়ত প্রদান করিবে।

খালেদ প্রথম করিমের হাত কাটিয়া পরে তাহাকে হত্যা করিলে, ইহার ৮ প্রকারের অবস্থা হইতে পারে।ঃ—

(১) হাত কাটা ও হত্যা করা উভয়ই ইচ্ছাপূর্ব্বক, এবং হাত কাটা আরোগ্য হইবার পর হত্যা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে প্রথমে খালেদের হাত কাটা এবং পরে কেছাছ গ্রহণার্থে তাহার প্রাণ-দণ্ড হইবে।

(২) হাত কাটা ও হত্যা করা উভয়ই ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং হাত কাটার সঙ্গে সঙ্গেই হাত কাটা আরোগ্য না হইতে হত্যা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে প্রথম খালেদের হাত কাটা হইবে ও পরে তাহাকে কেছাছ স্বরূপ হত্যা করা হইবে। আর এমাম আবু ইউসফ্ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতে কেবল মাত্র হত্যা করা হইবে; হস্ত কর্ত্তন হইবে না।

(৩) খালেদ কর্ত্তৃক হাত কাটা ও হত্যা করা উভয়ই ভুলপূর্ব্বক হইয়াছে এবং হস্ত কর্ত্তন আরোগ্য হইবার পর হত্যা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে হাত কাটার অর্দ্ধেক দিয়ত ও হত্যার পূরা দিয়ত খালেদকে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) হাত কাটা ও হত্যা করা উভয়ই ভুলপূর্ব্বক ও হাত কাটা আরোগ্য না হইতেই হত্যা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে কেবল মাত্র হত্যার দিয়ত খালেদকে প্রদান করিতে হইবে।

(৫) হাত কাটা ইচ্ছাপূর্ব্বক ও হত্যা ভুলপূর্ব্বক হইয়াছে এবং হাত কাটা আরোগ্য হইবার পর হত্যা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে হাতের পরিবর্ত্তে খালেদের হাত কাটা যাইবে এবং তাহাকে হত্যার দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

(৬) হাত কাটা ইচ্ছাপূর্ব্বক ও হত্যা ভুলপূর্ব্বক এবং হাত কাটা আরোগ্য না হইতেই হত্যা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও খালেদের হাত কাটা যাইবে এবং তাহাকে হত্যার দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

(৭) হাত কাটা ভুলপূর্ব্বক ও হত্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং হাত কাটার আরোগ্যের পর হত্যা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে হাতের জন্য খালেদকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। আর হত্যার কেছাছ গ্রহণার্থ তাহাকে হত্যা করা হইবে।

(৮) হাত কাটা ভুলপূর্ব্বক ও হত্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং হাত কাটা আরোগ্য না হইতেই হত্যা করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও হাতের জন্য দিয়ত দিতে হইবে। এবং হত্যার কেছাছ স্বরূপ খালেদকে হত্যা করা হইবে।

খালেদ করিমকে এক শত চাবুক এইরূপে মারিয়া নিহত করিয়াছে যে, প্রথম ৯০ চাবুক মারার পর করিম আরোগ্য লাভ করে; তৎপর তাহাকে পুনরায় ১০ চাবুক মারাতে করিমের মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই ক্ষেত্রে খালেদকে কেবল মাত্র একবার প্রহারের জন্য দিয়ত দিতে হইবে।

যে সকল ক্ষতের আরোগ্য হইলে চিহ্ন বাকী থাকে না, সেই সমুদয় ক্ষতের জন্য এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব কোন প্রকার দিয়ত সমর্থন করেন নাই। পক্ষান্তরে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের

হুকুমতে আদল (১) সমর্থন করেন। আর এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেব বলেন, অপরাধীকে ডাক্তার, কবিরাজের ফিঃ ও ঔষধের মূল্য দিতে হইবে।

৯০ চাবুক মারার পর যদি উহার জীবন কিছু বাকী থাকিতেই পুনরায় ১০ চাবুক মারে, আর তাহাতে যদি করিম মারা যায়, তাহা হইলে খালেদকে দিয়ত ও হুকুমতে আদল উভয়ই প্রদান করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি তাহার অঙ্গ কর্ত্তনকারীকে ক্ষমা করিবার পর উক্ত ক্ষতের প্রকোপে মারা যায়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে অঙ্গ কর্ত্তনকারীকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতে অপরাধীকে কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। কোন ব্যক্তি যদি তাহার অঙ্গ কর্ত্তন, দিয়ত ও উহার প্রতিফল সব মার্জ্জনা করিয়া উক্ত অঙ্গ কর্ত্তনের প্রকোপে মারা যায়, তবে দেখিতে হইবে যে অঙ্গ কর্ত্তন ইচ্ছাপূর্ব্বক হইয়াছিল কি ভুলক্রমে। যদি ইচ্ছা-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, তবে অপরাধীকে কোন কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। আর যদি ভুলক্রমে হইয়া থাকে, তবে অপরাধীকে পূরা দিয়তের দুই তৃতীয় অংশ প্রদান করিতে হইবে। মাথা কাটা অপরাধ ক্ষমা করিয়া উক্ত আঘাতে মারা গেলেও, ঐ বিধান প্রচলিত। অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। আর ভুলক্রমে হইলে দিয়তের দুই তৃতীয় অংশ প্রদান করিতে হইবে। পার্থক্যের কারণ এই,—ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধের প্রতিশোধ বা দণ্ড অপরাধীকে কেছাছ গ্রহণার্থে হত্যা (প্রাণদণ্ড) করা। সুতরাং ইহা নিহত ব্যক্তির স্বত্ব এবং সে নিজের স্বত্বকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতে অধিকারী ও সক্ষম।

---

(১) হুকুমতে আদল—নিহত ব্যক্তিকে দাস সাব্যস্ত করিয়া তাহার আঘাত বিহীন অবস্থার মূল্য ও আঘাত অবস্থার মূল্যের পরিমাণের মধ্যে যেই পার্থক্য হয় উহাকে হুকুমতে আদল বলে। যেমন আঘাত বিহীন অবস্থা মূল্যের পরিমাণ ১০০০ এক হাজার দিনার, আর আঘাত অবস্থার মূল্য ৬০০ ছয় শত দিনার, এই স্থলে ৪০০ চারি শত দিনার হুকুমতে আদল হইবে।

পক্ষান্তরে ভুলপূর্ব্বক অপরাধের দণ্ড বা প্রতিশোধ দিয়ত প্রদান করা। ইহার (দিয়তের) স্বত্ববান ও অধিকার নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণ। সুতরাং সে (নিহত) দিয়তের এক তৃতীয় অংশের অধিক ক্ষমা করিতে অক্ষম।

কোন রমণী যদি কোন পুরুষের হাত কর্ত্তন করে, আর পুরুষ যদি হাতের দিয়তের প্রাপ্য টাকাকে মোহর নির্দ্ধারিত করিয়া উহার পরিবর্ত্তে উক্ত রমণীকে বিবাহ করে, আর পুরুষটী যদি তার পর উক্ত হাত কর্ত্তনের প্রকোপে মারা যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকটী যদি ইচ্ছা করিয়া হাত কাটিয়া থাকে, তবে নিহত পুরুষের সম্পত্তি হইতে স্ত্রীলোকটী মোহরে মেছাল প্রাপ্ত হইবে এবং নিজের সম্পত্তি হইতে হস্ত কর্ত্তনের দিয়ত প্রদান করিবে। আর ভুলক্রমে কাটিয়া থাকিলে, স্ত্রীলোকটী পুরুষের সম্পত্তি হইতে মোহরে মেছাল প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার (স্ত্রী) আকেলাকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। আর পুরুষ যদি হস্ত কর্ত্তন ও উহার পরিণামের পরিবর্ত্তে কিংবা পরিণামের ক্ষতিপূরণের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকটীকে বিবাহ করিয়া থাকে এবং পরে যদি সে উক্ত হস্ত কর্ত্তনের প্রকোপে মারা যায়, তাহা হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ত্তন অবস্থায় স্ত্রীলোকটীর মোহরে মেছাল প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাকে (স্ত্রীলোক) কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। আর ভুলপূর্ব্বক কর্ত্তনাবস্থায় স্ত্রীলোকের আকেলাকে যে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে, উহা হইতে মোহরে মেছাল বাদ যাইয়া অবশিষ্ট দিয়ত স্ত্রীলোকটীর আকেলার জন্য পুরুষের পক্ষ হইতে ওছিয়ত স্বরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মোহরে মেছাল বাদ যাইয়া অবশিষ্ট দিয়তের পরিমাণ যদি নিহত ব্যক্তির সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের সমান বা তদপেক্ষা কম হয়, তবে স্ত্রীলোকটীর আকেলাকে দিয়ত স্বরূপ কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। আর অবশিষ্ট দিয়তের পরিমাণ যদি এক তৃতীয় অংশের অধিক হয়, তবে যত অধিক হইবে তত পরিমাণ দিয়ত স্ত্রীলোকটীর আকেলাকে প্রদান করিতে হইবে।

খালেদ যদি যায়েদের হস্ত কর্ত্তন করে, আর কাজীর (হাকিম)

বিনানুমতিতে (১) যদি কেছাছ গ্রহণার্থে খালেদের হাত কাটা যায়, তারপর যদি যায়েদ উক্ত কর্ত্তন দরুন মারা যায়, তাহা হইলে খালেদের প্রাণদণ্ড হইবে। পক্ষান্তরে খালেদ যদি মারা যায়, তবে যায়েদের প্রাণদণ্ড হইবে না বটে, কিন্তু তাহাকে দিয়তে-নফ্ছ (জীবনের দিয়ত) প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু সাহেবায়েনের (রহঃ) মতে যায়েদকে কিছুই দিতে হইবে না। নিহত ব্যক্তির ওয়ারেসন যদি হস্তকর্ত্তন কারীর হাত কাটিয়া পরে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে তাহাদিগকে (ওয়ারেসগণকে) হাতের জন্য দিয়ত প্রদান করিতে হইবে কিন্তু সাহেবায়েন (রহঃ) মতে কিছুই দিতে হইবে না।

باب الشهادة فى القتل واعتبار حالته

হত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া ও হত্যা অবস্থার বিবরণ।

নিহত ব্যক্তির ওয়ারেস্ হত্যাকারীর প্রতি কেছাছ প্রদানের দাবী করিবার অধিকারী বটে ; কিন্তু এই অধিকার ও নিহত ব্যক্তির মালাক হইবার অধিকারে পার্থক্য আছে। ওয়ারেসী সূত্রে ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারীগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতিনিধি স্বরূপ দাঁড়াইতে পারিবে, কিন্তু কেছাছ গ্রহণের দাবীতে একে অন্যের প্রতিনিধি স্বরূপ দাঁড়াইতে পারিবে না। সুতরাং নিহত ব্যক্তির দুই জন ওয়ারেস্ থাকিলে সকলে যদি অন্যের অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্যদ্বারা ইচ্ছা পূর্ব্বক হত্যা করা প্রমাণ করিবার পর অপর জন উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে (২য় ওয়ারেস্‌কে) এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে পুনরায় সাক্ষ্য দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করা প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতে ২য় ওয়ারেসকে পুনরায় সাক্ষ্য দর্শাইতে হইবে না। পক্ষান্তরে

---

(১) পক্ষান্তরে কাজীর অনুমতিতে যদি খালেদের হাত কাটা যায়, তবে যায়েদ মারা গেলে খালেদের প্রাণদণ্ড হইবে না, বরং তাহাকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

একজন ওয়ারেস্ যদি অন্য ওয়ারেসের অনুপস্থিতিতে কাহারও প্রতি মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করে, তবে অপর ওয়ারেসকে পুনরায় প্রমাণ দর্শাইতে হইবে না; ইহা সকল এমামগণই সমর্থন করেন। ভুলপূর্ব্বক হত্যার প্রমাণও এইরূপ। অর্থাৎ উপস্থিত ওয়ারেস্ প্রমাণ করার পর অনুপস্থিত ওয়ারেস্কে পুনরায় প্রমাণ দর্শাইতে হইবে না।

হত্যাকারী যদি তাহাকে অনুপস্থিত ওয়ারেস কেছাছ ক্ষমা করিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে উপস্থিত ওয়ারেস তাহার প্রতি কেছাছের দাবী করিতে পারিবে না। নিহত দাসের অংশীদারগণের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সম্বন্ধেও উল্লিখিত বিধান প্রচলিত।

নিহত ব্যক্তির তিন জন ওয়ারেসের মধ্যে যদি দুই জনে এই কথায় সাক্ষ্য দেয় যে, তৃতীয় ওয়ারেস্ হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া গিয়াছে; তাহা হইলে এই বিষয়ে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না: এবং সাক্ষা দুই জনের পক্ষ হইতে কেছাছ রহিত হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু হত্যাকারী যদি উভয় সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা হইলে কেছাছের পরিবর্ত্তে দিয়ত প্রদান করা হইবে; এবং দিয়তের তিন জন সমান অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে হত্যাকারী যদি উভয় সাক্ষীকে মিথ্যা (সাক্ষ্য দাতা) বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে উভয় সাক্ষীই দিয়ত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আর তৃতীয় ওয়ারেসের দিয়তের এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্য হইবে। এইরূপ কেবল মাত্র তৃতীয় ওয়ারেস্ যদি সাক্ষীদ্বয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলেও সে (তৃতীয় ওয়ারেস্) দিয়তের এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু হত্যাকারী ও তৃতীয় ওয়ারেস্ উভয়ে যদি সাক্ষীদ্বয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তবে তৃতীয় ওয়ারেস্ দিয়ত প্রাপ্ত হইবে না। এবং সাক্ষীদ্বয় দিয়তের দুই তৃতীয়াংশ পাইবে।

হত্যা প্রমাণের সাক্ষিগণ যদি হত্যার স্থান সময় কিংবা অস্ত্র সম্বন্ধে মতভেদ করে, কিংবা একজন সাক্ষী যদি বলে যে, যষ্ঠি দ্বারা প্রহার

করিয়া হত্যা করিয়াছে এবং অপর একজন সাক্ষী বলে, কোন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিয়াছে তাহা সে জানে না; তাহা হইলে সকল অবস্থাতেই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে। পক্ষান্তরে সকলে যদি কেবল মাত্র হত্যার সাক্ষ্য প্রদান করে, আর অস্ত্র বিষয়ে কিছু জানেনা বলিয়া প্রকাশ করে, তাহা হইলে কেছাছ প্রমাণ হইবে না বটে, কিন্তু দিয়ত প্রদান করা ওয়াজেব হইবে।

দুই ব্যক্তি যদি হত্যার অপরাধে দোষী হয়, আর প্রত্যেকে যদি হত্যার দোষ স্বীকার করে, এবং নিহত ব্যক্তির ওলী যদি বলে যে তাহারা উভয়েই হত্যা করিয়াছে, তাহা হইলে উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইবে। একজন সাক্ষী যদি বলে, খালেদ যায়েদকে হত্যা করিয়াছে, আর অপর একজন সাক্ষী যদি বলে, করিম যায়েদকে মারিয়াছে এবং নিহত ব্যক্তির ওলী যদি বলে যে, উভয়েই হত্যা করিয়াছে, তাহা হইলে কাহারও সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

তীর নিক্ষেপের শাস্তি প্রদানে তীর নিক্ষেপের অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যকীয়; এবং তীর লাগিবার সময়ের বিবেচনা করা কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি মোসলমানকে তীর নিক্ষেপ করে, আর সে যদি তীর লাগিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মোর্ত্তেদ হইয়া যায়, তাহা হইলে দিয়ত প্রদান করা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ কোন দাসের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিবার আর তীর লাগিবার পূর্ব্বে যদি তাহার প্রভু তাহাকে আজাদ (মুক্তি) করিয়া দেয়, তাহা হইলে তীর নিক্ষেপকারী দিয়ত স্বরূপ দাসের মুল্যের যে টাকা প্রদান করিবে, উহার মালীক প্রভু হইবে। এইরূপ কোন মোহরেম (যে ব্যক্তি হজ্জের জন্য এহ্রামে আবদ্ধ) যদি কোন পশুর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়া তীর লাগিবার পূর্ব্বে হালাল হইয়া যায়, তবে তাহাকে জেয়া বা বদলা প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি তীর নিক্ষেপ করিয়া তীর পৌঁছিবার পূর্ব্বে এহ্রাম বান্ধে, তাহা হইলে তাহাকে জেয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। যাহার প্রতি কাজী ছাঙ্গেছারের (পাথর মারিয়া বধ করা) আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি

তীর নিক্ষেপ করিলে তীর লাগিবার পূর্ব্বে যদি ছাঙ্গেছারের সাক্ষী সাক্ষ্য হইতে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তীর নিক্ষেপকারীকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

কোন মোসলমান যদি কোন পশুর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়া তীর লাগিবার পূর্ব্বে মজুছী বা অগ্নিউপাসক হইয়া যায়, তবে উক্ত শিকার খাওয়া হালাল হইবে। পক্ষান্তরে কোন মজুছী যদি তীর নিক্ষেপ করিয়া তীর লাগিবার পূর্ব্বে মোসলমান হইয়া যায়, তবে শিকার খাওয়া হালাল হইবে না।

كتاب الديات

কিতাবুদ-দিইয়াত অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের বিবরণ।

হত্যা ও শারীরিক আঘাতের অর্থদণ্ডকে দিয়ত বলে, দিয়তের পরিমাণ স্বর্ণ হইতে এক হাজার দিনার (৩৭৫ তোলা), রৌপ্য হইতে ১০,০০০ দশ হাজার দেরাম (২৮৬৩ তোলা) ও উষ্ট্র হইতে একশত উট। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে উল্লিখিত তিন প্রকার দ্রব্য দ্বারাই দিয়ত প্রদান করা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর সাহেবায়েন (রহঃ) বলেন যে, উপরোক্ত তিন প্রকার দ্রব্য ব্যতীত দুইশত গরু, দুই হাজার ছাগল ও দুই শত জোড়া পোষাক দ্বারাও দিয়ত দেওয়া চলিবে।

কতলে-শেবহে-আমদ অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যার সমতুল্য হত্যার দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ নিম্ন-লিখিত হারে এক শত উষ্ট্র দ্বারা দিতে হইবে। ২৫ পঁচিশটী এক বৎসর বয়স্ক উষ্ট্রের মাদা বাছুর, ২৫ পঁচিশটী দুই বৎসর বয়স্ক উষ্ট্রের মাদা বছুর, ২৫ পঁচিশটী তিন বৎসর বয়স্ক উষ্ট্রের মাদা বাছুর ও ২৫ পঁচিশটী ৪ চারি বৎসর বয়স্ক উষ্ট্রের মাদা বাছুর। ইহাকে দিয়তে মোগল্লাজা বলে। ভুল পূর্ব্বক হত্যার দিয়তও এক শত উষ্ট্র প্রদান করা। তবে উল্লিখিত চারি রকমের ২০টী করিয়া এবং বাকী ২০টী এক বৎসর বয়স্ক নর বাছুর দিতে হইবে।

এই দুই প্রকারের হত্যার জন্য কাফ্ফারা দিতে হইলে হত্যা-

কারীকে একটী মোসলমান গোলাম মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে অক্ষম হইলে তাহাকে দুই মাস অনবরত রোজা রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে (হত্যায়) দরিদ্রকে ভোজ দিলে চলিবে না। কাফ্‌ফারার জন্য ঐ দুগ্ধ পানকারী গোলাম সন্তানকে মুক্তি দিলেও চলিবে; যাহার মাতা কিম্বা পিতা মোসলমান। কিন্তু গর্ব্ভবতী দাসীর পেটের সন্তানকে মুক্তি প্রদান করিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে উহার দিয়ৎ পুরুষ হত্যার অর্দ্ধেক দিতে হইবে। এইরূপ স্ত্রীলোকের শারীরিক দোষ করিলে উহার দিয়ত পুরুষের শারীরিক দোষের অর্দ্ধেক দিতে হইবে।

জিম্মী ও মোসলমানের জন্য একই পরিমাণ দিয়ৎ আদায় করিতে হইবে।

প্রাণ নাশ করিলে, নাক কাটিলে, পুরুষাঙ্গ কাটিলে, বা পুরুষাঙ্গের মাত্র সুপারি কাটিলে সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে। এইরূপ যদি প্রহার দরুণ জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়, অথবা ঘ্রাণ শক্তি বা শ্রবণ শক্তি বা দর্শন শক্তি বা স্বাদগ্রহণ শক্তি বিলোপ পায়, তাহা হইলে সকল অবস্থাতেই সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে। এইরূপ সম্পূর্ণ জিহ্বা কর্ত্তন করিলে কিম্বা এত পরিমাণ কর্ত্তন করিলে যাহাতে কথা বলা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, অথবা স্পষ্টরূপে কথা বলিতে অক্ষম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই সকল অবস্থাতেও সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে। এইরূপ দাড়ি ও চুল মুড়াইয়া দিলে, যদি পুনরায় দাড়ী ও চুল না উঠে, তবে অপরাধীকে সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে।

শরীরে যে সকল জোড় অঙ্গ আছে—যেমন হাত, পা, কাণ, চক্ষু, ও ঠোট, এই সকল অঙ্গ হইতে যদি কোন অঙ্গের উভয়ই কর্ত্তন করে, তবে এই অবস্থাতেও সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে। আর যদি একাঙ্গ যেমন এক পা, এক হাত, এক কাণ, এক চক্ষু, কর্ত্তন করে, তাহা হইলে অর্দ্ধেক দিয়ত দিতে হইবে। চক্ষের চারি পাতা নষ্ট করিলে সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে। আর একটী মাত্র নষ্ট করিলে দিয়তের এক চতুর্থাংশ দিতে হইবে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর জন্য হাতের

হউক বা পায়ের হউক, দিয়তের এক দশমাংশ দিতে হইবে। যে সকল অঙ্গুলীতে তিনটী করিয়া গিরা, সেই সকল অঙ্গুলীর একটী গিরা কাটা গেলে দিয়তের এক তিরিশ অংশ দিতে হইবে। আর যে সকল অঙ্গুলে কেবল দুইটী গিরা আছে, তাহার একটী কাটা গেলে দিয়তের এক কুড়ি অংশ দিতে হইবে।

এইরূপ প্রত্যেক দাঁতের পরিবর্ত্তে দিয়তের এক কুড়ি অংশ দিতে হইবে।

কোন অঙ্গ যদি আঘাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়,তবে উক্ত অঙ্গ কর্ত্তিত হইলে যে পরিমাণ দিয়ত দিতে হয়, এই স্থলে সে পরিমাণ দিয়ত দিতে হইবে। মাথা ও মুখে সামান্য আঘাত করিলে কেছাছ হইবে না। কিন্তু যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ আঘাত করা হয়—যাহাতে হাড় দেখা যায়, তবে কেছাছ হইবে। ভুলক্রমে আঘাত করিলেও যদি হাড় দেখা যায়, তবে দিয়তের এক কুড়ি অংশ দিতে হইবে। আর হাড়েতে আঘাত লাগিয়া হাড় চূর্ণ হইলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে দিয়তের এক দশমাংশ দিতে হইবে। যদি আঘাতে হাড় ভাঙ্গিয়া মাংশ ভেদ করিয়া অন্য যায়গায় পৌঁছে, তবে দিয়তের তিন কুড়ি অংশ দিতে হইবে। আর পেটের ভিতরে যদি আঘাত লাগে, তবে দিয়তের এক তৃতীয়াংশ দিতে হইবে। যদি আঘাত শরীরের এক পার্শ্বে প্রবেশ করিয়া অপর পার্শ্ব ভেদ করিয়া উঠে, তবে দিয়তের এক তৃতীয়াংশ দিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির শরীরে এইরূপ প্রহার করে, যাহাতে রক্ত বহির্গত না হয়, কিংবা রক্ত বহির্গত হইলেও আঘাতের স্থান হইতে প্রবাহিত না হয়, বা অল্প পরিমাণ প্রবাহিত হয়, এইরূপ সকল অবস্থাতে "হুকুমতে আদল" দিতে হইবে। হুকুমতে আদল অর্থ—আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি গোলাম সাব্যস্ত করিয়া, প্রথমে আঘাত ব্যতীত (অক্ষত ভাবে) তাহার মুল্য নির্দ্ধারণ করা যাইবে। তৎপর আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় তাহার মুল্য ধার্য্য করা হইবে। এই দুই অবস্থায় মুল্যের যে পার্থক্য হইবে তাহাই "হুকুমতে আদল"। যেমন আঘাত বিহীন অবস্থায় আহত ব্যক্তির মূল্য ৫০৲ টাকা এবং আঘাত

প্রাপ্ত অবস্থায় তাহার মুল্য ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা হইলে ১৫৲ হুকুমতে আদল হইবে। হাতের সমুদয় আঙ্গুল কাটা গেলে হাতের তালুর সহিত কাটা যাক, কিংবা তালু বিহীন উভয় ক্ষেত্রেই অর্দ্ধেক দিয়ত দিতে হইবে।

হস্ত, কজা ও কনুই দিয়া কর্ত্তিত হইলে দিয়তের অর্দ্ধ অংশ ও হুকুমতে আদল দিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তির হাতে একটী মাত্র আঙ্গুল থাকে এবং উক্ত আঙ্গুলটী তালুর সহিত কাটা যায়, তবে দিয়তের এক দশমাংশ দিতে হইবে। আর যদি হাতে দুইটী থাকে, তবে দিয়তের এক পঞ্চমাংশ দিতে হইবে। যদি কাহারও হাতে পাঁচটীর অধিক অঙ্গুলী থাকে, তবে ঐ অতিরিক্ত অঙ্গুলী কর্ত্তন করিলে হুকুমতে আদল দিতে হইবে। যেরূপ আঘাত হাতে দেখা যায়, যদি সেরূপ আঘাতে আহত ব্যক্তির জ্ঞানশক্তি বিলুপ্ত হয়, অথবা মাথার চুল বিলোপ হইয়া যায়, তবে আঘাত ও জ্ঞান এবং চুল বিলোপের পৃথক্ পৃথক্ দিয়ত দিতে হইবে না। মাত্র জ্ঞান ও চুল বিলোপের দিয়ত দিলেই চলিবে। যেরূপ আঘাতে হাড় দেখা যায় এবং শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও বাক্‌শক্তির বিলোপ হয়, তাহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দুই দিয়ত দিতে হইবে। এক দিয়ত আঘাতের জন্য আর এক দিয়ত শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, বা বাক্‌শক্তি বিলোপের জন্য। সেইরূপ উল্লিখিত আঘাতে যদি দুই চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রেও আঘাতের জন্য পৃথক্ দিয়ত ও চক্ষুর জন্য পৃথক্ দিয়ত দিতে হইবে। একটী অঙ্গুলী কাটা যাওয়ায় তাহার পাশের অন্য একটী অঙ্গুলী অকর্ম্মণ্য (অকেজো) হইলে দুই অঙ্গুলীর দিয়ত দিতে হইবে।

যদি কোন অঙ্গুলীর অগ্রভাগে এক গিরা পর্য্যন্ত কাটিয়া যায় ও উক্ত অঙ্গুলীর অবশিষ্টাংশ শুকাইয়া অকর্ম্মণ্য (কাজের অনুপযুক্ত) হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে কেছাছ প্রদান করা হইবে না ; বরং অঙ্গুলীর গিরার জন্য দিয়ত ও অবশিষ্ট অঙ্গুলীর জন্য হুকুমতে আদল দিতে হইবে।

কোন দাঁতের অর্দ্ধেক ভাঙ্গাতে যদি অবশিষ্টাংশ কাল (বিবর্ণ)

হইয়া যায়, তবে সম্পূর্ণ দাঁতের দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। যদি দাঁত ভঙ্গের কেছাছ লইবার পরে উক্ত দাঁত জোড়া লয়, তবে কেছাছ গ্রহণকারীকে অপরাধীর দাঁত ভাঙ্গিবার জন্য দিয়ত দিতে হইবে। যদি কোন দাঁত উঠাইবার পর সেই স্থানে নূতন দাঁত উঠে (গজায়) তাহাতে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে না। এইরূপ মাথা ও মুখের আঘাত সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইলে অপরাধীকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে না। যেই আঘাত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায় এবং আঘাতের কোন চিহ্ন বাকী থাকে না, সেই আঘাতের জন্য দিয়ত প্রদান করিতে হয় না। আঘাত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত আহত ব্যক্তি হইতে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে না। ' কেননা উক্ত আঘাতে আহত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, সেইরূপ ক্ষেত্রে অপরাধীর কেছাছ প্রাণদণ্ড হইবে।

পাগল ও নাবালেগ ছেলের ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা, ভ্রমপূর্ব্বক হত্যার মধ্যে গণ্য। অতএব উহাদের ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যায় উপরের বর্ণিত ভুল-পূর্ব্বক হত্যার দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে ; এবং কাফ্ফারা প্রদান করিতে হইবে না ও তাহারা নিহত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি যদি নাবালেগ বা পাগলের নিকটবর্ত্তী আত্মীয় হয়, যাহাদের মৃত্যুর পর তাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে, সেই সম্পত্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না।

যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেটে আঘাত করাতে সে মৃত সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে অপরাধীর আকেলার প্রতি দিয়তের এক কুড়ি অংশ প্রদান করা ওয়াজেব হইবে এবং আঁকেলা উহা এক বৎসরের মধ্যে আদায় করিবে। যদি সন্তানটী জীবিত জন্ম হইয়া, তৎপরে মারা যায়, তবে প্রাণের দিয়ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে। আর সন্তানটী মৃত পতিত হইলে এবং তৎপরে স্ত্রীলোকটী মারা গেলে সন্তানের পরিবর্ত্তে দিয়তের এক কুড়ি অংশ ও মাতার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে। কিন্তু যদি আঘাতে স্ত্রীলোকটী মারা যায় এবং তৎপরে তাহার গর্ভ হইতে মৃত সন্তান প্রসব হয়, তবে মাত্র স্ত্রীলোকটীর জন্য সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে ; এবং সন্তানের জন্য কিছুই দিতে

হইবে না। যদি আঘাতে স্ত্রীলোক মারা যায় এবং সন্তানটী জীবিত ভূমিষ্ট হইয়া মারা যায়, তাহা হইলে মাতা ও সন্তান উভয়ের জন্য সম্পূর্ণ দিয়ত দিতে হইবে। উক্ত স্ত্রীলোক যদি বন্ধ্যা (বাঁঝা) হয় এবং সন্তানটী পুরুষ হয়, তবে উপরোক্ত ক্ষেত্রে মাতার জন্য সম্পূর্ণ দিয়ত ও সন্তানটীর জীবিত অবস্থায় যত মূল্য হয়, সেই মূল্যের এক কুড়ি অংশ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ; এবং সন্তানটী মেয়ে সন্তান হইলে তাহার মূল্যের এক দশমাংশ দিতে হইবে।

যদি গর্ভবতী দাসীকে আঘাত করিবার পর তাহার প্রভু গর্ভের সন্তানটীকে মুক্ত করিয়া দেয় এবং সন্তানটী জীবিত জন্মগ্রহণ করিয়া মারা যায়, তাহা হইলে দিয়ত প্রদান করা ওয়াজেব হইবে না। বরং সন্তানটীর জীবিত অবস্থার মূল্যের টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। গর্ভের সন্তানকে হত্যা করিলে হত্যাকারীকে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। যদি স্ত্রীলোক স্বামীর বিনানুমতিতে কোন ঔষধ ইচ্ছা করিয়া ব্যবহার করতঃ গর্ভের সন্তানকে মৃত প্রসব করে, তবে উক্ত স্ত্রীলোক-টীর আকেলার প্রতি সন্তানটীর জন্য দিয়তের এক কুড়ি অংশ প্রদান করা হইবে। স্ত্রীলোকটীর কোন আকেলা না থাকিলে তাহার (স্ত্রীলোক-টীর) নিজের সম্পত্তি হইতে এক বৎসর মধ্যে দিয়তের এক কুড়ি অংশ প্রদান করিতে হইবে। স্বামীর বিনানুমতিতে বা অনিচ্ছায় মৃত সন্তান প্রসব করিলে কিছুই দিয়ত দিতে হইবে না।

সৰ্ব্ব সাধারণের রাস্তা ব্যবহার করিবার বিবরণ।

সৰ্ব্ব সাধারণের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা না হইলে সৰ্ব্ব সাধারণের রাস্তায় কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিশ্রামাগার, নৰ্দ্দমা ও দোল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু যে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহা রাস্তা হইতে ধ্বংস করিতে বা উঠাইয়া দিতে পারিবে। সাধারণের কোন ক্ষতি হইলে সৰ্ব্ব সাধারণের রাস্তায় কেহ কিছুই প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। এইরূপ যে রাস্তায় সাধারণের অধিকার নাই, মাত্র ৫।৬ জন লোকের অধিকারে অবস্থিত, সেই রাস্তার মালীকগণের বিনা অনুমতিতে সাধারণের অসুবিধা

হউক আর নাই হউক, কেহ কিছু প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। উল্লিখিত রাস্তা সমূহে দোকান, বিশ্রামাগার, বা নর্দ্দমা প্রতিষ্ঠা করিলে, উহা পতিত হইয়া বা উহা দ্বারা কোন প্রকারে যদি কাহারও প্রাণ নষ্ট হয়, তবে প্রতিষ্ঠাকারীকে আকেলার প্রতি প্রাণনাশের দিয়ত প্রদান করা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ কোন ব্যক্তি কোন সাধারণ রাস্তার উপর পাথর (বা ইট) রাখিয়া দিলে, কিংবা কোন গর্ত্ত বা কূপ খনন করিলে উহাতে পড়িয়া কাহারও প্রাণ নষ্ট হইলে খননকারীর আকেলাকে প্রাণনাশের দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। উক্ত পাথর দ্বারা বা কূপে পতিত হইয়া যদি কোন গৃহপালিত পশু মারা যায়, তবে প্রতিষ্ঠাকারী উক্ত জন্তুর মূল্যের ক্ষতিপূরণ বহন করিবে। বাদশাহের বিনা অনুমতিতে এই সব প্রতিষ্ঠা করিলে এই বিধি কার্য্যকারী হইবে। কিন্তু বাদশাহের অনুমতি লইয়া প্রতিষ্ঠা করিলে এবং তাহাতে পতিত হইয়া যদি কোন জন্তু মারা যায়, তাহা হইলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কোন ব্যক্তি সর্ব্ব-সাধারণ রাস্তায় পাথর রাখিয়া দিলে এবং সেই পাথর অন্য ব্যক্তি অন্য জায়গায় রাখিলে, তদ্দারা যদি কোন জন্তু মারা যায়, তবে উক্ত জন্তুর ক্ষতিপূরণ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিতে হইবে। কোন ব্যক্তির মাথার বোঝা পড়িয়া অন্য ব্যক্তি মারা গেলে তাহাকে অর্থ দণ্ড বহন করিতে হইবে। যদি অপরের মসজিদে কেহ কোন বস্তু নিয়া যায়, এবং তদ্দারা কাহারও প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাকে প্রাণনাশের অর্থদণ্ড দিতে হইবে। যদি কেহ নামাজ পড়িবার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে মসজিদে বসিয়া থাকে, এবং তাহাতে কোন ব্যক্তি মারা যায় যেমন কোন অন্ধ আসিয়া বসিয়াছিল তাহার শরীরে ধাক্কা লাগিয়া প্রাণত্যাগ করিলে এমতা-বস্থায় উক্ত ব্যক্তিকে প্রাণের অর্থদণ্ড বহন করিতে হইবে।

যদি কোন বাড়ীর দেওয়াল সাধারণ রাস্তার দিকে ঝুকিয়া যায়, এবং উক্ত দেওয়াল ভগ্ন করিবার অধিকারী কোন মোসলমান বা জিম্মী দেওয়াল ভগ্ন করিতে অনুমতি দেয় এবং দেওয়ালটী নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে মেরামত না হওয়ায় উহা পতিত হইয়া কাহারও প্রাণ নষ্ট করে, তাঁহা

হইলে মালীকের আকেলাকে উহার দিয়ত দিতে হইবে এবং কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে প্রাচীরের মালীককে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কিন্তু মালীককে উহা ভগ্ন করিবার জন্য বলার পর যদি সে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলে, ও ক্রেতা উহা গ্রহণ করিয়া থাকে; এই অবস্থায় যদি উহা পড়িয়া কাহারও প্রাণ নষ্ট হয়, বা কোন দ্রব্য নষ্ট হয়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

অপরের বাড়ীর দিকে কোন বাড়ীর প্রাচীর ঝুকিয়া পড়িলে উক্ত বাড়ীর মালীক প্রাচীরের মালীককে উহা ভাঙ্গিবার জন্য জেদ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ কাত হওয়া (ঝুকিয়া পড়ার মতন) দেওয়াল প্রস্তুত করে, তবে মালীককে উহা ভগ্ন করিবার জন্য জেদ না করিলেও, উহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইলে, প্রাচীরের মালীককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কোন প্রাচীরের পাঁচ জন অংশীদার থাকিলে এবং দেওয়ালটী কাত (পতনোন্মুখ) হওয়ার দরুণ ভাঙ্গিবার জন্য একটী অংশীদারকে বলিলে, তাহা ভগ্ন না হওয়ায় পড়িয়া কোন ব্যক্তি মারা গেলে, যে অংশীদারকে বলা হইয়াছিল, তাহার আকেলাকে দিয়তের এক পঞ্চমাংশ দিতে হইবে। যদি কোন বাড়ীতে তিন জন অংশীদার থাকে এবং তন্মধ্যে এক জন একটী কূপ খনন করে, এবং তাহাতে পড়িয়া কেহ মারা যায়, তাহা হইলে খনন কারীকে দিয়তের দুই তৃতীয়াংশ দিতে হইবে। অপর সাহেবান বলেন, দিয়তের এক দ্বিতীয়াংশ দিতে হইবে।

باب جناية البهيمة وعليها

পশুর প্রতি অবহেলা ও অত্যাচারের বিবরণ।

যদি কোন আরোহীর পশু কাহাকেও পদদলিত করে, অথবা ইহার মস্তক (শৃঙ্গ) দ্বারা কাহাকেও নিহত করে, অথবা ইহার দন্ত দ্বারা দংশন করায়, বা ধাক্কা দেওয়ায় তবে আরোহীকে ইহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কিন্তু পদাঘাত বা লেজের আঘাতে কাহাকেও মারিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কেননা ইহা হইতে রক্ষা করা আরোহীর

শক্তির বহির্ভূত। কিন্তু এইস্থলে এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেব বলেন যে, পদাঘাত করিয়া প্রাণ নষ্ট করিলে আরোহীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। পশু চলিবার সময় পদ দ্বারা ধুলি ইত্যাদি উড়াইয়া কাহারও চক্ষু কিংবা কাপড় নষ্ট করিলে আরোহীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। কিন্তু বৃহৎ আকারের পাথর মারিয়া নষ্ট করিলে আরোহীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কারণ ইহা হইতে রক্ষা করা অসম্ভব নহে। জন্তুর পশ্চাৎ ভাগের আরোহণকারী ও সম্মুখের আকর্ষণকারী পশু কর্তৃক কোন ক্ষতি হইলে তাহার পূরণ করিবার জন্য উভয়ে সমপরিমাণ দায়ী। কিন্তু আরোহীকে প্রাণনাশের কাফ্ফারা দিতে হয়, চালক বা (রজ্জুদ্বারা) আকর্ষণকারীকে কাফ্ফারা দিতে হয় না। এইরূপ আরোহণকারী নিহত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত থাকিবে—যদি নিহত ব্যক্তি আরোহণকারীর কোন আত্মীয় হয়; আর চালক এবং আকর্ষণকারীও বঞ্চিত থাকিবে না।

দুই জন আরোহণকারী যদি পরস্পর ধাক্কা লাগিয়া মারা যায়, তবে প্রত্যেকের আকেলাকে প্রত্যেকের জন্য দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি নিজের পশু চালাইতে যদি পশুর জীন পতিত হইয়া কোন লোক মারা যায়, তাহা হইলে মালীককে পূরা দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ উটের দল যদি কোন ব্যক্তি সামনের (সম্মুখের) দিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে, আর দলের কোন উট যদি কোন লোককে পদদলন করিয়া নিহত করে, তাহা হইলে আকর্ষণকারীকে পূরা দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। আর পিছন হইতেও যদি আর এক ব্যক্তি খেদাইতে (তাড়াইয়া বা হাকাইয়া লইয়া যাইতে) থাকে তবে উভয়কে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক দিয়ত দিতে হইবে।

খালেদ একদল উট লইয়া যাইতেছে; (ঐ সময়) যায়েদ তাহার (খালেদের) অজ্ঞাতসারে একটী উট আনিয়া দলের সহিত বান্ধিলে যদি যায়েদের উট কোন লোককে পদদলিত করিয়া হত্যা করে, তাহা হইলে প্রথম খালেদের আকেলা দিয়ত প্রদান করিয়া, পরে উহা যায়েদের আকেলার নিকট হইতে উশীল (আদায়) করিবে।

কোন ব্যক্তি যদি কোন কুকুরকে ছাড়িয়া দিয়া পেছন দিক হইতে খেদাইতে (তাড়াইতে) থাকে, আর কুকুরটী যদি ঐ সময় কাহারও কোন দ্রব্যের ক্ষতি করে, তবে উক্ত ব্যক্তিকে উহার ক্ষতিপূরণ বহন করিতে হইবে। পক্ষান্তরে কুকুরটীকে ছাড়িয়া দিয়া যদি উহাকে খেদাইতে না থাকে, আর কুকুরটী যদি কাহারও কোন দ্রব্যের ক্ষতি করে, তবে তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। এইরূপ কোন পক্ষীকে ছাড়িয়া দিলে পক্ষী যদি কাহারও কোন ক্ষতি করে, তবে উহার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। এইরূপ কোন জন্তু যদি নিজে নিজে ছুটিয়া গিয়া কোন দ্রব্যের ক্ষতি করে বা কাহার প্রাণ নাশ করে, তবে জন্তুর মালীককে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

খালেদ যদি কোন জন্তুর উপর ছওয়ার থাকে, আর যায়েদ যদি উক্ত জন্তুকে ছড়ি দ্বারা প্রহার করে, কিংবা কোন প্রকারে উহাকে উস্কাইয়া দেয়, আর উক্ত জন্তু যদি পদ দ্বারা আঘাত করিয়া কিংবা কোন প্রকারে কোন দ্রব্যের ক্ষতি করে, বা কাহারও প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে যায়েদকে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যদি কোন কশাইএর ছাগলের এক চক্ষু নষ্ট করে, তবে ইহাতে ছাগলটীর মূল্য যত টাকা কমিবে, তত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। পক্ষান্তরে গরু কিংবা উটের এক চক্ষু নষ্ট করিলে উহা কশাই হউক বা অন্য কাহারও হউক, সম্পূর্ণ মূল্যের এক চতুর্থাংশ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ঘোড়া ও খচ্চরের বিধানও এইরূপ।

باب جناية الرقيق وعليه

দাস দাসীর ক্রুটী ও তাহাদের প্রতি ক্রুটী করিবার বিবরণ।

কোন দাস যদি ভুল ক্রমে কাহারও কোন দ্রব্যের ক্ষতি করে, তাহা হইলে দাসের প্রভু হয় ত উহার ক্ষতিপূরণ তৎক্ষণাৎ প্রদান করিবে, কিংবা যাহার ক্ষতি করিয়াছে, তাহাকে দাসটী প্রদান করিবে ; এবং এই ক্ষেত্রে যাহার ক্ষতি করিয়াছে, সে দাসের মালীক হইবে। আর প্রথমাবস্থায় প্রভু ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলে দাস যদি পুনরায় ভুলক্রমে

কাহারও কোন ক্ষতি করে, তবে এই ক্ষেত্রেও প্রভু হয় ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে, নচেৎ দাসটীকে প্রদান করিবে। দাস যদি দুইজন লোকের ক্ষতি করে, তবে প্রভু ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলে উভয়ের ক্ষতিপূরণের সমষ্টি প্রদান করিতে হইবে, এবং দাসটীকে প্রদান করিলে তাহারা উভয়ে ক্ষতির পরিমানানুসারে দাসের অংশীদার হইবে।

কোন দাস যদি কাহারও কোন ক্ষতি করে, আর দাসের প্রভু যদি তাহা অবগত না হইয়া দাসটীকে কোন লোককে দান করে, কিংবা দাসকে মুক্ত করিয়া দেয়, অথবা মোদাব্বর বা উম্মে অলাদ বানায়, তাহা হইলে সকল অবস্থাতেই প্রভুকে ক্ষতি জন্য ক্ষতির দিয়ত ও দাসের মুল্যের মধ্যে যাহা কম, তাহা প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ক্ষতির বিষয় অবগত হইয়া যদি দাসকে মুক্ত করিয়া দেয়, কিংবা হেবা (দান) করে, অথবা মোদাব্বর বা উম্মে অলাদ বানায়, তবে প্রভুকে সম্পূর্ণ দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

কোন দাসের সহিত যদি তাহার প্রভু এইরূপ সর্ত্ত করে যে, তুমি যদি অমুক ব্যক্তিকে নিহত (বধ) কিংবা আহত (জখমি) করিতে পার, তবে আমি তোমাকে মুক্তি দান করিব। এইক্ষেত্রে দাস যদি সেই ব্যক্তিকে নিহত কিংবা আহত করে, তবে প্রভুকে উহার জন্য দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

কোন দাস যদি ইচ্ছা করিয়া কোন স্বাধীন ব্যক্তির হাত কর্ত্তন করে, আর দাসটী যদি উহার ক্ষতিপূরণার্থে স্বাধীন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, এবং স্বাধীন ব্যক্তি যদি দাসটীকে মুক্ত করিয়া দেয়, ও পরে যদি সে হস্তের ক্ষতের প্রকোপে মারা যায়, তাহা হইলে দাসের পূর্ব্বের প্রভুকে ইহাতে আর কিছুই দিতে হইবে না। আর স্বাধীন ব্যক্তি দাসটীকে মুক্তি না দিয়া হস্তের আঘাতের দরূণ যদি মারা যায়, তবে দাসটী তাহার প্রভুকে ফেরৎ দেওয়া হইবে; এবং তৎপর দাসটীকে হয় ত খুনের পরিবর্ত্তে বধ করা হইবে, কিংবা ক্ষমা করা যাইবে।

ঋণগ্রস্ত মাজুন (আদেশ প্রাপ্ত) দাস যদি ভুলক্রমে কাহারও কোন ক্ষতি করে, আর তাহার প্রভু তাহা অবগত না হইয়া দাসটীকে

মুক্তি প্রদান করে, তাহা হইলে প্রভু দাসের মহাজনদিগকে ঋণ ও দাসের মুল্যের মধ্যে যাহা কম, তাহা প্রদান করিবে; এবং দিয়ত ও দাসের মুল্যের মধ্যে যাহা কম,তাহা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবে। ঋণগ্রস্ত মাজুনা (আদেশ প্রাপ্তা) দাসী যদি কোন সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে ঋণ পরিশোধার্থে দাসীর সহিত তাহার সন্তানও বিক্রয় করা হইবে। পক্ষান্তরে দাসী যদি কাহারও কোন ক্ষতি করে, তবে ক্ষতির দিয়ত আদায়ার্থে কেবল মাত্র দাসীটীকে প্রদান করা হইবে, তাহার সঙ্গে সন্তানটী প্রদান করা হইবে না।

খালেদ যদি দাবী করে যে, যায়েদ তাহার নিজের দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছে, আর উক্ত দাস যদি এমন কোন লোককে হত্যা করে, যাহার ওলী খালেদ স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে খালেদ উক্ত হত্যার দিয়তানুযায়ী না দাসের নিকট কিছুই প্রাপ্ত হইবে, না দাসের প্রভুর নিকট। কোন দাস যদি বলে "আমি ভুলক্রমে যায়েদের ভাইকে আমার মুক্তির পূর্ব্বে হত্যা করিয়াছি," আর যায়েদ যদি বলে যে, মুক্তির পরে হত্যা করিয়াছে, তাহা হইলে দাসের কথা সত্য বলিয়া গণ্য করা হইবে, এবং তাহার আকেলাকে হত্যার দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি যদি তাহার দাসীকে মুক্ত করিয়া বলে "মুক্তিদানের পূর্ব্বে আমি তোমার হাত কাটিয়াছি, অথবা মুক্তি দানের পূর্ব্বে আমি তোমার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছি," আর দাসী যদি বলে "মুক্তি প্রদানের পর তাহার হাত কাটিয়াছে, অথবা তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছে," তাহা হইলে এস্থলে দাসীর কথা সত্য বলিয়া গণ্য হইবে। এবং প্রভুকে হস্তকর্ত্তনের দিয়ত দিতে হইবে ও গ্রহণ করা সম্পত্তি ফেরৎ দিতে হইবে। পক্ষান্তরে সহবাস ও উপার্জ্জিত শস্য সম্বন্ধে প্রভুর কথা সত্য বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন মাহ্‌জুর অর্থাৎ আদেশ-অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাস যদি কোন নাবালক (নাবালেগ) ছেলেকে কোন লোককে হত্যা করিতে বলে এবং ছেলে যদি দাসের আদেশানুসারে সেই ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহা হইলে উহার দিয়ত হত্যাকারী ছেলের আকেলা প্রদান করিবে,এবং দাস

যখন মুক্ত হইবে, তখন তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু কোন নাবালেগ ছেলে যদি অপর নাবালেগ ছেলেকে কোন লোককে হত্যা করিতে বলে, এবং সে (দ্বিতীয় নাবালেগ ছেলে) যদি সেই ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে উহার দিয়ত হত্যাকারী নাবালেগের আকেলাকে প্রদান করিতে হইবে ; এবং পুনরায় আর আদেশদাতা নাবালেগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে না। ইহার কারণ মূল আরবী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কোন মাহ্‌জুর দাস যদি অপর কোন মাহ্‌জুর দাসকে কোন লোককে হত্যা করিতে বলে, আর সে (দ্বিতীয় দাস) যদি ভুলক্রমে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহা হইলে হত্যাকারী দাসের প্রভু হয়ত উহার জন্য ফিদিয়া প্রদান করিবে, নচেৎ নিহত ব্যক্তির ওলীকে হত্যা-কারী দাসটী প্রদান করিবে ; এবং প্রথমাবস্থায় আদেশদাতা দাস যখন মুক্তি লাভ করিবে; তখন হত্যাকারী দাসের প্রভু ফিদিয়া প্রদত্ত টাকা ও দাসের (হত্যাকারী) মূল্যের মধ্যে যাহা কম হইবে, তাহা আদেশ-দাতা দাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে। হত্যাকারী দাস যদি নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) হয়, আর হত্যা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক করে, তবে তাহাতেও উল্লিখিত বিধান প্রচলিত। পক্ষান্তরে নাবালেগ দাস ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করিলে কেছাছানুযায়ী হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে।

কোন দাস যদি দুইজন স্বাধীন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে, আর তাহাদের উভয়েরই যদি দুই দুইজন করিয়া ওলী থাকে, এবং প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির এক একজন ওলী যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে তাহা হইলে দাসের প্রভু অপর দুই জন ওলীকে হয়ত অর্দ্ধেক গোলাম (তাহার মূল্য) প্রদান করিবে, কিংবা পূরা দিয়ত প্রদান করিবে। আর একজনকে যদি ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে, এবং একজনকে ভুলক্রমে, আর ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করা ব্যক্তির একজন ওলী যদি তাহার দাবী ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে দাসের প্রভু ভুলপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তির ওলী-দ্বয়কে পুরা দিয়ত প্রদান করিবে আর ইচ্ছাপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তির দ্বিতীয় ওলীকে (যে দাবী ক্ষমা করে নাই) অর্দ্ধেক দিয়ত প্রদান করিবে। কিন্তু প্রভু যদি দিয়ত না দিয়া দাসটীকে প্রদান করে, তবে এমাম আবু

হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে দাসটী (তাহার মূল্য) সমান তিন অংশে ভাগ করা হইবে। পক্ষান্তরে সাহেবায়েনের মতানুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তির ওলী দাসের এক চতুর্থাংশের মালীক হইবে ও অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশের মালীক হইবে ভুলপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তির ওলীদ্বয়।

কোন দাসের যদি দুই জন প্রভু থাকে, আর দাস যদি এমন কোন লোককে হত্যা করে যে, সে উভয় প্রভুর আত্মীয় হয়, আর একজন প্রভু যদি তাহার দাবী ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে অপর প্রভুর দাবীও বাতিল হইয়া যাইবে, এবং কাহাকেও কোন কিছু প্রদান করিতে হইবে না। আর সাহেবায়েন (রহঃ) বলেন যে, ক্ষমাকারী প্রভু তাহার অর্দ্ধেকাংশ অপর প্রভুকে প্রদান করিবে, অথবা দিয়তের এক চতুর্থাংশ ফিদিয়া স্বরূপ প্রদান করিবে।

দাস দাসীকে হত্যা করিলে তাহাদের দিয়তের পরিমাণ তাহাদের মূল্য হইবে বটে, কিন্তু তাহাদের মূল্য যদি স্বাধীন ব্যক্তির দিয়তের পরিমাণের সমান হয়ে, তবে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতে দাসের মূল্যের সমষ্টি হইতে দশ দেরেম পরিমাণ কম করা হইবে। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবদ্বয় বলেন যে, কিছুই কম করা যাইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কোন দাস কিংবা দাসীকে গছব (বলপূর্ব্বক) করিয়া লইয়া যায় এবং উক্ত দাস কিংবা দাসী যদি গাছেবের নিকট হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, তবে গাছেবকে দাস কিংবা দাসীর সম্পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইবে। ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।

স্বাধীন ব্যক্তির বিষয় দিয়তের যে যে পরিমাণ বর্ণিত হইয়াছে, উহার পরিমাণ গোলাম সম্বন্ধে তাহার মূল্যের তুলনায় নির্দ্ধারিত হইবে। যেমন কোন স্বাধীন ব্যক্তির এক হাত কাটা গেলে উহার দিয়ত হইবে পূরা দিয়তের অর্দ্ধেক এবং কোন দাসের এক হাত কাটা গেলে উহার দিয়ত হইবে দাসের মূল্যের অর্দ্ধেক ; কিন্তু পাঁচ দেরাম কম। সুতরাং

দাসের মূল্য যদি ১০০০৲ এক হাজার দেরাম (বা টাকা) হয়, তবে তাহার হস্তকর্ত্তনের দিয়ত হইবে ৫৲ টাকা কম ৫০০৲ টাকা অর্থাৎ ৪৯৫৲ দেরাম (বা টাকা)।

কেহ ইচ্ছা করিয়া কোন দাসের হাত কর্ত্তন করিবার পর যদি দাস মুক্তিলাভ করে, এবং হাতের ক্ষতের প্রভাবে যদি মারা যায়, তাহা হইলে হস্তকর্ত্তনকারীর প্রাণদণ্ড হইবে—যদি প্রভু ভিন্ন দাসের আর কোন ওয়ারেস না থাকে ; কিন্তু প্রভু ব্যতিত যদি দাসের আরও কোন ওয়ারেস্ থাকে, তবে কেছাছ প্রদান করা হইবে না ; বরং হস্তকর্ত্তনের দিয়ত গ্রহণ করা হইবে।

দুইজন দাসের মধ্যে একজনকে প্রভু মুক্তি দান করিবার পর যদি কোন ব্যক্তি উভয় দাসকে প্রহার করিয়া আহত করে, এবং পরে প্রভু যদি বলে যে সে উহাকে (যাহাকে মুক্তি দান করিয়াছে) মুক্তি প্রদান করে নাই, বরং অপর দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছে, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে প্রভু উভয় দাসের আহতের দিয়ত প্রাপ্ত হইবে। আর উক্ত দাসদ্বয়কে যদি কেহ হত্যা করে, তবে প্রভু মুক্তি প্রাপ্ত দাসের পরিবর্ত্তে দিয়ত পাইবে ; আর অপর দাসের পরিবর্ত্তে দিয়ত স্বরূপ তাহার মূল্য প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে এক একজন লোক যদি এক একজন দাসকে হত্যা করে, তবে উভয়ের মূল্যের টাকা দিয়ত স্বরূপ হত্যাকারীদ্বয় প্রভুকে প্রদান করিবে।

কোন ব্যক্তি যদি কোন দাসের দুই চক্ষু নষ্ট করে, তাহা হইলে প্রভু ইচ্ছা করিলে অপরাধীর নিকট হইতে দাসের মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা গ্রহণ করিয়া, তাহাকে দাসটী প্রদান করিবে, অথবা দাসটী রাখিবে ; কিন্তু এইক্ষেত্রে অপরাধীর নিকট হইতে তাহার কিছুই প্রাপ্ত হইবে না। এই মত এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব পোষন করেন, আর সাহেবায়েন বলেন যে, প্রভু গোলাম রাখিলে চক্ষুর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেব বলেন যে, প্রভু গোলামও রাখিবে এবং অপরাধীর নিকট হইতে মূল্যের সম্পূর্ণ টাকাও তাহার প্রাপ্য হইবে।

মোদাব্বর ও উম্মে অলাদ কাহারও কোন ক্ষতি করিলে প্রভু তাহাদের মূল্য ও দিয়তের মধ্যে যাহা কম, তাহা প্রদান করিবে; এবং প্রভুর কাজের আদেশে যদি ক্ষতি প্রাপ্ত ওলীকে দিয়ত প্রদান করিবার পর মোদাব্বর বা উম্মে অলাদ পুনরায় কোন দোষ (অপরাধ) করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির দিয়ত-প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক অংশীদার হইবে; আর প্রভু যদি প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে কাজীর বিনাদেশে দিয়ত প্রদান করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় ক্ষতির ওলী হয়ত প্রভুর নিকট হইতে দাসের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা গ্রহণ করিবে, কিংবা প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত ওলীর নিকট হইতে অর্দ্ধেক লইবে। কিন্তু প্রভুর নিকট হইতে গ্রহণ করিলে, প্রভু উহার পরিমাণ প্রথম ক্ষতির ওলীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে।

কোন ব্যক্তি তাহার নিজের দাসের হাত কর্ত্তন করিবার পর যদি দাসটীকে কেহ গছব (হরণ) করিয়া লইয়া যায়, এবং গাছেবের (হরণ-কারীর) নিকট যদি দাসটী হস্তের আঘাতে মারা যায়, তাহা হইলে গাছেব হাত কাটা দাসের মূল্যের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে। পক্ষান্তরে গছবের পর যদি প্রভু দাসের হস্ত কর্ত্তন করে, এবং দাসটী যদি উহাতে গাছেবের নিকট মারা যায়, তবে গাছেবকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না।

কোন মাহ্‌জুর দাস যদি অপর কোন মাহ্‌জুর দাসকে গছব (হরণ) করিয়া লইয়া যায়, এবং হরণ করা দাসটী যদি হরণকারী দাসের নিকট মারা যায়, তবে হরণকারী দাসকে উহার মূল্যের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

কোন দাসকে হরণ করিবার পর যদি দাস হরণকারীর নিকট থাকিয়া কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি করে, এবং প্রভুর নিকট ফেরৎ আসিবার পর যদি আর এক ব্যক্তির কোন ক্ষতি করে, তাহা হইলে প্রভু দাসের মূল্যের টাকা হরণকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া উভয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া দিয়ত স্বরূপ প্রদান করিবে। কিন্তু দাস যদি প্রথম ক্ষতি প্রভুর নিকট থাকিয়া করে এবং দ্বিতীয়

ক্ষতি গাছেবের নিকট থাকিয়া করে, তাহা হইলে প্রভু দাসের মূল্যের টাকা অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক উভয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবে, এবং মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা গাছেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে।

কোন নাবালেগ ছেলের নিকট যদি কোন দাসকে আমানত স্বরূপ রাখা যায়, এবং ছেলেটী দাসকে হত্যা করে, তাহা হইলে নাবালেগের আকেলাকে দাসের জন্য দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে নাবালেগের নিকট যদি কোন জিনিষ আমানত স্বরূপ রাখা যায়, আর নাবালেগ যদি উহা খোয়াইয়া ফেলে, তবে ছেলেকে উহার জন্য কিছুই দিতে হইবে না।

باب القسامة

হত্যা ও আঘাত সম্পর্কে হলফ গ্রহণ করিবার বিবরণ।

কোন মহল্লা বা পাড়ায় যদি কোন মৃত দেহ পাওয়া যায়, আর উহাতে যদি কোন প্রকার প্রহারের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, কিংবা শরীরে কোন জখম বা ক্ষত দেখা যায়, অথবা গলা টীপার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায়, অথবা চক্ষু কিংবা কর্ণ দিয়া রক্ত বহির্গত হইতে থাকে কিংবা মাথা সহ শরীরের অর্দ্ধেক কিংবা অর্দ্ধেকের বেশী অংশ পাওয়া যায়, আর হত্যা-কারী ও ক্ষতকারীর কোন খোঁজ পাওয়া না যায়, এবং নিহত ব্যক্তির ওলী সমস্ত পাড়াবাসী বা কতক পাড়াবাসীর প্রতি হত্যার অভিযোগ আনয়ন করে, তাহা হইলে ওলী পাড়ার ৫০ জন লোক নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে এইরূপ হলফ্ বা শপথ করিতে বলিবে, "খোদার কছম, আমি না উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি, না আমি তাহার হত্যাকারীকে জানি"। সকলে হলফ করিবার পর তাহাদের সকলের প্রতি দিয়ত প্রদানের আদেশ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ কাজী তাহাদিগকে হত্যার দিয়ত প্রদান করিতে আদেশ জারী করিবেন। তথাকার অধিবাসিদের সংখ্যা যদি ৫০ জনের কম হয়, তবে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ হলফ্ করিয়া মোট ৫০ হলফ্ পূরা করিতে হইবে।

নিহত ব্যক্তির ওলী (অভিভাবক) যদি যে মহল্লাতে লাশ পাওয়া

গিয়াছে, সেই মহল্লার অধিবাসীদিগের প্রতি হত্যার দাবী না করিয়া অপর কোন মহল্লাবাসীদের প্রতি দাবী করে, তাহা হইলে কাহারও প্রতি হলফ্ গ্রহণ করা হইবে না। স্থানীয় লোকের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি হলফ্ করিতে অস্বীকার করে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে হলফ্ করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিতে হইবে।

নাবালেগ, পাগল, স্ত্রীলোক ও গোলাম হইতে হত্যার বিষয়ে হলফ্ গ্রহণ করা হইবে না। যে লাশের উপর কোন ক্ষত বা জখমের চিহ্ন নাই এবং যে মুখ কিংবা পুরুষাঙ্গ কিংবা মলদ্বার দিয়া রক্ত বহির্গত হয়, সেই লাশ সম্বন্ধে কোনরূপ হলফ্ ও দিয়ত গ্রহণ করা হইবে না। কেননা এই সকল অঙ্গ দিয়া কখনও কখনও স্বাভাবিকরূপে রক্ত বহির্গত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কর্ণ ও চক্ষু দিয়া বিনা আঘাতে রক্ত বাহির হয় না।

দুইটী গ্রামের মধ্যে যদি কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়, আর হত্যাকারীর যদি কোন খোঁজ-খবর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসীদের প্রতি হলফ্ ও দিয়ত লাজেম হইবে। কোন ঘরের ভিতর যদি কোন লাশ পাওয়া যায়, তবে ঘরের মালীককে হলফ্ করিতে হইবে এবং তাহার আকেলাকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। কোন ব্যক্তিকে যদি তাহার নিজের ঘরে নিহতাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে তাহার ওয়ারেস্‌গণের আকেলাকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে; আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ), এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও এমাম জাফর (রহঃ) সাহেবগণের মতে কাহাকেও কোন দিয়ত দিতে হইবে না। এই বিধানের উপর ফতওয়া; কেননা হইতে পারে সে নিজেই নিজকে হত্যা (আত্মহত্যা) করিয়াছে।

কোন মোস্তারেক (এজমালী) ঘরে যদি কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়, তবে অংশীদারদিগকে এইরূপ হলফ্ করিতে হইবে এবং সমান সমান দিয়ত প্রদান করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহাদের অংশানুপাতে হলফ্ ও দিয়ত গ্রহণ করা হইবে না; বরং তাহাদের সংখ্যানুপাতে

গ্রহণ করা হইবে—তাহাদের অংশ সমান হউক কিংবা বেশী-কম হউক। কোন ঘর বিক্রয়ের পরে ও ক্রেতার গ্রহণের পূর্ব্বে যদি উহার ভিতরে কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিক্রেতাকে হলফ্ করিতে হইবে এবং তাহার আকেলাকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। কোন নৌকায় যদি কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়, তবে নৌকার লোকজনকে (আরোহী হউক কিংবা মাঝি-মাল্লা) হলফ্ করিতে হইবে ও দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। কোন মস্‌জেদের ভিতর কোন মৃত-দেহ পাওয়া গেলে, মস্‌জেদের পাড়াবাসীগণের প্রতি হলফ্ ও দিয়ত লাজেম হইবে। কোন বাজারে কোন মৃতদেহ পাওয়া গেলে বাজারের মালীককে হলফ্ করিতে ও দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। আর যে বাজারের কোন মালীক নাই, সেই বাজারে কোন মৃতদেহ পাওয়া গেলে কাহাকেও দিয়ত দিতে হইবে না; কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে উভয় ক্ষেত্রেই বাজারবাসীদিগকে হলফ্ করিতে ও দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

একদল লোক যদি তরবারী লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া ছত্রভঙ্গ হয়, আর তথায় যদি কোন মৃতদেহ পাওয়া যায় ও হত্যাকারীর কোন খোঁজ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে হলফ্ করিতে ও দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। কেননা পাড়ার শান্তিরক্ষা করা পাড়াবাসীর ফরজ ও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। পক্ষান্তরে নিহত ব্যক্তির ওলী যদি দলের সকলের প্রতি কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের প্রতি হত্যার দাবী করে, তবে স্থানীয় লোকদিগকে না হলফ্ করিতে হইবে, না দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। জঙ্গলে কিংবা প্রবাহিত জলে কোন মৃতদেহ পাওয়া গেলে উহার জন্য কেহ দায়ী হইবে না; সুতরাং উহার জন্য না কাহাকেও হলফ্ করিতে হইবে, না দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

হলফ্‌কারীগণের কোন একজন বলে যে, জায়েদ নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে; তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ হলফ্ গ্রহণ করা হইবে—“খোদার কছম আমি নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করি

নাই এবং জায়েদ ভিন্ন অন্য কোন হত্যাকারীকে আমি জানিনা"। কিন্তু তাহার এই কথায় ও সাক্ষ্য দ্বারা জায়েদ হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না। এইরূপ যে পাড়াতে লাশ পাওয়া গিয়াছে, সেই পাড়াবাসী যদি অপর পাড়ার লোকের প্রতি হত্যার অভিযোগ আনয়ন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে। কোন ব্যক্তিকে যদি কোন মহল্লা হইতে আহতাবস্থায় উঠাইয়া আনার পর শয্যাগত অবস্থায় থাকিয়া মারা যায়, তবে উক্ত পাড়াবাসী-দিগকে হলফ্ করিতে ও দিয়ত দিতে হইবে।

কোন বাড়ীতে দুইজন লোক থাকিলে তাহাদের মধ্যে যদি একজন মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে অপর ব্যক্তিকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। আর এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবের মতে অপর ব্যক্তিকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে না। কোন স্ত্রীলোকের গৃহে যদি কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়, তবে উক্ত স্ত্রীলোকটীকে পুনঃ পুনঃ ৫০ হলফ্ করিতে হইবে এবং তাহার আকেলাকে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেব বলেন যে, হলফ্ স্ত্রীলোকটীর আকেলাকেও করিতে হইবে। কেননা যাহারা সাহায্য করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে হলফ্ করিতে হয়, এবং স্ত্রীজাতি সাহায্য প্রদান করিতে অক্ষম, সুতরাং স্ত্রীজাতিকে হলফ্ করিতে হইবে না।

كتاب المعاقل

কেতাবুল-মোয়াকেল অর্থাৎ আকেলার বিবরণ।

যাহাকে অপরের পক্ষ হইতে দিয়ত প্রদান করিতে হয়, তাহাকে "আকেলা" বলে। সৈনিকের আকেলা তাহার দলভুক্ত সৈনিকগণ। অর্থাৎ মোস্‌লেম সৈন্যগণের নাম যে দফ্‌তরে লিখিত, সেই দফ্‌তর-ভুক্ত সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরের আকেলা হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে বংশীয় লোক ব্যতীত অপর কেহ আকেলা হইবে না। কেননা হজরত নবী করিম (সাঃ)এর সময়

এইরূপ বিধি প্রচলিত ছিল। হজরত কোরাইশী হত্যাকারীদের দিয়ত কোরাইশ বংশীয় সাহাবাদের প্রতি ও আন্ছার হত্যাকারীদের দিয়ত অন্যান্য আন্ছারদের প্রতি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; এবং এই বিধান হজরতের পরে রহিত হইতে পারে না। হানিফী সম্প্রদায়ের দলীল এই যে, হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) যখন সৈন্যের জন্য দফ্তর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি সাহাবাগণের উপস্থিত সৈনিকগণকে পরস্পর পরস্পরের আকেলা বলিয়া ঘোষণা করেন। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর এই কার্য্যে রসুলে করিম (সাঃ) এর কার্য্যকে রহিত না করিয়া উহাকে সমর্থন করে। কেননা ইহাতে বুঝা যায় যে, দিয়ত সহকারী-গণকে প্রদান করিতে হয়; এবং সহকারী যেমন বংশধরগণ হইতে পারে, সেইরূপ সমদফ্তরভুক্ত সৈনিকও হইতে পারে। মোটের উপর যে যাহার সহকারী হইবে, সে তাহার পক্ষ হইতে দিয়ত প্রদান করিবে ও সে তাহার আকেলা হইবে। হজরতের সময় যেহেতু সৈন্যগণের কোন সুশৃঙ্খলা ছিল না, এবং বংশধরগণ পরস্পর পরস্পরের সহকারী ছিল, সুতরাং হজরত বংশীয় লোকদিগকে আকেলা নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। পক্ষান্তরে যে হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর সময় হইতে এস্লামী ফৌজের শৃঙ্খলা ও দফ্তর (দস্তুর মতন) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহকারী ও রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের আকেলা।

সৈন্য বায়তুল-মাল (সাধারণ রাজ-ভাণ্ডার) হইতে পুরস্কার স্বরূপ যে টাকা প্রাপ্ত হইবে, সেই টাকা হইতে তিন বৎসরের মধ্যে দিয়তের পূরা টাকা গ্রহণ করা হইবে। এইরূপ হত্যাকারীর নিজ অর্থ হইতে যে সকল দিয়ত প্রদান করিতে হয়, তাহাও তিন বৎসরের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে। যেমন পিতা যদি নিজের সন্তানকে ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে, তবে পিতাকে তাহার নিজের অর্থ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে দিয়তের টাকা প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে হত্যাকারীকে যখন তখন (তৎক্ষণাৎ) দিয়ত পরিশোধ করিতে হইবে।

সৈন্যগণ যদি তাহাদের তিন বৎসরের পুরস্কার প্রথম বৎসর অগ্রিম প্রাপ্ত হয়, তবে দিয়তের সমুদয় সংখ্যাও তাহাদের নিকট হইতে সেই একই বৎসর গ্রহণ করা হইবে। পক্ষান্তরে তিন বৎসরের পুরস্কার যদি সৈন্যগণ চারি বৎসরে প্রাপ্ত হয়, তবে দিয়তও চারি বৎসরে চারি কিস্তিতে গ্রহণ করা হইবে।

যে ব্যক্তি সৈনিক দলভুক্ত নয়, তাহার আকেলা তাহার বংশের লোক হইবে; এবং তাহাদিগকে এইরূপ ভাবে দিয়ত প্রদান করিতে হইবে যে, প্রত্যেক বৎসর এক দেরাম হিসাবে তিন বৎসরে তিন দেরাম কিংবা বৎসরে এক দেরাম ও এক দেরামের এক তৃতীয়াংশে হিসাবে তিন বৎসরে চারি দেরাম প্রদান করিবে, এবং এর চেয়ে অধিক পরিমাণ কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না। আর এই হারে গ্রহণ করিলে যদি বংশীয় লোক সংখ্যা কম হওয়া বশতঃ দিয়তের পরিমাণ আদায় না হয়, তবে হত্যাকারীর দূর সম্পর্কীত বংশীয় লোকদিগকেও দিয়ত প্রদান করিতে হইবে। হত্যাকারীকেও একজন আকেলার পরিমাণ দিয়ত প্রদান করিতে হইবে।

যাহার কোন আকেলা নাই, সে মোসলমান হইলে তাহার দিয়ত বায়তুল-মাল (সাধারণ রাজভাণ্ডার) হইতে প্রদান করা হইবে। আর সে যদি জিম্মী হয়, তবে তাহার নিজ সম্পত্তি হইতে দিয়ত প্রদান করা হইবে।

আকেলাকে কেবল মাত্র হত্যার দিয়ত প্রদান করিতে হয়; ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দিয়ত আকেলাকে প্রদান করিতে হয় না; এবং আকেলার প্রতি কোন অবস্থাতেই দিয়তের পরিমাণের এক কুড়ি অংশের কম ধার্য্য করা হইবে না।

كتاب الوصايا

কেতাবুল্-ওছায়া অর্থাৎ ওছিয়ত সম্বন্ধে বর্ণনা।

দাতার মৃত্যুর পর দান প্রাপ্ত ব্যক্তি যে দানের অধিকারী ও স্বত্ববান হয়, সেই দানকে ওছিয়ত বলে। এবং যে ব্যক্তি দান করে, তাহাকে "মুছি" ও যাহাকে দান করে, তাহাকে "মুছা-লাহু" এবং যে দ্রব্যটী দান করা হয়, সেই দ্রব্যটীকে "মুছা-বিহ্" বলে।

ওয়ারেস যদি তাহাদের নিজের অর্থে মালদার ও ধনবান হয়, কিংবা ওছিয়ত সমাধা করার পর তাহারা মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে যে অংশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা দ্বারা ও যদি তাহারা মালদার হইতে পারে, তাহা হইলে সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয় অংশকে ওছিয়ত সূত্রে দান করা মোস্তাহাব এবং ওয়ারেস মালদার না হইলেও ওছিয়ত পূরা করার পর নিজে প্রাপ্য অংশ দ্বারা ও যদি মালদার বলিয়া গণ্য হইতে না পারে, তবে ওছিয়ত না করাই ভাল ও আফজল।

গর্ভের সন্তানের জন্যও ওছিয়ত করা দোরস্ত আছে। যেমন এইরূপ ওছিয়ত করা—আমার সম্পত্তি ইহাতে অমুকের গর্ভের সন্তান (ওছিয়ত সূত্রে) এত কাটা বা এত অংশ গ্রহণ করিবে। এইরূপ গর্ভের সন্তানকেও অন্যের জন্য ওছিয়ত করা দোরস্ত আছে। যেমন এইরূপ বলা যে, আমার অমুক দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, তাহার মালীক ও প্রভু অমুক ব্যক্তি হইবে। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে উক্ত সন্তান ওছিয়ত সূত্রে দান করিতেছি। এই উভয় প্রকার ওছিয়ত জায়েজ হইবে বটে, কিন্তু ছয় মাসের কম সময়ে গর্ভটী খালাস হওয়া আবশ্যকীয় অর্থাৎ ওছিয়ত করার সময় হইতে ছয় মাস কিংবা ছয় মাস অতীত হইবার পর যদি গর্ভ খালাস হয়, তবে উল্লিখিত উভয় প্রকার ওছিয়তই না-দোরস্ত হইবে। গর্ব্ভবতী দাসীকে ওছিয়ত সূত্রে দান করা ও গর্ব্ভের সন্তানটী দান না করা দোরস্ত আছে। যেমন এইরূপ বলা—আমার মৃত্যুর পর আমার গর্ব্ভবতী দাসীর মালীক অমুক ব্যক্তি হইবে, কিন্তু গর্ব্ভের সন্তানটীর মালীক আমার ওয়ারেসগণই হইবে। মোসলমান জিম্মীর জন্য এবং জিম্মী মোসলমানের জন্য কোন দ্রব্য ওছিয়ত করা দোরস্ত আছে।

অপরের (১) জন্য সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত ওছিয়ত করা দোরস্ত আছে; এবং এক তৃতীয়াংশের অধিক ওয়ারেসগণের বিনানুমতিতে দোরস্ত নাই। এইরূপ কোন ওয়ারেসের জন্য ওছিয়ত

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওয়ারেসগণের মধ্যে গণ্য নহে।

করা অপর ওয়ারেসগণের বিনানুমতিতে দোরস্ত নাই। ইহাতে পরিমাণের বেশী কমের পার্থক্য নাই।

জায়েদ খালেদকে ওছিয়ত সূত্রে কোন দ্রব্য দান করিবার পর যদি খালেদ জায়েদকে হত্যা করে, তবে উক্ত ওছিয়ত বাতিল ও রহিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে জায়েদের ওয়ারেসগণ যদি উক্ত ওছিয়তকে বলবৎ রাখিতে ইচ্ছা করে, তবে উহা বাতিল হইবে না। এমাম শাফেয়ী (রহঃ) সাহেবের মতে কোন অবস্থাতেই ওছিয়ত বাতিল হইবে না। অর্থাৎ ওয়ারেস অনুমতি জ্ঞাপন না করিলেও ওছিয়ত বলবৎ থাকিবে।

নাবালেগ ছেলে ও মোকাতাব দাসের পক্ষে ওছিয়ত সূত্রে কোন দ্রব্য দান করা দোরস্ত নাই। ঋণগ্রস্ত কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রকার ওছিয়ত করে, তবে প্রথম তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, এবং পরে তাহার ওছিয়ত রক্ষা করা যাইবে।

ওছিয়তকে মুছির (দাতার) মৃত্যুর পর কবুল ও গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ মুছির জীবিতাবস্থায় মুছা-লাহুর পক্ষে ওছিয়তী দ্রব্যটী গ্রহণ করা না করা সমান কথা; সে ঐ সময় কোন অবস্থাতেই উহার মালীক অধিকারী হইতে পারিবে না, এইরূপ মুছির মৃত্যুর পর যদি মুছা-লাহু উহা কবুল ও গ্রহণ না করে, তবে সে উহার মালীক ও অধিকারী হইতে পারিবে না! সুতরাং তাহাকে মুছির মৃত্যুর পর উহা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় ও সর্ত্তস্বরূপ। কিন্তু মুছা-লাহু যদি কবুল করিবার পূর্ব্বে ও মুছির মৃত্যুর পর মারা যায়, তবে এই ক্ষেত্রে মুছা-লাহুর ওয়ারেস ওছিয়তী মালের অধিকারী হইতে পারিবে।

মুছি বা ওছিয়তকারী প্রকাশ্য ভাষায় কিংবা এমন কোন কার্য্য দ্বারা যাহাতে অধিকার রহিত হইয়া যায়, ওছিয়ত হইতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে, এবং ওছিয়তকে ভঙ্গ করিতে পারিবে। রোগাবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে কোন দ্রব্য হেবা সূত্রে কিংবা ওছিয়ত সূত্রে দান করিয়া মারা গেলে হেবা ও ওছিয়ত বাতিল হইয়া যাইবে। এইরূপ নিজের কোন কাফের সন্তানের জন্য বা কোন দাসের জন্য যদি কোন দ্রব্য একরার (স্বীকার) কিংবা হেবা অথবা ওছিয়ত করার পর সন্তান

মোসলমান হইয়া যায়, ও দাস মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে একরার, হেবা ও ওছিয়ত সব বাতিল হইয়া যাইবে। লেংড়া, আতুর ও অবশাঙ্গ ব্যক্তি যদি এক বৎসর কাল যাবত ঐ রোগে ভুগিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি কাহাকেও হেবা সূত্রে দান করে, তাহা হইলে হেবা দোরস্ত ও শুদ্ধ হইবে। কিন্তু এক বৎসরের কম সময় ভুগিয়া হেবা করিলে সম্পত্তির কেবল মাত্র এক তৃতীয়াংশ হেবা করা দোরস্ত হইবে। কোন ব্যক্তি যদি একাধিক ওছিয়ত করিয়া মারা যায়, এবং ওছিয়ত গুলির সমষ্টির পরিমাণ যদি তাহার সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক হয়, তবে ওছিয়তগুলির যেই গুলি ফরজ সেই গুলি প্রথম আদায় করিতে হইবে। এবং যদি সবগুলি ফরজ হয়, কিংবা সবগুলি যদি নফল হয়, তাহা হইলে এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মুছি যেই কয়টী ওছিয়ত প্রথম করিয়াছে, সেইগুলি শোধ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি যদি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিবার ওছিয়ত করিয়া মারা যায়, তবে তাহার নিজ বাসস্থান হইতে খরচ দিয়া কোন লোককে হজ্জে প্রেরণ করিতে হইবে; এবং বাসস্থান হইতে যাইবার রাস্তা খরচ যদি তাহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ কাফি ও যথেষ্ট না হয়, তবে যেখান হইতে এক তৃতীয়াংশের দ্বারা যাওয়া হইবে, সেইখান হইতেই একজন লোককে প্রেরণ করা হইবে। কোন ব্যক্তি হজ্জে যাত্রা করিয়া যদি রাস্তার মধ্যে মারা যায় এবং তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিবার ওছিয়ত করে, তবে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতানুসারে তাহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দ্বারা যদি তাহার বাসস্থান হইতে একজন লোককে পাঠান যায়, তবে তথা হইতে প্রেরণ করা হইবে। নচেৎ যথা হইতে এক তৃতীয়াংশ যথেষ্ট হইবে, তথা হইতে একজন লোককে পাঠান হইবে। আর এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় বলেন যে, প্রথমাবস্থায় যেখানে মুছি মারা গিয়াছে, সেই স্থান হইতে একজন লোক হজ্জে পাঠান হইবে, এবং দ্বিতীয়াবস্থায় যেইখান হইতে এক তৃতীয়াংশ দ্বারা পাঠাইতে পারা যাইবে, সেইখান হইতে একজন লোককে হজ্জে পাঠান হইবে।

باب الوصية بالثلث

এক তৃতীয়াংশ পরিমাণকে ওছিয়তসূত্রে দান করার বিবরণ।

কোন ব্যক্তি যদি জায়েদ ও খালেদ প্রত্যেকের জন্য তাহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত করিয়া মারা যায়, এবং তাহার (মুছীর) ওয়ারেসগণ যদি এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের ওছিয়তে সম্মতি জ্ঞাপন না করে, তবে জায়েদ ও খালেদ উভয়ের মোট এক তৃতীয়াংশ সমান অংশে (অর্থাৎ প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ পাইবে) প্রাপ্ত হইবে। আর জায়েদের জন্য যদি এক তৃতীয়াংশ ও খালেদের জন্য এক ষষ্ঠাংশ ওছিয়ত করে, এবং ওয়ারেসগণ এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণে দিতে রাজা না হয়, তাহা হইলে এক তৃতীয়াংশের দুই তৃতীয়াংশ জায়েদ পাইবে এবং এক তৃতীয়াশ খালেদ পাইবে। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ তিন ভাগ করিয়া, দুই ভাগ জায়েদ পাইবে এবং এক ভাগ খালেদ পাইবে। কিন্তু জায়েদের জন্য যদি এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত করে এবং খালেদের জন্য সমস্ত সম্পত্তি, তবে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে এক তৃতীয়াংশের অর্দ্ধেক জায়েদ পাইবে ও খালেদ অর্দ্ধেক পাইবে। আর সাহেবায়েনের মতে এক তৃতীয়াংশের চারি ভাগের এক ভাগ জায়েদ পাইবে ও খালেদ তিন ভাগ পাইবে। এমাম সাহেবের যুক্তি এই যে, এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণে ওয়ারেসগণ যখন ওছিয়ত সমর্থন করে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, এক তৃতীয়াংশের অধিকের ওছিয়ত বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং বুঝিতে হইবে, যেন জায়েদ ও খালেদ উভয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত করিয়াছে। সুতরাং উভয় এক তৃতীয়াংশ সমান সমান প্রাপ্ত হইবে; এবং সাহেবায়েনের যুক্তি এই—এক তৃতীয়াংশের অধিকের ওছিয়ত বাতিল হইয়া যায়, ইহার অর্থ এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের মুছা-লাহু অধিকারী হইতে পারে না; কিন্তু সে এক তৃতীয়াংশ হইতে তাহার ওছিয়তী অংশানুপাতে অংশ পাইবে তারপর জায়েদের জন্য যখন এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত

করা হইয়াছে, ও খালেদের জন্য সমস্ত সম্পত্তি ; তখন বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত সম্পত্তির চারি ভাগের এক ভাগ জায়েদের জন্য ও তিন ভাগ খালেদের জন্য ওছিয়ত করা হইয়াছে ; সুতরাং জায়েদ এক তৃতীয়াংশের চারি ভাগের এক ভাগ পাইবে ও খালেদ তিনভাগ পাইবে।

মোহাবাৎ ছেয়াইয়াৎ ও দেরাহেমে মোরছালা এই ছুরত ব্যতীত এমাম সাহেব (রহঃ) কোন অবস্থাতেই এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণে ওয়ারেসগণের বিনানুমতিতে ওছিয়ত সমর্থন করেন না।

মোহাবাতের ছুরত যেমন এক ব্যক্তির দুইটী দাস আছে ; একটী ৩০৲ টাকা মূল্যের ও অপরটী ৬০৲ টাকা মূল্যের। সে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার ওয়ারেসগণের নিকট এইরূপ ওছিয়ত করিল যে ৩০৲ টাকার দাস জায়েদের নিকট ১০৲ টাকায় বিক্রি করিবে এবং ৬০৲ টাকার দাস খালেদের নিকট ২০৲ টাকায়। কিন্তু সে এই দাস দুইটী ভিন্ন আর কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করে নাই। উপরোক্ত ওছিয়তে বুঝা যায়, যে জায়েদের জন্য ২০৲ ও খালেদের জন্য ৪০৲ টাকা ওছিয়ত করা হইয়াছে। কিন্তু ২০৲ টাকা ও ৪০৲ টাকা অর্থাৎ ৬০৲ টাকা মুছির মূল সম্পত্তি ৯০৲ টাকার এক তৃতীয়াংশের অধিক। সুতরাং জায়েদ ও খালেদ উভয়ের ৯০৲ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ ৩০৲ টাকা ওছিয়তসূত্রে প্রাপ্ত হইবে বটে, কিন্তু জায়েদ উহার তিন ভাগের এক ভাগ ১০৲ ও খালেদ তিন ভাগের দুই ভাগ ২০৲ টাকা পাইবে। অতএব জায়েদ ৩০৲ টাকার দাসকে ২০৲ টাকা দিয়া খরিদ করিবে. এবং খালেদ ৬০৲ টাকার দাসকে ৪০৲ টাকা দিয়া খরিদ করিবে।

ছেয়াইয়াতের ব্যাখ্যা উদাহরণ স্বরূপ যথা :—এক ব্যক্তির একটী ৩০৲ টাকা মূল্যের ও অপরটী ৬০৲ টাকা মূল্যের এই দুইটী দাস ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি নাই ; সে উক্ত উভয় দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। এইস্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রভু প্রথম দাসকে ৩০৲ টাকা ও দ্বিতীয় দাসকে ৬০৲ টাকা যেমন ওছিয়ত সূত্রে দান করিয়াছে ; এবং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রথম দাসকে মুল সম্পত্তি ৯০৲ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ ৩০৲ টাকা ও দ্বিতীয়

দাসকে তিন ভাগের দুই ভাগ ৬০৲ টাকা ওছিয়ত করিয়াছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ওয়ারেসান সমর্থন না করিলে মূল সম্পত্তি ৯০৲ টাকার তিন অংশের এক অংশ ৩০৲ টাকার অধিক উভয় দাসের প্রাপ্য হইবেনা। অর্থাৎ উভয় দাস মোট ৩০৲ টাকা ওছিয়ত সুত্রে পাইবে প্রথম দাস উহার তিন ভাগের এক ভাগ ১০৲ টাকার ও দ্বিতায় দাস তিন ভাগের দুই ভাগ ২০৲। সুতরাং প্রথম দাস ২০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রদান পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিবে এবং দ্বিতীয় দাস ৪০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রদান করিবার পর মুক্তি লাভ করিবে।

দেরাহেমে মোরছালা যথা :—এক ব্যক্তি যাহার মূল সম্পত্তি ৯০৲ টাকা, জায়েদকে ৩০৲ টাকা ও খালেদকে ৬০৲ টাকা ওছিয়তসূত্রে দান করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ওয়ারেসান সমস্ত মালে ওছিয়ত সমর্থন না করিলে, জায়েদ ও খালেদ উভয়ের মোট সম্পত্তি ৯০৲ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ ৩০৲ টাকা প্রাপ্ত হইবে; এবং জায়েদ ৩০৲ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ ১০৲ টাকা পাইবে ও খালেদ তিন ভাগের দুই ভাগ ২০৲ পাইবে।

উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রে মূল সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মুছা-লাহুর মধ্যে তাহাদের অংশানুপাতে বণ্টন করা হইয়াছে; তাহাদের সংখ্যানুপাতে ভাগ করা হয় নাই। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের এই তিন প্রকারের ওছিয়ত ভিন্ন আর কোন অবস্থাতেই ওছিয়তের অংশানুসারে হিস্যা দেওয়া জায়েজ রাখেন না (১)।

নিজের সন্তানের অংশের পরিমাণ ওছিয়ত সূত্রে দান করিলে ওছিয়ত শুদ্ধ ও জায়েজ হইবে। কিন্তু সন্তানের অংশকে ওছিয়তসূত্রে দান করিলে উহা জায়েজ হইবে না। কোন অনির্দ্দিষ্ট অংশ ওছিয়তসূত্রে দান করিলে ওয়ারেস খুসিতে যাহা প্রদান করিবে, মুছা-লাহুর তাহাই প্রাপ্য হইবে। পক্ষান্তরে মূল সম্পত্তি এক ছেহাম (অংশ) ওছিয়ত করিলে উহাতে মূল সম্পত্তির ছয় অংশের এক অংশ প্রাপ্য হইবে।

---

(১) এই তিন রকমের ওছিয়তকে অন্য প্রকারের ওছিয়ত হইতে পৃথক করিবার কারণ মূল আরবী কেতাবে বর্ণিত আছে।

কেননা আরবী ভাষায় ছেহাম শব্দে সাধারণতঃ ছয় অংশের এক অংশকেই বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি প্রথম তাহার সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ জায়েদের জন্য ওছিয়ত করে এবং পরে তিন ভাগের এক ভাগ; তবে ওয়ারেসগণ রাজী হইলে জায়েদের মূল সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্য হইবে; এবং ওয়ারেসগণ সম্মতি জ্ঞাপন না করিলে জায়েদ সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাইবে। কিন্তু এক ষষ্ঠাংশ যদি দুইবার ওছিয়ত করে, তবে মুছা-লাহু এক ষষ্ঠাংশই পাইবে।

কোন ব্যক্তি তাহার মোট টাকার কিম্বা ছাগলের এক তৃতীয়াংশ ওছিয়তসূত্রে দান করিবার পর যদি তাহার অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ টাকা বা ছাগল বিলোপ হইয়া যায়, তবে ওছিয়তী এক তৃতীয়াংশ সমস্তই মুছা-লাহু পাইবে। পক্ষান্তরে টাকা ও ছাগলের স্থানে যদি বিভিন্ন রকমের কাপড় কিম্বা দাস থাকে, তবে মুছা-লাহু রক্ষিত এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। এইস্থলে পার্থক্যের কারণ মূল আরবীগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি যদি এক হাজার টাকা ওছিয়তসূত্রে দান করে, এবং তাহার যদি নগদ ও লগ্নী উভয় রকমের টাকা থাকে, তবে উক্ত হাজার টাকা যদি নগদ টাকা এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ হয়, তাহা হইলে মুছা-লাহুকে নগদ টাকা হইতে এক হাজার টাকা দেওয়া হইবে; এবং নগদ টাকার এক তৃতীয়াংশ যদি হাজার টাকার পরিমাণ না হয়, তাহা হইলে নগদ টাকার এক তৃতীয়াংশ যত টাকা হইবে, তত টাকা নগদ টাকা হইতে ও অবশিষ্ট টাকা, লগ্নী টাকা হইতে মুছা-লাহুকে দেওয়া হইবে।

এক ব্যক্তি জায়েদ ও খালেদের জন্য তাহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত করার পর জানা গেল যে, জায়েদ ও খালেদের মধ্যে একজন মৃত ও একজন জীবিত। এই স্থলে জীবিত ব্যক্তি পূরা এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হইবে। কিন্তু ওছিয়তের সময় যদি এইরূপ বলে যে, এক তৃতীয়াংশ উভয়ের জন্য অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক অংশে ওছিয়ত করিতেছি, তাহা হইলে এক জনের মৃত্যু হইলে জীবিত ব্যক্তি এক

তৃতীয়াংশের অর্দ্ধেকের অধিকারী হইবে। যাহার কোন সম্পত্তি নাই সে যদি এক তৃতীয়াংশের ওছিয়ত করে, ও পরে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে, তবে তাহার মৃত্যুর সময় যে সম্পত্তি সে পরিত্যাগ করিবে, সেই সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মুছা-লাহুর প্রাপ্য হইবে। পক্ষান্তরে কেহ যদি তাহার ছাগলের পালের এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত-সূত্রে দান করে, এবং তাহার সব ছাগল যদি তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়, কিংবা তাহার যদি কোন ছাগল নাই থাকে, তাহা হইলে ওছিয়ত বাতিল হইয়া যাইবে। অর্থাৎ মুছির অপর সম্পত্তি হইতে মুছা-লাহু কিছুই পাইবে না কিন্তু মূল সম্পত্তি হইতে একটী ছাগলের ওছিয়ত করিলে, তাহার কোন ছাগল না থাকিলেও তাহার সম্পত্তি হইতে একটী ছাগলের মূল্যের পরিমাণ টাকা মুছা-লাহুকে দেওয়া হইবে।

তিনজন উম্মে অলাদ, ফকির ও মিছকীনের জন্য যদি এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত করে, তবে এক তৃতীয়াংশকে পাঁচ ভাগ করিয়া তিন ভাগ তিন উম্মে অলাদ পাইবে, এবং এক অংশ ফকীরদিগকে দেওয়া হইবে ও এক ভাগ মিছকীনদিগকে দিতে হইবে।

জায়েদ নামক এক ব্যক্তির জন্য ও ফকীরের জন্য এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত করিলে, এক তৃতীয়াংশের অর্দ্ধেক জায়েদ পাইবে ও বাকী অর্দ্ধেক ফকীরদিগকে দেওয়া হইবে। জায়েদ ও খালেদ প্রত্যেকের জন্য এক শত টাকা ওছিয়ত করিবার পর যদি তৃতীয় আর এক ব্যক্তিকে তাহাদের অংশীদার বলিয়া ওছিয়ত করে, তবে ওছিয়তী দুইশত টাকা তিন জনে সমান অংশে পাইবে। কিন্তু জায়েদের জন্য ১০০৲ টাকা ও খালেদের জন্য ৫০৲ টাকা ওছিয়ত করিলে, তৃতীয় ব্যক্তি জায়েদের টাকার অর্দ্ধেক ৫০৲ টাকা ও খালেদের টাকার অর্দ্ধেক ২৫৲ টাকা মোট ৭৫৲ টাকা পাইবে।

নিজের একজন ওয়ারেস ও একজন অপর ব্যক্তির জন্য যদি কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ওছিয়ত করা হয়, তবে অপর ব্যক্তি উক্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক পাইবে এবং ওয়ারেস ওছিয়তসূত্রে কিছুই পাইবে না। কেননা ওয়ারেসের জন্য ওছিয়ত করা অসিদ্ধ ও নাজায়েজ।

তিন থান কাপড় তন্মধ্যে এক থান উৎকৃষ্ট, একথান মধ্যম ও এক থান নিকৃষ্ট, যদি তিন জন লোকের জন্য এক এক থান করিয়া ওছিয়ত করে ও পরে এক থান বিলোপ হইয়া যায় এবং কোন্ থান বিলোপ হইয়াছে, ইহা কোন রকমে জানা না যায়, এবং ওয়ারেসগণ প্রত্যেক মুছা-লাহুকে বলে যে, তাহার থান বিলোপ হইয়াছে, তাহা হইলে ওছিয়ত বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু ওয়াবেসগণ যদি ইচ্ছা করিয়া দুই থান মুছা-লাহুদিগকে প্রদান করে, তবে যাহার জন্য উৎকৃষ্ট থান ওছিয়ত করা হইয়াছিল, সে এই দুই থানের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট সেই থানের তিন ভাগের দুই ভাগ পাইবে, এবং যাহার জন্য নিকৃষ্ট থান ওছিয়ত করা হইয়াছিল এই সে দুই থানের মধ্যে যাহা নিকৃষ্ট, সেই থানের তিন ভাগের দুই ভাগ পাইবে, এবং মধ্যম থান যাহার জন্য ওছিয়ত করা হইয়াছিল, সে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, প্রত্যেক থানের এক তৃতীয়াংশ পাইবে।

জায়েদ ও খালেদ দুইজনে একটী বাড়ীর অংশীদার। জায়েদ উক্ত বাড়ীর একটী নির্দ্দিষ্ট ঘর যদি হামিদের জন্য ওছিয়ত করে, তবে জায়েদের মৃত্যুর পর উক্ত বাড়ীটী বণ্টন করা হইবে এবং ওছিয়তী ঘরটী যদি জায়েদের অংশে পড়ে, তবে হামিদ উহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঘরটী যদি খালেদের অংশে পতিত হয়, তাহা হইলে ঘরের পরিমাণ জায়গা গজ দ্বারা মাপিয়া জায়েদের অংশ হইতে হামিদকে দেওয়া হইবে।

নির্দ্ধারিত এক হাজার টাকা যদি কাহারও জন্য ওছিয়ত করা হয়, এবং পরে যদি ঐ টাকা মুছির স্বত্ব না হইয়া অপরের স্বত্ব বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে মুছির মৃত্যুর পর টাকার মালীক ইচ্ছা করিলে উক্ত ওছিয়ত সমর্থন করিতে পারিবে এবং এই অবস্থায় মুছা-লাহু উক্ত হাজার টাকার অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে মালীক ওছিয়ত সমর্থন না করিলে ওছিয়ত বাতিল হইয়া যাইবে; অর্থাৎ মুছির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হইতে মুছা-লাহু কিছুই পাইবে না।

মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তি তাহার দুই সন্তানের মধ্যে বণ্টন

হইবার পর, এক সন্তান যদি কাহারও জন্য এক তৃতীয়াংশের ওছিয়ত একরার বা স্বীকার করে, তাহা স্বীকৃত সন্তান তাহার নিজের অংশ হইতে এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিবে।

কোন ব্যক্তি যদি তাহার কোন দাসী জায়েদকে ওছিয়তসূত্রে দান করিয়া মারা যায় এবং পরে যদি উক্ত দাসী কোন সন্তান প্রসব করে এবং দাসী ও সন্তানের মূল্য যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হয় কিম্বা এক তৃতীয়াংশের কম হয়, তাহা হইলে দাসী ও সন্তান উভয়েরই অধিকারী জায়েদ হইবে। আর দাসী ও সন্তানের মূল্য যদি এক তৃতীয়াংশের অধিক হয়, তবে জায়েদ কেবল মাত্র এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ দাসীর অংশ পূরা ও বাকী সন্তানের অংশ হইতে গ্রহণ করিবে। ইহা এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মত এবং সাহেবায়েন (রহঃ) বলেন যে, দাসী ও সন্তান প্রত্যেকের সমান অংশ মুছা-লাহুর প্রাপ্য হইবে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন মৃত ব্যক্তির ৬০০৲ টাকার অন্যান্য সম্পত্তি আছে এবং দাসীর মূল্য ৩০০৲ টাকা ও তাহার সন্তানের মূল্য ৩০০৲ টাকা, মুছির মূলধন (বা সম্পত্তির মূল্য) হইল ১২০০৲ টাকা, এবং ইহার এক তৃতীয়াংশ ৪০০৲ চারি শত টাকা, সুতরাং এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে মুছা-লাহু দাসী গ্রহণ করিবে ও সন্তানের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০০৲ টাকা পাইবে। কিন্তু সাহেবায়েনের মতে মুছা-লাহু দাসীর মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ ২০০৲ টাকা ও সন্তানের মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ ২০০৲ টাকা গ্রহণ করিবে।

باب العتق فی المرض

পীড়িতাবস্থায় মুক্তি প্রদানের বিবরণ।

সুস্থাবস্থায় কোন দাসকে মুক্তি প্রদান করিলে, সকল অবস্থাতেই দাস মুক্ত হইয়া যাইবে; এই দাসের মূল্য প্রভুর সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের সমান হউক কিম্বা বেশী বা কম হউক, অথবা প্রভুর দাস ভিন্ন অন্য কোন আর সম্পত্তি নাই থাকুক, কিন্তু পীড়িতাবস্থায় কোন দাসকে মুক্তি প্রদান করিলে, দাসের মূল্য

যদি প্রভুর সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের সমান কিম্বা উহার চেয়ে কম হয়, তবে দাস বিনা ওজর আপত্তিতে মুক্তিলাভ করিবে। পক্ষান্তরে দাসের মূল্য যদি প্রভুর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে বেশীর পরিমাণের মূল্য প্রদান করিয়া দাস মুক্ত হইতে পারিবে। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের চেয়ে যত টাকা দাসের মূল্য বেশী হইবে, তত টাকা দাস প্রভুর ওয়ারেস্‌গণকে প্রদান করিবে। এইরূপ সুস্থাবস্থায় যদি বলে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার দাস মুক্ত হইয়া যাইবে, অথবা আমার মৃত্যুর পর দাসের অধিকারী ও মালীক জায়েদ হইবে, তাহা হইলে উভয় অবস্থাতেই দাসের মূল্য যদি প্রভুর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের সমান বা উহার চেয়ে কম হয়, তবে দাস প্রভুর কথানুসারে মুক্ত হইবে; অর্থাৎ জায়েদের স্বত্বে পরিণত হইবে। কিন্তু দাসের মূল্য যদি প্রভুর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী হয়, তবে প্রথমাবস্থায় যত টাকা বেশী হইবে, তত টাকা প্রদান করিয়া দাস মুক্তিলাভ করিবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় জায়েদ বেশী পরিমাণের টাকা প্রদান করিয়া দাসের অধিকারী হইবে। কিম্বা জায়েদ সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ টাকা প্রভুর ওয়ারেস্‌গণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দাসের স্বত্ব পরিত্যাগ করিবে।

যে রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা হয়, সেই রোগ সুস্থাবস্থার মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ সুস্থাবস্থায় কোন দাসকে মুক্তি প্রদান করিলে উহার জন্য যেই বিধান বর্ণিত হইয়াছে, যেই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা হয়, সেই রোগাবস্থায় মুক্তি প্রদান করিলেও তাহার জন্য সেই বিধান প্রচলিত।

পীড়িত ব্যক্তির কোন দাসকে মুক্তি প্রদান করা, মোহাবাৎ করা (কোন দ্রব্য উচিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা বা কোন দ্রব্য উচিত মুল্যের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়া খরিদ করা), হেবা করা ও কাহারও পক্ষ হইতে কোন দ্রব্যের জামিন হওয়া, প্রত্যেক অবস্থার বিধানই ওছিয়তের বিধানের সমরূপ।

কোন মোহাবাৎ প্রথম করিয়া পরে যদি কোন দাসকে মুক্তি প্রদান করে, তবে মোহাবাৎকে প্রথম রক্ষা করিতে হইবে; পক্ষান্তরে মুক্তি প্রদান করিবার পর যদি কোন মোহাবাৎ করে, তাহা হইলে মুক্তি ও মোহাবাৎ উভয়ই এক সময় সংখ্যানুপাতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় উদাহরণ যথাঃ—জায়েদ একটী দুইশত টাকা মূল্যের দাস এক শত টাকায় বিক্রয় করিয়া পরে অপর একটী এক শত টাকা মূল্যের দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়া মারা গিয়াছে; এবং উক্ত দাস দুইটী ভিন্ন আর কোন সম্পত্তি সে পরিত্যাগ করে নাই। এইস্থলে জায়েদের মোট ত্যজ্য সম্পত্তি মাত্র ৩০০৲ টাকার; সুতরাং উহার এক তৃতীয়াংশ—অর্থাৎ কেবল মাত্র ১০০৲ টাকা প্রভুর ওছিয়তানুসারে দোরস্ত হইবে। অতএব মোহাবাৎ ও মুক্তি উভয় সিদ্ধ হইতে পারে না। কাজেই মোহাবাৎ যাহা প্রথম করা হইয়াছে, তাহাই রক্ষা করিতে হইবে; এবং মুক্তির জন্য দাসকে ১০০৲ টাকা প্রদান করিতে হইবে। দ্বিতীয় ঘটনার উদাহরণ যথা—যেমন জায়েদ প্রথম তাহার একশত টাকা মূল্যের একটী দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়া, পরে দুই শত টাকা মূল্যের অন্য একটী দাসকে মোহাবাৎ স্বরূপ ১০০৲ টাকায় বিক্রয় করতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং উক্ত দাসদ্বয় ব্যতীত জায়েদ আর কোন সম্পত্তি রাখিয়া যায় নাই। এখন তাহার মোট সম্পত্তি ৩০০৲ টাকার, তিন অংশের এক অংশ ১০০৲ টাকা মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ও দ্বিতীয় দাসের ক্রেতা সমান অংশে প্রাপ্ত হইবে। এবং প্রথম দাস ৫০৲ টাকা নিজের পক্ষ হইতে প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিবে; আর দ্বিতীয় দাসের ক্রেতা মূল্যের ১০০৲ টাকা ব্যতীত আরও ৫০৲ টাকা প্রদান করিয়া দাসের মালীক হইবে। এই দুই অবস্থায় উল্লিখিত পার্থক্য কেবল মাত্র এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব পোষণ করেন। পক্ষান্তরে এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় বলেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তির বিষয় আগে রক্ষা করিতে হইবে ও মোহাবাৎ পরে।

কোন ব্যক্তি যদি প্রথম তাহার জায়েদ নামক দাসকে মোহাবাৎ সূত্রে বিক্রয় করে, ও পরে তাহার খালেদ নামক দাসকে মুক্তি প্রদান করে, এবং পুনরায় হামিদ নামক দাসকেও মোহাবাৎ স্বরূপ বিক্রয় করে, তবে এই ক্ষেত্রে প্রভুর সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগের অর্দ্ধেক জায়েদকে যে খরিদ করিয়াছে, সে পাইবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক খালেদ ও হামিদের ক্রেতা সমান অংশে পাইবে। পক্ষান্তরে জায়েদ ও হামিদকে যদি মুক্তি প্রদান করে ও খালেদকে মোহাবাৎ সূত্রে বিক্রয় করে, তাহা হইলে প্রভুর সম্পত্তির তিন অংশের এক অংশের অর্দ্ধেক খালেদকে যে খরিদ করিয়াছে সে পাইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক জায়েদ ও হামিদ সমানাংশে প্রাপ্ত হইবে।

কোন ব্যক্তি যদি এইরূপ ওছিয়ত করে যে, আমার এই নির্দ্দিষ্ট এক শত টাকা দিয়া একটী দাস খরিদ করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হইবে; এবং পরে যদি উক্ত এক শত টাকা হইতে এক টাকা খোয়াইয়া যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট ৯৯৲ টাকার মধ্যে ওছিয়ত নাকেজ ও প্রচলিত হইবে না। অর্থাৎ ৯৯৲ টাকা দ্বারা দাস খরিদ করিয়া মুক্তি প্রদান করা হইবে না ও করিলে ওছিয়ত কাজে পরিণত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না—অসিদ্ধ হইবে। পক্ষান্তরে ১০০৲ এক শত টাকা দিয়া হজ্জ করিবার জন্য যদি ওছিয়ত করে, এবং উহা হইতে যদি এক টাকা খোয়াইয়া যায়, তবে অবশিষ্ট ৯৯৲ টাকা দ্বারা হজ্জ করা সিদ্ধ ও জায়েজ হইবে। উভয় অবস্থার কারণ মূল আরবী কেতাবে বর্ণিত আছে।

কোন দাস মুক্তির জন্য ওছিয়ত প্রাপ্ত হইবার পর যদি কোন ক্ষতি করে এবং ক্ষতিপূরণের পরিবর্ত্তে যদি দাসটী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত ওছিয়ত বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু ক্ষতির জন্য ফিদিয়া প্রদান করা হইলে ওছিয়ত বাতিল হইবে না।

কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির এক তৃতিয়াংশ জায়েদকে ওছিয়ত সূত্রে দান করার পর যদি কোন দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়া মারা

যায়, এবং জায়েদ যদি দাবী করে যে, সুস্থাবস্থায় মুছি, দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছে, এবং মুছির ওয়ারেসান বলে যে, পীড়িতাবস্থায় দাসকে মুক্তি দিয়াছে, (১) তাহা হইলে এইস্থলে ওয়ারেস্গণের কথা হলফের সহিত বিশ্বাস করা যাইবে এবং সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ যদি দাসের মুল্যের চেয়ে অধিক হয়, তবে যাহা অধিক হইবে, তাহা জায়েদ পাইবে। আর যদি অধিক না হয়, তবে জায়েদ কিছুই পাইবে না। তবে জায়েদ যদি সাক্ষী দ্বারা তাহার কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করাইতে পারে, তবে তাহার কথাই বিশ্বাসযোগ্য হইবে।

কেহ যদি কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি প্রাপ্য টাকার দাবী করে ও তাহার (মৃত ব্যক্তির) দাস যদি সুস্থাবস্থায় মুক্তি পাইয়াছে বলিয়া দাবী করে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারেসগণ যদি উভয়ের দাবী ও কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে গোলামটী মহাজনকে দেওয়া হইবে, এবং দাস তাহার মুল্যের পরিমাণ টাকা মহাজনকে প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিবে।

كتاب الوصية للاقارب وغيرهم

আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপড়সার জন্য ওছিয়ত করার বিবরণ।

এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে যাহার বাড়ী সংলগ্ন ও সংযুক্ত তাহাকে জার অর্থাৎ পড়সা বলে, এবং সাহেবায়েনের মতে যে এক মহল্লা বা পাড়াতে বাস করে ও এক মসজেদের সংশ্রবে থাকে, তাহাকে জার বা পড়সী বলে।

স্ত্রীর মোহারবাম আত্মীয়গণকে আরবের প্রথানুসারে ছেহর অর্থাৎ শ্বশুরালয়ের লোক বলে। (যেমন স্ত্রীর পিতা, ভাই, চাচা, দাদা ও মামু)

---

(১) পীড়িতাবস্থায় মুক্তি প্রদান করিয়া থাকিলে, মুক্তি ওছিয়তের মধ্যে গণ্য হইবে, এবং যে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি জায়েদকে ওছিয়ত সূত্রে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দাস জায়েদের অংশীদার হইবে। পক্ষান্তরে জায়েদের কথানুসারে দাস মুক্ত হইবে এবং এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি জায়েদ একাকীই পাইবে।

এবং মোহার্‌রামাত মেয়ে লোকদের স্বামীকে খাতান অর্থাৎ জামাই বলে। (যেমন ভগ্নীর স্বামী, কন্যার স্বামী, ফুফীর স্বামী, ভাতিজীর স্বামী ও ভাগ্নীর স্বামী) কিন্তু আমাদের দেশে ছেহার অর্থাৎ শ্বশুর স্ত্রীর পিতা ও খাতান অর্থাৎ জামাই কন্যার স্বামীকে বলে। সুতরাং কেহ যদি শ্বশুর কিংবা জামাইর জন্য কোন দ্রব্য ওছিয়ত করে, তবে প্রথম অবস্থায় স্ত্রীর পিতা ও দ্বিতীয় অবস্থায় কন্যার স্বামীর জন্য ওছিয়ত স্থিরীকৃত হইবে।

কেহ যদি নিজের আত্মীয়ের জন্য ওছিয়ত করে, আর তাহার যদি দুই চাচা ও দুই মামু থাকে, তবে এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের মতে কেবল মাত্র চাচাদ্বয় ওছিয়তের অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে সাহেবায়েনের মতে চাচাদ্বয় ও মামুদ্বয় সকলেই সমান অংশে ওছিয়তের অধিকারী হইবে। আর এক চাচা ও দুই মামু থাকিলে এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতানুসারে চাচা অর্দ্ধেক ওছিয়তের অধিকারী হইবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দুই মামু সমান অংশে প্রাপ্ত হইবে। এইস্থলেও সাহেবায়েন (রহঃ) তিন জনের সমান অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর ওছির যদি কেবল মাত্র এক চাচা থাকে, তবে সে ওছিয়তের কেবল মাত্র অর্দ্ধেক পাইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক মুছির ওয়ারেসগণ তাহাদের অংশানুপাতে পাইবে।

ফুফী যদিও ওয়ারেসসূত্রে ভাতিজার ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে কোন অবস্থাতেই কিছু প্রাপ্ত হয় না, তবুও ওছিয়তসূত্রে চাচার সমান অংশ পাইবে। অর্থাৎ কেহ যদি তাহার আত্মীয় স্বজনের জন্য কোন দ্রব্য ওছিয়ত করে এবং তাহার যদি এক চাচা ও এক ফুফী থাকে, তাহা হইলে চাচা ও ফুফী উভয়ে ওছিয়তের সমান অংশে অধিকারী হইবে।

কেহ যদি জায়েদের আওলাদের (সন্তানগণের) জন্য কোন দ্রব্য ওছিয়ত করে, তাহা হইলে জায়েদের পুত্র ও কন্যা উক্ত ওছিয়তের সমান অংশে অধিকারী হইবে। কিন্তু আওলাদ স্থলে যদি ওয়ারেস-গণের জন্য ওছিয়ত করে, তবে জায়েদের পুত্র তাহার কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাইবে। কোন বংশের এতিমগণের জন্য কিংবা অন্ধদিগের

জন্য অথবা লেংড়াদিগের জন্য বা অসহায়দিগের জন্য যদি কোন ওছিয়ত করা হয়, তবে তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় হইলে, তাহাদের ধনী, দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই সমান অংশে ওছিয়তের অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে তাহারা যদি অসংখ্য হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র, কেবল মাত্র তাহারাই ওছিয়তের অধিকারী হইবে।

কোন বংশের লোকের জন্য ওছিয়ত করা হইলে, ঐ বংশের স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ওছিয়তের সমান অংশে অধিকারী হইবে।

باب الوصية بالسكنى و الخدمة

বাস করা ও খেদমত করার ওছিয়তের বিবরণ।

দাসের খেদমত বা সেবা ও বাড়ীতে বাস করা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ও সদা সর্ব্বদার জন্য ওছিয়তসূত্রে দান করা দোরস্ত আছে। অর্থাৎ কেহ যদি এইরূপ ওছিয়ত করে যে, তাহার দাস তাহার মৃত্যুর পর অমুক ব্যক্তির এক বৎসর কাল বা যাবজ্জীবন খেদমত ও কাজ করিবে, অথবা তাহার বাড়ীতে এক বৎসর কাল বা যাবজ্জীবন বাস করিবে, তবে উহা সিদ্ধ ও জায়েজ হইবে। এই দাস যাহা উপার্জ্জন করিবে এবং বাড়ীর যাহা ভাড়াসূত্রে আমদানী হইবে, তাহা যদি কেহ ওছিয়তসূত্রে দান করে, তবে ইহাও দোরস্ত হইবে। পরন্তু দাস ও বাড়ীর মূল্য যদি মুছির সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী না হয়, তাহা হইলে দাস ও বাড়ী মুছা-লাহুকে প্রদান করা হইবে। পক্ষান্তরে এক তৃতীয়াংশের অধিক হইলে বাড়ীটী বণ্টন করিয়া এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ মুছা-লাহুকে প্রদান করা হইবে; এবং দাস এক তৃতীয়াংশে মুছা-লাহুর খেদমত ও কার্য্য করিবে ও অতিরিক্ত অংশের পরিমাণে মুছির ওয়ারেসগণের খেদমত করিবে।

মুছির জীবিতাবস্থায় মুছা-লাহু মারা গেলে ওছিয়ত বাতিল হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে মুছির পরে মরিলে ওছিয়ত বাতিল হইবে না, বরং মুছা-লাহুর ওয়ারেস ওছিয়তের অধিকারী হইবে।

বাগানের ফল ওছিয়ত সূত্রে দান করিয়া যদি মুছি মারা যায় ও ফল বাগানে মৌজুদ থাকে, তাহা হইলে যে ফল মৌজুদ আছে

কেবল মাত্র সে ফলই প্রাপ্ত হইবে এবং ভবিষ্যতে যে ফল উৎপন্ন হইবে তাহা পাইবে না। তবে মুছি যদি সদা সর্ব্বদার জন্য ফল ওছিয়ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে মুছা-লাহু ভবিষ্যতে যে ফল জন্মিবে তাহারও অধিকারী হইবে। কিন্তু বাগান ওছিয়ত সূত্রে দান করিলে মুছির মৃত্যুর সময়ের মৌজুদ ফল ও ভবিষ্যতে যাহা উৎপন্ন হইবে, সমস্ত ফলই মুছা-লাহু প্রাপ্ত হইবে।

ভেড়ার পশম, ছানা ও দুধ ওছিয়ত সূত্রে দান করিলে মুছির মৃত্যুর সময় যে পশম, ছানা ও দুগ্ধ মৌজুদ থাকিবে, মুছা-লাহু কেবল মাত্র তাহারই অধিকারী হইবে; এবং আগামীতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহার অধিকারী হইবে না।

সুস্থাবস্থায় কোন বিধর্ম্মী কোন ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারেসগণ উহার অধিকারী হইতে পারিবে। কিন্তু সাহেবায়েনের (রহঃ) মতে অধিকারী হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে কোন বিধর্ম্মী যদি কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট লোককে কোন ধর্ম্মশালা তৈয়ার করিতে ওছিয়ত করে, তবে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধ হইবে। এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট লোককে ও কোন ধর্ম্মশালা তৈয়ার করিবার জন্য ওছিয়ত করিলে এমাম সাহেব (রহঃ)এর মতে সিদ্ধ হইবে, এবং সাহেবায়েন (রহঃ)এর মতে সিদ্ধ হইবে না।

মোস্তামেন অর্থাৎ মোসলমান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী বিধর্ম্মী যদি তাহার সমস্ত সম্পত্তি কোন মোসলমান কিংবা জিম্মীকে ওছিয়ত সূত্রে দান করে, এবং তাহার ওয়ারেসগণ যদি দারুল-হরবে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেও ওছিয়ত সিদ্ধ হইবে।

باب الوصی

ওছির বিবরণ।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহার হাতে ন্যস্ত করা হয়, তাহাকে "ওছি" বলে। যেমন জায়েদ তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির রক্ষার ভার খালেদের হাতে ন্যস্ত

করিলে; খালেদকে জায়েদের ওছি বলা যাইবে ও জায়েদকে খালেদের মুছি এবং ঐ ক্রিয়াকে ওছাইয়াত বলা হইবে।

ওছাইয়াত ছহি ও শুদ্ধ হইবার জন্য শর্ত্ত এই যে, ওছিকে মুছির সম্মুখে ওছাইয়াত কবুল করিতে হইবে। ওছি যদি মুছির সামনে প্রথম ওছাইয়াত কবুল করিয়া পরে উহা তাহারই সামনে প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে ওছাইয়াত বাতিল হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে মুছি একবার কবুল করিয়া যদি পরে মুছির অজ্ঞাতসারে প্রত্যাখ্যান করে, তবে ওছাইয়াত বাতিল হইবে না। ওছি যদি মুছির মৃত্যু পর্য্যন্ত ওছাইয়াতকে কবুল না করে এবং পরিত্যাগও না করে, বরং চুপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে মুছির মৃত্যুর পর ওছি ইচ্ছা করিলে ওছাইয়াত কবুল করিতে পারিবে, আর ইচ্ছা করিলে পরিত্যাগও করিতে পারিবে।

মুছির মৃত্যুর পর তাহার কোন ত্যজ্য সম্পত্তি ওছি বিক্রয় করিলে বিক্রয় শুদ্ধ ও লাজেম হইবে। এই স্থলে ওছি, যে ওছি নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা তাহার অবগত হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে ওকিল (প্রতিনিধি) তাহার ওকালতের বিষয় অবগত না হইয়া মোয়াক্কেলের কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে বিক্রয় সিদ্ধ ও জায়েজ হইবে না।

ওছাইয়াত কবুল না করিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া মুছির মৃত্যুর পর যদি উহা প্রত্যাখ্যান করে এবং পরে আবার কবুল করে, তাহা হইলে সে ওছি নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মুছি যদি কোন গোলাম কিংবা কাফের কিংবা ফাছেককে ওছি নিযুক্ত করে, তাহা হইলে কাজী তাহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কোন গোলামকে ওছি নিযুক্ত করিবে। কেননা গোলাম কাফের ও ফাছেক জন্য ওছি নিযুক্ত হওয়া দোরস্ত নাই। তবে ওছি যদি তাহার নিজের কোন দাসকে ওছি নিযুক্ত করে এবং তাহার (মুছির) ওয়ারিশগণ নাবালেগ হয়, তবে এই ক্ষেত্রে দাসের ওছিত্ব বলবৎ থাকিবে। কিন্তু ওয়ারিশগণের মধ্যে সা-বালেগ থাকিলে দাস ওছি হইতে পারিবে না।

কোন ওছি যদি ওছিয়তের কার্য্য সমাধা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে কাজী উক্ত ওছির সহিত অপর এক ব্যক্তিকে ওছি নিযুক্ত করিবেন। ওছি যদি ন্যায়বান্ হয় এবং ওছাইয়াতের কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হয়, তবে কাজী তাহাকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি দুইজন ওছি নিযুক্ত করিলে এমাম আবু হানিফা ও এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) সাহেবদ্বয়ের মতে এক ওছি অন্য ওছি ভিন্ন কেবল মাত্র নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিতে পারিবে। মুছির জন্য কাফনের কাপড় ক্রয় করা, তাহার তজহিজ (কবর দেওয়া) করা, তাহার পক্ষ হইতে তাহার স্বত্বের জন্য তাকাদা করা, তাহার ঋণ পরিশোধ করা, তাহার প্রাপ্য ঋণের টাকা তাকাদা করা, তাহার নাবালেগ সন্তানের জন্য কোন দ্রব্য খরিদ করা, তাহার পক্ষ হইতে প্রদত্ত হেবা কবুল করা, সে যেই দাসকে মুক্তি প্রদান করিতে ওছিয়ত করিয়া গিয়াছে, সেই দাসকে মুক্ত করা, তাহার নিকট যে বস্তু আমানত স্বরূপ রাখা হইয়াছে, তাহা ফেরৎ দেওয়া, তাহার নির্দ্দিষ্ট ওছিয়তকে কার্য্যে পরিণত করা, তাহার বিলোপ গ্রস্ত দ্রব্যকে রক্ষা করা ও যে দ্রব্য বিনাশ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়, তাহা বিক্রয় করা, এই সকল কাজ এক ওছি অপর ওছি ব্যতীত করিতে পারিবে; এবং এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবের মতে সকল প্রকারের সকল কাজই এক ওছি অপর ওছি ব্যতীত করিতে পারিবে।

ওছির মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তিকে ওছি নিযুক্ত করিলে—চাই ওছির নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য কিংবা তাহার মুছির সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য উভয় অবস্থাতেই নব নিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ওছি নির্দ্ধারিত হইবে।

ওছি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার ওয়ারেশগণ ও তাহার মুছা-লাহুর মধ্যে বণ্টন করিবেন; এই বণ্টন সিদ্ধ হইবে এবং মুছা-লাহুর অংশ প্রদান করিয়া ওছি যদি মুছির ওয়ারেশগণের অংশ গ্রহণ করে, আর তাহা যদি ওছির নিকট হইতে বিলোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ওয়ারেশ মুছা-লাহুর নিকট হইতে কিছুই ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না।

মুছা-লাহুর অনুপস্থিতিতে ওছি যদি মুছির ওয়ারেশগণ ও মুছা-লাহুর মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করে, তবে বণ্টন সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ওছি যদি বণ্টন করিয়া মুছা-লাহুর অংশ নিজের কাছে রাখিয়া দেয় এবং উহা যদি তাহার নিকট হইতে বিলোপ হইয়া যায় তাহা হইলে মুছা-লাহু অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে কাজী মুছা-লাহুর অনুপস্থিতিতে বণ্টন করিলে বণ্টন সিদ্ধ হইবে।

মুছি যদি হজ্জ করিবার জন্য ওছিয়ত করে, এবং ওছি যদি ওয়ারিশগণের অংশ হইতে ওছিয়তের অংশ পৃথক করিয়া নিজের কাছে কিংবা যাহাকে হজ্জে পাঠান হইবে তাহার নিকট রাখে ও পরে উহা বিলোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে হজ্জ করান হইবে।

মৃত ব্যক্তি যদি ওছিয়ত করে যে, এই নির্দ্দিষ্ট দাসটী বিক্রয় করিয়া মূল্যের টাকা ছদ্‌কা করিবে, এবং ওছি উক্ত দাসটী বিক্রয় করিয়া মূল্যের টাকা নিজের কাছে রাখিয়া দেয় ও তাহার নিকট হইতে উহা বিলোপ হইয়া যায়, আর পরে যদি উক্ত দাসটী অপর কোন ব্যক্তির দাস বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে ক্রেতা মূল্যের টাকা ওছির নিকট হইতে গ্রহণ করিবে এবং ওছি মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে গ্রহণ করিবে। এইরূপ ত্যজ্য সম্পত্তি বণ্টন করাতে নাবালেগ সন্তান যদি কোন দাস প্রাপ্ত হয় এবং ওছি যদি দাসটীকে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য নিজের কাছে রাখে, ও উহা তাহার নিকট হইতে খোয়াইয়া যায়, আর পরে যদি দাসটী আর কোন ব্যক্তির দাস বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে ক্রেতা মূল্যের টাকা ওছির নিকট হইতে গ্রহণ করিবে ও ওছি নাবালেগের মাল হইতে গ্রহণ করিতে এবং নাবালেগ অন্যান্য ওয়ারিশগণের নিকট হইতে অংশানুপাতে গ্রহণ করিবে।

ওছির ব্যবসা-বানিজ্যে অর্থ প্রদান করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহার কর্জ্জ দিবার অধিকার নাই। সাবালেগ ওয়ারিশের অনুপস্থিতিতে তাহার (অস্থাবর) মাল ওছি বিক্রয় করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার জমি তাহার অনুপস্থিতিতে বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং

তাহার অর্থ দ্বারা কোন প্রকার ব্যবসাও করিতে পারিবে না। ওছি নিযুক্ত হইবার পর নাবালেগের সম্পত্তিতে তাহার দাদার চেয়ে ওছির অধিকার প্রবল ও অধিক। নাবালেগের সম্পত্তির বিষয় তাহার দুই ওছি কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করিলে, সাক্ষ্য বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। সেই নাবালেগ ওয়ারেস্‌সূত্রে সম্পত্তি পাইয়া থাকুক কিংবা অন্য কোন প্রকারে। এইরূপ নাবালেগ ওয়ারেস্‌সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বিষয় দুই ওছির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু ওয়ারেসী-সূত্রে ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে যে সম্পত্তি সাবালেগ প্রাপ্ত হইবে, সেই সম্পত্তির বিষয় ওছির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। এইরূপ দুই ব্যক্তি যদি অপর দুই ব্যক্তির পক্ষে মৃত ব্যক্তির এক হাজার টাকা পাইবে বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে ও দ্বিতীয় দুই ব্যক্তি যদি প্রথম দুই ব্যক্তির পক্ষ হইয়া তাহারা (প্রথম দুই ব্যক্তি) মৃত ব্যক্তির নিকট এক হাজার টাকা পাইবে বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে উভয় দলের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। উদাহরণ, যথা :—জায়েদ ও খালেদ একযোগে সাক্ষ্য প্রদান করিল যে, মৃত হামিদের নিকট ওমর ও মাহমুদ এক হাজার টাকা পাইবে এবং ওমর ও মাহমুদ একযোগে সাক্ষ্য দিল যে, যায়েদ ও খালেদ হামিদের নিকট এক হাজার টাকা পাইবে, তবে এই স্থলে উভয় দুই জনের সাক্ষ্যই অপর দুই জনের জন্য শুদ্ধ ও গ্রাহ্য হইবে। পক্ষান্তরে এক দল যদি অপর দলেয় ওছিয়তের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে উভয় দলের সাক্ষ্যই বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। এইরূপ এক দল যদি সাক্ষ্য দেয় যে,অপর দল অছিয়তসূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে তাহার দাস প্রাপ্ত হইবে এবং দ্বিতীয় দল যদি সাক্ষ্য দেয় যে, প্রথম দল ওছিয়তসূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবে, তবে উভয় দলের সাক্ষ্যই বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে।

كتاب الخنثى

খোন্‌ছার বিবরণ।

যাহার পুরুষাঙ্গ ও যোনী উভয় আছে, তাহাকে খোন্‌ছা বলে। খোনছা যদি পুরুষাঙ্গ দ্বারা প্রস্রাব করে, তবে সে পুরুষের মধ্যে গণ্য

এবং যোনী দ্বারা প্রস্রাব করে, তাহা হইলে স্ত্রীলোক মধ্যে গণ্য। আর যদি উভয় দ্বার দিয়া প্রস্রাব করে, তবে দেখিতে হইবে কোন দ্বার দিয়া প্রথম বহির্গত হয়, যদি পুরুষাঙ্গ দ্বারা প্রথম বাহির হয়, তবে পুরুষের মধ্যে গণ্য হইবে; এবং যদি যোনী-দ্বার দ্বারা প্রথম বাহির হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি উভয় রাস্তা দিয়া এক সঙ্গে একই সময় প্রস্রাব বাহির হয়, তবে তাহাকে খোনছা-মুস্কিল বলে। কিন্তু সাহেবায়েন (রহঃ) বলেন যে,এই স্থলে দেখিতে হইবে, কোন রাস্তা দিয়া বেশী প্রস্রাব বাহির হয়,—পুরুষাঙ্গ দিয়া বেশী বাহির হইলে পুরুষের মধ্যে গণ্য নচেৎ স্ত্রীলোকের মধ্যে গণ্য হইবে। উল্লিখিত অবস্থা ও বিধানগুলি বালেগ হইবার পূর্ব্বে বিবেচিত।'

বালেক হইবার পর যদি তাহার দাড়ী উঠিয়া থাকে অথবা কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করিয়া থাকে, তবে সে পুরুষ ৵ পক্ষান্তরে যদি স্তন উঠিয়া থাকে, কিংবা স্তন হইতে দুধ বহির্গত হইয়া থাকে, কিংবা হায়েজ (ঋতু) হইয়া থাকে, কিংবা তাহার সহিত কোন পুরুষ সহবাস করিয়া থাকে, তবে সে স্ত্রীলোকের মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু উপরোক্ত কোন কিছু যদি না দেখা যায়, অথবা উভয় প্রকারের চিহ্ন দেখা যায়, তবে সে "খোন্‌ছায়ে মোস্কেল।"

খোন্‌ছায়ে মোস্কেলের আহ্‌কাম বা বিধান। খোন্‌ছায়ে মোস্কেল স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাতারে দাড়াইয়া নামাজ পড়িলে তাহাকে পুনরায় নামাজ পড়িতে হইবে এবং সে যদি পুরুষের কাতারে দাড়ায়, তবে তাহার দুই পার্শ্বের দুইজন ও পিছনের একজন এই তিনজনকে তাহাদের নামাজ পুনরায় পড়িতে (দোহরাইতে) হইবে।

খোন্‌ছায়ে মোস্কেলকে মাথা ঢাকিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। সে রেশমের কাপড় ও গহনা পরিধান করিতে পারিবে না,—অপর স্ত্রী ও পুরুষের—কাহারও সামনে শরীর উলঙ্গ করিবে না। তাহার সঙ্গে কোন অপর পুরুষ ও স্ত্রীলোক নির্জ্জনে বাস করিতে পারিবে না। নিজের কোন মোহররম ব্যতীত অপর কাহারও সঙ্গে ছফর (বিদেশ ভ্রমণ) করিবে না। কোন পুরুষ কিংবা কোন স্ত্রীলোক তাহাকে

খাতনা করিলে মকরুহ্ হইবে। তাহাকে খাতনা করিবার জন্য তাহার নিজের অর্থ দ্বারা একটী দাসী খরিদ করিতে হইবে; এবং তাহার অর্থ না থাকিলে বায়তুল মাল (সাধারণ রাজভাণ্ডার) হইতে দাসী খরিদ করা হইবে ও খাতনা হইয়া গেলে দাসী বিক্রয় করিয়া মূল্যের টাকা বায়তুল মালে দাখিল করিতে হইবে। সে পুরুষ কি স্ত্রী ইহা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে মারা গেলে তাহাকে গোছল না দেওয়াইয়া তায়াম্মোম করাইয়া দফন করিবে। তাহাকে গোছল করাইবার জন্য এই স্থলে কোন দাসী খরিদ করা হইবে না।

তাহাকে কবরে রাখিবার সময় পর্দ্দা করা মোস্তাহাব। একটী খোনছা, একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের জানাজা একত্রে হইলে, ইমামের নিকট প্রথম পুরুষের পরে খোন্‌ছার, তারপর স্ত্রীলোকের নাম রাখিতে হইবে।

খোন্‌ছায়ে মোস্কেলের পিতা মারা যাইবার সময় যদি খোন্‌ছায় মোস্কেল ও আর একটি পুত্র রাখিয়া মরে, তবে তাহার সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ খোনছা পাইবে এবং দুই ভাগ পুত্র।

মোছায়েলে মোতাফাররাকা।

বোবার লেখা ও ইঙ্গিত করা যাহাতে বিবাহ কিংবা তালাক কিংবা ক্রয় বিক্রয় বুঝা যায়, মুখের কথার শব্দ, কিন্তু বোবা সে যদি এইরূপ কোন ইঙ্গিত করে, যাহাতে বুঝা যায় যে, সে হদ (শাস্তি) পাইবার উপযুক্ত কোন কাজ করিয়াছে, তবে ইহাতে হদ জারী করা হইবে না। কতকগুলি জবাহ্ করা বকরীর সঙ্গে যদি কতক মরা বকরী থাকে এবং মরা যদি কম হয়, তবে অতিশয় সতর্কের সহিত উহা খাওয়া যাইতে পারে।

মুল আরবী শরেহ্ বেকায়ার চতুর্থ বা শেষ খণ্ডের অর্থাৎ বাঙ্গলা অনুবাদের সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত হইল।

সচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
এজারার বিবরণ	...	১
ফাছেদ এজারার বিবরণ	...	১০
এজমালী মজুরের বিবরণ	...	১৬
এজারা ভাঙ্গিবার বিবরণ	...	২১
বিভিন্ন মোছলার বিবরণ	...	২৪
ক্রীতদাসদিগের স্বাধীনতার বিবরণ	...	২৫
মোকাতেবের কার্য্য করিবার অধিকারের বিবরণ	...	২৮
মোশ্‌তারেক গোলামের মোকাতাব করিবার বিবরণ	...	৩৪
মোকাতাবের মৃত্যু ও অক্ষমতা এবং মালেকের মৃত্যুর বিবরণ		৩৬
ওলা সম্পত্তির বিবরণ	...	৩৯
বল-পূর্ব্বক কার্য্য করাইবাব বিববণ	..	৪২
বাক্য-দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইতে বিরত বাথাব বিববণ	...	৫০
আদেশ প্রাপ্ত দাসের বিবরণ	...	৫৫
অপরের দ্রব্য অন্যায়পূর্ব্বক অপহরণ করার বিবরণ	...	৬৫
শোফয়া অর্থাৎ অগ্রগণ্য দাবীর বিবরণ	...	৮০
এজমালী সম্পত্তি বণ্টন করিবার বিবরণ	...	৯২
বণ্টন করিবার প্রণালী	...	৯৬
জমি বর্গা (ভাগে) দেওয়ার বিবরণ	...	১০০
ফসলের অংশের পরিবর্ত্তে বৃক্ষাদি রক্ষার বিবরণ	...	১০৪
জবাহ্‌ করা জন্তুর বিবরণ	...	১০৫
কোরবানীর বিবরণ	...	১০৮
কোরবানীর উপযুক্ত জন্তু	...	১১০
মকরুহের বিবরণ	...	১১২
পান-ভোজনও মকরুহ্‌	...	১১২
পোষাকের মকরুহ	...	১১৪
দর্শন, স্পর্শ ও সহবাস করার বিবরণ	...	১১৫
এস্‌তেবরার বিবরণ	...	১১৭